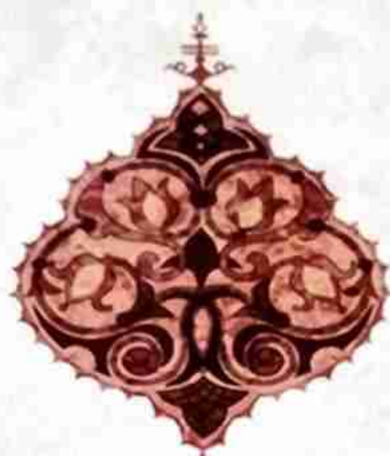
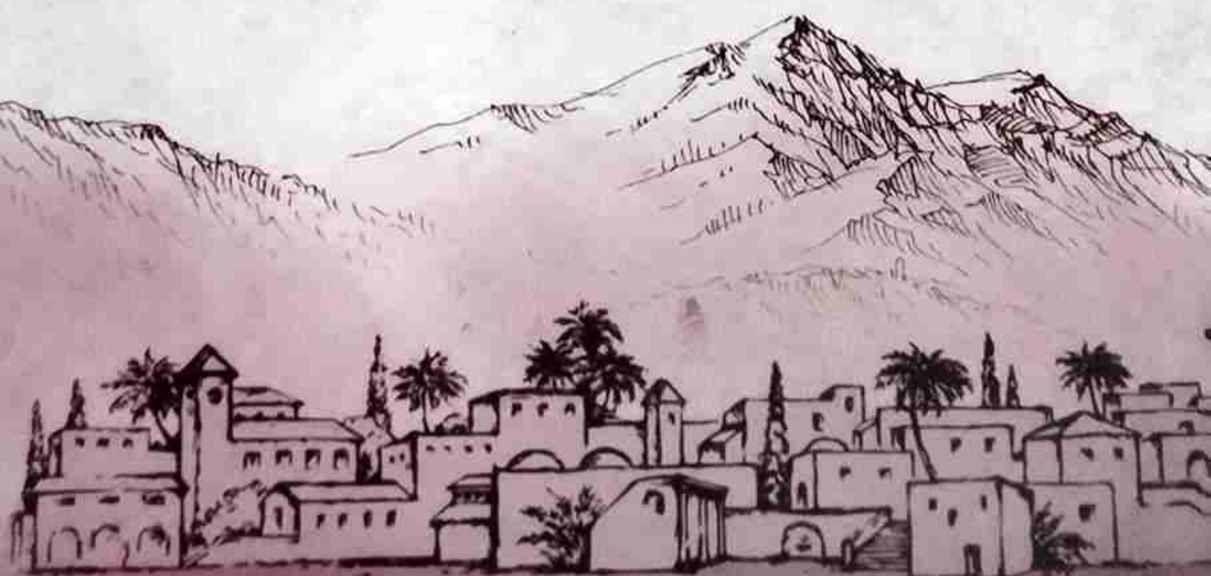


খুলুকুন আজিম

(কেমন ছিলেন নবীজি ﷺ)

খণ্ড : ১

শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ





খুলুকুন আজিম

(কেমন ছিলেন নবীজি ﷺ)

খণ্ড : ১

মূল : শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
ভাষান্তর : শায়খ আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান
সম্পাদনা : মুফতি মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান

প্রকাশনায়

দারুত তাযকিয়া

বায়তুল মোকাররম ইসলামি বই মার্কেট, শপ নং-০৭, ঢাকা
মোবাইল: ০১৫৩১-২০ ৩১ ২৮, ০১৯৭২-৬০ ৪০ ৭০
অফিস : ০১৭১২-৬০ ৪০ ৭০, Facebook/Tajkia.com

প্রকাশকাল
মুহাররাম-১৪৪২ হিজরি, সেপ্টেম্বর-২০২০ ইসায়ি

ISBN : 978-984-8001-61-5

প্রকাশিকা
মুমতাহানা নার্গিস

সজ্জায়ন : হাফেজ ইমামুদ্দিন
কভার : আবুল ফাতাহ মুন্না

মূল্য : ৭৮০ (সাতশ আশি) টাকা মাত্র

পরিবেশক

মাদানী কুতুবখানা, বাংলাবাজার	: ০১৭৩৩-২০৬৭৫৭
আইডিয়া প্রকাশন, বাংলাবাজার	: ০১৯২০-৭০৯১৬৬
হাকিমুল উম্মাহ, বাংলাবাজার	: ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫
আজিজিয়া লাইব্রেরী, ফেনী	: ০১৭১৫-৭২৩৬৮৮
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, হাটহাজারী	: ০১৮৩৯-৪৪১৪৬৩
আল-মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা	: ০১৮৬৯-৪৮০৮৭২
পরিপাটি, বায়তুল মোকাররম	: ০১৯১৭-২৬২৪৩১

সম্পাদকীয়



মহান আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝে সব উত্তম চরিত্র ও উত্তম স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যা তাঁকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। তিনি ছিলেন কল্যাণের আঁধার। কল্যাণময় সব কাজে তিনিই উত্তম আদর্শ।

মুমিন-কাফের, ছোট-বড় ও সম্মানিত-হীন থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের সাথে কোমল আচরণের উজ্জ্বল আদর্শ তিনি। নির্যাতিতকে সাহায্য করা, ভালো দ্বারা মন্দ কাজের মোকাবিলা করা, হাসিমাখা চেহারায় মানুষের সাথে মিলিত হওয়া ছিলো তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন কার্যসম্পাদনে সর্বোত্তম নীতি অবলম্বনকারী।

মহানবি ﷺ-এর শত্রুরাও তাঁর উত্তম চরিত্রে বিমোহিত হয়ে ঈমান আনতো। ইসলামের শাশ্বত বিধানকে আলিঙ্গন করতো। রাসূল ﷺ-এর কোমলতা ও আদর্শ দেখে তারা বলতো—

«يا محمد، والله مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوْهِ إِلَيَّ، والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَّ الدِيْنِ إلى، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ».

হে মুহাম্মদ! আমার নিকট আপনার চেহারা সবচেয়ে ঘৃণিত ছিলো, আজ আপনার চেহারা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আপনার ধর্ম আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো, আজ আপনার ধর্ম আমার সবচেয়ে প্রিয়। আপনার শহরের চেয়ে অপ্রিয় কোনো শহর আমার নিকট ছিলো না, আজ আপনার শহর আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর.

প্রিয় পাঠক! এ গ্রন্থ পাঠে জানতে পারবেন মুহাম্মদে আরাবি ﷺ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় কেমন আচরণ করতেন। আমরা তাঁকে স্বামী, পিতা, প্রতিবেশী, বন্ধু, ক্রেতা, বিক্রেতা, বিচারক, মুফতি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেখতে পাবো। মহান আল্লাহ তাঁকে নবি-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে উত্তম চরিত্র ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত করেছেন।

শায়খ সালেহ আল-মুনাজিদ এ গ্রন্থে এমন মহান নবির উত্তম চরিত্রের/আচরণের অনুসন্ধান করছেন, যাঁর চরিত্রই আল-কুরআন। মহান আল্লাহ উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি শত্রু-মিত্র, বন্ধু-শত্রু চিহ্নিত করতে পারেন।

এ উম্মি নবির আচরণ কেমন ছিলো যখন তিনি মানুষের সাথে ঘরে, বাজারে ও বাসস্থানে মিলিত হতেন? তাদের মধ্যে পরিচিত-অপরিচিত, পূণ্যবান-পাপাচারী, মহৎ ও দুষ্ট লোক ছিলো? তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করতেন?

প্রিয় পাঠক! খুলুকুন আজিম (কেমন ছিলেন নবীজি ﷺ) নামক এ গ্রন্থ পাঠে আপনার নিকট উন্মোচিত হবে মহানবি ﷺ এর উত্তম আচরণের নানা দিক।

আসুন, গ্রন্থটি মসজিদে মসজিদে এবং ঘরে ঘরে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে ধারাবাহিক দরস/পাঠ শুরু করি।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ অনুগ্রহে আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমে দীন, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, দাঈ ইলাল্লাহ, উম্মতের দরদি রাহবার, ইঞ্জিনিয়ার শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি "كَيْفَ عَامَلَهُمُ الرَّسُوْلُ" (How He Treated Them?) নামক একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করার সৌভাগ্য হলো আমার। এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রচিত অপূর্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

পাঠক! আপনার হাতে যে গ্রন্থটি রয়েছে, আপনি এখন যে গ্রন্থটি পড়তে চলছেন, তা যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান সিরাত সম্পর্কিত একটি অমূল্য গ্রন্থ; তবে ব্যতিক্রম। ধুলির ধরণিতে নবীজির শুভাগমন, পৃথিবী থেকে তাঁর তিরোধান, তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, নবুওয়াত প্রাপ্তি, সর্বোপরি তাঁর জীবন-চরিতের ধারাবাহিক কোনো বিবরণ এ গ্রন্থে নেই। তবে ভাবছেন কী আছে এ গ্রন্থে? একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিরাত পাঠ করে যা জানতে চায়, যে দিক-দর্শন আহরণ করতে চায়, মহান সিরাত পাঠের সুমহান যে লক্ষ্য; শায়খ সালেহ আল মুনাজ্জিদ সেটিকেই উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে।

যদিও এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ধারাবাহিক জীবন-চরিত নেই, তবে তাঁর পুতঃপবিত্র জীবন উম্মতের জন্য যে 'আদর্শ' হয়ে উপস্থাপিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে রয়েছে সে আদর্শের বিস্ময়কর বিবরণ।

যদিও এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনকালে পৃথিবীর সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো বিষয়ের বিবরণ নেই, তবে তাঁর পবিত্র সিরাত এ সব ক্ষেত্রে পৃথিবীকে যে ঋণে ঋদ্ধ করেছে-এ গ্রন্থে রয়েছে তার চমৎকার উপস্থাপন।

যদিও এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াতী জীবনের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপিত হয়নি, তবে তাঁর নবুওয়াতি জীবন অনাগত মানবতার জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, এ গ্রন্থে রয়েছে তার যৌক্তিক বর্ণনা। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ বাস্তব ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টান্ত। এ গ্রন্থ- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن -এর প্রায়োগিক উপমা।

সর্বোপরি গ্রন্থকার এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুমহান চরিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মানবতার কল্যাণে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, সমৃদ্ধ ও কার্যকরি জীবনবিধান। আর এই জীবনবিধানের নিখুঁত ও নিটোল প্রায়োগিক উপমা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনচরিত; বিজ্ঞ লেখক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিরাত থেকে সহিহ হাদিসের আলোকে তা উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

বস্তুত মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যাতে তাঁর পবিত্র জীবনে দিকনির্দেশনা নেই। মানব জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যাতে তাঁর অনুপম আদর্শ নেই।

পৃথিবীর অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্ব এমনও রয়েছেন, যাদের বুদ্ধির দীপ্তি ছিলো প্রখর, মেধার শক্তি ছিলো তীব্র কিন্তু সহনশীলতায় তারা ছিলেন অতি ক্ষুদ্র। এমনও অনেক ছিলেন, যাদের বাকশক্তি ছিলো চাতুর্যপূর্ণ। যাদের মুখের ভাষায় ছিলো হৃদয় জয় করার শক্তি, যাদের কল্পনায় ছিলো বহু শতাব্দি পাড়ি দেয়ার স্বপ্ন কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা ও স্থুল বুদ্ধির অধিকারী। এমনও অনেক ছিলেন রাজ্য শাসনে তার কুশলতা ছিলো, সৈন্য পরিচালনায় তার দক্ষতা ছিলো, কিন্তু তার চারিত্রিক সূচিতা ছিলো না। নৈতিক পবিত্রতা ছিলো না। চরিত্র ছিলো দুর্গন্ধময়। নৈতিকতা ছিলো ভ্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ।

কিন্তু মানব ইতিহাসে নবী মুহাম্মদ ﷺ একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর মাঝে সমন্বয় ঘটেছিলো পৃথিবীর সকল মহান ব্যক্তিদের মহত্ব, সকল প্রতিভাবানদের প্রতিভা, সকল যোগ্যদের যোগ্যতা। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া এ সকল মহান ব্যক্তিদের প্রত্যেকের জীবনের এমন কিছু দিক রয়েছে যা তারা অন্যদের থেকে লুকাতে চান। তারা চান না তা অন্যের সামনে প্রকাশ হয়ে যাক। অন্যের সামনে তা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা তাদেরকে তাড়িয়ে ফিরে। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ তিনিই ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক মানবতার সামনে তুলে ধরেছেন। তাদের সামনে তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে খুলে দিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিলো খোলা কিতাবের মতো। যেখানে একটি পৃষ্ঠাও আটকানো নয়। একটি ছত্রও অস্পষ্ট নয়। যে কেউ চাইবে পড়তে পারবে।

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর সাহাবিদেরকে বলে দিয়েছেন, তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় মানুষের সামনে বর্ণনা করে দেয়ার জন্য। তাঁর প্রতিটি বিষয় প্রচার ও প্রসার করে দেয়ার জন্য। অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তাঁর প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ পৌছে দেয়ার জন্য। ফলে তারা তাঁর সুসময়ের প্রতিটি অবস্থা যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি মানবিক নাজুক অবস্থার কথাও বর্ণনা করেছেন। মানবিক নাজুক অবস্থা হলো, তাঁর রাগ, আবেগ ও হৃদয়ের উষ্ণ মুহূর্ত। তাঁর স্ত্রীগণও, তাঁদের সাথে তাঁর আচরণ ও উচ্চারণ, পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ও উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন। এই যে সায়্যিদা আয়েশা তাঁরই অনুমতিক্রমে তাঁরই জীবদ্দশায় তাঁর গৃহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। কারণ, তাঁর প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ হলো দীন ও শরিয়ত।

আমাকে এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী এনে দিন, যিনি মানবতার সামনে এ কথা বলার সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন যে, "এই নাও আমার জীবনী। এখানে আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ সংরক্ষিত আছে। জেনে নাও আমার জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিক, প্রতিটি বিষয়। এরপর তা শত্রু-মিত্র সকলের কাছে বর্ণনা করে দাও। দেখ কেউ তাতে আঁচড় কাটতে সক্ষম হয় কিনা?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের হুকুম আহকাম বর্ণনা করার জন্য কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলরুমে উপস্থিত হন নি। এর জন্য এমন কোনো মাদরাসাও স্থাপন করেন নি, যেখানে সময়ের ধরাবাধা নিয়মে দরস ও পাঠদান হবে। কিংবা প্রচলিত নিয়মের কোনো ওয়াজের হালকায়ও বসেন নি। বরং তাঁর কাছে তার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু প্রত্যাদেশ হতো তিনি তা মানুষের কাছে পৌছে দিতেন ঘরে-বাইরে, বাজারে-মসজিদে। যখনই প্রয়োজন হতো সৎ কাজের আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। তাঁর রেসালাতের এই ফরিজা তিনি যেমন তাঁর কথার মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন তেমনি কাজের মাধ্যমেও করতেন। বক্ষমাণ গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ দেখতে পাবেন।

সিরাতের প্রতি আকর্ষণ সেই ছোটবেলা থেকেই। সেই আকর্ষণ আরো সজীব ও সতেজ হয়েছে। দীর্ঘ সময় মসজিদে ধারাবাহিক ভাবে সিরাত আলোচনার মধ্য দিয়ে। সেই আকর্ষণ থেকেই গ্রন্থটি হাতে পাওয়ার পর একরকম মোহগ্রস্থের মতই পাঠ করতে শুরু করি।

আর বিস্মিত হতে থাকি। প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি অধ্যায় আমার জন্য নতুন চমক নিয়ে হাজির হতে থাকে। সেই বিস্ময়ের ঘোরেই নিজের যোগ্যতা যাচাই না করেই এক সময় অনুবাদ করতে শুরু করি। নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি আমার রয়েছে, তবে একটি লোভ, একটি আশা আমাকে অযোগ্যতা সত্ত্বেও চলতে সাহস যুগিয়েছে। সত্যিই নিজের সব অযোগ্যতাকে ছাপিয়ে গ্রন্থটি **খুলুকুন আযিম** (কেমন ছিলেন নবীজি ﷺ) নামে বাংলায় পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে হৃদয়-মন আপ্লুত। হাজার শুকর দরবারে তোমার হে প্রভু নিরঞ্জন। মিশরের বাজারে নবী ইউসুফ ﷺ-কে কিনতে নাকি এক বুড়িও সুতা-নাটাই নিয়ে ক্রেতাদের সারিতে দাঁড়িয়েছিল-সে কি আসলেই ইউসুফ কিনতে দাঁড়িয়েছিল? না, সে দাঁড়িয়েছিল ইউসুফের ক্রেতাদের সারিতে নিজের নামটি লেখাতে।

আমিও আশায় বুক বেঁধেছি হে প্রভু! কেয়ামতে যেন আমার নামটিও ওই সব ভাগ্যবানদের সাথে উচ্চারিত হয়, যারা তাদের লিখনীর মাধ্যমে তোমার হাবিবের প্রশংসা গেয়েছে। তোমার হাবিবের জীবনচরিত মানুষের সামনে তুলে ধরেছে।

مَا إن مَدَحتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِيْ * وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِيْ بِمُحَمَّدِي.

আমি আমার প্রবন্ধের মাধ্যমে মুহাম্মাদের প্রশংসা করিনি; বরং মুহাম্মাদের নামটি উল্লেখ করে আমার প্রবন্ধকে প্রশংসিত করেছি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে **'দারুত তাযকিয়া'** পুরো জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। প্রথম মুদ্রণে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে পরবর্তী সংস্করণে সুধরে নেয়ার ওয়াদা রইল।

মুহতাজে দু'আ,
আবু সাঈদ মুহাম্মাদ নু'মান
উত্তরা, ঢাকা।

সূচিপত্র

Click here to join our telegram channel for more pdf

প্রথম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম আদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ : নবীজি ﷺ : হেদায়াতের আলোকবর্তিকা

القدوة বা 'আদর্শ'-এর মর্ম ২৮
তাদের হেদায়াত অনুসরণ করুন ২৮
নবী-রাসূলদের অনুসরণের নির্দেশিত বিষয়........ ৩০
১. আল্লাহর আনুগত্যে ও ইবাদতে শক্তি ব্যয় ৩০
আম্বিয়া ﷺ-এর ইবাদতের প্রমাণ........ ৩১
২. যিকিরের আধিক্য ঃ দু'আ ও মিনতি ৩২
৩. আল্লাহর জিকিরের সময় তাদের বিনয় ও কান্না ৩৪
৪. আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞানের শক্তিতে তাদের অনুসরণ ৩৫
আমরা কেন নবীজীর অনুসরণ করবো?........ ৩৭
পরিপূর্ণ এক মানুষের জীবন ৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক

তিনি উম্মতের অনুসরণীয় : উত্তম চরিত্রে ৩৯
তিনি অনুসরণীয় : ক্ষমা ও সহনশীলতায় ৪১
তিনি আদর্শ : লজ্জাশীলতায়........ ৪২
তিনি আদর্শ : স্নেহ-মমতায় ৪২
তিনি আদর্শ : উত্তম অঙ্গিকার পূরণে ৪৩
তিনি আদর্শ : বিনয়ে........ ৪৪
তিনি আাদর্শ : সাহসিকতায়........ ৪৫
তিনি আদর্শ : বদান্য ও মহানুভবতায়........ ৪৬
তিনি আদর্শ : আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে ৪৭
তিনি আদর্শ : দুনিয়া বিমুখতায়........ ৪৮
তিনি আদর্শ : আল্লাহর ওয়াদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবিচলতায়..... ৪৮
তিনি আদর্শ : মানুষের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণে ও ভুলকারীকে ক্ষমা করে দেয়ায়. ৪৯
তিনি আদর্শ : অধিক পরিমাণে তওবা ও ইস্তেগফারে ৪৯
তিনি আদর্শ : ইবাদাতে........ ৫০
তিনি আদর্শ : নফল ইবাদাতে ৫১

তিনি আদর্শ : কুরআন তেলাওয়াতে ৫২
তিনি আদর্শ : আল্লাহর জিকিরে........................ ৫২
তিনি আদর্শ : হজ পালনে ৫৪
তিনি আদর্শ : ঘুম ও জাগ্রত হওয়ায় ৫৬
তিনি আদর্শ : কথায়, নিরবতায়, হাঁসি ও কান্নায় ৫৬
তিনি আদর্শ : তাঁর খুতবা প্রদানে........................ ৫৮
তিনি আদর্শ : লেনদেনে ৫৮
তিনি আদর্শ : রোগীর সেবা-শুশ্রুষায়........................ ৫৯
তিনি আদর্শ : তার সহজাত সুন্নাহতে ৫৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কর্মকা- চার প্রকার........................ ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটতম লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

প্রতিদিন স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত ও অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর প্রচেষ্টা ৬৯
স্ত্রী সহবাসে পূর্ণ অধিকার আদায় ৭৩
স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বস্ততা, হক সংরক্ষণ ও পূর্ব অনুগ্রহ মূল্যায়ন ৭৬
ঘর থেকে বেরোবার আগে স্ত্রীকে চুম্বন........................ ৮৩
স্ত্রীর মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান ৮৪
স্ত্রীর ব্যবহৃত মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা ৮৫
স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে ঘুম ৮৫
স্ত্রীর ঋতুকালীন সময়ে একই লেপের নীচে শয়ন ৮৬
স্ত্রীর বুকের ওপর মাথা রেখে ইন্তেকাল........................ ৮৭
একই পাত্র থেকে স্ত্রীর সাথে গোসল ৮৮
আদর ও মমতায় স্ত্রীর নাম সংক্ষিপ্তকরণ........................ ৮৯
স্ত্রীদেরকে ওলিমায় নিয়ে যাওয়া........................ ৯০
ইতিকাফরত অবস্থায়ও স্ত্রীকে এগিয়ে দেওয়া ৯১
স্ত্রী প্রহারে নিষেধাজ্ঞা........................ ৯৩
স্ত্রীদের পরিবার-পরিজনের সাথে ভাল আচরণ করার উপদেশ ৯৭
স্ত্রীদের অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ৯৭

স্ত্রী অসুস্থ হলে বা দুঃখ পেলে সান্ত্বনা দান ৯৯
স্ত্রী অসুস্থ হলে ফুঁ'দান ও কোমল হাতে স্পর্শকরণ........................ ১০০
স্ত্রীর চোখের পানি মোছা ১০১
স্ত্রীর স্বর উঁচু হওয়ার পরও সহ্য করা ১০২
গৃহস্থালির কাজে স্ত্রীদের সহায়তা ১০৪
স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য ১০৫
নিজের পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধির প্রতি নিজেই যত্নবান হওয়া ১০৬
তার থেকে কেবল সুগন্ধিই ছড়াক ১০৭
স্ত্রীর জন্য পরিপাটি ও চুল আঁচড়ান বিষয়ে গুরুত্ব দান ১০৮
চুল আঁচড়ান ১০৮
স্ত্রীদের প্রতি কোমলতা ও সহজ-সারল্য........................ ১০৯
স্ত্রীদেরকে নিয়ে বৈধ খেলা দেখা ১০৯
স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণের উত্তম দৃষ্টান্ত ১১০
ঈদ উপলক্ষে বৈধ দেশাত্মবোধক গান শুনার অনুমোদন........................ ১১১
পুতুল নিয়ে কৌতুক ও হাস্যরস........................ ১১৩
স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা........................ ১১৫
সফরে কথা বলা, গল্প শোনানো ও গল্প শুনা........................ ১১৬
উষ্ট্রী চালককে ধীর গতিতে চালাতে বলা ১১৭
স্ত্রীদের সাথেও কৌতুক শুনে হাস্যরস ১১৭
স্ত্রীদের থেকে গাল-গল্প শুনা ১১৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাস্যরসের আরেকটি দৃষ্টান্ত ১২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুমিন নারীদের আদর্শ বানানোর জন্য নবী ﷺ কর্তৃক স্ত্রীদেরকে শিক্ষা প্রদান

নফল এবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শিক্ষাদান ১২২
রমযানের শেষ দশকে এবাদতের জন্য জাগ্রত করা ১২৩
এবাদাতে ইখলাস অর্জনের শিক্ষাদান ১২৩
অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের শিক্ষাদান........................ ১২৪
সকাল-সন্ধ্যার জিকির শিক্ষাদান ১২৫
সহজ ও শ্রেষ্ঠ এবাদাত শিক্ষাদান........................ ১২৬
এবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন : কঠোরতা আরোপে নিষেধাজ্ঞা........................ ১২৬
পরস্ত্রীর প্রশংসা শুনে অসন্তুষ্টি ১২৭

.... ১২৭
অল্প হলেও ধারাবাহিক নেক আমলের প্রতি উৎসাহ ১২৮
দান সদকার জন্য নসিহত ১২৯
বেশি দানকারিনী সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হবেন........................ ১৩০
সদাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষাদান ১৩১
না জেনে কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা........................ ১৩২
তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র গ্রহণের নির্দেশ দান ১৩২
কোমলতা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা অর্জনের শিক্ষাদান ১৩২
সুন্দর কথা বলা শিক্ষা, অশ্লীল কথা থেকে বারণ
এমনকি অমুসলিমদের সাথেও ১৩২
মানুষের আকিদাগত ভুল-ভ্রান্তির কথাও বলা........................ ১৩৩
গৃহে মন্দ দেখলে চুপ করে না থাকা ও দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা ১৩৪
মানুষকে তুচ্ছ করে কোনও কথা শুনলে তা অপছন্দ করা........................ ১৩৪
সগিরা গুনাহ থেকেও সতর্কীকরণ........................ ১৩৫
কঠিন মাসআলায় তার সাথে আলোচনা........................ ১৩৫
মান-অভিমান........................ ১৩৬
স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা, তাদের প্রতি খেয়ানত না করা........................ ১৩৭
পুরুষদেরকে নিষিদ্ধকরণ........................ ১৩৭
অভিমানের ক্ষেত্রে কৌশলী আচরণ........................ ১৩৯
স্ত্রীদের থেকে সতীনের অশোভন কথা শুনতে অপছন্দ করা ১৪৩
একে অপর থেকে কিসাস নেয়ার সুযোগ দান........................ ১৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নবী গৃহের সমস্যা সমাধান

যেভাবে এ সব সমস্যার সমাধান........................ ১৪৮
ইফকের ঘটনা........................ ১৪৮
ক. ধীরস্থিরতার পন্থা অবলম্বন ১৫৫
খ. আচরণে পরিবর্তন আনয়ন ১৫৫
গ. ভিন্ন মত ও পরামর্শ একত্রিত করা........................ ১৫৭
ঘ. আয়েশা ﷺ-এর সাথে সরাসরি কথা বলার পথ অবলম্বন.......... ১৫৯
ঙ. আয়েশা ﷺ-এর অভিমান ঃ রাসূলের বরদাশত ১৬০
নবীগৃহে সমস্যা ও সংকট ঃ খোরপোশ বৃদ্ধির আবেদন ১৬০
স্ত্রীদেরও নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ১৬৪
নবীজির বিরুদ্ধে কোনও কোনও স্ত্রীর কৌশল অবলম্বনে ঐকমত্য.......... ১৬৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পুত্র-কন্যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

তিন পুত্র ও চার কন্যা সন্তান ১৭২
সুন্দর সুন্দর নাম নির্বাচন ১৭৪
জন্মের দিনই সন্তানের নাম রাখা.. ১৭৪
পুত্র-কন্যাদের সাথে আচরণ ১৭৪
কন্যাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ জামাতা নির্বাচন.. ১৭৫
বিবাহে কন্যাদের সাথে পরামর্শ ১৭৭
কন্যাদের সহনীয় মোহর ধার্য ১৭৮
হাতমি বর্ম ১৭৮
রাসূল-কন্যার উপঢৌকন.. ১৭৯
রাসূল-কন্যার সাদামাটা ওলিমা ১৭৯
বিবাহের সময় ফাতেমা ﷺ ও আলী ﷺ-কে দু'আ.. ১৮০
বিবাহের পরও কন্যাদের খোঁজখবর ১৮১
কন্যা-জামাতার দাম্পত্যে দখল না দেওয়া ১৮২
স্বাগত ও অভিবাদন জ্ঞাপন.. ১৮৪
দান-সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ.. ১৮৫
ইহ ও পরকালীন নসিহত ১৮৬
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহবান.. ১৮৭
তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য উৎসাহিতকরণ.. ১৮৮
অনুভূতির প্রতি খেয়াল: গোস্বার কারণে নিজেরও রাগ.. ১৮৯
অন্তরে খুশি সৃষ্টির প্রতি আগ্রহী.. ১৯১
জিকির ও দু'আর জন্য উৎসাহিত করতেন.. ১৯২
হাদিয়া ও উপঢৌকন দ্বারা সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ১৯৩
সান্তনা দান, বিপদে ধৈর্য ধারণে আহবান ১৯৩
পুত্র-কন্যাদের ইন্তেকালে শোকতাপ ১৯৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দৌহিত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

নবজাতকের ডান কানে আজান ২০১
আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্বের জয়গান.. ২০১
তাহনিক করানো ২০২
আকিকা ২০৪
সপ্তম দিনে আকিকা ২০৪

জন্মের দিনই সন্তানের নাম রাখা ২০৫
নবজাতকের চুল চাঁছা ও সমপরিমাণ ওজনে রূপা সদকা করা ২০৫
সুন্দর নাম নির্বাচন ২০৬
কোলে প্রস্রাব : রাগ প্রশমন ২০৬
দৌহিত্রদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা ২২০
বিভিন্ন দু'আ শিক্ষা দান ২২১
মসজিদে নিয়ে যাওয়া ২২১
নামাযের মধ্যেও কাঁধে তারা ২২৩
নামাযের মাঝে দৌহিত্রদের কর্ম সয়ে নেওয়া ২২৩
হাসান-হুসাইন ﵄ তার পিঠে লাফ দিয়ে চড়ে বসা ২২৪
প্রগাঢ় মহব্বত ২২৫
দুনিয়ার দুটি ফুল ২২৬
শিশুদেরকে চুমু দান ও বক্ষে ধারণ ২২৬
দৌহিত্রদেরকে নিজের কাঁধে চড়ানো ২২৬
দৌহিত্রদের লালা গায়ে পড়া ও বিরক্তবোধ না হওয়া ২২৭
হাসান ﵄-এর ওষ্ঠ লেহন ২২৭
দৌহিত্রদেরকে সহযাত্রী বানানো ২২৮
শিশুদেরকে হাসি আনন্দ দান ২২৮
রহমতের দু'আ ২২৯
হাদিয়ায় দৌহিত্রদের অংশ ২২৯
হারাম জিনিস বর্জনের ওপর প্রতিপালন ২৩০
সন্তান-সন্ততি মানুষকে ভীরু ও কৃপণ বানায় ২৩০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আত্মীয়দের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাগণ ২৩৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফুগণ ২৩৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাইয়েরা ২৩৫
চাচাতো ভগ্নিগণ ২৩৫
ফুফাতো ভ্রাতা-ভগ্নিগণ ২৩৫
দুধ ভাই-বোনগণ ২৩৫
কল্যাণের ওসিয়ত ২৩৬
মায়ের কবর যেয়ারত ও ক্রন্দন ২৩৭



আত্মীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আহবান ২৩৮
আত্মীয়দের জন্য তাঁর দু'আ ২৩৯
চাচা আবু তালেবের ঈমানের প্রতি আগ্রহ, বারবার অনুরোধ ২৩৯
চাচা আব্বাসের পরামর্শ ও নসিহত গ্রহণ ২৪১
এবাদাত ঠিক করে দেওয়া ২৪২
অশোভন কাজে অনিহা ২৪২
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ ২৪৩
আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ ২৪৫
আত্মীয়দের প্রতি আরেকটি অনুগ্রহ ২৪৮
বাহরাইনের মাল এলে চাচা-কে ভুলেননি ২৪৮
হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে তার আগ্রহ ২৫০
খোঁজখবর ও স্বাস্থ্যের প্রতিও খেয়াল ২৫১
আত্মীয়দের থেকে সহায়তা ও দায়িত্ব দান ২৫১
নিজ বাহনে চড়ানো, মাথায় হস্ত পরশ, দু'আ করা ২৫৪
আত্মীয়দের দেখভাল ও তাদের খোঁজখবর ২৫৪
অধিকাংশ সময় আত্মীয়দের জন্য দু'আ ২৫৫
আব্বাস ﷺ ও তাঁর সন্তানের জন্য দু'আ ২৫৫
আলী ﷺ-এর জন্য দু'আ ২৫৬
ইবনে আব্বাসের জন্য দু'আ ২৫৭
উপকারী দু'আ শিক্ষা দান ২৫৭
অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া ২৫৮
কল্যাণের জন্য উৎসাহিতকরণ ২৫৯
দীনের ব্যাপারে কোনও ছাড় নয় ২৬০
সর্বপ্রথম নিজ বংশের লোকদের রক্তের দাবী রহিতকরণ ২৬১

সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার-মুহাজিরদের মাঝে প্রতিবেশী ২৬৩
মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী ২৬৫
প্রতিবেশীকে সম্মান করা ঈমানের আলামত ২৬৭
প্রতিবেশী অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না হলে ঈমানদার নয় ২৬৮
প্রতিবেশীকে কষ্টদান : জান্নাতে থেকে বঞ্চনা ২৬৮
প্রতিবেশীকে কষ্টদান : অন্যকে কষ্ট দেয়ার চেয়েও মারাত্মক ২৬৯

প্রতিবেশীকে কষ্টদান : আল্লাহ তায়ালা ও মানুষের লানতের কারণ......... ২৬৯
প্রতিবেশীকে কষ্টদান : অধিক ইবাদাত কাজে না আসা ২৭০
প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ ২৭১
ভাল প্রতিবেশী সৌভাগ্যের কারণ... ২৭২
প্রতিবেশীর কাছে উত্তম ব্যক্তি-ই উত্তম প্রতিবেশী ২৭৩
যার গৃহ সবচেয়ে নিকটে তার অধিকার সবচেয়ে বেশি............................ ২৭৪
প্রতিবেশীর সীমানা নিয়ে মতভেদ ২৭৪
প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান ২৭৫
প্রতিবেশীকে খাদ্য দেয়ার প্রতি উৎসাহ ২৭৬
স্বস্ত্রীক প্রতিবেশীর দাওয়াত গ্রহণ ২৭৮
প্রতিবেশীর কষ্ট সহ্য করা ২৭৯
প্রতিবেশীর কথাই তার ভাল-মন্দ হওয়ার মানদ- ২৮০
প্রতিবেশীকে তার কোন প্রয়োজনে বাধা না দেয়া ২৮০
শুফআ দাবী ২৮১

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অতিথি ও মেজবানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

মেজবান হিসেবে নবীজির আদর্শ.. ২৮৪
অতিথিপরায়ণতা ঈমানের নির্দশন ২৮৭
অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা ২৮৮
অতিথি সেবা প্রতিটি মুসলিমের অধিকার ২৮৮
মেহমানদারির সীমা... ২৮৯
অতিথি সেবা : প্রকাশ পেত অভাব-অনটনেও..................................... ২৯১
মেহমানদের সাথে বসা হাসা ও খোলামেলা কথা বলা ২৯৪
মেহমানদারীর মত কিছু না থাকলে অন্যত্র প্রেরণ................................ ২৯৬
মেহমান কাফের হলেও তার সম্মান করা.. ২৯৭
নিজেই মেহমানের সেবা ২৯৮
মেহমানের আচরণে কষ্ট : প্রত্যুত্তরে লজ্জাবোধ ২৯৯
মেহমান হিসেবে নবীজির আচরণ... ৩০১
কবুল করতেন বালকের দাওয়াতও ৩০১
ইহুদির দাওয়াত : উদ্দেশ্য তার সন্তুষ্টি ৩০২
অতিরিক্ত লোকের অনুমতি ৩০২
যেচে মেহমান হওয়া.. ৩০৩

নবম পরিচ্ছেদ : বিশেষ সাহাবিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
লোকদের মাঝে তাদের প্রতি ভালবাসার ঘোষণা ৩১২
তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলা........ ৩১৩
বিশেষ সাহাবিদের মর্যাদা........ ৩১৬
বিশেষভাবে বিভিন্ন জিনিস প্রদান ৩১৯
মুনাফিকদের জানাযায় অংশ গ্রহণে বারণ........ ৩২১
নিজের ব্যক্তিগত কাজে নির্ভরতা........ ৩২৩
অনুপস্থিত সাহাবিদের খোঁজখবর ৩২৬
কঠিন মুহূর্তেও খোঁজ খবর ৩২৭
নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করা........ ৩২৮
সাহাবিদের মৃত্যুতে মর্মাহত ও অশ্রুসিক্ত হওয়া........ ৩৩০
সাহাবিদের সাথে পরামর্শ ৩৩২
মতামত নেওয়া ও প্রস্তাবনা গ্রহণ ৬৩৩
সাহাবির পরামর্শে চাউনি স্থাপন........ ৩৩৭
সাহাবিদের পরামর্শে নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ৩৩৭
ইফকের ঘটনায় সাহাবিদের সাথে পরামর্শ ৩৩৮
নানা বিষয়ে গুরুত্ব দান, সমবেদনা জ্ঞাপন ও দুঃখ প্রকাশ........ ৩৩৯
অনুদান না দিলেও মনে প্রশান্তি আনয়ন ৩৪০
সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ গুণাবলী উল্লেখ ৩৪৩
ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক আচরণ ৩২২
উসমান ﷺ-এর লজ্জাশীলতা........ ৩৪৫
সুন্দর পরিনামের সুসংবাদ দান........ ৩৪৭
জান্নাতের সুসংবাদ দান ৩৪৭
দশম পরিচ্ছেদ : খাদেম ও দাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
খাদেম ও দাসদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৩৫৪
খাদেম বা দাসীর সাথে অকৃত্রিমতা ৩৫৭
খাদেমের সাথে খাওয়া : উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিতকরণ ৩৫৮
দাস-দাসীর খাবার ও পরিধানে সমতা বিধান........ ৩৫৯
সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে না দেয়া ৩৬১
অমুসলিম হলেও অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ৩৬২
জানাযায় শরিক হতে না পারলে পরে তা আদায় ও দু'আ ৩৬২
খাদেমদের জন্য দু'আ........ ৩৬৪

.... ৩৬৪
খাদেমদের তত্ত্ব-তালাশ : প্রয়োজনের খোঁজ খবর ৩৬৫
চাওয়ার আদেশ : দেওয়ার ইচ্ছে ৩৬৬
কাজ শেষ : পারিশ্রমিক শোধ ৩৬৭
শ্রমিকের প্রতি যুলুমে নিষেধাজ্ঞা, পারিশ্রমিকে সতর্কতা ৩৬৭
দাস-দাসী ও খাদেমদের কিসাস নিয়ে সতর্কতা........................ ৩৬৯
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া ৩৬৯
আহবানে কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ........................ ৩৭০
খাদেমদের কাজে দেরী : রাগ বা ভর্ৎসনা নেই........................ ৩৭১
খাদেমদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর আচরণ ৩৭১
ভুল হওয়া সত্ত্বেও সাফাই ৩৭২
মনিবের মানসিকতার সাথে সংঘাত : পরিবর্তনে নির্দেশ........................ ৩৭২
খাদেমকে প্রহার না করা ৩৭২
খাদেমদেরকে প্রহার করতে নিষেধাজ্ঞা........................ ৩৭৪
দাস-দাসীকে প্রহার : কাফফারা তাকে আযাদ করে দেয়া ৩৭৬
যিন্দেগীর শেষ অসিয়ত : সাবধান! নামায ও দাস-দাসী........................

তৃতীয় অধ্যায় :
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকদের
সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতিবন্ধীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সবরের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জান্নাতের সুসংবাদ দান ৩৮৩
অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দু'আ........................ ৩৮৫
অনুভূতির প্রতি দৃষ্টিপাত ও সম্বোধনে উপযুক্ত শব্দ চয়ন ৩৮৯
অন্ধকে চক্ষুসমান বলার রহস্য........................ ৩৯০
শারীরিক সক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয় ৩৯১
প্রতিবন্ধীদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদের আহবানে সাড়া দেয়া ৩৯৩
কল্যাণের নসিহত করা ৩৯৭
প্রয়োজন পূরণে সাড়া দেয়া........................ ৩৯৯
নবীজির প্রতি আল্লাহ তায়ালার তাম্বিহ........................ ৪০০
কষ্ট লাঘব করা, সহজতার পথ অবলম্বন করা........................ ৪০১
প্রতিবন্ধীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান........................ ৪০৬
আজানের দায়িত্ব অর্পণ ৪০৬



কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা ৪০৭

প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা পুরো জাতির সহযোগিতা ৪০৮

নির্বোধদের প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি ৪০৯

প্রতিবন্ধীদের জন্য সুস্থতার দুআ করা ৪১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিপদগ্রস্তদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আচরণ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে নিপতিত করেন ৪১৬

ধৈর্যের প্রতি আহবান ও দুঃখিত হওয়া ৪১৮

ধৈর্য ধারণের পদ্ধতি শিক্ষা দান ৪২১

বিপদের প্রতিদান ঘোষণা ৪২৩

বিপদ-মুসিবত গুনাহ মাফের কারণ ৪২৬

ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিপদেও প্রতিদান রয়েছে ৪২৭

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি সান্তনা ও জান্নাতের খোশখবরি প্রদান ৪২৯

ক্ষুদ্র বিপদে বড় বিপদের কথা স্মরণ করে সান্তনা গ্রহণের নির্দেশ ৪৩১

বিপদ মুসিবতে পাঠ করার দুআ ৪৩২

নিজের জন্য বদ দু'আ করা নিষেধ ৪৩৩

বিলাপ করা নিষেধ ৪৩৫

রোগের তীব্রতায় বিরক্ত না হওয়া গালিগালাজ না করা ৪৩৭

রোগের তীব্রতা মৃত্যু কামনা করা নিষেধ ৪৩৯

দীর্ঘ হায়াত মুমিনের জন্য কল্যাণকর ৪৪১

মৃত ব্যক্তিকে দেখতে বাধা দেয়া ৪৪৩

বিপদগ্রস্থকে সান্তনা প্রদান ৪৪৫

বিপদগ্রস্থদের দায়িত্ব গ্রহণ করা ৪৪৬

ইয়াতিম ও বিধবাদের দায়িত্ব পালন ৪৪৮

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সম্পদ দান করা ৪৪৯

সমূদয় সম্পদ হারানো ব্যক্তিকে নবীজির সান্তনা ৪৪৯

সম্পদ হারানো ব্যক্তিকে দান করার নির্দেশ ৪৫০

সুসংবাদের মাধ্যমে বিপদের যন্ত্রনা লাঘব করা ৪৫১

বিপদ লাঘবকারী খাবারের উপদেশ ৪৫৩

তালবিনার ঔষধী গুণাগুণ ৪৫৩

বিপদগ্রস্থদেরকে দেখতে যাওয়া ৪৫৪

বিপদ মুসিবতে একে অন্যকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা ৪৫৬

সমবেদনা জ্ঞাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দান ৪৫৬
আঘাতপ্রাপ্ত সাহাবিকে ঝাড়-ফুঁক করা........................ ৪৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দরিদ্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

নিজের ও পরিবারের উদ্বৃত্ত খাবার নিস্বঃ-দরিদ্রদের প্রদান ৪৬০
নিজের চেয়ে অভাবীকে প্রাধান্য দান ৪৬১
দরিদ্র ও অভাবীকে মূল্যায়ন করা ৪৬৪
দরিদ্র সাহাবিদের মেহমানদারির জন্য
অন্য সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া........................ ৪৭০
সাহাবিদেরকে মেহমানদারির জন্য উদ্বুদ্ধ করা........................ ৪৭১
নিজের খাবার ভাগ করে দিতেন ৪৭৫
অন্য কোন সাহাবির কাছে পাঠানো ৪৭৮
দরিদ্রদের ন্যায় জীবন ৪৮০
দরিদ্রদের সাথে বসা, তাদের উপর বড়াই না করা ৪৮২
নেক আমল ও কল্যাণকর কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত কর........................ ৪৮৮
আল্লাহর কাছে দরিদ্রদের ভালোবাসা কামনা করা........................ ৪৮৯
দরিদ্র অসহায়দেরকে ভালোবাসার জন্য সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ........................ ৪৮৯
অসহায় দরিদ্রদের খোঁজ-খবর নেয়া........................ ৪৯০
অসহায়দের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ ৪৯১
অসহায় দরিদ্রের প্রয়োজন পুরণ........................ ৪৯২
দরিদ্র অসহায়দের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া........................ ৪৯৩
খাদেমদেরকে যে বিষয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ ৪৯৩
অসহায় দরিদ্রদের মর্যাদাকে তুলে ধরা........................ ৪৯৫
আখেরাতে দরিদ্রদের মর্যাদা........................ ৪৯৮
ধনীদের পূর্বে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ ৪৯৮
জান্নাতে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের সংখ্যা অধিক........................ ৫০৩
দরিদ্রদের মাধ্যমে সাহায্য লাভ........................ ৫০৫
গরিব মিসকিনকে ওই খাবার না দেয়া যা নিজেরা খেতে অপছন্দ করে ৫০৬
পূর্বসূরীদের একটি দৃষ্টান্ত ৫০৮
ওয়ালিমায় গরিবদেরকে ভুলে না যাওয়ার নির্দেশ........................ ৫০৮
ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ........................ ৫০৯
নিজ পরিবারের চেয়ে দরিদ্রদের বিষয় প্রাধান্য দেয়া ৫১৪
দরিদ্রদের সম্পদ অর্জনের দিক নির্দেশনা প্রদান ৫১৫

.... ৫১৬
চাষাবাদ ৫১৬
শ্রম ও পেশা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান ৫১৭
শিল্প.. ৫১৮
ব্যবসা ৫১৯
নবীদের কাজ ও পেশা ৫১৯
মেষ চরানো.. ৫১৯
কর্মকার ৫১৯
সুত্রধরের কাজ.. ৫২১
প্রকৃত মিসকিন কে? ৫২২
ভিক্ষুককে ফিরিয়ে না দেয়ার নির্দেশ.. ৫২৪
অসহায় দরিদ্রদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন.. ৫৩১
আর্থিক জিম্মাদারী গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা ৫৩৩
দারিদ্র বিমোচনকারী আমলের উপদেশ ৫৩৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ৫৩৪
গুনাহ বর্জন ৫৩৫
হজ ও উমরাহ আদায় করা ৫৩৫
মানুষের কাছে হাত না পাতা ৫৩৬
আল্লাহর উপর ভরসা করা ৫৩৭
দারিদ্রের তুলনায় স্বচ্ছলতায় প্রতিযোগীতার আশংকা ....

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধনীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সমাজে ধনীদের অবস্থান ৫৪০
ধনীদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান.. ৫৪২
ধনীদেরকে উত্তম সদকার উপদেশ প্রদান.. ৫৪৭
রুগ্ন অবস্থায় দেখতে যাওয়া.. ৫৫০
সন্তানদেরকে দান করার মধ্যে ইনসাফের উপদেশ ৫৫২
প্রকৃত মালিকানাধীন সম্পদ.. ৫৫৪
ধনীদের সমূদয় সম্পদ সদকা হিসেবে গ্রহণ না করা ৫৫৭
আল্লাহর নেয়ামতের প্রদর্শন করা ৫৫৯
আল্লাহর সাথে ব্যবসায় অংশীদার বানানো.. ৫৬৪
আল্লাহর সাথে ব্যবসা সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসা ৫৬৪
ব্যবসায়ীদের জন্য সুন্দর নাম বাছাই করা ৫৬৫
তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নেবে ৫৬৬

.... ৫৬৬
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ৫৬৭
ব্যবসায় ধোকা-প্রতারণা থেকে নিষেধ করা.. ৫৬৮
উত্তম কাজের প্রতিদান প্রদান.. ৫৭১
বরকতের জন্য দু'আ ৫৭২
নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয়কারীর জন্য দু'আ ৫৭৩
আল্লাহর ভালবাসার সুসংবাদ প্রদান ৫৭৩
দানকারীদের জন্য দু'আ ৫৭৪
অহংকারীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা.. ৫৭৬
যাকাত অনাদায়কারীর প্রতি ক্রোধ.. ৫৭৭
স্বচ্ছলতার ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা.. ৫৭৮
প্রকৃত স্বচ্ছলতা আত্মার স্বচ্ছলতা.. ৫৮০
তাকওয়াই হোক স্বচ্ছলতার মোড়ক ....

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আচরণ

পদমর্যাদা অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা ৫৮৪
নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান.................................... ৫৮৭
কুরাইশ নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরাকে ইসলামের দাওয়াত ৫৮৮
ওমর ﵁-এর ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা ৫৮৮
তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওয়াত................................ ৫৮৯
তুফাইল বিন আমর আদ দাওসিকে ইসলামের দাওয়াত ৫৯০
রাজা-বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত.. ৫৯৪
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণে খুশী প্রকাশ ৫৯৬
আদি বিন হাতিম তাঈ'র ইসলাম গ্রহণ ৫৯৭
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সংবর্ধনা প্রদান ৬০২
নেতৃস্থানীয় লোকদের বক্তব্য শ্রবণ.. ৬০৩
নেতৃস্থানীয় লোকদের অপরাধ মার্জনা করা ৬০৮
নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৬১১
নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ৬১২
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান ৬১৫
নেতৃস্থানীয় লোকদের ভালো গুণের প্রশংসা ৬১৬
নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্রহণ.. ৬১৯
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ...................................... ৬২১

নেতৃস্থানীয় লোকদের মেহমান হওয়া.. ৬২২
নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে হাসি মজাক করা ৬২৪
নেতৃস্থানীয় লোকদের অসুস্থতায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ........................ ৬২৪
নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে পরামর্শ করা ৬২৭
সা'দ বিন মুআজ ও সা'দ বিন উবাদ ﵄-এর পরামর্শ গ্রহণ ৬২৮
ওমর ফারুক ﵁-এর পরামর্শ গ্রহণ ৬৩০
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভালো কাজের মুল্যায়ন ৬৩২
অন্যায় প্রতিরোধে নেতৃস্থানীয় লোকদের সাহায্য গ্রহন ৬৩৪
নেতৃস্থানীয় লোকদের চিত্তাকর্ষণ ৬৩৫
নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি কঠোরতা আরোপ ৬৪০
নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি কঠোর বাক্যারোপ ৬৪৩
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে কোমলতার উপদেশ.. ৬৪৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

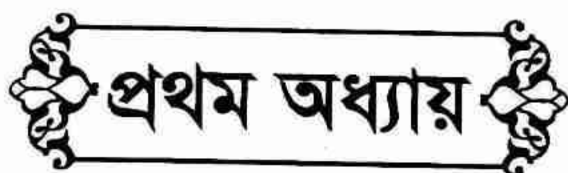
হাসসান ইবনে সাবেত ﵁-কে
ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার জন্য দায়িত্বারোপ ৬৪৯
যায়েদ বিন ছাবেত ﵁-কে ইয়াহুদিদের ভাষা শিক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ ৬৫৩
কাতেবে ওহি হিসেবে নিযুক্ত করা... ৬৫৪
মুআজ বিন জাবাল ﵁-কে ইয়ামানবাসীর কাযির দায়িত্ব অর্পণ করা...... ৬৫৭
মুসআব বিন উমাইর ﵁-কে মদিনায় প্রেরণ ৬৫৮
প্রতিভাবান ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ........ ৬৫৮
সাহাবায়ে কিরামের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি প্রদান ৬৬৩
সালামা ইবনুল আকওয়া ﵁-এর প্রশংসা.. ৬৬৪
সাহাবায়ে কেরামের দুর্লভ উদ্ভাবনের স্বীকৃতি....................................... ৬৭৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাহনে নিজের পিছনে আরোহন করাতেন............. ৬৭৮
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ৬৮২
আবু হুরায়রা : স্মৃতিশক্তির এক বিস্ময়.. ৬৮৪
উবাই ইবনু কা'ব : কুরআনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ৬৮৬
তারাবির নামাযের ইমাম নিযুক্ত হওয়া ৬৮৭
খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ : সমরাঙ্গনের কুশলী বীর................................ ৬৮৮
মুআজ বিন আমর ইবনুল জুমুহ ও মুআজ বিন আফরা : রণাঙ্গনের অকুতোভয় সাহসী সৈনিক ৬৯০

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাদী-বিবাদির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাদী-বিবাদির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ৬৯৫
বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার চেষ্টা ৬৯৬
বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা একটি উত্তম কাজ ৬৯৭
শরিয়তের বিধানের আলোকে ফায়সালা করা ৬৯৯
আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথের জন্য ভীতি প্রদর্শন ৭০১
বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার সম্পাদন ৭০৩
প্রমাণ ও দোষীর স্বীকারোক্তি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে রায় না দেয়া ৭০৬
বাদী-বিবাদিকে অন্যায়ে লিপ্ত না হওয়ার উপদেশ ৭০৭
বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা ৭০৯
হক বিচার অন্যদের তুষ্টির পথে অন্তরায় নয় ৭১১
বাদী-বিবাদির কথা শুনে মুচকি হাসা ৭১৩
বাদী-বিবাদি উভয়ের কথা শোনা ৭১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় বিচার ৭১৪
গুপ্তধনের ব্যাপারে ফায়সালা ৭১৪
পরাগায়িত খেজুর গাছের ফলের ফায়সালা ৭১৫
দাসের সম্পদের ব্যাপারে ফায়সালা ৭১৫
সন্তানের ব্যাপারে ফায়সালা ৭১৬
অবণ্টিত সম্পদ শরিকদারদের মধ্যে শুফআর ফায়সালা ৭১৬
গর্ভপাত ও গর্ভস্থ সন্তান হত্যার ঘটনায় ফায়সালা ৭১৬
রাস্তার ব্যাপারে ফায়সালা ৭১৬
স্বামীর গৃহ থেকে স্ত্রীর দান করা ৭১৬
অন্যায়ভাবে দখলকারীর পারিশ্রমিকের ফায়সালা ৭১৭
দাদী-নানীর মিরাসের ফায়সালা ৭১৭







قُدْوَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ

বিশ্ববাসীর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আদর্শ

An Example for Humanity

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীজি ﷺ : হেদায়াতের আলোকবর্তিকা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুলাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[১]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ ও অবস্থার মাধ্যমে আদর্শ গ্রহণের সবচেয়ে বড় দলিল।[২]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ﷺ-কে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। মানবতার হেদায়াতের আলোকবর্তিকা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ ও পরকালকে কামনা করে তাদের জন্যে উত্তম আদর্শ তাঁর জীবন। যারা যমিনে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না তাদের জন্যে তিনি অনুসরণীয়।

---

১. সূরা আহযাব : ২১।

২. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৩৯১।

اَلْقُدْوَةُ বা 'আদর্শ'-এর মর্ম :

'কুদওয়াহ' বা 'আদর্শ' এমন ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করা হয়। যেমন (আরবিতে) বলা হয়, فُلَانٌ قُدْوَةٌ 'অমুক ব্যক্তি আদর্শ' এটি তখন বলা হয়, যখন মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার অনুসৃত পথে চলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ও সুন্নাহর অনুসরণ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন শত্রুরা আল্লাহর রাস্তা থেকে মানবতাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নানা রকম ভ্রান্ত ও বাতিল দাবীর আড়ালে সংশয় ও সন্দেহের চক্রজাল সৃষ্টি করে চলছে।

তাই এ গ্রন্থে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। একজন ইমাম, বিচারক, শাসক, সংস্কারক, শিক্ষক, মুরুব্বী, স্বামী, পিতা, পরিচালক, সেনাপতি, কর্মী হিসেবে নবীজি ﷺ কেমন ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক সহিহ সুন্নাহর আলোকে উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক অনুপম আদর্শবান মহাপুরুষ, মুসলমানদের উচিত তার নিরঙ্কুশ অনুসরণ করা। তার অনুসৃত পথে চলা। তিনি যা করেন, যা বলেন–তাতে তিনি আদর্শ, অনুসরণীয়।

তাদের হেদায়াত অনুসরণ করুন :

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ প্রসঙ্গে নির্দেশ দিয়ে বলেন–

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ.

'এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর। বল, 'আমি তোমাদের কাছে এর ওপর কোনও বিনিময় চাই না। এটা তো জগৎবাসীর জন্য উপদেশমাত্র।'[৩]

---

৩. সূরা আনআম : ৯০।

এ আয়াতের তাফসিরে আল্লামা ইবনে কাছির ﷺ বলেন, 'অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর'—এটা যদি রাসূলের জন্য নির্দেশ হয়, তবে তাঁর উম্মততো তাঁর অনুগত। কাজেই তিনি শরিয়ত হিসেবে যা কিছু প্রবর্তন করেন, যা কিছু সম্পাদনের নির্দেশ দেন- এর সবই তারা মানতে বাধ্য।[৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'নবীগণের ঘটনার মাঝে মুমিনদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তারা তো অবশ্যই তাদের চেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন। পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে তারা যেন কোনও ভাবেই আশা না হারায়। তারা যেন এটা স্মরণ করে যে, তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের পরিণামটিও শুভ হয়েছে। সুতরাং যারা সন্দেহের দোলাচালে দোদুল্যমান তারা যেন আশ্বস্ত হয়। পাপীরা যেন তওবা করে। মুমিনের ঈমান যেন আরো দৃঢ় হয়। এমনটি হলেই কেবল এর মাধ্যমে নবীদের অনুসরণ যথার্থ হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে।[৫]



৪. তাফসিরে ইবনে কাছির : ২/১৯০।
৫. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৫/১৭৮।

নবী-রাসূলদের অনুসরণের নির্দেশিত বিষয়

১. **আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে শক্তি ব্যয়**

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শক্তি ব্যয় করা নবীদের জীবনের একটি উজ্জ্বলতম দিক। তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক পরিমাণে ইবাদাত করতেন। নামায আদায় করতেন। আল্লাহর সামনে বিনয়ী হতেন। নবী-রাসূলদের জীবনের এ দিকটি আল্লাহর কালামের এ আয়াতেরই প্রতিনিধিত্ব করে–

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ.

'আর স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। যারা ছিল শক্তিমান ও সূক্ষ্মদর্শী।'[৬]

আতা আল-খোরাসানি ﷺ -اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ -এর ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তারা হলেন,

أولي القوة في العبادة، والعلم بأمر الله

অর্থাৎ ইবাদাতের ক্ষেত্রে শক্তিধর, আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শক্তি ব্যয় কর। দীনের ক্ষেত্রে গভীরদৃষ্টি দান কর।'[৭]

---

৬. সূরা ছোয়াদ : ৪৫।

আম্বিয়া ﷺ-এর ইবাদতের প্রমাণ

কুরআন ও সুন্নাহতে আম্বিয়া ﷺ-এর ইবাদাতের অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কয়েকটি হল—

- আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর যবানে এরশাদ করেন,

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

'হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব! আর আমার দু'আ কবুল করুন'।[৮]

- ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَه بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّه مَرْضِيًّا.

'আর সে তার পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।'[৯]

- ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম-এর প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

'আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।'[১০]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের ইবাদতের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি অধিক পরিমাণে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর

---

৭. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/১৭০।
৮. সূরা ইবরাহিম : ৪০।
৯. সূরা মারইয়াম : ৫৫।
১০. সূরা আম্বিয়া : ৭৩।

ইবাদাতের এ আধিক্যের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তাঁর রব তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বলেন,

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَه وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا.

'আর রাতের একাংশে তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হও এবং দীর্ঘরাত ধরে তাঁর তাসবিহ পাঠ কর।'[১১]

- অন্যত্র এরশাদ করেন—

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا.

'তিনি আসমানসমূহ, যমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর এবাদাত কর এবং তাঁরই এবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?'[১২]

- আরেক স্থানে বলেন—

وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।'[১৩]

২. যিকিরের আধিক্য ঃ দু'আ ও মিনতি

তাঁরা সর্বদা অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। তাঁরা তাদের রবের জন্য বিনয়-বিনম্র হতেন। তাঁর কাছে বিনম্র আবেদন জানাতেন। তাঁদের ইবাদতের আধিক্য, দীর্ঘতা ও বৈচিত্র সত্ত্বেও তাঁরা তাঁর দরবারে সার্বক্ষণিক দু'আয় লিপ্ত থাকতেন।

আল্লাহর পয়গম্বর ও রাসূলগণ কীভাবে তাঁর কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণের আকুতি তুলে ধরতেন, তাঁদের আগ্রহ ও তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার নিবেদন পেশ করতেন, তা চিত্রায়িত করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّه اَنِّىْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَشَفْنَا مَا بِه مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَه وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ.

---

১১. সূরা দাহর : ২৬।
১২. সূরা মারইয়াম : ৬৫।
১৩. সূরা ইসরা : ৭৯।

'আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।'[১৪]

- অন্যত্র বলেন—

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّه رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَه يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَه زَوْجَه اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ.

'আর স্মরণ কর যুন-নূন (ইউনূস ﷺ)-এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, 'আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি চির পবিত্র। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিমদের অন্তর্ভূক্ত। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। আর স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'। এরপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করে দিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।'[১৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করতেন। বিশেষ করে কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে।

১৪. সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪।
১৫. সূরা আম্বিয়া : ৮৭-৯০।

বদর যুদ্ধ-দিনে তাঁর রবের কাছে তাঁর মুনাজাতের মাত্রা বেড়ে গেল। তাঁর কাছে তাঁর আবেদন সুতীব্র হল, আল্লাহ যেন তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, বদর যুদ্ধ দিনে আল্লাহর নবী ﷺ কেবলামুখী হলেন, এরপর হাত দুটি প্রসারিত করে তাঁর রবকে আহবান করতে শুরু করলেন এই বলে,

اَللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তা দান কর যার ওয়াদা তুমি করেছ। হে আল্লাহ! যদি মুসলিম এ ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।'

তিনি এমনিভাবে দু'হাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে আপন প্রভুর কাছে উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। তখন আবু বকর رضي الله عنه তাঁর কাছে এসে চাদরটি তাঁর কাঁধে পুনরায় তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার এতটুকু দু'আই যথেষ্ট আপনার প্রভুর কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন।'[১৬]

৩. আল্লাহর জিকিরের সময় তাদের বিনয় ও কান্না

সূরা মারইয়ামে যে সব নবীদের আলোচনা হয়েছে, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا.

১৬. সহিহ মুসলিম : হা : ১৭৬৩।

'এরাই সে সব নবী, আদম সন্তানের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়ে ছিলাম। আর ইবরাহিম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ত।'[১৭]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চেয়ে বেশিপরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেন। তিনি বলতেন—

وَاللهِ، إِنِّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

'আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আমি আল্লাহকে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভয় করি, আমি সর্বাধিক জ্ঞাত ওই বিষয় সম্পর্কে যা থেকে আমার বেঁচে থাকা উচিত।'[১৮]

তিনি প্রায় বলতেন—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

'হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দীনের ওপর সুস্থির করে দিন।'[১৯]

৪. **আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞানের শক্তিতে তাদের অনুসরণ**
এ ইলম নবী ও রাসূলদেরকে ঈমানের পূর্ণতা ও আল্লাহর প্রতি ইয়াকিনের দৃঢ়তা দান করেছে। তারাই ছিলেন আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

বান্দা তাঁর রব সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারবে, তত বেশি তার রবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। তাঁর প্রতি বিনয় প্রকাশ করবে। তাঁর ইবাদত করবে। তাঁকে ভয় করবে। তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হবে। তাঁকে মুহাব্বত করবে।

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য ও সফলতা লাভের কোন উপায় নেই নবীদের মাধ্যম ছাড়া। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জানার বিস্তারিত

---

১৭. সূরা মারয়াম : ৫৮।
১৮. বুখারী, ২০; মুসলিম, ১১১০। হাদীসের শব্দ মুসলিমের, বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।
১৯. হাসান, সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৫২২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামি, হা : ১৭৩৮১ হাফেজ যাহাবি হাদসিটিকে হাসান বলেছেন। নাতায়েজুল আফকার : ৩/১৩।

কোন ব্যবস্থা নেই তাদের দিক-নির্দেশনা ছাড়া। তাদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরও কোন পথ নেই। উত্তম কথা, কাজ ও চরিত্র সেতো তাঁদেরই আদর্শ। তাঁরা তাই নিয়ে এসেছেন।

তাঁরা হলেন মানদ, তাঁদের কথা, কাজ ও চরিত্রের ওপর অন্যান্য কথা, কাজ ও চরিত্রকে পরিমাপ করা হবে। তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্তরা গোমরাহদের থেকে আলাদা হবে।

শরীরের জন্য রূহের প্রয়োজন যতটুকু, চোখের জন্য তার জ্যোতির প্রয়োজন যতটুকু, আত্মার জন্য জীবনের স্পন্দনের প্রয়োজন যতটুকু-মানবতার জন্য তাদের প্রয়োজন তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি। মানব জীবনে যে কোন প্রয়োজন ও জরুরত আসুক না কেন, রাসূলদের প্রতি বান্দার প্রয়োজন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, যদি তার আদর্শ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা যদি আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যায়, যা আপনার অন্তরকে বিনষ্ট করে দেয়? আপনার অবস্থা হয়ে যায় পানি থেকে উঠিয়ে আনা মাছকে খালে রাখার মত?

সুতরাং নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন হৃদয়কে তা থেকে মুক্ত রাখার উপমা এমনই, বরং এরচেয়ে বেশিই। কিন্তু এ বিষয়টি জীবন্ত আত্মা ছাড়া অনুভব করতে পারে না। আর মৃত লাশকে তো আঘাত করা হলেও অনুভূতিহীন।

দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার সৌভাগ্য যখন নবীর আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত, তবে প্রতিটি ব্যক্তি যারা নিজেদের কল্যাণ চায়, মুক্তি কামনা করে, সৌভাগ্যের আশা করে, তাদের অবশ্য কর্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ জেনে নেয়া, তাঁর সীরাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া, যা দ্বারা তারা জাহিল ও মূর্খদের কাতার থেকে বেরিয়ে তাঁর অনুসারী-অনুগামীদের দলে অন্তর্ভূক্ত হবে।

এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম। কেউ অধিক সফল, কেউ কোনরকম সফল, কেউ আবার বঞ্চিত। অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[২০]

---

২০. যাদুল মাআদ : ১/৬৯।

আমরা কেন নবীজীর অনুসরণ করব?

পরিপূর্ণ এক মানুষের জীবন

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজ ইলম ও হেকমতের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। মানবতার ওপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ফলে আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকা বাঞ্ছনীয় যে, এ মুবারক জীবন যা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে বিনির্মিত, তা আমাদের জীবনের জন্য বাতিঘর। উম্মাহর মুক্তির পাথেয়।

১. আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'[২১]

অন্যত্র এরশাদ করেন—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।'[২২]

২. তাঁকে আল্লাহ তায়ালার হেফাযত

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হেফাযত করেছেন। সব প্রকার পদস্খলন থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। যদি কখনও তাঁর থেকে তাঁর শানের খেলাফ কোন কাজ হয়ে গিয়েছে, তবে সেটির ওপর তিনি স্থির থাকেন নি। সুতরাং এ সব বিষয় যাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য তাঁকে অনুসরণ করাই তো

---

২১. আল আহযাব : ২১।

২২. আন নূর : ৬৩।

উচিত, তার জীবন-চরিত অধ্যয়ন করা, তার আদর্শ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আবশ্যক।

৩. **তাঁর জীবনে রয়েছে উপদেশ**

তাঁর জীবন-চরিতের মাঝে রয়েছে অসংখ্য উপদেশ ও নসিহত। হোক না সেটি ঈমান ও তাওহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা তাঁর আখলাক ও জীবনাচারের সাথে ঘনিষ্ট, অথবা তাঁর আদর্শ ও সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত কিংবা দাওয়াতের পথে তাঁর ধৈর্যের সাথে সংযুক্ত, অথবা বাতিল ও বাতিল পুজারীদের সাথে তাঁর সংঘাতের সাথে সংঘাতময়। যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন তাঁর জীবন-চরিতে রয়েছে সমূহ উপদেশ ও শিক্ষা।

৪. **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য : সফলতা ও বিজয়ের শর্ত**

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ না করি, তাঁর কথা, কাজ ও সিরাতের অনুকরণ না করি, যদি তাঁর আদর্শ মোতাবেক না চলি-তবে কিছুতেই আমরা সফল হতে পারব না। কখনই আমরা বিজয় লাভ করতে পারব না।

৫. **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি অবস্থা উম্মতের জন্য আদর্শ**

আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর নবীকে পুরুষ বানাননি? নবীকে কি কারো স্বামী বানাননি? তাঁকে কি ভাই বানাননি? তাঁকে কি বন্ধু বানাননি? তাঁকে কি শাসক বানাননি? তাঁকে কি সেনাপতি করেননি? আল্লাহ তায়ালা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বকে তাঁর প্রতিটি অবস্থায় আমাদের জন্য আদর্শ বানাননি?

৬. **তাঁর সিরাত জানা অপরিহার্য**

সুতরাং আমরা যদি তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই দীর্ঘ সময় তাঁর জীবনের অুনসরণীয় দিকগুলোর সামনে অবস্থান করতে হবে, যাতে আমরা জানতে পারি কীভাবে তাঁর আদর্শের অনুকরণ করা যায়, কীভাবে তাঁর সুন্নাহর অনুকরণ করা যায়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে আমাদের আদর্শ হতে পারেন?

সুতরাং তাঁর জীবন ও সিরাতের, তাঁর বিভিন্ন অবস্থা ও নানা শ্রেণী- পেশার মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের দিকগুলো আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক

নবীজী ﷺ-এর সীরাতের প্রতি দৃষ্টি দিলেই জানতে পারবেন যে, তাঁর জীবনটি ওই সমস্ত চারিত্রিক সুষমায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, মানবতার শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান মানুষগুলো যে গুণ ও বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ ছিলেন।

তিনি উম্মতের অনুসরণীয় : উত্তম চরিত্রে

তাঁর উন্নত সুষমামণ্ডিত চরিত্র-মাধুর্যের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।'[২৩]

তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনেরই নমুনা।[২৪] কুরআনের সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হতেন। এর রাগে রাগান্বিত হতেন। তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না, ছিলেন না অসদাচারণকারী।[২৫] কিংবা বাজারে হট্টগোলকারী। তিনি মন্দের বিনিময় মন্দআচরণ দিয়ে করতেন না। বরং তিনি উদার মনে ক্ষমা করে দিতেন।[২৬]

---

২৩. আল ক্বলম : ৪।

২৪. সহিহ মুসলিম : হা : ৭৪৬, আয়েশা رضي الله عنها থেকে।

২৫. সহিহ বুখারী : হা : ৩৫৫৯, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩২১, আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে।

২৬. তিরমিযি, হা : ২০১৬. আয়েশা رضي الله عنها থেকে।

• সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই رضي الله عنها বলেন—

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উত্তম চরিত্রের আর কাউকে দেখিনি।'[২৭]

• আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন—

وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

'আল্লাহর শপথ! আমি নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি। কিন্তু এমন কখনও হয়নি যে, কোন কাজ আমি করেছি সে ব্যাপারে বলেছেন, এরূপ কেন করলে? কিংবা কোন কাজ করিনি, সে ব্যাপারে বলেছেন, কেন অমুক কাজ করনি?'[২৮]

• আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه আরো বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ، وَفِيْ نَفْسِيْ أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِيْ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي السُّوْقِ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِيْ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟» قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ».

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদা তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার আদেশ করলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি যাব না; কিন্তু আমার মনে এ বিশ্বাস ছিল, যে কাজে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন আমি সে কাজে যাব। এরপর আমি বের হয়ে ছেলেদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলাধূলায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ পশ্চাৎদিকে এসে আমার ঘাড় ধরলেন।

২৭. আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা : ৬৫৭৮, ইবনে হাজার আসকালানি, ফতহুল বারি (৬/৫৭৫) -তে সনদটিকে 'হাসান' বলেছেন।
২৮. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩০৯।

আনাস ﷺ বলেন, আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিলাম তখন তিনি হাসছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উনায়স! তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে যেখানে তোমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমি যাচ্ছি।[২৯]

তিনি অনুসরণীয় : ক্ষমা ও সহনশীলতায়

তাঁর ক্ষমা ও সহনশীলতার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

'এর পর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।'[৩০]

• আনাস ﷺ বলেন—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﷺ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে পথে চলছিলাম। তখন তিনি নাজরানে তৈরী মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে চাদরটি টেনে দিল। অবশেষে আমি দেখলাম, জোরে টানার কারনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্কন্ধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। এরপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট আছে তা হতে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন।' আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিলেন।'[৩১]

---

২৯. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১০।
৩০. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।
৩১. সহিহ বুখারী : হা : ৩১৪৯, সহিহ মুসলিম : হা : ১০৫৭।

তিনি আদর্শ : লজ্জাশীলতায়

তাঁর লজ্জাশীলতার বিবরণ দিতে গিয়ে আবু সায়িদ খুদরী رضي الله عنه বর্ণনা করেন—

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

'তিনি বলেন, পর্দার অন্তরালের কুমারীদের চেয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারতাম।'[৩২]

তিনি আদর্শ : স্নেহ-মমতায়

তাঁর দয়া ও স্নেহের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

'আর আমি তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'[৩৩]

- আবু যর গিফারি رضي الله عنه বলেন—

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فَلَمَّا أَصْبَحَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ، تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

'রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা রাত্রিতে নামায আদায় করলেন। নামাযে একটি মাত্র আয়াত সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন, এবং ওই আয়াত দিয়েই নামায শেষ করলেন। আয়াতটি হল—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

---

৩২. সহিহ বুখারী : হা : ৬১০২, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩২০।
৩৩. সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৪]

সকাল বেলা আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই আয়াতটিই তেলাওয়াত করছিলেন, অবশেষে যখন প্রভাত হয়ে এল রুকু করলেন এবং সাজদা করলেন? তিনি বললেন, আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত চেয়েছি। ইনশাআল্লাহ ওই ব্যক্তি তা লাভ করবে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।'[৩৫]

তিনি আদর্শ : উত্তম অঙ্গিকার পূরণে

• আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন—

مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ.

'তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য কোনও স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদিজা ﵂-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা অধিকাংশ সময় আলোচনা করতেন। কোনও কোনও সময় বকরী জবাই করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরো করে হলেও খাদিজা ﵂-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছাতেন। আমি কোনও সময় ঈর্ষাভরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতাম, মনে হয় খাদিজা ﵂ ছাড়া দুনিয়াতে যেন আর কোনও নারী নেই। উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছে।'[৩৬]

---

৩৪. সূরা মায়েদা : ১১৮।

৩৫. মুসনাদে আহমদ, হা : ২০৮২১, শুআইব আরনাউত ﵀ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

৩৬. **মুত্তাফাকুন আলাইহি** : সহিহ বুখারী : হা : ৩৮১৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৫

তিনি আদর্শ : বিনয়ে

আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে বিনয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

'আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর।'[৩৭]

অর্থাৎ, আপনার বাহুকে তাদের জন্য অবনত করুন। আপনি তাদের প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দরিদ্র মুমিন ও অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি বিনয়, কোমল আচরণ ও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন।

তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দিতেন।[৩৮] ছোট ছোট মেয়েরা তার হাত ধরে তাদের যেদিকে ইচ্ছে নিয়ে যেত।[৩৯] নিজেই নিজের জুতো সেলাই করতেন। নিজের কাপড়ে তালি দিতেন।[৪০] বকরির দুধ দোহন করতেন।[৪১] মিসকিনদের পাশে বসতেন।[৪২] অনাথ ও বিধবা নারীদের প্রয়োজন পূরণে তাদেরকে সহায়তা করতেন।[৪৩] সামান্য বিষয়ের জন্যও যদি কেউ তাকে আহবান করতো, তার ডাকে সাঁড়া দিতেন। রোগীর সেবা করতেন। জানাজায় উপস্থিত হতেন। গাধায় আরোহন করতেন। ক্রীতদাসের আহবানেও সাড়া দিতেন।[৪৪]

---

৩৭. সূরা আশ শুআরা: ২১৫।

৩৮. সহিহ বুখারী : হা : ৬২৪৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২১৬৮, বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক ﷺ।

৩৯. মুসনাদে আহমদ, হা : ১১৫৩০, ইমাম বুখারী ﷺ তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' তালিক হিসেবে সহিহ হওয়ার ভিত্তিতে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

৪০. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৪২২৮, বর্ণনাকারী আয়েশা ﷺ তালিকাতুল হিসান গ্রন্থে (৫৬৪৭) আলবানি ﷺ সহিহ বলেছেন।

৪১. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৫৬৬২, বর্ণনাকারী আয়েশা ﷺ তালিকাতুল হিসান (৫৬৪৬)।

৪২. সহিহ মুসলিম : হা : ২৪১৩।

৪৩. সুনানে নাসাঈ, হা : ১৪১৪, বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা ﷺ তালিকাতুল হিসান গ্রন্থে (৬৩৯০)।

৪৪. মাদারিজুস সালিকীন : ২/৩২৮

তিনি আদর্শ : সাহসিকতায়

• আলী ইবনে আবূ তালেব ﵁ থেকে বর্ণিত—

" لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدْرٍ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ، مَا كَانَ - أَوْ: لَمْ يَكُنْ - أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ"

'তিনি বলেন, বদর যুদ্ধ দিনে যখন কঠিন পরিস্থিতি এলো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আশ্রয় নিলাম। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে বীর যোদ্ধা। সেদিন কেউ তার চেয়ে বেশি মুশরিকদের নিকটে অবস্থান করেনি।'[৪৫]

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, বারা ইবনে আযেব ﵁ বলেন—

كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ.

'আল্লাহর কসম! যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন তীব্র আকার ধারণ করত, তখন আমরা তাঁর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম। নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে বীরপুরুষ তিনিই; যাকে যুদ্ধে সামনে রাখা হয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়াতে সাহসী হত।'[৪৬]

• আনাস ইবনে মালেক ﵁ বলেন—

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব লোকের চেয়ে সুশ্রী ও সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদিনার লোকেরা ভীত হয়ে (বিকট) শব্দের দিকে বের হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের (নেপথ্য) কারণ

৪৫. মুসনাদে আহমদ : হা : ১০৪৫, শুআইব আরনাউত ﵀ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
৪৬. সহিহ মুসলিম : হা : ১৭৭৬।

উদ্ধার করে ফেলেছেন। তিনি আবু তালহা ؓ-এর জিন বিহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারি ছিল। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না। এরপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র।'[৪৭]

এটি তার মুজিযা। দুর্বল ও ধীরগামী ঘোড়ায় আরোহন করার পর সেটি সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে যাওয়া। কেউ তাকে অতিক্রম করতে না পারা। তার সাথে পাল্লা দিয়ে তাকে পেছনে ফেলতে না পারা।

তিনি আদর্শ : বদান্য ও মহানুভবতায়

• আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ বলেন—

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরিল ؑ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাযানের প্রতি রাতেই জিবরিল ؑ তার সাথে দেখা করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।'[৪৮]

• জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ؓ বলেন—

مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ .

তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে, তিনি কক্ষনো না বলেননি।'[৪৯]

---

৪৭. সহিহ বুখারী : হা : ২৯০৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩০৭।
৪৮. সহিহ বুখারী : হা : ৬, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩০৮।
৪৯. সহিহ বুখারী : হা : ৬০৩৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১১।

• আনাস ইবনে মালেক ﵁ বলেন—

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দিতেন।

আনাস ﵁ বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দু'উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এরপর সে ব্যক্তি তার কওমের লোকদের কাছে গিয়ে বলল, হে আমার কওম! তোমরা ইসলাম কবুল কর। কারণ মুহাম্মদ ﷺ এত দান করেন যে অভাবের আশঙ্কাই করেন না।'[৫০]

তিনি আদর্শ : আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে

• মুতাররিফ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ.

'তিনি বলেন. আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করছিলেন। সে সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেঁষার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ বের হচ্ছিল।'[৫১]

• আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেন—

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلاَتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

'আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ইযাশ শামসু কুওউইরাত (সূরা সমূহের ভাষ্য) আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে।[৫২]

---

৫০. সহিহ মুসলিম : হা : ৩৩১২।
৫১. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৯০৪।
৫২. সুনানে তিরমিযি : হা : ৩২৯৭।

তিনি আদর্শ : দুনিয়া বিমুখতায়

ওমর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝখানে অন্য কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল চামড়ার তৈরি একটি বালিশ যার মধ্যে খেজুর গাছের ছালভর্তি ছিল। তাঁর পায়ের কাছে ছিল স্তুপীকৃত বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা এবং শিয়রের কাছে ঝুলন্ত ছিল একটি কাঁচা চামড়া। ওমর ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাই-এর দাগ দেখতে পেলাম। এতে আমি কাঁদলাম। তিনি বললেন, কাঁদছ যে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পারস্য ও রোম সম্রাট কত বিলাসব্যসনে কাটাচ্ছে আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল (আপনার অবস্থা এই!!) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا، وَلَكَ الْآخِرَةُ.

'(ওমর!) তুমি কী এতে পরিতুষ্ট নও যে তাদের জন্য কেবল দুনিয়া আর তোমার জন্য রয়েছে আখেরাত?'[৫৩]

যে মুহূর্তে তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে যুহদ ও দুনিয়া বিমুখতা এবং পরকালীন জীবনের প্রতি উৎসাহিত করছেন, সে সময় তিনি একটি পুরাতন জীর্ণ বাহনে ও এমন একটি পশমি কাপড়ে হজ্ব আদায় করেছেন যার মূল্য চার দিরহামের সমানও হবে না।'[৫৪]

তিনি আদর্শ : আল্লাহর ওয়াদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবিচলতায়

• ইমাম বুখারী ﷺ ও ইমাম মুসলিম ﷺ আবু ইসহাক ﷺ থেকে স্ব-সনদে বর্ণনা করেন—

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ، وَالنَّبِيُّ، عَلَى

৫৩. সহিহ বুখারী : হা : ৫৮৪৩, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৭৯।
৫৪. সুনান ইবনে মাজাহ : হা : ২৮৯০, বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক ﷺ (শুআইব আরনাউত এটিকে যয়িফ বলেছেন।)

بَغْلَتِهِ البَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ».

বারা ইবনে আযেব ﷺ-কে কেউ বলল, হে আবু উমারাহ্! আপনারা হুনায়ন যুদ্ধ দিনে পলায়ন করেছিলেন কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পলায়ন করেননি বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কতিপয় ব্যক্তি হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির ওপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ﷺ তাঁর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'[৫৫]

তিনি আদর্শ : মানুষের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণে ও ভুলকারীকে ক্ষমা করে দেয়ায়

তাওরাতে তাঁর গুণাবলী আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে—

لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

'তিনি রূঢ় ও রুষ্ট স্বভাবের নন, নন বাজারে হট্টগোলকারী। মন্দের বিনিময় মন্দ দ্বারা দেন না; বরং উদার মনে ক্ষমা করে দেন।'[৫৬]

তিনি আদর্শ : অধিক পরিমাণে তওবা ও ইস্তেগফারে

- আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

'আল্লাহর শপথ! আমি দিনের মধ্যে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি।'[৫৭]

---

৫৫. সহিহ বুখারী : হা : ২৮৭৪।

৫৬. সহিহ বুখারী : হা : ২১২৫, বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﷺ।

তিনি আদর্শ : ইবাদাতে

• আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন—

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

'তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ রাতে এত অধিক নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেত। আয়েশা ﵂ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কী আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করবো না?'[৫৮]

• উবাইদ ইবনে উমাইর ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা ﵂-কে বললেন, এমন আশ্চর্য কোনও বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেন, আয়েশা ﵂ কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। এরপর বললেন—

لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: "يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي" قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ قربك وأحب مَا يَسُرك قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ قَالَتْ وَكَانَ جَالِسا فَلم يزل يبكي، حَتَّى بل لحيته قَالَت ثمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الأَرْضَ فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبك وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: "أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ} " الْآيَة كلهَا.

---

৫৭. সহিহ বুখারী : হা : ৬৩০৭।

৫৮. সহিহ বুখারী : হা : ৪৮৩৭।

'কোনও এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! আমাকে আজকের রাতটিতে আমার প্রভুর ইবাদত করার জন্য সুযোগ দাও। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তো আপনার সান্নিধ্য ভালবাসি। যাতে আপনি খুশি হন তা আমিও পছন্দ করি। আয়েশা ؓ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্রতা অর্জন করলেন এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। আয়েশা ؓ বলেন, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এ পরিমাণ কাঁদলেন যে তার কোল ভিজে গেল। তিনি বলেন, এরপরও কাঁদলেন এবং কাঁদতেই থাকলেন, এতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি বলেন, এরপরও কাঁদলেন এবং কাঁদতেই থাকলেন, এতে যমিন ভিজে গেল। এরপর বেলাল ؓ তাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন কাঁদছেন? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞশীল বান্দা হবো না? আজ রাতে একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য যে তা পাঠ করলো কিন্তু তাতে চিন্তা করল না। আয়াতটি হলো—

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ.

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন।'[৫৯]

এভাবে পুরো আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[৬০]

রমযান মাসে তিনি বিভিন্ন রকম ইবাদত অধিক পরিমাণে করতেন। এ মাসে তাঁর দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত, নামায, যিকিরও, ইতিকাফ বেড়ে যেত।

তিনি আদর্শ : নফল ইবাদাতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এত অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন যাতে মনে হত যে, তিনি রোযা ছাড়বেন না। আবার এমনভাবে রোযা বন্ধ রাখতেন, মনে হত

৫৯. সূরা আলে ইমরান : ১৯০।
৬০. সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬২০, শুআইব আরনাউত এটিকে সহিহ বলেছেন।

তিনি আর রোযাই রাখবেন না। তবে রমযান ছাড়া অন্য কোনও মাসে পুরো মাস রোযা রাখেননি। অন্য কোনও মাসে শাবান মাসের চেয়ে অধিক রোযা রাখতেন না।[৬১] সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[৬২]

তিনি আদর্শ : কুরআন তেলাওয়াতে

তাঁর তেলাওয়াত ছিল তারতিল, খুব ধীরেও নয়, আবার খুব তাড়াতাড়িও নয়। বরং তাঁর তেলাওয়াতটি ছিল প্রতিটি হরফ স্পষ্ট করে। প্রতিটি আয়াতে থেমে থেমে। মদ্দের হরফের স্থানে আওয়াজ দীর্ঘ করে। যেমন (الرَّحْمٰنِ) এর মধ্যে টেনে পড়তেন। (الرَّحِيْمِ) এর মধ্যে টেনে পড়তেন। কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে **আউযুবিল্লাহ** পড়তেন। কখনও পড়তেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

কখনও পড়তেন,

أَللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِه.

'হে আল্লাহ! আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তানের খোঁচা থেকে, তার ফুঁ থেকে, তার ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তার প্রতিদিন তেলাওয়াত করার নির্ধারিত পরিমাণ ছিল। কখনই তা ছুটত না।

সর্বদা সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতেন, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, অযু অবস্থায়। কেবল নাপাকি অবস্থায় তা তেলাওয়াত করতেন না।

তিনি আদর্শ আল্লাহর জিকিরে

আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরিপূর্ণ অনুকরণীয় মহা মানব। তিনি সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির করতেন। দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা, হাঁটা, আরোহি মুসাফির ও মুকিম অবস্থায়।

• নামায, রোযা ও বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের আহবান করেছেন। আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বর্ণনা করেন—

---

৬১. সহিহ বুখারী : হা : ১৯৬৯, সহিহ মুসলিম : হা : ১১৫৬।
৬২. সুনানে তিরমিযি : হা : ৭৪৫, সুনানে নাসাঈ, হা : ২৩৬১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৭৩৯; বর্ণনাকারী আয়েশা رضي الله عنها।

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَه لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

'তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে এলো। তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তার আগের ও পরের সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

এ সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমি সারা জীবন রাতভর নামায আদায় করতে থাকবো। অপর একজন বললো, আমি সবসময় রোযা পালন করবো এবং কখনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি ওইসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ-কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। নামায আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখতা পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[৬৩]

৬৩. সহিহ বুখারী : হা : ৫০৬৩।

• ইবনে হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

যে ব্যক্তি আমার পথ পরিহার করল ও অন্য কারো পথ গ্রহণ করল, সে আমার দলভুক্ত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র উদার পথ হল, তিনি রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন, রোযা রাখার শক্তি সঞ্চয় করার জন্য। তিনি ঘুমাতেন (নামাযে) দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য। তিনি বিবাহ করেছেন, প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য, নিজেকে পুতঃপবিত্র রাখার জন্য, বংশ বৃদ্ধির জন্য।

হাদিস শরিফের মধ্যে বড়দের অবস্থা অনুকরণের দলিল রয়েছে। যাতে তাদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করা যায়। যে ব্যক্তি কোনও ভাল কাজের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করল এবং সেটিকে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করল, রিয়ামুক্ত অবস্থায়, তবে তা নিষেধের আওতায় পড়বে না।[৬৪]

তিনি আদর্শ : হজ পালনে

হজ হল ইসলামের একটি প্রকাশ্য ইবাদাত। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের দিকটি খুবই উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ.

'তোমরা তোমাদের হজের নিয়ামবলী জেনে নাও। আমি জানি না, হয়ত আমার এ হজ্বের পর আর কোনও হজ আমি করবো না।'[৬৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ কেবল তাঁর নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার চেয়েও ব্যাপক। যাতে তাঁর আমলি জীবনের প্রতিটি দিক অনুসরণের মধ্যে চলে আসে। এ ক্ষেত্রে তার আদর্শ পরিপূর্ণ আদর্শ। মুসলমানগণ যার অনুসরণ করবে।

---

৬৪. ফতহুল বারি : ৯/১০৬।

৬৫. সহিহ মুসলিম : হা : ১২৯৭।

সুতরাং পানাহারের ক্ষেত্রেও এমন কোন বিষয় পরিহার করা না চাই যা তাঁর জীবনে রয়েছে, আবার এমন কোন বিষয়ও না করা চাই যা তাঁর আদর্শের মাঝে নেই।

উত্তম যে কোন খাদ্য তার সামনে পেশ করা হয়েছে, তিনি তা খেয়েছেন। কখনও কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। রুচিসম্মত হয়েছে তো খেয়েছেন। আর রুচিসম্মত হয়নি তবে পরিহার করেছেন।[৬৬]

নতুন চাঁদ দেখা যেত, আবার নতুন চাঁদ দেখা যেত, আবার নতুন চাঁদ দেখা যেত, (একটানা তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, এর মধ্যে) তাঁর গৃহে আগুন জ্বলত না।[৬৭]

যখনই তাঁর সামনে কোন খাবার পরিবেশন করা হত তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলতেন। খাবার শেষ হলে বলতেন—

اللهُمَّ أَطْعَمْتَ وَ سَقَيْتَ وَ أَغْنَيْتَ وَ أَقْنَيْتَ وَ هَدَيْتَ وَ أَحْيَيْتَ،

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ ،

'হে আল্লাহ! আপনি আহার দিয়েছেন, পানীয় দিয়েছেন। আপনি অমুখাপেক্ষী করেছেন। আপনি তুষ্ট করেছেন। আপনি হেদায়াত দিয়েছেন। আপনি জীবন দান করেছেন। সুতরাং আপনি যা দান করেছেন তজ্জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনারই।'[৬৮]

যখন কোনও কাওমের কাছে খেতেন তাদের জন্য দু'আ না করে বের হতেন না।[৬৯]

যা সহজে পেতেন তাই খেতেন। না পেলে সবর করতেন। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। কারো সাথে খেতে নাক সিঁটকাতেন না, চাই সে ছোট হোক কিংবা বড়, স্বাধীন হোক বা গোলাম, বেদুঈন বা ভিন দেশীই![৭০]

---

৬৬. সহিহ বুখারী : হা : ৩৫৬৩, সহিহ মুসলিম : হা : ২০৬৪।
৬৭. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৬৭, সহিহ মুসলিম : ২৯৭২।
৬৮. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৬১৫৯, সহিহুল জামে, হা : ৪৭৬৮।
৬৯. সহিহ মুসলিম : হা : ২০৪২, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رضي الله عنه।
৭০. যাদুল মাআদ: ১/১৪৭।

তিনি আদর্শ : ঘুম ও জাগ্রত হওয়ায়

প্রয়োজন হলে ডান দিকে কাত হয়ে আল্লাহ পাকের জিকির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। খাবার ও পানীয় দ্বারা উদর ভরে ঘুমাতেন না।

ঘুমানোর ইরাদা করলে ডান হাত মাথার নিচে দিয়ে পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ওই দিনের আযাব থেকে রক্ষা করুন; যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরায় ওঠাবেন।'[৭১]

রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন। আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাহ বলতেন। দু'আ পড়তেন। এরপর প্রথমে মেসওয়াক করতেন। মাঝে অযু করতেন। সবশেষে মহান রবের সম্মুখে নামাযে দাঁড়াতেন। তাঁর কালামের মাধ্যমে তাঁর সাথে গোপন অভিসারে মিলিত হতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর রহমতের আশা করতেন। তাঁর ক্ষমার আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে প্রভুর দরবারে সাজদাবনত হতেন।

কখনও বিছানায় শুতেন। কখনও খালি চাটাইয়ে, কখনও মাটিতে, কখনওবা খাটেই শুয়েছেন।[৭২]

তিনি আদর্শ :

কথা, নিরবতা, হাঁসি ও কান্নায়

তিনি যখন কথা বলতেন, স্পষ্টভাবে বলতেন। প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করতেন। কেউ গুণতে চাইলে তা গুণতে পারত। এত দ্রুত ও অগোছালো কথা বলতেন না যে, তা মনে রাখা যায়না । এত থেমে থেমেও বলতেন না যাতে কথার স্বাভাবিক মাত্রা নষ্ট হয়, কথার সূত্র নষ্ট হয়। বরং এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ হল পরিপূর্ণ আদর্শ।

অধিকাংশ সময় কথা তিনবার করেই বলতেন, যাতে শ্রোতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সালাম দিলে তিনবারই দিতেন।[৭৩]

---

৭১. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৩৯৮, বর্ণনাকারী হুযাইফাতুল ইয়ামানি رضي الله عنه।

৭২. যাদুল মাআদ : ১/১৫৫, ৪/২৪৬।

৭৩. সহিহ বুখারী : হা : ৯৪, বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه।

দীর্ঘ সময় নিরব থাকতেন। প্রয়োজন না হলে কথা বলতেন না। যখন বলতেন অল্প শব্দে অধিক অর্থবহ কথা বলতেন। স্পষ্ট কথা বলতেন, তাতে কোনও অতিরঞ্জন যেমন থাকতো না, তেমনি হতনা কথাটি অসম্পূর্ণও। যে বিষয়ে কথা বলা শোভন নয় সে বিষয়ে কথা বলতেন না। সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রয়েছে এমন বিষয়েই কথা বলতেন। যদি কোনও বিষয় অপছন্দ করতেন তা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত।

তাঁর সর্বোচ্চ হাসি ছিল মুচকি হাসি। সর্বদা তিনি মুচকি হাসিই হাসতেন। তার হাসির সর্বোচ্চ সীমা ছিল, সামনের দাঁতগুলো কেবল দেখা যেত।

কেবল হাসি উদ্রেককারী বিষয়ে হাসতেন। হাসি উদ্রেককারী বিষয় তো সেগুলোই যা থেকে বিস্ময় সৃষ্টি হয়, কদাচিৎই তা সংঘটিত হয়।[৭৪]

আর তার কান্না!? সেটিও হাসির মত ছিল। বিলাপ করে উচ্চস্বরে কাঁদতেন না। যেমনিভাবে তাঁর হাসি অট্টহাসি ছিলনা। বরং তাঁর দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু নামত। তার বুকের মধ্য হতে যাঁতা পেষার মত শব্দ হত।

তাঁর কান্না মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত ছিল। কখনও তাঁর উম্মতের প্রতি আশংকা ও তাদের প্রতি দয়ার কারণে। আবার কখনও ছিল আল্লাহর ভয়ে।

তাঁর পুত্র ইবরাহিম মারা গেলে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াল। তিনি তাঁর প্রতি মায়ায় কাঁদলেন। তিনি তখনও কেঁদেছিলেন যখন তার কোনও দৌহিত্রীকে মৃত্যুবরণ করতে দেখছিলেন।[৭৫]

ইবনে মাসউদ ﵁ যখন তাকে সূরা নিসা তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন তিনি তখনও কেঁদেছিলেন।[৭৬]

উসমান ইবনে মাযউন ﵁-এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। সূর্যগ্রহণেও কেঁদেছিলেন এবং কুসুফের নামায আদায় করেছিলেন। নামাযের মধ্যে কাঁদতে শুরু করলেন এবং ফোঁপাতে লাগলেন।

তাঁর কোনও কন্যার কবরের নিকট বসেও কেঁদেছিলেন। অনেক সময় তাহাজ্জুদ নামাযেও কাঁদতেন।[৭৭]

---

৭৪. যাদুল মাআদ : ১/১৮২।

৭৫. মুসনাদে আহমদ, হা : ২১২৭২, তিনি ছিলেন যয়নাব ﵂-এর কন্যা উমামা ﵂।

৭৬. সহিহ বুখারী : হা : ৪৫৮২, সহিহ মুসলিম : হা : ৮০০, বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ ﵁।

তিনি আদর্শ : তাঁর খুতবা প্রদানে

তিনি যখন খুতবা দিতেন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত। স্বর উঁচু হয়ে যেত। তাঁর রাগ তীব্র হত, যেন কোনও সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন।

প্রতিটি খুতবাই আল্লাহ পাকের প্রশংসা দিয়ে শুরু করতেন।

তাঁর খুতবার মৌলিক বিষয় ছিল আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তাঁর নেয়ামতের জন্য তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন, তাঁর গুণাবলী ও কৃতজ্ঞতার বর্ণনা, ইসলামের নিয়মাবলীর বিবরণ, জান্নাত, জাহান্নাম, কেয়ামতের আলোচনা, আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ, তাঁর ক্রোধের বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে দেয়া, তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়গুলো তুলে ধরা, এ জাতীয় বিষয়কে ঘিরেই তিনি খুতবা প্রদান করতেন।

যখনই শ্রোতাদের প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনা করতেন তখনই খুতবা দিতেন। কখনও খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন, কখনও মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে তাঁর খুতবা দীর্ঘ হত।[৭৮]

তিনি আদর্শ : লেনদেনে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচে' সুন্দর লেনদেনকারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বেচা-কেনা করেছেন। ভাড়া নিয়েছেন, ভাড়ায় খাটিয়েছেন। অন্যের সাথে অংশীদারি ব্যবসা করেছেন। তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার যখন তাঁর কাছে এলেন, তিনি তাকে বললেন, 'আমাকে কি চেন না'?

সে বলল, আপনি কি আমার অংশীদার ছিলেন না? আপনি কতো উত্তম অংশীদার ছিলেন! না আমার বিরোধিতা করেছেন, আর না আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

তিনি যেমন অন্যকে হাদিয়া দিয়েছেন, তেমনি অন্যের থেকে হাদিয়া কবুলও করেছেন। তার জন্য উত্তম বিনিময়ের দু'আ করেছেন। বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করেছেন। বন্ধক ছাড়াও ঋণ নিয়েছেন। অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। নগদ মূল্যে যেমন কিনেছেন তেমনি কিনেছেন বাকীতেও।

---

৭৭. যাদুল মাআদ : ১/১৮৩।
৭৮. যাদুল মাআদ : ১/১৯১।

কখনও কোনও জিনিস অগ্রিম নিয়েছেন তো উত্তমভাবে তা পরিশোধ করেছেন। কোনও ব্যক্তি থেকে কর্জ নিয়েছেন, নিজেই তা পরিশোধ করেছেন। তার জন্য দু'আ করেছেন। তার জন্য দু'আ করতে গিয়ে বলেছেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَ الْأَدَاءُ.

'আল্লাহ তোমার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দিন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে।'[৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি জমি ওয়াকফ্ করেছেন। সেটিকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করেছেন।

তিনি সুপারিশ করেছেন। তাঁর কাছেও সুপারিশ করা হয়েছে। বারিরাহ (রা) তাঁর স্বামী মুগিছ رضي الله عنه-কে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নবীজীর সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি রাগ করেন নি। তাকে ভর্ৎসনাও করেন নি। তিনিই আদর্শ ও অনুসরণীয় সুপুরুষ।

আশিটিরও বেশি স্থানে তিনি শপথ করেছেন। তিন স্থানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কখনও তিনি তাঁর শপথে ব্যতিক্রম করেছেন। কখনও তিনি তাঁর শপথ পূর্ণ করেছেন। আবার কখনও কাফ্ফারা দিয়েছেন।

তিনি হাসি-কৌতুক করেছেন। তবে তিনি কৌতুকে বাস্তবতার বিপরীত কিছু বলেন নি। তিনি তাওরিয়া (দ্ব্যার্থবোধক কথা বলা) করেছেন। সত্য বিপরীত কোনও কথাই তিনি তাঁর তাওরিয়াতে বলেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। কুস্তি লড়েছেন।

নিজ হাতে জুতো সেলাই করেছেন। কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন। নিজের বালতি মেরামত করেছেন। বকরির দুধ দোহন করেছেন। কাপড় থেকে উকুন পরিস্কার করেছেন। নিজের ও পরিবারের সেবা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মসজিদ নির্মাণের সময় ইট বহন করেছেন। অতিথির সেবা করেছেন। নিজে অতিথিও হয়েছেন।

---

৭৯. সুনানে নাসাঈ, হা : ৪৬৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৪২৪২, আলবানি, সহিহুল জামে : হা : ২৩৫৩।

রোগীর সেবা করতেন। জানাযায় শরিক হতেন। দাওয়াত কবুল করতেন। বিধবা, দুস্থ ও অসহায়দের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করতেন। প্রশংসামূলক কবিতা শুনেছেন। আবৃত্তিকারের জন্য সওয়াবের দু'আ করেছেন।[৮০]

তিনি আদর্শ : রোগীর সেবা-শুশ্রূষায়

তাঁর সাহাবিদের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। আহলে কিতাবদের এক অসুস্থ বালককে দেখতে গিয়েছেন যে কিনা তাঁর খেদমত করত। তাঁর মুশরিক চাচা অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। উভয়ের সামনে ইসলাম পেশ করেছেন। ইয়াহুদি বালকটি ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাঁর চাচা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তিনি রোগীর একদম কাছে যেতেন। তার শিয়রের পাশে বসতেন। তার অবস্থাদি জিজ্ঞেস করতেন। বলতেন, كيف تجدك؟ কেমন বোধ করছ?

তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা রোগীর শরীর মুছে দিতেন। বলতেন—

اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً.

'হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্যদাতা। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান করুন যার পর আর কোন রোগ থাকবে না।'[৮১]

তিনি আদর্শ : তার সহজাত সুন্নাহতে

সর্বকাজে তিনি ডানকে পছন্দ করতেন। ডান পায়ে আগে জুতো পরিধান করতেন। যে কোনও কাজে ডান পা আগে রাখতেন। ডানদিক থেকে পবিত্রতা শুরু করতেন। অযু-গোসল ডান দিক থেকেই শুরু করতেন। কোনও কিছু নিতে ডান হাত ব্যবহার করতেন। কাউকে কিছু দিলে ডান হাতেই দিতেন।

---

৮০. যাদুল মাআদ : ১/১৬৫।
৮১. যাদুল মাআদ : ১/৪৯৪।

তাঁর ডান হাত ব্যবহৃত হত খাবারের জন্য, পান করার জন্য, পবিত্রতা অর্জন করার জন্য। আর তাঁর বাম হাত ব্যবহৃত হত ইস্তেঞ্জার জন্য। ময়লা দূর করার জন্য।

চুল রাখার ক্ষেত্রে তার আদর্শ হলো, হয়ত পুরো মাথা চেঁছে ফেলতেন অথবা সব চুল রেখে দিতেন। কিছু চুল কাটতেন আর কিছু রাখতেন এমন আদর্শ তাঁর ছিল না। মিসওয়াক পছন্দ করতেন। রোযা অবস্থায় যেমন মিসওয়াক করেছেন, তেমনি রোযা ছাড়াও মিসওয়াক করেছেন। তিনি মেসওয়াক করেছেন, ঘুম থেকে জেগে, অযুর শুরুতে, নামাযের আগেও ঘরে প্রবেশের সময়।

অধিক পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধি ভালবাসতেন। কেউ আতর হাদিয়া দিলে তা ফিরিয়ে দিতেন না।

তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা পছন্দ করতেন। কখনও তিনি নিজে একাকি দৌড়াতেন। কখনও আয়েশা ﷺ-এর সাথে দৌড়াতেন।

সুতরাং মুসলমানদের উচিত তাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের থেকে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করা। নায়ক-নায়িকাদের জীবনের দিকে না তাকিয়ে, বিশ্বের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, পাশ্চাত্যবিদদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সেটি হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের কোন কোন কাজ আমরা অনুসরণ করব। কোন কোন কাজ আমরা অনুসরণ করব না- এ বিষয়ে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কর্মকাণ্ড চার প্রকার :

প্রথম প্রকার : স্বভাব-বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মকাণ্ড : ওই সব কাজ-এর অন্তর্ভূক্ত যে সব কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ হওয়ার বিচারে করেছেন। এ কাজগুলো তার রেসালতের দায়িত্ববোধ থেকে করেননি। যেমন, তাঁর ওঠাবসা-হাঁটা,

খাওয়া-পান করা, ঘুমানো ইত্যাদি। এ কাজগুলোর সাথে কোনও আদেশ-নিষেধের সম্পর্ক নেই।

তবে এ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মকাণ্ড যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করেছেন, তখন সেটি বৈধতার পর্যায় থেকে মুস্তাহাবের পর্যায়ে উন্নীত হবে। যেমন, তাঁর ডান পাশে কাত হয়ে শয়ন করা। অনুরূপ যদি ওই কাজটি করার ব্যাপারে তাঁর থেকে কোনও উৎসাহমূলক বক্তব্য পাওয়া যায়, তবে সেটিও মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। যেমন, পানি পান করার ক্ষেত্রে তিন শ্বাসে পান করা। ডান হাতে খাবার খাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার : তাঁর ওই সব কর্মকাণ্ড যা তাঁর কওমের আচার-অভ্যাস অনুযায়ী তিনি করেছেন। এর সাথে শরিয়তের দলীলের কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী। কারণ, এ ক্ষেত্রে মূল উৎস হল তাঁর দেশবাসীর আচার-অভ্যাস। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াতের পূর্বে যে ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন, নবুওয়াত লাভের পর তা পরিবর্তন করেননি। তবে এ ক্ষেত্রে নবুওয়াত লাভের পর কিছু শর্ত ও বিধান আরোপ করেছেন। যেমন, পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র পোশাক।

তাঁর চুল লম্বা রাখার বিষয়টিও অনুরূপ। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটা বলা হবে না যে, তাতে তাঁর অনুসরণ করা সুন্নাহ। কেননা, এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শরিয়তের কোনও বিধান প্রণয়ন করা কিংবা এটি এবাদাত হিসেবে গণ্য হওয়া সাব্যস্ত করেননি।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়, যাতে তার নির্দেশ রয়েছে কিংবা উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, অথবা এমন কোনও সূত্র পাওয়া যায় যার মাধ্যমে তার অভ্যাসবশত ঃ কর্মের সাথে শরিয়তের কোনও যোগসূত্র রয়েছে, তবে সেটি এ প্রকার থেকে বেরিয়ে যাবে। সেটি তখন সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, সাদা পোশাক পরিধান করা। নিসফে সাক (অর্ধ-নালা) পর্যন্ত লুঙ্গি উঠিয়ে পরা ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার : একান্ত তাঁর সাথে বিশেষায়িত কর্মকাণ্ড। এ জাতীয় কাজ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। যেমন, সাহরি ও ইফতার ছাড়াই ধারাবাহিক রোযা রাখা। চারের অধিক স্ত্রী রাখা। স্বপ্রণোদিত নারীকে মোহরানা ব্যতীত বিয়ে করা ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকার : ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ড : ওই সব কর্মকাণ্ড রাসূলুল্লাহ ﷺ যেগুলোকে আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে করেছেন। এ জাতীয় কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা হবে। এ জাতীয় কাজে অনুসরণ করা কখনও ওয়াজিব, কখনও মুস্তাহাব।

অনুসরণীয় কাজের পাশাপাশি বর্জনীয় কাজেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করা হবে।

বর্জনীয় কাজ বলতে বোঝায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব কাজ করা থেকে বিরত থেকেছেন। দু'ভাবে আমরা এ সব কাজ সম্পর্কে জানতে পারি।

এক. স্পষ্ট বিবরণের মাধ্যমে যে, তিনি অমুক অমুক কাজ বর্জন করেছেন। তিনি তা করেননি। যেমন ঈদের নামাযের ব্যাপারে সাহাবি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صلَّى العِيْدَ بِلا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামায আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করেছেন।'[৮২]

দুই. সাহাবায়ে কেরাম থেকে নবীজী করেছেন মর্মে কোনও বক্তব্য না পাওয়া যাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি করে থাকতেন তবে তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার অসংখ্য কারণ ও হিম্মত বিদ্যমান থাকত।

যে ক্ষেত্রে তাদের কেউ কখনই কিছু বলেননি, জনসমাজে যে বিষয় নিয়ে তারা আলোচনাও করেননি। এটা ধরে নেয়া হবে যে এমন ঘটনা নবীজী ﷺ-এর জীবনে ঘটেনি। যেমন, নামায শুরুর করার জন্য মুখে নিয়তের উচ্চারণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও কাজ ছেড়ে দেয়া সেটি বর্জনের দলীল। হ্যাঁ! যদি তাঁর ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অন্য কোনও কারণ থাকে তবে সেটি বর্জনযোগ্য নয়। যেমন, জামাতের সাথে তারাবির নামায আদায় না করা। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশংকা ছিল উম্মতের ওপর সেটি ফরয হয়ে যেতে পারে। এ জাতীয় কাজ বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণীয় নন, তবে বাধা দূর হয়ে যাওয়ার ফলে তা করাই হবে সুন্নাহ।

---

৮২. সহিহ বুখারী : হা : ৯৫৯, সহিহ মুসলিম : হা : ৮৮৬, সুনানে আবু দাউদ : হা : ১১৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

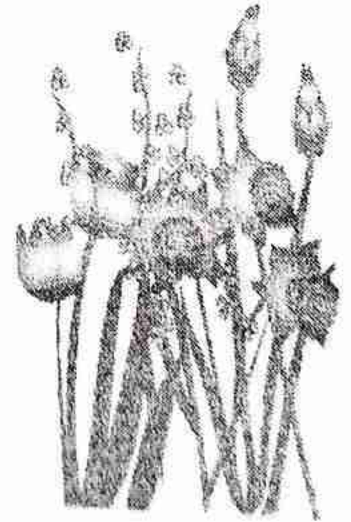
تَعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ وَمَنْ حَوْلَه

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটতম লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

How the Prophet of Allah ﷺ dealt with his family, relatives and those around him.

এক নজরে
দ্বিতীয় অধ্যায়

- স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- মুমিন নারীদের আদর্শ হওয়ার জন্য নবী ﷺ কর্তৃক স্ত্রীদেরকে শিক্ষা প্রদান
- নবীগৃহের সমস্যা সমাধান
- পুত্র-কন্যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- দৌহিত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- আত্মীয়দের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- প্রতিবেশীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- অতিথি ও মেজবানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- সাহাবী ও বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে রাসলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- খাদেম ও দাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ



প্রথম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ زوجاته

স্ত্রীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর আদর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'[৮৩]

এ নির্দেশের কারণে সকলের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হল প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানা, তাঁর আদর্শ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। যাতে তাঁর অনুসরণ করা সহজ হয়। তাঁর সুন্নাহর পথে চলা সম্ভব হয়।

সুতরাং বিবাহিত জীবনে প্রতিটি স্বামীর জন্য একজন স্বামী হিসেবে রাসূল ﷺ-এর আদর্শ জানা কর্তব্য। বিচারকের আসনে যিনি উপবিষ্ট তার জন্য একজন ন্যায় বিচারক হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ জানা অপরিহার্য। সৈন্য

৮৩. সূরা আহযাব : ২১।

বাহিনীর দায়িত্বভার যার কাঁধে ন্যস্ত, একজন মহান সেনাপতি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ জানা তার জন্য আবশ্যকীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন স্ত্রীদের সাথে আচরণ শাস্ত্রের আদর্শ পুরুষ। স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণের ক্ষেত্রে মানবতাকে উন্নতির পথে আহবানের আলোকবর্তিকা। দাম্পত্য জীবনে ও সামাজিক জীবনে যে সুন্দর আচরণের ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবেই।

জীবনের এ চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে এ অধ্যায়ে আল্লাহর অনুগ্রহে নবী-জীবনের এমন বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রথম দিক : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের চিত্র।

দ্বিতীয় দিক : রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক স্ত্রীদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, যাতে তারা মুমিন নারীদের আদর্শ হতে পারেন।

তৃতীয় দিক : নবী পরিবারের কিছু সমস্যা ও সেগুলোর সমাধানে তাঁর আদর্শ।

প্রিয় পাঠক! নিম্নে উক্ত দিকগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি।

প্রথম দিক : নবীজী ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের কিছু চিত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এগারজন স্ত্রী ছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে—

১. খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ رضي الله عنها
২. আয়েশা বিনতে আবি বকর رضي الله عنها
৩. হাফসা বিনতে ওমর رضي الله عنها
৪. সাওদা বিনতে যামআহ আল আমেরিয়্যাহ رضي الله عنها
৫. যায়নাব বিনতে জাহাঁশ আল আসাদিয়্যাহ رضي الله عنها
৬. যায়নাব বিনতে খুযাইমাহ আল হিলালিয়্যাহ رضي الله عنها
৭. হিনদা বিনতে উমাইয়্যাহ আল মাখযুমিয়্যাহ رضي الله عنها
৮. উম্মে হাবিবাহ রমলাহ বিনতে আবি সুফিয়ান رضي الله عنها

৯. মাইমুনাহ বিনতুল হারিছ আল হিলালিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা
১০. জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতুল হারিছ আল মুস্তালাকিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা
১১. সফিয়া বিনতে হুআই আন নাযিরিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। দুই জন স্ত্রী-খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ও যয়নব বিনতে খুযাইমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুতঃপবিত্র স্ত্রীদের সাথে সুখময় শ্রেষ্ঠ দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। যে জীবন আল্লাহ তায়ালার কালামের এ আয়াত وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (তোমরা তাদের সাথে সদভাবে বসবাস কর)-এর বাস্তব ও সূক্ষ্ম প্রতিবর্ণায়ণ ছিল। আয়াতে বর্ণিত 'মারুফ' শব্দটির মধ্যে সন্নিহিত আছে সব উত্তম কথা, শ্রেষ্ঠ কাজ ও সুন্দর চরিত্র।

স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সব মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। আর কেনই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম হবেন না, অথচ তিনি নিজেই বলেছেন—

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي"

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আমি আমার স্ত্রীর কাছে তোমাদের চাইতে উত্তম।'[৮৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি-মধুর ব্যবহার করতেন। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। তাঁদের সাথে তাঁর জীবন পরিক্রমায় তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

মানুষ যদি স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শকে গ্রহণ করত, তবে আমরা যে সব দাম্পত্য কলহের কথা শুনতে পাই তার সিংহভাগের সমাধান হয়ে যেত।

---

৮৪. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৮৯৫, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা; আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন (সহিহুল জামে : ৩৩১৪)।

বিভিন্ন পরিবার ও দম্পতির দাম্পত্য কলহের যে সব সংবাদ আজকাল মানুষ অধিক হারে শুনতে, দেখতে ও পড়তে অভ্যস্ত, তাতে তারা রীতিমত বিস্মিত। একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ইসলামি বিশ্বে তালাকের পরিমাণ ভয়ংকর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমান্বয়ে তা বেড়েই চলছে। সৌদি আরবের ওযারাতুল আদল থেকে প্রকাশিত ১৪৩০ হিজরিতে পরিচালিত একটি জরিপ থেকে জানা যায় যে, দাম্পত্য জীবন গঠনের তুলনায় এর ভাঙ্গনের মাত্রা প্রায় ২১% বেশি। এ ক্ষেত্রে দেশটির রিয়াদ সংখ্যাধিক্যে শীর্ষে রয়েছে।[৮৫]

এ সব দাম্পত্য সমস্যা ও বিবাহ বিচ্ছেদের আধিক্য সত্ত্বেও নবীগৃহে দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতেন, তাদের আচরণে কীভাবে ধৈর্য ধারণ করতেন, তাদের ভুলত্রুটি দেখেও কীভাবে এড়িয়ে চলতেন, তা উপস্থাপন করা আবশ্যক। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

প্রতিদিন স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত ও অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর প্রচেষ্টা

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামায আদায় করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত নিজ মুসাল্লায় বসে থাকতেন। লোকেরাও তাঁকে ঘিরে বসে থাকত। এরপর তিনি এক এক করে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করতেন। তাদেরকে সালাম দিতেন। তাদের জন্য দু'আ করতেন। অবশেষে সেদিন যার কাছে রাত্রি যাপনের পালা হত তার কাছে অবস্থান করতেন।[৮৬]

প্রতিদিন দিবসের শুরুতে সকল স্ত্রীর কাছে একটি চক্কর দিতেন, তাদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় হত। তাদের জন্য দু'আ করতেন।

---

৮৫. জারিদাতুল ওয়াতান, অনলাইন সংস্করণ [২০-০৩-২০১২]

৮৬. তাবারানি, আল-মুজামুল আওসাত, হা : ৮৭৬৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা : ৭৮৩২।

قال الهيثمي : قُلْتُ : لِعُمَرَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

অনুরূপ দিবসের শেষভাগেও তাদের সাথে বসতেন, কথা বলতেন, অন্তরঙ্গ হতেন। আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আসর নামায থেকে অবসর হতেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের গৃহে প্রবেশ করতেন, তাদের মধ্য হতে কারো অন্তরঙ্গ হতেন।'[৮৭]

এখানে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﵂-এর বক্তব্য (فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ) (তাদের কারো অন্তরঙ্গ হতেন) দ্বারা উদ্দেশ্য হল চুমু খাওয়া, সঙ্গম ব্যতীত আনন্দ করা।[৮৮]

ইবনে হাজার আসকাল্লানি ﵀ বলেন, দিবসের শুরুভাগে যা হত তা ছিল কেবল সালাম ও দু'আ। আর দিবসের শেষভাগে যা হত, তা ছিল, স্ত্রীদের সাথে বসা, তাদের কাছাকাছি হওয়া, আলাপ আলোচনা করা।[৮৯]

• আয়েশা ﵂ বলেন—

قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ إِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.

'অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন এবং সঙ্গম ব্যতীতই সকলের সাথে অন্তরঙ্গ হতেন। অবশেষে যার নিকট রাত যাপনের পালা হতো তিনি তার কাছে রাত যাপন করতেন।'[৯০]

তিনি এটা করতেন তাদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য, অবশেষে তিনি যার কাছে রাত যাপন করার পালা তার কাছে যেতেন। তাকে হর্ষোৎফুল্ল অবস্থায় রেখে আসতেন।'[৯১]

---

৮৭. সহিহ বুখারী : হা : ৫২১৬, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৭৪।

৮৮. ওমদাতুল কারী : ৩০/৯২।

৮৯. ফাতহুল বারি : ৯/৩৭৯।

৯০. সুনানে আবু দাউদ : হা : ২১৩৫, শায়খ শুআইব আরনাউত এটিকে হাসান বলেছেন।

৯১. আল মুফহিম, কুরতুবি : ১৩/৯০।

তাঁর স্ত্রীরা কখনও তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করতেন না। বরং তারা প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে পেতেন। যারা নিজ স্ত্রীকে রেখে দিনের পর দিন, বরং মাসের পর মাস দূরে থাকে, এ আদর্শের কাছে তাদের অবস্থান কোথায়?

কিছু লোক তো এমন আছে যারা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিত্যদিন আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, গভীর রাত পর্যন্ত গাল-গল্পে কাটায়, অবশেষে যখন ঘরে ফিরে আসে, শরীরের উদ্যম শেষ করে তবেই ফিরে আসে। তখন সে থাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসাদগ্রস্ত। স্ত্রী-পরিবার থাকে ঘুমে আচ্ছন্ন। সে নিজেকে তখন কোনও মতে বিছানায় টেনে নিয়ে যায় এবং গভীর ঘুমে মগ্ন হয়।

উপরে বর্ণিত হাদিসে, যে স্ত্রীর কাছে ওইদিন রাত যাপনের পালা নেই তার সাথেও দেখা করা, তার কাছাকাছি বসা, আদর-সোহাগ করা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি বৈধ হওয়ার দলিল রয়েছে।

তাতে রাসূল ﷺ-এর উত্তম আদর্শের, উন্নত চরিত্রের, তিনি যে তাঁর স্ত্রীদের কাছে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম, এর প্রমাণ রয়েছে।

আর রাতের বেলা, কখনও তারা তাদের একজনের গৃহে একত্রিত হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে আসতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন। তাদেরকে আনন্দ দিতেন।

• আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বর্ণনা করেন—

كَانَ لِلنَّبِيِّ ' تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি যখন তাদের মাঝে পালা বন্টন করতেন, তখন নয় দিনের আগে প্রথম জনের কাছে আসতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে গৃহে অবস্থান করতেন প্রতি রাতে তারা (নবী-পত্নিগণ) সেখানে সমবেত হতেন।'[৯২]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, স্বামীর জন্য স্ত্রীদেরকে নিজগৃহে না ডেকে বরং তাদের গৃহে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করা মুস্তাহাব।[৯৩]

৯২. সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৬২।
৯৩. ইমাম নববি, শরহে মুসলিম : ১০/৪৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ব্যস্ততার আধিক্য, দায়িত্বের গুরুভার সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে রাত্রি জাগরণ করতেন, তাদেরকে আনন্দ দিতেন, তাদের কাছ থেকে হাসি ও আনন্দের কথা শুনতেন।

আয়েশা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'উম্মু যারা'-এর গল্প শুনিয়েছেন। গল্পটি হল, এগারজন নারী একবার এ ব্যাপারে একমত হল এবং আলোচনায় বসল যে, তারা তাদের স্বামীদের কোনও কথাই গোপন রাখবে না। প্রত্যেক নারী নিজ নিজ স্বামীর বিবরণ দিয়েছে। তাদের মধ্যে যে নারী আপন স্বামী সম্পর্কে সবচে' সুন্দর বিবরণ দিয়েছে, নিজের ওপর স্বামীর অনুগ্রহের কথা বলেছে, সে হল আবু যারা-এর স্ত্রী।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে বললেন,

أنا لك كأبي زرع لأم زرع

'উম্মে যারার জন্য আবু যারা যেমন ছিল আমিও তোমার জন্য তেমন।'[৯৪]

সুতরাং প্রতিটি স্বামীরই উচিৎ স্ত্রীর সাথে বসার, তার সাথে কথা বলার ও তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করা। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। অনেক স্বামী তো এমন আছেন যিনি দিবসের পুরোটাই কাজে অতিবাহিত করেন। এরপর রাতে ঘরে ফিরে এসে টেলিভিশনের সামনে অর্ধরাত পর্যন্ত বসে থাকেন। অপর দিকে তার স্ত্রী তার অপেক্ষায় বসে থাকে। এরপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে মরার মত ঘুমিয়ে পড়ে। রিমোট হাতেও অনেক সময় ঘুমিয়ে যায়। নিজের অসহায় স্ত্রীর প্রতি কোন খেয়ালই সে করে না।

অনেক কাজের মানুষ এমনও আছেন যিনি বাসায় এসেও নিজের কাজের মাঝে ডুবে থাকেন। কেবল কর্ম ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়। কর্মস্থল থেকে গৃহে ফিরেন। এরপর ঘরে দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হয়। অন্যদিকে তার পরিবার তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে।

বর্তমান সময়ের আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অতি সহজেই সার্বক্ষণিক স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। মেসেজ পাঠিয়ে কিংবা

৯৪. সহিহ বুখারী : হা : ৫১৮৯।

কল করে অতি সহজেই স্ত্রীর খোঁজ নেয়া যায়। এ যোগাযোগ স্ত্রীকে শান্ত ও তাকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্য। এতে আপনার হয়ত এক মিনিটের বেশি সময় খরচ হবে না, কিন্তু স্ত্রীর কাছে এ এক মিনিট অনেক কিছু।

স্ত্রী সহবাসে পূর্ণ অধিকার আদায়

আনাস ইবনে মালেক ﵁ বলেন-

আল্লাহর নবী ﷺ একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন, তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলো। কাতাদাহ ﵀ বলেন, আমি আনাস ﵁-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি দেয়া হয়েছে।'[৯৫]

ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন, আল্লাহ সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি জানতেন। তারপরও তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। তাঁর এ বিবাহ আধিক্য ছিল আল্লাহর যে সব বিধান পুরুষগণ পৌছাতে সক্ষম নয় এমন বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ে মুজিযা প্রকাশের জন্য। কারণ অধিকাংশ সময় এমন হয়েছে, তৃপ্তিসহ খাবার জোটেনি।

যদি কখনও জুটেছে, তবে তাতে নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। 'সাওমে বিছাল' রাখতেন। সাহ্‌রি ও ইফতার ছাড়া লাগাতার রোযা রাখতেন। এতদসত্ত্বেও একই রাতে সকল স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন। যার জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। অপরদিকে আরবগণ বহু বিবাহকে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করত। যেহেতু এতে পৌরুষের প্রমাণ রয়েছে। তবে তাঁর এ একাধিক বিবাহ, স্ত্রীদের কাছে গমন তাঁকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিমুখ করতে পারেনি।[৯৬]

অনুরূপভাবে তাঁর ইবাদত তাঁর স্ত্রীদের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া, তাদেরকে আদর-সোহাগ করা, তাদের সাথে বসে রাতের বেলা খোশগল্প করা, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার মাঝে অন্তরায় হয়নি। আয়েশা ﵂ বলেন,

---

৯৫. সহিহ বুখারী : হা : ২৬৮, সহিহ মুসলিম : হা : ৩০৯।
৯৬. ফতহুল বারি : ৯/১১৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর আমি যদি জেগে থাকতাম তবে আমার সাথে কথা বলতেন, অন্যথায় নামাযের সময় হওয়া সম্পর্কে অবগত করানো পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।'[৯৭]

এমনকি সফরেও তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে হাঁটতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন। 'আয়েশা ﵂ বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে যাবার সংকল্প করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মাঝে লটারি করতেন। এক সফরের সময় আয়েশা ﵂ এবং হাফসা ﵂-এর নাম লটারিতে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল যখন রাত হত তখন আয়েশা ﵂-এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহন করতেন এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন... (সংক্ষেপিত)।[৯৮] ও [৯৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ আদর্শকে কখনও বর্জন করেননি। এমনকি নব স্ত্রীর সাথে বাসর রাতেও অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে তাঁর প্রাত্যহিক দেখা-সাক্ষাৎ বর্জন করেননি। আনাস ইবনে মালেক ﵁ বর্ণনা করেন, যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ ﵂-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসর যাপন উপলক্ষ্যে কিছু

---

৯৭. সহিহ বুখারী : হা : ১১৬১।

৯৮. সহিহ বুখারী : হা : ৫২১১, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪৫. হাদীসের বাকী অংশ..
....এক রাতে হাফসা ﵂ আয়েশা ﵂-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কী আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? আয়েশা ﵂ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে আয়েশা ﵂ হাফসা ﵂-এর উটে এবং হাফসা ﵂ আয়েশা ﵂-এর উটে সওয়ার হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসা রাযি. বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তার পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। আয়েশা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তারা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা ﵂ নিজ পা দুটি ইযখির ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোনও সাঁপ-বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে পারব না। (অনুবাদক)

৯৯. সহিহ বুখারী : হা : ৫২১১, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪৫।

গোশত-রুটির ব্যবস্থা করা হল। তারপর খানা খাওয়ানোর জন্য আমাকে লোকদের ডেকে আনতে পাঠালেন। একদল এসে খেয়ে চলে যেতো তারপর আরেক দল লোক এসে খেয়ে চলে যেত। এরপর আবার আমি ডাকতে গেলাম, কিন্তু ডাকার মত কাউকে পেলাম না। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ডাকার মত আর কাউকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, খানা উঠিয়ে নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আয়েশা ؓ-এর ঘরের দিকে গেলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাল বাইত ওয়া রহমাতুল্লাহ। আয়েশা ؓ বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন?

এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল স্ত্রীর ঘরে গেলেন এবং আয়েশা ؓ-কে যেমন বলেছিলেন তাদেরকেও তেমনি বললেন। আর তাঁরা তাঁকে সে জবাবই দিয়েছেন যেমনটি আয়েশা ؓ দিয়েছেন।[১০০]

সকল স্ত্রীদের গৃহে গমন করা ছিল তাদের অবস্থা জানার জন্য, তাদের মনোতুষ্টির জন্য, তাঁর নতুন বিবাহের কারণে তাদের অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধান করার জন্য। তাই তো তারা তাঁকে কোমল ভাষায় জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন'?

যে মুহূর্তে তাদের নতুন একজন সতিন নবীগৃহে প্রবেশ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের যবান থেকে এমন বক্তব্য বের হওয়া, তাদের বিবেকের পরিপুষ্টতা, তাদের অসম ধৈর্য ও উত্তম আচরণের প্রমাণ। যদি এমনটি না হত, তবে সময়টা তো এমন যখন দিল মুষড়ে পড়ার কথা, সতীনের প্রতি প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠার কথা। কিন্তু তারা তো ছিলেন উত্তম স্বামীর জন্য উত্তম স্ত্রী।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল স্ত্রীদের কাছে গেলেন, তাদেরকে সালাম করলেন : **সালামুন আলাইকুম, কাইফা আনতুম ইয়া আহলাল বাইত?** তখন তারা বললেন, ভাল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন? তখন তিনিও বললেন, ভাল.....।[১০১]

---

১০০. সহিহ বুখারী : হা : ৪৭৯২, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪২৮।

১০১. সহিহ মুসলিম : হা : ১৪২৮।

ইমাম নববী ﷺ বলেন, এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, নিজগৃহে প্রবেশের সময় স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। এমন একটি আমল থেকে কেবল অজ্ঞ ও অহংকারী ব্যক্তিরাই মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারে। অনুরূপ এটাও প্রতিয়মান হয় যে, স্বামীর জন্য উচিৎ স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা। অনেক সময় এমন হতে পারে যে স্ত্রীর কোনও প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু লজ্জার কারণে তা নিজে থেকে বলতে পারছে না। স্বামী যখন তাকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে, এতে তার জন্য নিজের প্রয়োজনের কথা বলার মতো একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে।[১০২]

স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বস্ততা, হক সংরক্ষণ ও পূর্ব অনুগ্রহ মূল্যায়ন

রাসূল ﷺ জীবদ্দশায় যেমন খাদিজা ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন, তেমনি তার ওফাতের পরও প্রশংসার সাথে তার নাম উচ্চারণ করতেন। খাদিজা ﷺ-এর যে পরিমাণ প্রশংসা করেছেন অন্য কোনও স্ত্রীর এত প্রশংসা করেননি। খাদিজা ﷺ-এর মর্যাদা আলোচনা করতেন। নিজের হৃদয়ে খাদিজা ﷺ-এর যে অবস্থান ছিল তা বর্ণনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও তা আলোচনা করতেন।

আয়েশা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর অন্য কোনও স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদিজা ﷺ-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিওনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিক পরিমাণে তাঁর কথা আলোচনা করতেন। কোনও কোনও সময় বকরী জবাই করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরো করে হলেও খাদিজা ﷺ-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌছে দিতেন। আমি কখনও ঈর্ষাভরে নবী ﷺ-কে বলতাম, মনে হয় খাদিজা ﷺ ছাড়া দুনিয়াতে যেন আর কোন নারীই নেই। উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছে।[১০৩]

---

১০২. শরহু সহিহ মুসলিম : ৯/২২৫।

১০৩. সহিহ বুখারী : হা : ৩৮১৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৫।

খাদিজা -এর ইন্তেকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি হয়েছে ঠিকই কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যবান থেকে তাঁর প্রশংসা ও আলোচনা সমাপ্ত হয়নি। বরং তার মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, **'তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন'** অর্থাৎ তিনি মর্যাদাবান ছিলেন। বুদ্ধিমতি ছিলেন ইত্যাদি।

'তাঁর গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছে' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সন্তান খাদিজাতুল কুবরা -এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন, কেবল ইবরাহিম ব্যতীত। রাসূল ﷺ-এর দাসী মারিয়া কিবতিয়া -এর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

খাদিজা -এর ঔরশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের ব্যাপারে সর্বসম্মত মত হল, তারা হলেন, কাসেম, তাঁর কন্যা চতুষ্টয়—যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম ও ফাতেমা এবং আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহ আনহুম ।

আবদুল্লাহ -এর জন্ম রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পর হয়েছিল। তাকে তাহের ও তাইয়্যিব নামেও ডাকা হত।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই খাদিজা -এর আলোচনা করতেন, প্রশংসার সাথে তাঁর নামোচ্চারণ করতেন। তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

আয়েশা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই খাদিজা -এর আলোচনা করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন, তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বিরক্ত হতেন না।[১০৫]

বর্তমান সময়ে লোকদের জীবনাচার দেখে বিস্ময় হতবাক হতে হয়। কারো স্ত্রী মারা গেল আর তিনি আরেকটি বিবাহ করলেন। ব্যস, এখন তার যিন্দেগীর সব আকর্ষণ এই নতুনাকে নিয়েই। এই নুতনের প্রশংসা করছেন। অপরদিকে তাঁর যিন্দেগীর দীর্ঘ সফরে যে স্ত্রী সংগ দিয়ে পরপারে পাড়ি

১০৪. ফাতহুল বারি : ৭/১৩৭।
১০৫. তাবরানি আল-মুজামুল কাবির : ১৬/৩১৯, আল্লামা হায়ছামি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন : ৯/৩৬০।

জমালেন, তাকে বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। কেউ যদি স্মরণ করছে, তবে প্রশংসার সাথে নয়, বরং তার দোষ বর্ণনার জন্যই স্মরণ করছে। সে এটা করেছে, ওটা করেছে– । এভাবে তার দোষ-ত্রুটির লম্বা ফিরিস্তি তুলে ধরছে। অথবা তালাকের মাধ্যমে দু'জনের জীবনের চলার পথ ভিন্ন হয়ে গেল, ব্যস, যেখানে বসছে সেখানেই তার সমালোচনা, যার সাথেই কথা ওঠছে তার কাছেই তার দোষের বর্ণনা। কেবল তিনি (স্বামী প্রবর) হলেন দুধে ধোয়া তুলশি পাতা। যত দোষ সব তালাকপ্রাপ্তা (নন্দঘোষ)-এর। তিনি এতদিন কেবল ধৈর্য ধরেছেন। ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙ্গে গেছে, কেবল তখনই তিনি তাকে তালাক দিয়েছেন। মোটকথা তার আলোচনা ওঠলেই তার বিরুদ্ধে বিষোদাগার ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন।

অনেক মানুষ এমনও আছে, স্ত্রীর অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কখনও তার প্রশংসা করতে রাজি নন। তার প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ থাকলেও স্ত্রীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতেও তিনি সম্মত নন।

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই খাদিজা رضي الله عنها-কে দেখতেন, অথবা এমন কোনও কথা শুনতেন যা তাঁকে খাদিজা رضي الله عنها-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিত, তখন তাঁর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে যেতো।

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, খাদিজা رضي الله عنها-এর বোন খুওয়াইলিদের কন্যা হালাহ رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন খাদিজা رضي الله عنها-এর অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এ যে দেখছি হালাহ! আয়েশা رضي الله عنها বলেন, এতে আমার ঈর্ষা হল। আমি বললাম, বহু আগে হারিয়ে যাওয়া কুরাইশের দাঁত পড়া এক বুড়ির কথা আপনি এখনও বলছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী দান করেছেন। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রঙ এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল যেমনটি আমি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় বা আকাশে বর্ষণমুখর মেঘ দেখার সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময় আর দেখিনি। তখন নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী দেননি।

তিনি ওই সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছেন যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করেছে। ওই সময় তিনি আমাকে সত্যায়ন করেছেন, যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তিনি তাঁর সম্পদ দিয়ে ওই সময় আমাকে সাহায্য করেছেন যখন লোকেরা আমাকে বঞ্চিত করেছে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা অন্য স্ত্রীর সন্তান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন সেখানে তাঁর ঔরসে আমাকে সন্তান দান করেছেন। তখন আয়েশা ﵂ বললেন, ওই সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এরপর কখনও তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করবো না।[১০৬]

হাদিসে রয়েছে মানুষ যখন কাউকে ভালবাসে তখন ভালবাসার মানুষের পছন্দের জিনিস, তার সাদৃশ যে কাউকে, তার সাথে সম্পৃক্ত যে কোন বস্তুকেই তখন সে ভালবাসে।[১০৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে [আয়েশা ﵂] বিবাহ করার আগে তাঁর যে স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন এমন একজনের ওপর ঈর্ষা করা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার।[১০৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে যেভাবে খাদিজা ﵂-এর অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছেন, তাহলে তাঁর জীবদ্দশায় নবীজী ﷺ আর কাউকে বিবাহ করেননি।

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, খাদিজা ﵂-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করেননি।[১০৯]

এতো হল ওই সব বর্ণনা যেগুলোর ব্যাপারে আহলে ইলমদের মাঝে কোনও মতানৈক্য নেই।

এতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর কাছে খাদিজা ﵂-এর বিশাল মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাকে খুবই মূল্যায়ন করতেন। কেননা, তিনি তাঁর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার চাহিদা পূর্ণ করেছেন। অন্যরা তাঁর সাথে জীবনের যতটুকু অংশ অতিবাহিত করেছেন, তিনি একাই তার দুই তৃতীয়াংশ সময়

---

১০৬. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৪৩৪৩, তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির : ২৩/১৪।
১০৭. ফাতহুল বারি : ৭/১৪০।
১০৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১১২।
১০৯. সহিহ মুসলিম : হা : : ২৪৩৬।

তাঁর সাথে অতিবাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করার পর ৩৮ বছর বেঁচে ছিলেন। খাদিজা رضي الله عنها-এর সাথে একাই ২৫ বছর অতিবাহিত করেন। যা সম্পূর্ণ বিবাহিত জীবনকালের দুই তৃতীয়াংশের সমান।

দীর্ঘ সময় কাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার পরও নিজের হৃদয়কে ঈর্ষা থেকে, সতিনদের তাচ্ছিল্য থেকে মুক্ত রেখেছেন। এটা এমন এক মর্যাদা যাতে অন্যরা অংশগ্রহণ করতে পারেনি।[১১০]

তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্দর আচরণের অন্যতম একটি নিদর্শন হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

- আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-

كان النبي، يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة.

রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবেহ করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদিজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।[১১১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে-

وإن كان ليذبح الشاء، فيهدي في خلائلها منها ما يسعه.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরি যবেহ করতেন, তখন খাদিজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে গোশত পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'[১১২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

وإن كان ليذبح الشاء، فَيَتَّبِعُ بها صَدَائِقَ خَدِيْجَة، فيهديها لهن.

---

১১০. ফতহুল বারি : ৭/১৩৭।
১১১. সহিহ বুখারী : হা : ৩৫৩৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৫।
১১২. সহিহ বুখারী : হা : ৩৮১৬।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরি যবেহ করতেন, তখন খাদিজার বান্ধবীদের নিকট হাদিয়া স্বরূপ গোশত পাঠিয়ে দিতেন।[১১৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক খাদিজা رضي الله عنها-এর বান্ধবী ও প্রিয়জনদের জন্য গোশত হাদিয়া পাঠানো ছিল তার সম্মান রক্ষা করা ও তাঁর ভালবাসা সংরক্ষণ করা।[১১৪]

এসবের মাঝে উত্তম আচরণ, ভালবাসার সংরক্ষণ, ব্যক্তি ও জীবন-সাথীর সম্মানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।[১১৫]

- **আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন-**

كان النبي، إذا أتي بالشيء يقول : اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু দেয়া হলে তিনি বলতেন, যাও, এটা অমুক নারীকে দিয়ে এসো। কেননা সে ছিল খাদিজার বান্ধবী। এটি নিয়ে অমুক মহিলার ঘরে যাও। কেননা সে খাদিজাকে মহব্বত করতো।[১১৬]

তাঁর বান্ধবীদের প্রতিও অধিক অনুগ্রহ ও ইহসান প্রদর্শন করতেন। আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একজন বৃদ্ধা আসলেন। তিনি তখন আমার কাছে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? বৃদ্ধা বলল, আমি জাচ্ছামাহ আল মুযানিয়্যাহ। তখন তিনি বললেন, বরং আপনি হাস্‌সানাহ আল মুযানিয়্যাহ। কেমন আছেন? আপনাদের অবস্থা কেমন? আমাদের পর আপনারা কেমন ছিলেন? বৃদ্ধা বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক, হে আল্লাহর

---

১১৩. সুনান আত তিরমিযি, হদিস নং ১৯৪০।
১১৪. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/১৩৪।
১১৫. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১৫/২০২।
১১৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা : ২৩২, সহিহ আদাবিল মুফরাদ, আলবানি, হা : ১৭২।

রাসূল! আমরা ভালই ছিলাম। বৃদ্ধাটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বৃদ্ধাকে আপনি এভাবে সম্মান জানালেন! তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! খাদিজা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি আমাদের কাছে আসতেন। আর উত্তম আচরণ করা ঈমানের অংশ।[১১৭]

শিক্ষা : এ মহিলাটি বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নামটি পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখলেন। কারণ 'জাচ্ছামাহ' শব্দের অর্থ হল, এমন মেদবহুল বোকা ও অলস নারী যে কোনও কাজ করতে অক্ষম।

পক্ষান্তরে 'হাস্‌সানাহ' হল 'হাসনা' থেকেও বেশি সুন্দরী। এটি একটি সুন্দর নাম। বর্তমান সময়ে খুব কম নারীই এ নামে নিজেদের নামকরণ করে।

সুতরাং উত্তম আচরণ ও প্রতিশ্রুতিশীলতা হল ঈমানদারদের চরিত্র। রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ অবস্থানের মধ্যে রয়েছে উত্তম সাক্ষাত, সুন্দর সদয় ব্যবহার, প্রশংসিত ভালবাসা, আপন স্ত্রী খাদিজার প্রতি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিশ্রুতিশীলতার নিদর্শন। যে স্ত্রী জীবনের দীর্ঘ একটা সময় তাঁকে শক্তি যুগিয়েছেন, তাঁর বোঝা হালকা করেছেন, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ স্বামী নিজের স্ত্রীর অনুগ্রহের স্বীকার করতে চান না, যে স্ত্রী তার জীবনের সূচনা পর্বে তার সাথে পরিশ্রম করেছে, তার হাতে হাত রেখেছে। তার ঘর-সংসার গড়ায় তাকে সহায়তা করেছে। এটা উত্তম আচরণ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করতে কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট ভাষায় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেছেন,

إِنِّيْ قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا

তার ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।[১১৮]

এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে খাদিজার প্রতি নবীজির ভালবাসা, এটি তার একটি মর্যাদা যা তিনি অর্জন করেছেন।[১১৯]

---

১১৭. হাকেম, আল মুসতাদরাক : ১/১৭, ইমাম হাকেম সহিহ বলেছেন। আলবানি সহিহ বলেছেন, সিলসিলাহ আহাদিসিস সহিহাহ, হা : ২১৬।

১১৮. সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৫।

আয়েশা ﷺ-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য কোন নারীকে তার মত এত বেশি ভালবাসেননি। তাকে ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারীকে বিবাহও করেননি।

তিনি আয়েশা ﷺ প্রতি এ ভালবাসাকে প্রকাশ করতেন। গোপন করতেন না। এমনকি আমর ইবনুল আস ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মানুষটি আপনার কাঁছে সবচেয়ে প্রিয়? বললেন, আয়েশা। আমি বললাম পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা।[১২০]

কিন্তু বর্তমান সময়ের অবস্থা? বহু পুরুষ এমন পাওয়া যাবে যারা দীর্ঘ বছর ধরে স্ত্রীর সাথে বসবাস করছে, ঘর সংসার করছে কিন্তু কোনও দিন তাকে স্পষ্ট করে ভালবাসার কথা বলেনি। অনেক পুরুষ তো এমন আছে যারা এটাকে ব্যক্তিত্বের জন্য হানিকর মনে করে। অনেকে আবার এমন আছে যারা স্ত্রীকে ভালবাসার কথা বলতে লজ্জাবোধ করে।

অনেক পুরুষ এমন আছে যারা জানেন-ই না যে, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রকাশ দাম্পত্য জীবনকে প্রগাঢ় করে, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে। উভয়ের মাঝে দৃঢ় আস্থা তৈরী করে। প্রতিটি স্ত্রী মনে প্রাণে কামনা করে যে, তার স্বামী তাকে ভালবাসুক, তার কর্মকাণ্ডে সে ভালবাসার স্বাক্ষর রাখুক। তাকে স্পষ্ট করে বলুক যে, সে তাকে ভালবাসে এবং তাকে আরো বেশি ভালবাসুক।

বহু নারী এমন রয়েছে যারা কেবল এ কারণে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে যে, সে কথা বলার জন্য ভিন্ন পুরুষ পেয়েছে, যে তার সাথে মধুর সুরে কথা বলে, যা সে তার স্বামীর কাছ থেকে পায়নি।

ঘর থেকে বেরোবার আগে স্ত্রীকে চুম্বন

উরওয়াহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ তার কোনও এক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, এরপর নামায আদায়ের জন্য বের হলেন, কিন্তু উযু করলেন না। ওরওয়া বলেন, আমি আয়েশা ﷺ-কে বললাম, 'সেই স্ত্রী আপনি নন কি? ফলে তিনি হেসে দিলেন।'[১২১]

---

১১৯. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১৫/২০১।
১২০. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৬২, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩৮৪।
১২১. সুনানে তিরমিযি, হা : ৭৯, সুনানে আবু দাউদ : হা : ১৭৮, সুনানে নাসাঈ, হা : ১৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৫০২, সহিহ আবি দাউদ, ১৭২।

বরং তিনি রোযা অবস্থায়ও তাঁর স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন। আয়েশা ؓ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ রোযা অবস্থায় চুমু খেতেন এবং শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন।'[১২২]

স্ত্রীর মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান

- **আয়েশা ؓ বর্ণনা করেন-**

كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي، فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبيﷺ، فيضع فاه على موضع فيَّ.

তিনি বলেন, আমি রজঃস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী ﷺ কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি রজঃস্রাব অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী ﷺ-কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।[১২৩].

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

كان رسول الله، يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض.

আয়েশা ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুখ ঐ স্থানে রাখতেন যে স্থান থেকে আমি পান করতাম আর তিনি আমার পান করার পর অবশিষ্ট পানি পান করতেন অথচ তখন আমি ছিলাম রজঃস্রাবগ্রস্ত।[১২৪]

এটি ছিল তার প্রতি অধিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

---

১২২. সহিহ বুখারী : হা : ১৯২৭, সহিহ মুসলিম : হা : ১১০৬।

১২৩. সহিহ মুসলিম : হা : ৩০০।

১২৪. সুনান আন নাসাঈ, হা : ৩৮৭।

স্ত্রীর ওপর এ জাতীয় আচরণের উত্তম প্রভাব অধিক মাত্রায় পতিত হয়। আয়েশা ﵂ যে জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানাহার করতেন সেখানে রাসূল ﷺ নিজের মুখ লাগাতেন। এটা তিনি ওই অবস্থায়ও করতেন যখন আয়েশা ﵂ রজঃস্রাব অবস্থায় থাকতেন। এটা কেবল প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্যই করতেন।

স্ত্রীর ব্যবহৃত মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা

- **আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন,**

আমার প্রতি আল্লাহর একটা নি'য়ামত এই যে, আমার ঘরে, আমার পালার দিনে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইন্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সঙ্গে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় 'আবদুর রহমান ﵁ আমার নিকট প্রবেশ করেন এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূল ﷺ-কে (আমার বুকে) হেলান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি 'আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝলাম যে, নবী ﷺ মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক নিব? তিনি মাথা নাড়িয়ে জানালেন যে, হ্যাঁ। তখন আমি মিসওয়াকটি নিলাম। কিন্তু মিসওয়াক ছিল তাঁর জন্য শক্ত, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললেন। তখন আমি তা চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি আমার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় মিসওয়াক করলেন।[১২৫].

আল্লাহ তায়ালা তাঁর থুথুর সাথে স্ত্রীর থুথুকে মিলিয়ে দিলেন দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ দিনে এবং আখেরাতের জীবনের প্রথম দিনে। কত বড় মর্যাদা তিনি লাভ করলেন!

স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে ঘুম

আয়েশা ﵂ হারিয়ে যাওয়া হার তালাশ করতে গিয়ে তার কোনও এক সফরে যখন পুরো বাহিনীকে দেরি করিয়ে দিলেন, এমন অবস্থায় যে কাফেলার

১২৫. সহিহ বুখারী : হা : ৪৪৩৮।

কারো নিকটই পানি ছিল না, তখন আবু বকর رضي الله عنه তাঁর কাছে আসলেন, তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বলেন-

عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده، في خاصرتي، فلايمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ، ورأسه على فخذي.

তিনি বলেন, আবু বকর رضي الله عنه আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা দিলেন। আমার উরুর ওপর রাসূল ﷺ -এর মস্তক থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারিনি।[১২৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা رضي الله عنها বলেন-

كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.

নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম।[১২৭]

এটি ছিল রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীর সাথে উত্তম সহাবস্থান ও উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

এতে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচারণ করে রজঃস্রাবগ্রস্ত নারীর প্রতি নাক না সিটকানো, তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করার প্রমাণ রয়েছে। যেহেতু ইহুদিরা ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে পানাহার ও উঠাবসা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়।

স্ত্রীর ঋতুকালীন সময়ে একই লেপের নীচে শয়ন

উম্মে সালামা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে একই লেপের নিচে শায়িত ছিলাম, ইত্যবসরে আমার মাসিক শুরু হয়ে গেল। আমি আস্তে করে উঠে গেলাম এবং আমার হায়েযের কাপড় নিলাম। তিনি বললেন, তোমার কি মাসিক শুরু হয়েছে? আমি বললাম, জ্বি। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার সাথে একই চাদরের নীচে শয়ন করলাম।[১২৮]

---

১২৬. সহিহ বুখারী : হা : ৪৬০৭, সহিহ মুসলিম : হা : ৫৫০।
১২৭. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৭২, সহিহ মুসলিম : হা : ২৬৭।
১২৮. সহিহ বুখারী : হা : ২৯৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৯৬।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি আমাকে ডাকলেন, আমাকে তার সাথে 'খামিলাহ'-তে ঢুকিয়ে নিলেন। 'খামিলাহ' বলা হয় মখমলজাতীয় কাপড় বা ঝালরবিশিষ্ট যে কোনও কাপড়।[১২৯]

এ হাদিসে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে ঘুমানো, তার সাথে একই লেপের নিচে শয়ন করা বৈধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যে বললেন, فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ (অর্থ: সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের সাথে সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।[১৩০]

রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিনী মায়মুনা رضي الله عنها বলেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَه ثَوْبٌ.

আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সঙ্গে একই বিছানায় শুইতেন। এ সময় আমার ও তাঁর মাঝে কেবলমাত্র একখানা কাপড়ের আড়াল থাকত।[১৩১]

অনেক স্বামী এমন রয়েছে স্ত্রীর ঋতুস্রাব শুরু হলে তার বিছানা আলাদা করে দেয়। এটি রাসূল ﷺ-এর আদর্শ বহির্ভূত কাজ। স্ত্রীর অবস্থার জন্য ক্ষতিকর। ঋতুস্রাবকালীন সময়ে স্ত্রী নানা রকম মানসিক উদ্বেগের সম্মুখীন হয়, যা তার মেজায বদলে দেয়, মানসিকতাকে দুর্বল করে দেয়। এর সাথে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে দূরত্ব আসে, বিছানা আলাদা করে দেয়ার মত ঘটনা ঘটে তবে এতে তার সেই মানসিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।

স্ত্রীর বুকের ওপর মাথা রেখে ইন্তেকাল

- **আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন,**

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فِيْ بَيْتِيْ ﷺ، وَفِيْ نَوْبَتِيْ، وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ.

তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ-এর মৃত্যু হয়েছে।[১৩২]

---

১২৯. আন-নেহায়া : ২/১৫৩।
১৩০. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ৩/২০৭।
১৩১. সহিহ মুসলিম : হা : ২৯৫।
১৩২. সহিহ বুখারী : হা : ৩১০০, সহিহ মুসলিম : হা : ৪৪৭৪।

قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন।[১৩৩]

আয়েশা رضي الله عنها বোঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বুকের সাথে, তার গলা ও পেটের মাঝে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

একই পাত্র থেকে স্ত্রীর সাথে গোসল

- আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন-

كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، يبادرني وأبادره، حتى يقول دعي لي، وأقول أنا : دع لي.

আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার পূর্বে পানি নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতেন, আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতাম। এমনকি তিনি বলতেন, আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন।[১৩৪]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী ﷺ ও মাইমুনা رضي الله عنها উভয়ই একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।[১৩৫]

উম্মে সালামাহ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) জানাবতের গোসল করতাম।[১৩৬]

এ সব বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বামীসুলভ সুন্দর আচরণের বিবরণ রয়েছে।

বর্তমান সময়ে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আচরণের কারণে একই লেপের নিচে স্ত্রীর সাথে শয়ন করতে, তাদের সাথে খেতে অপছন্দ করে।

---

১৩৩. সহিহ বুখারী : হা : ১৩৮৯, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৩।
১৩৪. সহিহ বুখারী : হা : ২৫০, সহিহ মুসলিম : হা :
১৩৫. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৩, সহিহ মুসলিম : হা : ৩৩২।
১৩৬. সহিহ বুখারী : হা : ৩২২, সহিহ মুসলিম : হা : ৩২২।

আদর ও মমতায় স্ত্রীর নাম সংক্ষিপ্তকরণ

• আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত-

قال رسول الله ﷺ' يا عائِشُ! هذا جبريل يقرئك السلام، قلت وعليه السلام و رحمة الله، قالت وهو يرى ما لا نرى.

তিনি বলেন, একদিন নবীজি ﷺ বললেন, হে 'আয়েশু! (আয়েশা ﷺ)-এর শেষ বর্ণ বাদ দিয়ে) এই যে জিবরিল ﷺ তোমাকে সালাম বলছেন। আমি বললাম, তাঁর উপরও আল্লাহর শান্তি ও রহমত নাযিল হোক। তিনি বললেন, তিনি তো এমন জিনিসও দেখতে পান যা আমরা দেখতে পাই না।

কখনও কখনও তাকে 'হুমায়রা' বলে ডাকতেন[১৩৭]

আয়েশা ﷺ বলেন, হাবশিগণ খেলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করল, তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'হুমায়রা! তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, জ্বী।[১৩৮]

কাজি ইয়ায ﷺ বলেন, এটি হল স্নেহ, দয়া ও ভালবাসার ক্ষুদ্রায়ন (কোমল ডাক)।[১৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উম্মে আবদুল্লাহ' বলে তার উপনাম দিয়েছেন। আয়েশা ﷺ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ যখন জন্মগ্রহণ করল, আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি তখন তার মুখের ভেতর থুথু দিলেন। এই থুথুই ছিল প্রথম বস্তু যা তার পেটে গিয়েছে। তিনি বললেন,

---

১৩৭. সহিহ বুখারী : হা : ৩২১৭, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪৭।

১৩৮. নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, হা : ৮৯৫১, আলবানি রহ. সিলসিলাহ সহিহাতে (৩২৭৭) সহিহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন اسناده صحيح অর্থাৎ তার সনদটি সহিহ। তবে এ হাদিসটি ব্যতীত অন্য কোন সহিহ হাদিসে নবীজি ﷺ তাঁকে 'হুমাইরা' বলে সম্বোধন করেছেন এমনটি দেখিনি। ফাতহুল বারি : ২/৪৪৪।

১৩৯. মাশারিকুল আনওয়ার : ১/৭০২।

সে হল আবদুল্লাহ আর তুমি হলে উম্মে আবদুল্লাহ। এরপর থেকে আমাকে উম্মে আবদুল্লাহ ডাকা হত, কিন্তু আমি কখনও সন্তান জন্ম দিইনি।[১৪০]

অথচ আজ এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা তাদের মোবাইলে স্ত্রীদের যত্তসব উদ্ভট ও কদর্য নাম লিখে রাখে: নাশবাহ, ওয়ারতাহ, বালিয়্যাহ, শাইতুনাহ, গালতাতু উমরি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ এমনও রয়েছেন যারা সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে মোবাইলে স্ত্রীদের নাম্বার সেভ করেন। যেমন, আহলিয়াহ, গালিয়াহ, জীবন সঙ্গী, চাঁদ, অমুকের মা ইত্যাদি। ওই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি স্বামীদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন যেমনিভাবে রিযিক বণ্টন করেছেন।

স্ত্রীদেরকে ওলিমায় নিয়ে যাওয়া

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, নবীজি ﷺ-এর একজন ইরানী প্রতিবেশী ভাল তরকারী রান্না করতে পারতো। একদা সে নবীজি ﷺ-এর জন্য সামান্য খাবার তৈরী করে তাঁকে দা'ওয়াত করতে আসলো। তিনি আয়েশা رضي الله عنها-এর দিকে ইশারা করে বললেন এই যে, আয়েশা আছেন। সে বলল, না। নবীজি ﷺ বললেন, (তাহলে আমিও) না। লোকটি আবার তাঁকে দাওয়াত করল। রাসূলুল্লাহ বললেন, ইনিও [আয়েশা رضي الله عنها]? সে বলল, না। নবীজি ﷺ বললেন, (আমিও) না। এরপর সে পুনরায় তাঁকে দাওয়াত করতে আসলো। নবীজি ﷺ বললেন, ইনিও? লোকটি তৃতীয়বার বলল, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা উভয়েই দাঁড়ালেন এবং একজনের পিছনে আরেকজন চলে তার গৃহে এসে পৌঁছলেন।[১৪১]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাদ দিয়ে একাকী খেতে অপছন্দ করলেন। এটি সুন্দর দাম্পত্য আচরণ। সহাবস্থানের হক। সুদৃঢ় সম্পর্কের আদব।[১৪২]

---

১৪০. সহিহ ইবনে হিব্বান, হা : ৭১১৭, শুআইব আরনাউত এ সনদকে قوى বলেছেন।
১৪১. সহিহ মুসলিম : হা : ২০৩৭।
১৪২. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম : ১৩/২০৯।

ইতিকাফরত অবস্থায়ও স্ত্রীকে এগিয়ে দেওয়া

সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ﷺ থেকে বর্ণিত-

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا.

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আর তার বাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌নু যয়েদের বাড়িতে। এ সময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী ﷺ-কে দেখল তখন তারা শীঘ্র চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু থাম। এ সাফিয়্যা বিন্‌তে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, মানুষের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি শঙ্কাবোধ করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে না কি।[১৪৩]

একটু লক্ষ্য করুন, ইতিকাফরত অবস্থায়ও কীভাবে তার সাথে এগিয়ে গেলেন! তাকে ঘরে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। তাকে হেফাযত করা ও পাহারা দেয়ার জন্য। অথচ নিয়ম হল একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত মুতাকিফ ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হবেন না।

أبياتنا بالحبِّ نبنيها + زوجاتنا قد نورت فيها.

بالبرِّ والتقوى نعمرها + وبسنَّةِ المختار نحييها.

هذا رسول الله قدوتنا + تكفيك سنته وتكفيها.

---

১৪৩. সহিহ বুখারী : হা : ২০৩৮. সহিহ মুসলিম : হা : ২১৭৫।

يُبدي محبته لزوجتهِ + وسواهُ يستعلي فيخفيها.
بدعابةٍ منه يضاحكها + وبأجملِ الأسما يناديها.
مامدّ يوماً كفه بأذى + بل تلك نبع الخير يجريها.

ভালবাসা দিয়ে আমরা গৃহ নির্মাণ করি,
আমাদের স্ত্রীগণ তাতে আলোর মশাল জ্বালেন।
সদাচার ও তাকওয়া দিয়ে আমরা তাকে আবাদ করি,
নবীজি ﷺ-এর সুন্নাহ দিয়ে তাকে প্রাণবন্ত রাখি।
এই যে আল্লাহর রাসূল, আমাদের আদর্শ,
তাঁর সুন্নাহই তোমার জন্য যথেষ্ঠ, তুমিও সুন্নাহর জন্য
তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করছেন,
তিন ছাড়া অন্যরা অহংকার করে, ভালোবাসা গোপন রাখে।
নিজের পক্ষ থেকে কৌতুক দ্বারা তাদেরকে হাসিয়ে মাতিয়ে রাখেন।
সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে তাদের আহবান করেন।
কখনও কষ্ট দেয়ার জন্য হাত তুলেন নি,
বরং তার হাত থেকে কল্যাণের প্রস্রবণ প্রবাহিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে একটি সুখময় উত্তম জীবন অতিবাহিত করেছেন। যা ছিল কুরআনুল কারিমের এ আয়াত وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে বসবাস কর)-এর সূক্ষ্ম ও কর্মগত বাস্তবায়ন।

এরপর আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করতে দেখতে পাই যে, তিনি বলছেন, 'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, আর আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আমার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[১৪৪] তবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

---

১৪৪. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৮৯৫, আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, আলবানি সহিহ বলেছেন। [সহিহ বুখারী : ৩৩১৪]

অন্যত্র এরশাদ করছেন,

"أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا"

তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।[১৪৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমন কোনও বর্ণনা পাওয়া যাবে না যে, তিনি কোন দিন তাঁর কোনও স্ত্রীকে প্রহার করেছেন। অথবা তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন।

• আয়েশা رضي الله عنها বলেন-

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ، شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

রাসূল ﷺ তাঁর স্বহস্তে কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোন নারীকেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত।[১৪৬]

আজকের পুরুষদের মাঝে এ আদর্শ কোথায়? বহু পুরুষকে দেখা যাবে পান থেকে চুন খসতেই স্ত্রীর গায়ে হাত উঠাচ্ছে, তাকে প্রহার করছে, হয়তো গালে অথবা মাথায় কিংবা পিঠে। অনেক সময় লাঠি বা জুতা ইত্যাদি দিয়েও তাকে প্রহার করছে।

স্ত্রী প্রহারে নিষেধাজ্ঞা

আবু যুবাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ তোমরা আল্লাহ্র দাসীদেরকে মারবে না। অতঃপর ওমর رضي الله عنه এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললেন, মহিলারা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হচ্ছে। তাখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে মৃদু আঘাত করার অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা এসে নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করলো। তখন নবী ﷺ বললেন,

---

১৪৫. সুনানে তিরমিযি, হা : ১০৮২।
১৪৬. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩২৮।

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।[১৪৭]

হাদিসের মর্ম হল যে পুরুষ স্ত্রীকে প্রহার করে সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নয়, বরং শ্রেষ্ঠ পুরুষ ওই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীকে প্রহার করে না। উপরন্তু তার জালাতন সহ্য করে নেয়।

এ কারণে আরবরা বলে থাকে, মহানুভব ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্ত্রীদেরকে সম্মান করে না, মন্দ ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাদের অসম্মান করে না। তারা মহানুভবদেরকে পরাভূত করে, মন্দলোকরা তাদের পরাভূত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের প্রতি কোমল আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন-

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.

তোমরা নারীদেরকে উত্তম নসিহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশি বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নসিহত করতে থাক।[১৪৮]

এ হাদিসে স্ত্রীর প্রতি কোমল আচরণ করা, তাদের সবধরণের আচরণ সহ্য করা, তাদের সাথে সোহাগপূর্ণ আচরণ করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা, তাদের বক্র আচরণে ধৈর্য ধারণ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।[১৪৯]

---

১৪৭. সুনান আবি দাউদ, হা : ২১৪৬, সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৯৮৫।
১৪৮. সহিহ বুখারী : হা : ৩৩৩১, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৬৮।
১৪৯. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১০/৫৭, [ঈষৎ পরিবর্তিত]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন-

إنَّ المرأة خُلِقت من ضِلَعٍ وإنَّكَ إن تُرِد إقامتَها تَكسِرْها فدارِها تَعِش بِها.

নারীকে পাঁজড়ের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তুমি যদি হাড় সোজা করতে চাও, তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে, সুতরাং তাকে ওভাবেই রেখে দাও, তবে তাকে নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে।[১৫০]

সুতরাং পুরুষের কর্তব্য হল তার সাথে ধৈর্য ধরে বসবাস করা, তার আচার আচরণ সহ্য করে নেয়া।

যখনই সুযোগ হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উপদেশটিকে বারবার আলোচনা করেছেন।

বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক ভাষণেও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বতন্ত্রভাবে এ উপদেশ বাণী উচ্চারণ করলেন।

أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ.

স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। তোমাদের নিকট তারা বন্দীর মত। তাছাড়া তোমাদের আর কোন অধিকার নেই তাদের উপর।[১৫১]

---

১৫০. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৯৫৮৯।

১৫১. সুনান আত তিরমিযি, হা : ১০৮৩, সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৮৫১. আমর ইবনুল আহওয়াস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। হাদীসের বাকী অংশ :

إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " عَوَانٌ عِنْدَكُمْ " . يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ .

কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। তারা যদি তাই করে তাহলে তাদের বিছানাকে আলাদা করে দাও এবং সামান্য প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদেরকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি সদয় আচরণের কথাটি বারবার এ কারণে বলেছেন, যেহেতু তিনি নারীদের স্বভাব-চরিত্র জানতেন। যা অনেক পুরুষই সহ্য করতে সক্ষম নয়, বিশেষ করে যারা রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, ফলে নারীর বক্রতা তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে। পরিণামে তার জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি পরিবার পরিজনও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

এ কারণে অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, যে উপদেশে পরিবারের সাথে তাদের অবস্থার সংশোধন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" أَوْ قَالَ " غَيْرَهُ".

কোন মু'মিন পুরুষ কোন মু'মিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার কোন চরিত্র অভ্যাসকে অপছন্দ করলে তার অন্য কোন (চরিত্র-অভ্যাস) টি সে পছন্দ করবে।[১৫২]

অর্থাৎ তার উচিত তাকে ঘৃণা না করা। কারণ, যদি তার মাঝে অপছন্দনীয় কোন আচরণ পাওয়া যায়, তবে তার মাঝে পছন্দনীয় আচরণও পাওয়া যাবে। যেমন, হতে পারে স্ত্রীটি বদমেজাজী, কিন্তু সে ধার্মিক, সুন্দরী, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করে চলে, স্বামীর প্রতি খুবই প্রীত ইত্যাদি।[১৫৩]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে উত্তম জীবনযাপন করতেন। সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকতেন। তাদের দিলে আনন্দ দিতে সদা তৎপর থাকতেন। তাদের কাছাকাছি বসতেন। তাদের সাথে খেতেন। গল্প করতেন।

নির্যাতনের অজুহাত খুঁজতে যেও না। জেনে রাখ! তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর না তারা যেন সেকল লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসকল লোককে তোমরা মন্দ বলে জান তাদেরকে যেন অন্দর মহলে ঢুকার অনুতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। (অনুবাদক)।

১৫২. সহিহ মুসলিম : হা : ২৬৭২, আবু হুরাইরা রাযি.থেকে বর্ণিত।

১৫৩. শরহু সহিহ মুসলিম : ইমাম নববি কৃত : ১০/৫৮।

কৌতুক করতেন। পরামর্শ করতেন। তাদের কথা শুনতেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। অভয় দিতেন। তাদের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে চলতেন।

স্ত্রীদের পরিবার-পরিজনের সাথে ভাল আচরণ করার উপদেশ

আবু জর গিফারী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

"إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ " ذِمَّةً وَصِهْرًا"

শীঘ্রই তোমরা মিশর বিজয় লাভ করবে। সেটা এমন একটি দেশ, যেখানের মুদ্রা 'কিরাত' নামে খ্যাত। তোমরা যখন সে দেশ বিজয় লাভ করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ তাদের জন্য দায়িত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কিংবা তিনি বলেছেন, যিম্মাদারী ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।[১৫৪]

এখানে 'জিম্মাহ' বলতে উদ্দেশ্য হল, সম্মান ও অধিকার। আর 'রিহ্‌ম' বলতে উদ্দেশ্য হল, ইসমাঈল আ. এর মাতা হাজেরা আ. ছিলেন তাদেরই বংশের। আর 'সিহর' বলতে উদ্দেশ্য হল, রাসূল ﷺ-এর সন্তান ইবরাহিমের মাতা মারিয়া ﷺ ছিলেন মিশরীয়।[১৫৫]

স্ত্রীদের অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারতেন তাঁর স্ত্রী কি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নাকি রাগান্বিত? এই যে তিনি আয়েশা ﷺ-কে বলছেন,

إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

"আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।" আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি

---

১৫৪. সহিহ মুসলিম : হা : ২৫৪৩।

১৫৫. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১৬/৯৭।

কিন্তু তুমি আমার প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মাদ ﷺ-এর রব-এর কসম! শুনে আমি প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইব্রাহিম (আ)-এর রব-এর কসম! আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! সে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।[১৫৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই সব পুরুষদের মধ্যে ছিলেন না যারা তাদের স্ত্রীদের অনুভুতির প্রতি কোন খেয়াল রাখে না। স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট এ বিষয়ে যারা কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করে না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে নন।

এই মহান নবী, যাকে রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব, যুদ্ধ ও অভিযানের চিন্তা, সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করা, বিশ্বময় দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া, কিসরা ও কায়সারের কাছে পত্র প্রেরণ করা, বড় বড় বিষয়গুলোর তদারকি করা ইত্যকার কোনও বিষয়ের চিন্তাই তার স্ত্রীদের অনুভুতির প্রতি খেয়াল রাখা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

স্ত্রীর অনুভুতির প্রতি যে ভ্রুক্ষেপ করে না, স্ত্রীর কোনও বিষয়ে যে খেয়াল রাখে না, চাই স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট, তাকে নিয়ে সুখী কিংবা দুঃখী কোনও অবস্থায় যে স্ত্রীর অনুভুতির প্রতি দৃষ্টি দেয় না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ আদর্শের কাছে তার অবস্থান কোথায়?

স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ رضي الله عنها এর অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা। হাফসা رضي الله عنها যখন তাকে ইহুদি-কন্যা বলে সম্বোধন করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তার পক্ষ হয়ে হাফসা رضي الله عنها-এর জবাব দিলেন। হৃদয়গ্রাহী কথা বলে তার অন্তর প্রশান্ত করলেন। তাকে এমন সব কথা বললেন যাতে তার মর্মবেদনা দূর হয়।[১৫৭]

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ، قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ». فَقَالَتْ قَالَتْ لِي حَفْصَةُ إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ' إِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ.

---

১৫৬. সহিহ বুখারী : হা : ৫২২৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৯।
১৫৭. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৮২৯।

তিনি বলেন, সাফিয়্যাহ্ رضي الله عنها-এর কানে পৌঁছে যে, হাফসা رضي الله عنها তাকে ইয়াহূদির মেয়ে বলে ঠাট্টা করেছেন। তাই তিনি কাঁদছিলেন। তার ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী ﷺ তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, হাফসা আমাকে ইয়াহূদির মেয়ে বলে তিরস্কার করেছেন। নবী ﷺ বললেন, অবশ্যই তুমি একজন নবীর কন্যা, তোমার চাচা অবশ্যই একজন নবী এবং তুমি একজন নবীর সহধর্মিণী। অতএব কিভাবে হাফসা তোমার উপরে অহংকার করতে পারে?[১৫৮]

'তুমি তো একজন নবীর কন্যা' এখানে নবী বলতে উদ্দেশ্য হল হারুন ইবনে ইমরান আ.। আর **'তোমার চাচাও ছিলেন নবী'** অর্থাৎ মূসা ইবনে ইমরান عليه السلام।[১৫৯]

স্ত্রী অসুস্থ হলে বা দুঃখ পেলে সান্ত্বনা দান

হজের সফরে আয়েশা رضي الله عنها-এর রজস্রাব শুরু হল, এতে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি কাঁদছেন।

তখন নবীজি ﷺ তাকে বললেন-

قَالَ «مَا لَكِ أَنفِسْتِ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».

কী ব্যাপার? তোমার কি হায়েজ শুরু হয়েছে? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এ তো আল্লাহ্ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে নাও।[১৬০]

হায়েজ, নেফাস, সন্তান প্রসব ইত্যাদি কারণে শারীরিক যে ব্যাথা-বেদনা ও ক্লান্তি তৈরী হয়, এতে তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে যে পরিবর্তন আসে তার প্রতি খেয়াল রাখা প্রতিটি স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য।

---

১৫৮. সুনান আত তিরমিযি, হা : ৩৮২৯।

১৫৯. তুহফাতুল আহওয়াযি : ১০/২৬৮।

১৬০. সহিহ বুখারী : হা : ৩১৬, সহিহ মুসলিম : হা : ১২১১।

বরং এ সব অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি, তার অনুভব ও অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হয়, তবে এতে স্ত্রী তার প্রতি আরো বেশি নির্ভরশীল হবে, তার এ সুন্দর আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হবে।

স্ত্রী অসুস্থ হলে ফুঁ'দান ও কোমল হাতে স্পর্শকরণ

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন-

.اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যাতে কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।[১৬১]

স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যথা-বেদনার স্থান স্পর্শ করে, সেখানে আলতো করে ছুঁয়ে দেয়, স্ত্রীর বেদনার স্থানে নিজের হাত বুলিয়ে দেয় এতে স্ত্রীর অন্তরে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। যদিও এতে ব্যথা উপশম হয় না। রোগ সেরে যায় না। তথাপি স্ত্রীর কাছে এ স্পর্শের মূল্য অনেক। সে তখন অনুভব করে যে তার স্বামীও তার ব্যথা অনুভব করছে। তার বেদনায় সেও শরিক রয়েছে।

কোন এক নারী তার স্বামীর দোষ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিল- যেমনটি উম্মে যারা এর হাদিসে রয়েছে- ولا يُوْلِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ البثَّ "আমার দুঃখ-ব্যথা জানার জন্য হাতটাও বের করে না।[১৬২]

এখানে البثَّ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'দুঃখ'। শব্দটি অভিযোগ, অসুস্থতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সে নারী বোঝাতে চেয়েছে যে, তার স্বামী তার কোন বিষয়েরই খোঁজ খবর নেয় না। তাই সে তার প্রতি হৃদ্যতা স্বল্পতার অভিযোগ করেছে।[১৬৩]

---

১৬১. সহিহ বুখারী : হা : ৫৭৪৩, সহিহ মুসলিম : হা : ২১৯১।
১৬২. সহিহ বুখারী : হা : ৫১৮৯, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪৮, আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত।
১৬৩. ফাতহুল বারি : ৯/২৬৩।

তাই সে তার দোষ বর্ণনা করছে। সুতরাং যে কোন বিপদে-আপদে, সুস্থতায়-অসুস্থতায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া কাম্য।

কিন্তু অনেক স্বামীই এর প্রতি খেয়াল করে না। তারা চায় তাদের স্ত্রীরা সবসময় সুস্থ-সবল থাকবে। যদি কখনও অসুস্থ হয় তখন সোজা স্ত্রীর বাপের বাড়ি নিয়ে যায়, সেখানে রেখে চলে আসে। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সেখানেই থাকে। কারণ, এ অবস্থায় সে স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে অপারগ।

স্ত্রীর চোখের পানি মোছা

সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই ﷺ বর্ণনা করেন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেছেন। ফেরার পথে এক লোক অবতরণ করল। সে তাদের উটগুলো দ্রুত টেনে নিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নারীদের উট এভাবে হাঁকায় নাকি? তারা যখন চলছিলেন হঠাৎ সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াইয়ের উটনী তাকে নিয়ে বসে গেল। তার বাহনটি ছিল সকলের বাহন চেয়ে সুন্দর। এতে তিনি কান্না করলেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং নিজ হাতে তার অশ্রু মুছে দিতে লাগলেন।'[১৬৪]

স্বামীর হাতে স্ত্রীর চোখের পানি মুছে দেয়ার মধ্যে বিরাট সান্ত্বনা রয়েছে। রয়েছে স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অথচ কান্নার কারণটি ছিল অতি সাধারণ একটি বিষয়। যেহেতু তিনি তার উটনীটি বসে যাওয়ার কারণে কান্না করছিলেন। তার উটনীটি খুব সুন্দর ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়্যাহ ﷺ-এর অনুভূতিকে খাটো নজরে দেখেন নি।

স্ত্রী অনেক সময় এমন সব বিপদ ও সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যখন সে অন্তরের প্রশান্তির জন্য একটু প্রেমময় মুচকি হাসি, একটু পরিচ্ছন্ন প্রশ্বাসের জন্য তীব্র আকাঙ্খী হয়ে ওঠে। এমন একজন মানুষের উপস্থিতি তীব্রভাবে কামনা করে যে, তার বোঝাকে হালকা করে দিবে। তার মানসিক চাপ কমিয়ে দিবে। যাতে সে অনুভব করতে পারে যে, এ বিপদে সে একাই নয়, তার সাথে আরো একজন রয়েছে।

---

১৬৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৬৩২৫।

কখনও কখনও নারী তার বাবা-মা-ভাই-বোনকে তালাশ করে। এমন একজন মানুষের প্রয়োজন অনুভব করে যে তাকে সান্ত্বনা দিবে। তাকে ধৈর্যের কথা শোনাবে। ধৈর্যের ফযিলত বলবে। কিন্তু এ চরিত্রটি অনেকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এদেরকে দেখবেন, তারা স্ত্রীর কোনও প্রতিকূল অবস্থাকেই গ্রাহ্য করে না। স্ত্রীর যে বিপদ হতে পারে তা তারা বুঝতেই চায় না। বরং এমন অনেক মানুষ আপনি পাবেন যে উল্টো স্ত্রীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তাকে উপহাস করে। অনাহুত এ পরিস্থিতি নিয়ে হাসাহাসি করে।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন**

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.

তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি দু' দুর্বলের অর্থাৎ ইয়াতিম ও নারীর অধিকার (নস্যাৎ করা) নিষিদ্ধ করেছি।[১৬৫]

হাদিসের মর্ম হল, তাদের অধিকার বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে মানুষের ওপর সংকীর্ণ করে দিচ্ছি। সে ক্ষেত্রে মানুষের ওপর কঠোরতা আরোপ করছি। উদ্দেশ্য হল মানুষের কাছে এ হুকুমটি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে স্বাক্ষী রাখা।[১৬৬]

স্ত্রীর স্বর উঁচু হওয়ার পরও সহ্য করা

নুমান ইবনে বশীর رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আবু বকর رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর কাছে গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আয়েশা رضي الله عنها-এর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার আওয়াজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আওয়াজের চেয়ে উচ্চ হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলে তিনি প্রবেশ করলেন। হে উম্মে রুমানের কন্যা! বলে তাকে চপেটাঘাত করলেন। বললেন, আল্লাহর রাসূলের আওয়াজের ওপর তোমার আওয়াজ উঁচু করছ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর আবু বকর رضي الله عنه

---

১৬৫. সুনান ইবনে মাজাহ : হা : ৩৬৭৮।
১৬৬. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭/৮৩।

যখন বেরিয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বললেন, তুমি দেখনি আমি তোমার ও লোকটির মাঝে আড়াল হয়ে গেলাম? এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার এলেন। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি দেখলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হাসাচ্ছেন। তাকে অনুমতি দিলেন তিনি প্রবেশ করলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনাদের সন্ধিতেও শরিক করুন যেমনিভাবে আপনাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়েছিলেন।

বরং তাদের একজন তো তার কথার প্রত্যুত্তর করেছেন, রাত পর্যন্ত তাঁকে দূরে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বরদাশত করে নিয়েছেন। যেমনটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন-

তিনি বলেন, আমরা কুরাইশ বংশের লোকেরা (জাহেলি যুগে) আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভুত্ব করে চলতাম। যখন আমরা মাদিনায় এলাম তখন এমন লোকদের দেখতে পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনি পরিবেশে আমাদের নারীরা তাদের (মদিনা বাসীদের) নারীদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, সে সময় মদিনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনু উমাইয়্যাহ্ ইবনু যায়েদের বংশধরদের মধ্যে আমার বসতবাড়ি ছিল। এরপর একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করতে লাগল। আমি আমার সঙ্গে তার প্রত্যুত্তর করাকে খুবই অপ্রিয় মনে করলাম। সে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথার প্রত্যুত্তর করাকে অপছন্দ করেছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে কথার প্রত্যুত্তর করে থাকে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তখন আমি রওয়ানা করে (আমার মেয়ে) হাফ্সার কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে প্রত্যুত্তর কর? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের যে কেউ এরূপ আচরণ করে সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। [১৬৭]

---

১৬৭. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৩১৮ সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৭৯।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় স্ত্রীর প্রতি কঠোর হওয়া নিন্দনীয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আনসারদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, আপন কওমের আদর্শ বর্জন করেছেন।

এ হাদিস থেকে আরো বোঝা যায় যে, স্ত্রীর আচরণে ধৈর্য ধারণ করা, তার ভুলত্রুটি এড়িয়ে চলা, স্বামীর অধিকারের ক্ষেত্রে যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তা ক্ষমা করে দেয়া, কেবল ওইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে আল্লাহর হক বিনষ্ট হয় না।[১৬৮]

গৃহস্থালির কাজে স্ত্রীদের সহায়তা

আসওয়াদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা رضي الله عنها-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে কী কাজ করতেন? তখন তিনি বললেন,

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

তিনি তার স্ত্রীর কাজে ব্যস্ত থাকতেন, যখন নামাযের সময় হত, নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন।[১৬৯]

হাদিসের শব্দ مهنة أهله-এর অর্থ হল, পরিবারের সেবায়, অর্থাৎ তাদের কাজে, তাদের খেদমতে, তাদের যা প্রয়োজন তার সম্পাদনে।[১৭০]

অন্যান্য বর্ণনায় এ খেদমতের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، ويخدم نفسه.

আয়েশা رضي الله عنها-কে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তো অন্য সকল মানুষের মতো একজন মানুষই ছিলেন। তিনি

১৬৮. ফাতহুল বারি : ৯/২৯১।
১৬৯. সহিহ বুখারী : হা : ৬৭৬।
১৭০. তরহুত তাসরিব : ৯/৫৩।

তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন এবং তাঁর বকরীর দুধ দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন।[১৭১]

ইমাম আহমদের বর্ণনায় (২৪৩৮২) রয়েছে, তিনি তাঁর কাপড় সেলাই করতেন। জুতা ঠিক করতেন। পুরুষ গৃহাভ্যন্তরে যে ধরনের কাজ করে থাকে তার সবই করতেন।

অথচ বর্তমান সময়ে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা স্ত্রীদের ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেয়। তাদেরকে ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত দেখেও অনেক সময় গুরুত্ব দেয় না। গৃহস্থালির কাজে তাদের কোন সহায়তা করে না। এটা কোনভাবে সদভাবে জীবনযাপনের মধ্যে পড়ে না।

স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য

সাফিয়্যাহ ﵂ যখন উটে আরোহণ করতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে আরোহন করতে সাহায্য করেছেন।

- আনাস ﵁ বলেন,

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ.

আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁকে নিজের আবা' দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে হাঁটু সোজা করে রাখলেন, পরে সাফিয়্যাহ ﵂ তাঁর হাঁটুর উপর পা দিয়ে ভর করে আরোহন করলেন।[১৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য নিজের হাঁটু বিছিয়ে দিচ্ছেন। যাতে তিনি উটনীর পিঠে চড়তে পারেন। স্ত্রীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এটি অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়, দয়া ও ইহসান।

---

১৭১. আদাবুল মুফরাদ, হা : ৫৪৩ আদাবুল মুফরাদ, হা : ৫৪১, শামায়েলে তিরমিযি, হা : ৩৪৩।

১৭২. সহিহ বুখারী : হা : ২৮৯৩, সহিহ মুসলিম : হা : ১৩৬৫; তরহুত তাছরিব : ৯/৫৩।

নিজের পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধির প্রতি নিজেই যত্নবান হওয়া

তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করতেন মেসওয়াক করে তবে প্রবেশ করতেন। যাতে তাঁর স্ত্রী তাঁর থেকে অন্য কোন গন্ধ না পায়।

শুরাইহ বিন হানি' বলেন, আমি আয়েশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।[১৭৩]

এতে হিকমত হল, অনেক সময় মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই স্ত্রীর সাথে সুন্দর সহাবস্থানের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় সে গন্ধ দূর করাই বাঞ্ছনীয়।[১৭৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখের পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। যখনই ঘুম থেকে উঠতেন দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন।

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, অযুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[১৭৫]

এ হাদিসটি মিসওয়াকের প্রতি যত্নবান হওয়ার দলিল। যেহেতু খাবার ইত্যাদি দ্বারা মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়।[১৭৬]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ভালবাসতেন। রোযা অবস্থায় ও রোযাহীন অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জেগে মেসওয়াক করতেন। অযুর সময় মেসওয়াক করতেন। নামাযের সময় মেসওয়াক করতেন। গৃহে প্রবেশের সময় মেসওয়াক করতেন। 'আরাক' গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতেন।[১৭৭]

দাম্পত্য জীবনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ঠ যে, বর্তমান সময়ে তালাকের যে সব মামলা আদালতে রুজু

---

১৭৩. সহিহ মুসলিম : হা : ২৫৩।

১৭৪. হাশিয়াতুস সুয়ূতি আলা সুনান আন নাসাঈ : ১/১০।

১৭৫. সুনান আবি দাউদ, হা : ৫৭।

১৭৬. আল মুফহিম : ৩/১৩৬।

১৭৭. যাদুল মাআদ : ১/১৬৭।

করা হয়, এ সব তালাকের যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীনতা।

তার থেকে কেবল সুগন্ধিই ছড়াক

- আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়াটা খুবই গুরুতর মনে হত।[১৭৮]

অর্থাৎ উত্তম সুগন্ধি ব্যতীত অন্যকোন ঘ্রাণ পাওয়া যাওয়া। ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, তাঁর কাছে সবচেয়ে কষ্টদায়ক বিষয় ছিল তাঁর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া।[১৭৯]

তাঁর স্বভাবই ছিল সুগন্ধি ব্যবহার করা। তিনি সুগন্ধি ভালবাসতেন। অধিক পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। বরং এ সুগন্ধি ছিল দুনিয়ার পছন্দনীয় জিনিসের মধ্যে একটি। যেমনটি হাদিসে এসেছে।

حبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا : النِّسَاءُ، والطِّيْبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِيْ الصَّلاةِ.

পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[১৮০]

বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধের কারণে অনেক হালাল বস্তু পর্যন্ত বর্জন করে চলতেন। যেমন কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

এ আদর্শের সামনে ওই ব্যক্তির অবস্থান কোথায়, যে কিনা এমন অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করে, স্ত্রীর কাছে যায় যখন তার শরীর ও মুখ থেকে সিগারেটের উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এমনও তো হতে পারে বেচারী তার জন্য সুন্দর সুগন্ধি লাগিয়ে অপেক্ষা করছে, তার শরীর থেকে সুরভি ছড়াচ্ছে। অপর দিকে স্বামীর মুখ ও শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

---

১৭৮. সহিহ বুখারী : হা : ৬৯৭৩, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৭৪।
১৭৯. আল-মুজামুল আওসাত, হা : ৮৭৬৪।
১৮০. সুনানে নাসাঈ, হা : ৩৯৩৯, আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত।

স্ত্রীর জন্য পরিপাটি ও চুল আঁচড়ান বিষয়ে গুরুত্ব দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এ মর্মে নির্দেশও দিয়েছেন, বলেছেন, مَنْ كَانَ لَه شَعْرٌ فلْيُكْرِمه যার চুল আছে সে যেন এর সম্মান করে।[১৮১] অর্থাৎ, সে যেন তার চুলকে ধুয়ে, তেল দিয়ে আঁচড়িয়ে সুন্দর করে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখে। উস্কু-খুশকু যেন না রাখে। কেননা, পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দর বেশ-ভূষা সকলের কাছে কাম্য।

তাই স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য সেজেগুছে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হওয়া।

ইবন আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, স্ত্রী আমার জন্য সাজবে, এটাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি আমিও তার জন্য সাজতে ভালবাসি। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের ওপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের ওপর মর্যাদা।[১৮২]

চুল আঁচড়ান

সাহল বিন সা'দ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত-

এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের একটি দরজার ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে একটি চিরুনি ছিল, যা দ্বারা তিনি মাথার চুল আচড়াচ্ছিলেন।[১৮৩]

কখনও তাঁর কোনও স্ত্রী তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।

আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফে থাকতেন, আমার দিকে মাথা এগিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথায় চিরুনি করে দিতাম।[১৮৪] অনুরূপ তাঁর মাথা ধুয়েও দিতেন।

---

১৮১. সুনান আবি দাউদ, হা : ৪১৬৩, আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।
১৮২. সহিহ বুখারী : হা : ৫৯২৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২১৫৬।
১৮৩. সহিহ বুখারী : হা : ৫৯২৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২১৫৬।
১৮৪. সহিহ বুখারী : হা : ২০২৯, সহিহ মুসলিম : হা : ২৯৭।

আয়েশা ﵂ বলেন, 'আমি ঋতুবতী অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ধুয়ে দিতাম।[১৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাতে পরিচ্ছন্নতার সব উপকরণ ব্যবহারের বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সব উম্মতের জন্য পরিচ্ছন্নতাকে সুন্নাহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। উম্মতকে সহজাত এ সুন্নাহর জন্য উৎসাহিত করেছেন। যাতে মানুষ উন্নত জীবন-ধারায় অভ্যস্ত হতে পারে। সুন্দর অবয়বে উদ্ভাসিত হতে পারে।

স্ত্রীদের প্রতি কোমলতা ও সহজ-সারল্য

স্ত্রীরা যদি এমন কোনও জিনিস চাইতেন যাতে কোনও অসুবিধা নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পূর্ণ করতেন।

জাবের বিন আবদুল্লাহ ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আয়েশা ﵂ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে দুঃখ যে, আমি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিনি, অথচ হজ্জ করেছি। জাবের ﵄ বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সহজ-সরল স্বভাবের। অতএব আয়েশা ﵂ যখন কোন কিছুর আবদার ধরতেন, তিনি সে আবদার রক্ষা করতেন।[১৮৬]

رَجُلًا سَهْلًا অর্থাৎ কোমল আচরণ, উত্তম চরিত্র, সহজ-সরল আচরণের অধিকারী। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত)

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমান সময়ে প্রতিটি দাম্পত্য জীবনে কেবল ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ লেগেই আছে।

স্ত্রীদেরকে নিয়ে বৈধ খেলা দেখা

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বসা ছিলেন। সে সময় আমরা একটা শোরগোল ও শিশুদের হৈচৈ শুনতে পেলাম। রাসূল ﷺ উঠে গিয়ে দেখলেন,

১৮৫. সহিহ বুখারী : হা : ৩০১, সহিহ মুসলিম : হা : ২৯৭।
১৮৬. সহিহ মুসলিম : হা : ১২১৩।

এক হাবশি কিশোরী নেচেকুদে খেলা দেখাচ্ছে আর শিশুরা তার চারিদিকে ভীড় জমিয়েছে। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এসো এবং প্রত্যক্ষ কর। অতএব আমি গেলাম এবং রাসূল ﷺ-এর কাঁধের উপর আমার চিবুক রেখে তার খেলা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। আমার চিবুক ছিল তাঁর মাথা ও কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায়। (কিছুক্ষণ পর) আমাকে তিনি বললেন, তুমি কি তৃপ্ত হওনি, তোমার কি পূর্ণতৃপ্তি হয়নি? তিনি বলেন, আমি না, না বলতে থাকলাম। আমার লক্ষ্য ছিল, আমাকে ﷺ কতটুকু সোহাগ করেন তা পর্যবেক্ষণ করা।[১৮৭]

স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এ হাদিসে রাসূল ﷺ-এর উত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত রয়েছে। শরিয়তের পক্ষ থেকে যে সব বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এমন সব বিষয়ে স্ত্রীর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, জীবন পরিক্রমায় দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে পুরুষের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করা উচিত, তা বিধৃত হয়েছে।[১৮৮]

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা রা. বলেন, "আমি তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। অবশেষে আমি নিজেই তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।" [১৮৯]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ো করবেন না, তখন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করলেন। বললেন, তোমার কি দেখা হয়েছে? আমি বললাম, তাড়াহুড়ো করবেন না। আয়েশা রা. বলেন, তাদের খেলা দেখার প্রতি আমার তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমি চাইছিলাম তাঁর কাছে আমার স্থান ও অবস্থান অন্যান্য নারীর কাছে পৌঁছে যায়।[১৯০]

---

১৮৭. সুনান আত তিরমিযি, হা : ৩৬৯১, সহিহ বুখারী : হা : ৪৫৫, সহিহ মুসলিম : হা : ৮৯২।
১৮৮. শরহু সহিহিল বুখারী : ২/৫৪৮।
১৮৯. সহিহ মুসলিম : হা : ৮৯২।
১৯০. নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, হা : ৮৯৫১।

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্দর আচরণের ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটি হল স্ত্রীর মতের সাথে একমত পোষণ করা। হারাম নয় এমন বিষয়ে তার ইচ্ছা পূরণে তাঁকে সহায়তা করা। বৈধ খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে নারী চরিত্রের ওপর ধৈর্য ধারণ করা। যদিও পুরুষের নিকট স্ত্রী যা পছন্দ করে সেটি অপছন্দনীয় হয়।

ঈদ উপলক্ষে বৈধ দেশাত্ববোধক গান শুনার অনুমোদন

আয়েশা ؓ বর্ণনা করেন-

একবার রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, আমার কাছে দু'টি বালিকা জাহেলি যুগে সংঘটিত বুআস যুদ্ধের গান গাইছে। তিনি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর ؓ প্রবেশ করলেন। তিনি (এ দৃশ্য দেখে) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট শয়তানের বাদ্য চলছে? (এ কথা শুনে) রাসূল ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, হে আবু বকর! এদের ছেড়ে দাও। এরপর তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন, আমি বালিকাদ্বয়কে আস্তে খোঁচা দিলাম। তারা বের হয়ে চলে গেল। এটা ঈদের ঘটনা।[১৯১]

ইবনে হাজার আসকালানি ؒ বলেন, এ হাদিসে অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে: ঈদের দিনগুলোতে পরিবারের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা বৈধ হওয়া।

ইবাদাতের দায়িত্ব থেকে শরীরকে প্রশান্তি দেয়, আত্মার প্রশান্তি আসে, হৃদয়ের প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়, এমন বিষয়ে ঈদের দিনগুলোতে পরিবারের সদস্যদের জন্য কিছুটা ছাড় দেয়া, তাতে স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করা বৈধ হওয়া। এতে স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করা, তার ভালবাসা অর্জন করার বিষয়টি বিধৃত হয়েছে।[১৯২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের জন্য ঈদ, বিবাহ, এ জাতীয় আনন্দের দিনগুলোতে দফ বাজানোর এবং দফের তালে তালে ঈদ ও বিবাহ সংশ্লিষ্ট গান গাওয়ার অনুমতি দিতেন।

---

১৯১. সহিহ বুখারী : হা : ৯৫০, সহিহ মুসলিম : হা : ৮৯২।
১৯২. ফাতহুল বারি : ২/৪৪৩।

রোম ও পারস্য যখন বিজিত হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম রোম ও পারস্যবাসীদের মাঝে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে গাওয়া সুরেলা গান, যে সব গানে মদ, মানব হৃদয়ে সুপ্ত প্রমোদ চাহিদাকে জাগ্রত করে দেয় এমন সব সুন্দর আকৃতি, এ জাতীয় অবৈধ বিষয়ের বিবরণসম্বলিত গান অনুষ্ঠান দেখতে পেলেন। দেখলেন তারা বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে সুরেলা গান গায়। বিভিন্ন অবৈধ জিনিসের বিবরণ দিয়ে এ সব গান রচিত। এ সব গানে যেমন মদের কথা থাকতো, তেমনি তাতে বিধৃত হত কামউদ্রেক নারী দেহের সৌন্দর্য ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের বিবরণ। সাহাবায়ে কেরাম যখন রোম-পারস্যবাসীর মধ্যে এ জাতীয় আচার-আচরণ দেখতে পেলেন সাথে সাথে তারা সেটিকে অস্বীকার করলেন। তাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করলেন এবং এতে কঠোরতা আরোপ করলেন।

সাহাবায়ে কেরামের এ নিষেধ ও কঠোরতা থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যে জাতীয় গানের অনুমতি দিয়েছেন তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা যে সব যন্ত্র ব্যবহার করতেন, তার সাথে এসবের মিল নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল ওই সব বিষয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর সময়ে আরবদের মধ্যে যে যন্ত্রের প্রচলন ছিল।

পক্ষান্তরে অনারবগণ যন্ত্রের তালে তালে যে সব গান গায় তা রাসূল ﷺ-এর অনুমতির আওতায় পড়ে না। যদিও সাহাবায়ে কেরামের গাওয়া সে সব কবিতাকে গান বলা হয়েছে। বিবেকবান মাত্রই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম। কারণ, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে গাওয়া অনারবদের গান কাম উদ্রেক করে। কামভাব জাগ্রত করে। গুনাহের দিকে আহবান করে। এগুলো হল যেনার মন্ত্র।

বেদুঈনদের জন্য অনুমতি দেয়া গানগুলো এ জাতীয় নষ্টামি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কেউ যদি উভয়টির মাঝে মিল করে দেখতে চান তবে তিনি চরম ভ্রান্তির শিকার বলে মনে করতে হবে। মূল ও শাখার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার পরও সে তুলনা করল। তাই তার এ তুলনা নিকৃষ্ট তুলনা। সত্য ও সঠিক থেকে যোজন যোজন দূরে তার অবস্থান।[১৯৩]

---

১৯৩. হাম্বলি ইবনে রজব, ফাতহুল বারি : ৬/৭৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর জন্য যে ধরণের বিনোদনের অনুমতি দিয়েছেন সেটি হল কদার্য ও অশ্লীলতামুক্ত বিনোদন। তা ছিল সুস্থ বিনোদন। স্ত্রীদের সাথে রাসূল ﷺ-এর সৌহার্দপূর্ণ আচরণ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনি বালিকাদেরকে আয়েশা رضي الله عنها-এর কাছে ডেকে পাঠাতেন তারা তাঁর সাথে খেলনা দ্বারা খেলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল মেহমানদের ভয় দেখানো থেকে দূরে থাকতেন।

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পুতুল দিয়ে খেলা করতাম। আমার কিছু বান্ধবী ছিল তারাও আমার সাথে খেলা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তারা লুকিয়ে পড়ত। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আমার সাথে খেলত।[১৯৪]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোমল আচরণ ও উত্তম জীবনযাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১৯৫]

পুতুল নিয়ে কৌতুক ও হাস্যরস

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলল্লাহ ﷺ তাবুক অথবা খায়বারের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘরের তাকের ওপর পর্দা ঝুলানো ছিল। বায়ু প্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায়, যাতে তার খেলার পুতুলগুলো দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। তিনি পুতুলগুলো দেখে বললেন, হে আয়েশা! এগুলো কী? উত্তরে তিনি বললেন, এগুলো আমার মেয়ে। আর তিনি এগুলোর মধ্যে কাপড়ের তৈরী দু'ডানা বিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, এগুলোর মধ্যে ওটা কী দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, ঘোড়া। তিনি বললেন, তার ওপর আবার ওটা কী? তিনি বললেন, দুটো পাখা। তিনি বললেন, এ আবার কেমন ঘোড়া, যার পাখা আছে! আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি যে, সুলায়মান আ.-এর ঘোড়ার কয়েকটি পাখা ছিল! আয়েশা رضي الله عنها বলেন,

১৯৪. সহিহ বুখারী : হা : ৬১৩০, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪০।
১৯৫. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১০/২০৫।

একথা শুনে রাসূলল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন, যাতে আমি তাঁর সামনের সারির দাঁত দেখতে পেলাম।[১৯৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নির্মল হাসি তার স্ত্রীর অন্তরে কত আনন্দ দিয়েছে তার কি কোনও সীমা-পরিসীমা আছে? এই হাস্য-রসিকতার যে প্রভাব তাঁর স্ত্রীর অনুভূতিতে বিস্তার করেছে তা কি কোনও পাল্লায় মাপা যাবে?

বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীদেরকে এ জন্য উৎসাহিত করেছেন। কারণ এতে সম্মতি ও সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হয়, হৃদয়ে আনন্দ আনয়ন করে। তাই জাবের ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه যখন বিবাহ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, هلا تـزوجت جاريةً تلاعبها وتلاعبك কুমারী তরুণীকে বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা করতে এবং সেও তোমার সাথে পূর্ণ হাসি-তামাসা করত।[১৯৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর জিকির নেই এমন প্রতিটি বিষয়ই প্রমোদ(لَهْوٌ) কেবল চারটি চরিত্র ব্যতীত। দুই লক্ষবস্তুর মাঝে হাঁটা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া, স্ত্রীর সাথে আমোদ করা ও সাঁতার শেখা।[১৯৮]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ জাতীয় হাসি-তামাসা, আমোদ-প্রমোদ অন্তরকে আনন্দে ভরে দেয়। গৃহকে ভালবাসায় পূর্ণ করে। ফলে দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ভালবাসা ও আবেগ আরো গভীর হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরো মজবুত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হাস্য-রসিকতা, আমোদ-প্রমোদ নারী-হৃদয়কে প্রফুল্লময় করে।[১৯৯]

ওমর رضي الله عنه একজন কঠোর ও কঠিন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বলতেন, পুরুষের উচিত তার স্ত্রীর কাছে শিশুর ন্যায় হয়ে যাওয়া। সে যখন নিজেকে খুঁজবে

---

১৯৬. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৪৯৩২।
১৯৭. সহিহ বুখারী : হা : ২০৯৭, সহিহ মুসলিম : হা : ৭১৫।
১৯৮. তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির, হা : ১৭৮৫, আলবানি সহিহুত তারগিব ওয়াত তারহিব-এ ১২৮২ সহিহ বলেছেন।
১৯৯. মাওয়িজাতুল মুমিনিন : পৃ. ১৬৮।

তখন একজন পুরুষই পাবে অর্থাৎ, নারীর কাছে সে কেবল নিজের ভেতরকার পৌরুষই প্রকাশ করবে।[২০০]

ছাবেত ইবনে উবাইদ বলেন, যায়েদ ইবনে ছাবেত ﷺ নিজ গৃহে ছিলেন খুব রসিক। কিন্তু বাইরে তিনি ছিলেন একজন পৌরুষদীপ্ত পুরুষ।'[২০১].

এক আরব্য বেদুঈন নারী তার প্রয়াত স্বামীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি গৃহে ছিলেন রসিক মানুষ, বাইরে খুব শান্ত-শিষ্ট স্বল্পভাষী। যা পেতেন তা খেতেন। যা পেতেন না তা নিয়ে প্রশ্ন করতেন না।[২০২]

বহু মানুষ তো এমন আছে বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় তিনি বেশ হাস্যোজ্জ্বল, যেই না তিনি ঘরে প্রবেশ করেন, তার সেই হাসি কোথায় যেন উবে যায়, সেখানে আসমানের সব জলদ এসে ভর করে শ্রাবণের বর্ষণমুখর দিনে রূপান্তরিত করে, যে কোন মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হতে পারে।

স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা

আয়েশা ﷺ বর্ণনা করেন, কোনও এক সফরে আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি তখন হালকা-পাতলা একজন বালিকা ছিলাম। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে চলল। এরপর আমাকে বললেন, এসো, তোমার সাথে দৌড় পাল্লা দিই! আমি তখন তাঁর সাথে দৌড় দিয়ে তাঁকে পেছনে ফেলে দিলাম। কিন্তু এতে তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। এরপর যখন আমার শরীর ভারি হয়ে গেল, আমি মুটিয়ে গেলাম এবং তাকে দৌড়ে হারানোর কথাও ভুলে গেলাম। তাঁর সাথে এক সফরে বের হলাম। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'এসো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি'। আমি তাঁর সাথে দৌড় দিলাম কিন্তু এবার তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তখন তিনি হাসতে শুরু করলেন। বললেন, এটা সেটার বদলা।[২০৩]

---

২০০. আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৩/৪৩০।
২০১. শরহুস সুন্নাহ, বাগাবি : ১৩/১৮৩।
২০২. মাওয়িজাতুল মুমিনিন : পৃ. ১০৬।
২০৩. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৫৭৪৫; সুনানে আবু দাউদ : হা : ২৫৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৯৭৯।

هذه بتلك 'এটা সেটার বদলা' অর্থাৎ এবার আমি তোমাকে হারিয়ে দেয়া প্রথমবার যে তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ তার বদলা।

রাসূলে কারিম ﷺ তার অসংখ্য দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও স্ত্রীর হাসি-আনন্দের প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। এটি এমন কাজ বর্তমান সময়ে আমাদের অনেক পুরুষ যে কাজটি করতে নাক সিটকান, এমনকি মাঠে একাকি থাকলেও যে কাজটি তারা করতে চান না, সেটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ করলেন।

বরং অনেক পুরুষ তো এমন আছে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হাঁটতেও তারা পছন্দ করেন না, দৌড় দেয়া তো দূরের বিষয়!

সফরে কথা বলা, গল্প শোনানো ও গল্প শুনা

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, যখনই মহানবী ﷺ সফরে যাবার ইরাদা করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় আয়েশা رضي الله عنها এবং হাফসা رضي الله عنها-এর নাম লটারীতে ওঠে। মহানবী ﷺ-এর রীতি ছিল যখন রাত হত তখন আয়েশা رضي الله عنها-এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহন করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা رضي الله عنها আয়েশা رضي الله عنها-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে। আয়েশা رضي الله عنها উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযি আছি। সে হিসাবে আয়েশা رضي الله عنها হাফসা رضي الله عنها- এর উটে এবং হাফসা رضي الله عنها আয়েশা رضي الله عنها-এর উটে সওয়ার হলেন। নবী ﷺ আয়েশা رضي الله عنها-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসা رضي الله عنها বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে একস্থানে সবাই অবতরণ করলেন। আয়েশা رضي الله عنها মহানবী ﷺ-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তারা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা رضي الله عنها নিজ পা দু'টি 'ইযখির' ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোনও সাঁপ বা বিচ্ছু

পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে।. কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কিছু বলতে পারব না।'[২০৪]

আয়েশা ؓ যা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বললেন, এ সব কিছু করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অত্যধিক সম্ভ্রমবোধের কারণে। আর সম্ভ্রমবোধের বিষয়টি ক্ষমার্হ।

উষ্ট্রী চালককে ধীর গতিতে চালাতে বলা

আনাস ইবনে মালেক ؓ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন আনজাশাহ নামের এক কালো গোলাম ছিল। সে হুদি গেয়ে উট চালিয়ে নিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, ওহে আনজাশাহ! তুমি উটটিকে কাঁচপাত্র সদৃশ সওয়ারীদের নিয়ে ধীরে চালাও।[২০৫]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে তাদের মনোবলের দুর্বলতা বিবেচনায় এখানে কাঁচের পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ কাঁচের পাত্র অতি সহজে এবং দ্রুত ভেঙ্গে যায়।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উটনী যেন আস্তে চালানো হয়, কারণ উটনী যখন হুদির আওয়াজ শুনতে পায়, এতে সে মজা পায় এবং দ্রুত দৌড়ায়। এতে আরোহীকে অক্ষম করে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করেছেন। কারণ অতিমাত্রায় নড়াচড়া ও ঝাকুনির কারণে নারীরা সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে তাদের ক্ষতির আশংকা থাকে, সাথে সাথে পড়ে যাওয়ারও ভয় থাকে।[২০৬]

স্ত্রীদের সাথেও কৌতুক শুনে হাস্যরস

আয়েশা ؓ বলেন, একদিন সাওদা ؓ আমার গৃহে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দু'জনের মাঝে এমনভাবে বসলেন, তাঁর একটি উরু আমার কোলে আরেকটি উরু সাওদার কোলে। আমি তখন সাওদার জন্য 'হারিরাহ'

---

২০৪. সহিহ বুখারী : হা : ৫২১১।
২০৫. সহিহ বুখারী : হা : ৬১৬১।
২০৬. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১৫/৮১।

[আটা, তেল ও পানি দিয়ে প্রস্তুত এক ধরণের খাবার] প্রস্তুত করলাম। আমি তাকে বললাম, খান। কিন্তু তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহর কসম! হয় আপনি খাবেন নয় আমি আপনার চেহারায় মেখে দেব! তারপরও তিনি খেতে অস্বীকার করলেন। আমি তখন পাত্র থেকে কিছু খাবার নিয়ে তার গালে মেখে দিলাম। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে শুরু করলেন। এরপর তার কোল থেকে নিজের উরু সরিয়ে নিয়ে সাওদা ﵂-কে বললেন, তুমিও তার চেহারায় মেখে দাও। তখন তিনি আমার চেহারায় মেখে দিলেন। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে লাগলেন। ওমর ﵁ বলে ওঠলেন ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর!। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দু'জনকে বললেন, যাও, তোমাদের চেহারা ধুয়ে আস। আমার এটাই ধারণা যে, ওমর ﵁ ঘরের ভেতরেই ছিলেন।[২০৭]

বর্তমান সময়ে যদি স্বামীর উপস্থিতিতে তার দু'স্ত্রী এমন আচরণ করে, তবে দেখা যাবে সে হয়ত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ না জানার কারণে তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-স্ত্রীদের সাথে ঠাট্টা করছেন, তাদের সাথে হাসাহাসি করছেন।

এ হাদিস থেকে ঠাট্টার পরিবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিক্রিয়া এবং আনন্দোল্লাসের মুহূর্তেও তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂-কে অন্যদের থেকে বেশি ভালবাসতেন, তথাপি বাহ্যিকভাবে এ ভালবাসা তাকে তার প্রতি আসক্ত করে দেয়নি বরং তিনি তাঁর অন্য স্ত্রী সাওদা ﵂-কে আয়েশার চেহারায় খাদ্য মেখে দেয়ার জন্য সহায়তা করছেন। তাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা চেয়েছেন তা অর্জন হয়েছে। মজলিশের মধ্যে হাস্যরসের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

---

২০৭. নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, হা : ৮৯১৭, আবু বকর শাফেয়ি, আল-ফাওয়ায়েদ, হা : ১১২, আল্লামা ইরাকি এহইয়াউ উলুমিদ্দীনের তাখরিজে [৪/১৬৮২] বলেন, এর সনদটি জায়্যিদ। আলবানি হাসান বলেছেন। [আস-সহিহাহ-৩১৩১]

স্ত্রীদের সাথে তাঁর হাস্য-রসিকতার আরেকটি প্রমাণ হল, কুলছুম ইবনুল মুস্তালিকের বর্ণনাটি। তিনি বলেন, যয়নাব ﵂ রাসূল ﷺ-এর মাথার উকুন তালাশ করছিলেন। তখন তাঁর কাছে ওসমান ইবনে মাজউন ﵁-এর স্ত্রী ও কয়েজন মুহাজির নারী বসা ছিলেন। তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে নিজেদের গৃহের অভিযোগ করছিলেন, তারা তাদের গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সেখানে তাদের জন্য বসবাস কষ্টকর হয়ে যায়।[২০৮]

যয়নব ﵂-এর মাথা ছেড়ে কথা বলতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি তো তোমার চোখ দিয়ে কথা বলছ না, কথাও বল আবার হাতের কাজ চালিয়ে যাও। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন মুহাজিরদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীরা তাদের বাসস্থানের উত্তরাধীকারী হবে।[২০৯]

এ হাদিস থেকেও আমরা তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর হাস্য-রসিকতার প্রমাণ পাই।

স্ত্রীদের থেকে গাল-গল্প শুনা

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মনে করুন আপনি একটি ময়দানে পৌঁছেছেন, সেখানে একটি গাছ আছে যার কিছু অংশ খাওয়া হয়ে গেছে। আর এমন একটি গাছ পেলেন, যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন গাছের পাতা আপনার উটকে খাওয়াবেন। নবী ﷺ উত্তরে বললেন, যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এ কথার উদ্দেশ্য হল- নবী ﷺ তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি।[২১০]

---

২০৮. তখনকার সময় নিয়ম ছিল, স্বামী মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ তার গৃহটি দখল করে নিত, ওই নারীকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হত। ফলে সে গৃহহীন হয়ে পড়ত। মাথা গোজার মত কোন আশ্রয় তার থাকত না। (আওনুল মাবুদ : ৮/২৩১)।

২০৯. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৬৫১০, শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। হাদিসটির মূল সুনানে আবু দাউদে রয়েছে, হা : ৩০৮০, আলবানি সহিহ বলেছেন, [সহিহ আবু দাউদ : ৩০৮০]

২১০. সহিহ বুখারী : হা : ৫০৭৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাস্যরসের আরেকটি দৃষ্টান্ত

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন 'বাকী' কবরস্থান থেকে জানাযা আদায় করে আমার কাছে এলেন। আমি তখন প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আক্রান্ত। আমি তখন বলছিলাম, হায় যন্ত্রনায় আমার মাথা গেল! তিনি বললেন, যন্ত্রণায় আমার মাথাও গেল! তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, এরপর তোমার জানাযা পড়ে দাফন করব। আমি বললাম, মানে আপনি আমার মৃত্যু চান! আল্লাহর কসম! আপনি যদি তেমনটি করেন, তবে তো আপনি আমার ঘরে ফিরে আসবেন। আর তাতে আপনার কোন স্ত্রীকে নিয়ে রাত যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ মুচকি হাসি দিলেন। এরপর যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করলেন তা শুরু হল।[২১১]

وبِلُطفه يرعى مشاعرها + في كل نائبة يواسيها

متجملا من أجلها عطرا + إن الّذي يُرْضِيه يُرْضيْها

وعلى الذي هويت يتابعها + فيما يحل لها، ويعطيها.

وعلى جلالته يسابقها + وإذا تجاريه يجاريها

إنَّ السماحة في شريعته + واليسر أصل كامن فيها.

আপন কোমলতা দিয়ে তার অনুভূতির খেয়াল রাখতেন।
প্রতিটি সংকটে তাকে সান্ত্বনা দিতেন।
তার খাতিরে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যা তাকে আনন্দ দিত তা দিয়ে তাকে আনন্দ দিতেন।
স্ত্রী যা চাইত তা পূরণ করতেন, যা তার জন্য বৈধ, তাকে তা দিতেন।
নিজের গুরুদায়িত্ব সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। স্ত্রী যখন তার সাথে দৌড়াত তিনিও তার সাথে দৌড়াতেন।
ক্ষমা ও সহজতা হল তাঁর শরিয়তের সুপ্ত মৌলিকতা।

---

২১১. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৪৭২০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৪৬৫, আলবানি সহিহ বলেছেন, [সহিহ ইবনে মাজাহ, হা : ১৪৬৫] সহিহ বুখারীতে এর মূল আলোচনা রয়েছে, হা : ৫৬৬৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

تربيةُ النَّبِيِّ ﷺ لنسائه ليكنَّ قدوة لنساء المؤمنين

মুমিন নারীদের আদর্শ বানানোর জন্য নবী ﷺ কর্তৃক স্ত্রীদেরকে শিক্ষা প্রদান

হাস্য-রসিকতা, আদর-সোহাগ, প্রেম-ভালবাসার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে শিক্ষাদানে খুবই আগ্রহী ছিলেন। যাতে তারা অন্য নারীদের জন্য উত্তম আদর্শরূপে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের তারবিয়াত ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এ কারণেও যেহেতু তিনি তাদের স্বামী। স্বামী হিসেবে নিজের ওপর তাদের কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যেহেতু তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তার ওপর যে বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা কি সে সংরক্ষণ করেছে নাকি বিনষ্ট করেছে। এমনকি প্রতিটি ব্যক্তিকে তার পরিবার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।[২১২]

ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের ওপর যিনি কর্তৃত্বশীল, তিনিও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[২১৩]

---

২১২. নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, হা : ৯১৭৩, বর্ণনাকারী, আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه।
২১৩. সহিহ বুখারী : হাদি সনং ৮৯৩।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীর শিক্ষার ব্যাপারে, তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দানের ব্যাপারে, তাকে নসিহত করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। অধিকাংশ দাম্পত্য জীবনে যে অশ্লীলতা প্রবেশ করেছে, তার জন্য স্বামী দায়ী। স্ত্রীদেরকে দীনি শিক্ষা ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তাদের অবহেলার কারণে, স্ত্রীদের হক পরিপূর্ণ রূপে আদায় করার ক্ষেত্রে কমতির কারণে।

নফল এবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শিক্ষাদান

নবীজীর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ رضي الله عنها বলেন, একরাতে মহানবী ﷺ ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কতই না খাজানা অবতীর্ণ করেছেন! কতই না ফেতনা নাযিল করেছেন! কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দিবে? যেন তারা নামায আদায় করে। দুনিয়াতে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে।[২১৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানতে পারলেন, একই দিনে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য খাজানার দুয়ার খুলে দিয়েছেন এবং ফিতনা নাযিল করেছেন, তখন তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণের আধিক্যের ভয়ে ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন।

মানুষের পাশে একদিকে যেমন কল্যাণের ধারা অবারিত করে দেয়া হয়েছে, যা তাদেরকে আশাবাদী হওয়ার প্রতি আহবান করছে, অপরদিকে তাদের পাশে ফিতনার দরজাও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা তাদেরকে ভীতির প্রতি আহবান করছে। কিন্তু মানুষ এ সব থেকে গাফেল রয়েছে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হলেন। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে জাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে ইশারা করলেন যে, তাদের জন্য গাফেল থাকা সমীচীন নয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী, কেবল এটুকুর ওপর ভরসা করে যেন তারা বসে না থাকেন।

হাদিসে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবাদতের জন্য জাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে, বিশেষ করে যখন কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

---

২১৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৭০৬৯।

রমযানের শেষ দশকে এবাদতের জন্য জাগ্রত করা

আয়েশা ﵂ বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী ﷺ তাঁর কোমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন। (বেশি বেশি এবাদতের জন্য প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।[২১৫]

আলী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগ্রত রাখতেন।[২১৬]

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে রাতের বেলা স্ত্রীদেরকে নামায ও জিকিরের জন্য, দু'আ ও মুনাজাতের জন্য জাগ্রত রাখতেন। আর বছরের অন্যান্য দিন বিশেষ করে বিতর নামাযের জন্য জাগ্রত করতেন। কেননা, তা সুন্নাতে মুআক্কাদার মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত।[২১৭]

আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন) এরপর যখন বিতর আদায় করতেন আমাকে বলতেন, হে আয়েশা! ওঠো, বিতর আদায় কর।[২১৮]

এবাদাতে ইখলাস অর্জনের শিক্ষাদান

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাফ করার ইরাদা করতেন, ফজর নামায আদায় করে যেখানে ইতিকাফ করবেন সেখানে প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করার ইরাদা করলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন। তার জন্য তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা ﵂ তাঁর কাছে ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে

---

২১৫. সহিহ বুখারী : হা : ২০২৪।

২১৬. সুনানে তিরমিযি, হা : ৭২৫।

২১৭. ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.-এর মতে বিতর নামায ওয়াজিব। এটি আদায় করা আবশ্যক। যদি কারো ছুটে যায় তবে কাজা করাও ওয়াজিব। কোনও অবস্থাতেই বিতর নামায তরক করা বৈধ নয়; ইবনে রজব, ফাতহুল বারি : ৬/২৫১।

২১৮. সহিহ বুখারী : হা : ৫১২, সহিহ মুসলিম : হা : ৭৪৪।

অনুমতি দিলেন। তখন সেখানে তার জন্যও তাঁবু খাটানো হল। হাফসা رضي الله عنها এটা জানতে পেরে তিনিও সেখানে তাঁবু খাটালেন। যয়নাব رضي الله عنها-ও শুনতে পেয়ে তিনিও সেখানে তাঁবু খাটালেন। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে চারটি তাঁবু দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? তখন তাঁকে তাদের পুরো ঘটনা জানানো হল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি সওয়াবের আশায় এমনটি করছ?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন জিনিস তাদেরকে এ কাজের জন্য বাধ্য করল? নেকি? তখন তিনি তাঁর তাবু উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, এগুলো উঠিয়ে নাও। আমি যেন না দেখি। সেগুলো উঠিয়ে নেয়া হল। সে রমজানে আর ইতিকাফ করেননি। শাওয়ালের প্রথম দশক ইতিকাফ করেছেন।[২১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের এ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই এমন কথা বলেছেন। আর তাঁর অপছন্দের কারণ হল, তিনি আশংকা করেছেন যে, তারা ইতিকাফে একনিষ্ঠ নয়, বরং তারা আয়েশা رضي الله عنها-ওপর ঈর্ষাবশত তাঁর নৈকট্যের প্রত্যাশী।

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আশংকা করলেন যে, তাঁর বিশেষ নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা ও ঈর্ষা থেকে সৃষ্ট প্রতিযোগিতা তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে ইতিকাফ তার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে।[২২০]

অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের শিক্ষাদান

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে চাঁদের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আয়েশা! এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা এটাই হল গাসিক যখন তা অদৃশ্য হয়।'[২২১]

হাদিসের শব্দ الغاسق-এর অর্থ হল, 'অন্ধকার'। إذا وقب অর্থ যখন তা অদৃশ্য হয়। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ হল 'রাত'।

---

২১৯. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২০৩৩, সহিহ মুসলিম : হা : ১১৭৩।

২২০. ফাতহুল বারি : ৪/২৭৬।

২২১. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৩৬৬।

আর রাত থেকে পরিত্রাণের নির্দেশ দিয়েছেন এ জন্য যে, যেহেতু রাতের বেলায় বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত ছড়ায়।[২২২]

হাদিসে যদিও الغاسق চাঁদ বলে অবহিত করা হয়েছে এতে الغاسق-এর অর্থ রাত হওয়ার সাথে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা, চাঁদ তো রাতেরই নিদর্শন। রাত ছাড়া চাঁদের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।[২২৩]

উল্লিখিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে শিক্ষাদানের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে, যেহেতু তিনি স্ত্রীর হাত ধরেছেন, তারপর উদ্দিষ্ট বস্তুর দিকে ইশারা করেছেন, এরপর তাকে করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার কারণও বর্ণনা করেছেন।

সকাল-সন্ধ্যার জিকির শিক্ষাদান

জুওয়াইরিয়া رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন প্রত্যুষে ফজর নামাযের পর তার গৃহ থেকে বের হলেন। পুনরায় চাশতের নামায পড়ে ফিরে এলেন। তখন তিনি বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে যেভাবে রেখে গেছি তুমি কি এখনও সেভাবেই বসে আছো? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমার পরে চারটি কালিমা তিন বার বলেছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওযন করা হলে এ কালিমা চারটির ওযনই ভারী হবে। সে চারটি কালিমা হল,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.[٢٢٤]

অর্থাৎ আমি যে চারটি বাক্য তিন বার বলেছি, তা যদি কবুল হয়, তবে তুমি দিবসের শুরুতে যে জিকির করেছ তা তার সমান হয়ে যাবে।[২২৫]

জিকিরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। ব্যাপকতা, সার্বিকতা, সত্তাগত ও গুণগত সকল গুণাবলী ধারণ করার কারণে কিছু জিকির অন্য জিকিরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এ জাতীয় স্বল্প জিকিরও অন্যান্য জিকির অধিক পরিমাণ করার চেয়ে উত্তম।

---

২২২. বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ: ২/৪৪২।
২২৩. তাফসিরে ইবনে কাছীর : ৮/৫৩৬।
২২৪. সহিহ মুসলিম : হা : ২৭২৬।
২২৫. আল্লামা আইনি, শরহু আবি দাউদ : ৫/৪১৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর কষ্টকে লঘু করার জন্য তাকে তা বাতলে দিলেন। যাতে তিনি কোনরূপ ক্লান্তি ও কষ্ট ছাড়া অধিক প্রতিদান লাভ করতে পারেন।

সহজ ও শ্রেষ্ঠ এবাদাত শিক্ষাদান

আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেন, আমি বায়তুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করে তাতে নামায আদায় করতে পছন্দ করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে হিজর-এ (হাতিম) প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেন, তুমি যদি বায়তুল্লাহর ভেতরে নামায আদায় করতে চাও, তবে হিজরেই নামায আদায় করে নাও। কেননা, তা বাইতুল্লাহরই অংশ।[২২৬]

এ হাদিসের দিকে লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তার স্ত্রীর হাত ধরলেন, তারপর তাকে বলে দিলেন যে, হিজরও বাইতুল্লাহর অংশ, যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর ভেতরে নামায আদায় করতে চায় সে যেন হিজরে নামায আদায় করে।

এবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন : কঠোরতা আরোপে নিষেধাজ্ঞা

আনাস ইবনে মালেক রাঃ বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটি কী কাজের জন্য? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি নামায পড়তে পড়তে অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে নেন। মহানবী ﷺ বললেন, এটা খুলে ফেল। তোমাদের কারো প্রাণবন্ত থাকা পর্যন্ত এবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে।'[২২৭]

ইমাম নববি রহঃ বলেন, এ হাদিসে এবাদাতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও কঠোরতা না করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে। পূর্ণ উদ্যমের সাথে

---

২২৬. সুনান তিরমিযি, হা : ৮৭৬; সুনানে নাসাঈ, হা : ২৯১২; সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ২০২৮।

২২৭. সহিহ বুখারী : হা : ১১৫০, সহিহ মুসলিম : হা : ৭৮৪।

এবাদত করার প্রতি উপদেশ রয়েছে। যদি ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে বসে পড়া যাতে ক্লান্তি চলে যায়।'[২২৮]

পরস্ত্রীর প্রশংসা শুনে অসন্তুষ্টি

ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ﵀ বর্ণনা করেন, আয়েশা ﵂ তাকে জানিয়েছেন যে, হাওলা বিনতে তুওয়াইতি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, ওই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে হাওলা বিনতে তুওয়াইতি। লোকেরা বলে সে নাকি রাতে ঘুমায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে রাতে ঘুমায় না? তোমরা ততটুকু এবাদত কর যতটুকুর সামর্থ রাখ। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়।[২২৯]

'সে ঘুমায় না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন বক্তব্য ওই বিষয়টি অপছন্দ করার প্রমাণ। সে কাজটি করা, অর্থাৎ না ঘুমিয়ে এবাদতে লিপ্ত থাকা, নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করা তার নিকট পছন্দনীয় নয়।[২৩০]

অল্প হলেও ধারাবাহিক নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হল যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আয়েশা ﵂ যখন কোন আমল শুরু করতেন, সেটি সর্বদা করতেন।[২৩১]

ইবনুল জাওযি ﵀ বলেন, দু'কারণে সর্বদা করা হয় এমন আমলকে পছন্দ করেছেন,

---

২২৮. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ৬/৭৩।

২২৯. সহিহ বুখারী : হা : ৪৩।

২৩০. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম: ৬/৭৩।

২৩১. সহিহ বুখারী : হা : ৬৪৬৫, সহিহ মুসলিম : হা : ৭৮৩।

কোন কাজ শুরু করার পর ছেড়ে দেয়া সে কাজটির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর।

যে ব্যক্তি সর্বদা কল্যাণ চায় সে সর্বদা খেদমতে নিয়োজিত থাকে। যে দিবসের কোন অংশে খেদমতে হাজির হয়ে আবার চলে যায় সে তো ওই ব্যক্তির মত নয় যে সারা দিন খেদমতে নিয়োজিত থাকে।[২৩২]

দান সদকার জন্য নসিহত

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন,

يا عَائِشَةُ استتِرِيْ مِنَ النَارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ،

فإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ.

'আয়েশা! এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে পর্দা করে নাও।[২৩৩]

'এক টুকরা খেজুর' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, খেজুর বা অন্য কিছুর সামান্য অংশ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা رضي الله عنها-কে তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে সদকা ও নেক আমল দ্বারা আড়াল তৈরী করে নেয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। হোক না সে সদকা বা নেক আমল পরিমাণে স্বল্প। এ স্বল্প সদকাও সদকাকারীকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, একবার আমার কাছে একজন ভিক্ষুক এলো। নবী ﷺ আমার কাছে ছিলেন। আমি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদেমকে) আদেশ করলাম। এরপর তাকে ডেকে তা দেখলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার অবগতি ব্যতীত কোনও কিছু প্রবেশ না করুক এবং কিছু বেরও না হোক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আয়েশা, তুমি কখনও এরূপ করো না; তুমি কখনও হিসাব (কষাকষি)

---

২৩২. ফাতহুল বারি: ১/১০৩।

২৩৩. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৩৯৮০, ইবনে হাজার 'হাসান' বলেছেন-(ফাতহুল বারি-৩/৩৩৪) আলবানি 'হাসান' বলেছেন-(সহিহ তারগিব ওয়াত্ তারহিব : ৮৬৫)।

করে খরচ করবে না; নয়তো মহা মহিয়ান আল্লাহ্ তাআলাও তোমাকে হিসাব করে করে দেবেন।[২৩৪]

হিসাব করার অর্থ হল, ওজন ও গণনা উভয় প্রকার পরিমাণ জানা। হাদিসের অর্থ হল, শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকায় সদকা করতে নিষেধ করা। এটি বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। কারণ আল্লাহ তায়ালা দানের ওপর বিনা হিসাব দান করেন। প্রতিদানের সময় যার হিসাব নেয়া হবে না, তাকে দেয়ার সময়ও হিসাব করে দেয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি জানতে পারল যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করে না, তার উচিত সেও এমনভাবে দান করবে যার হিসাব করবে না।[২৩৫]

একদা নবী-পরিবার যখন বকরি জবাই করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আর কী পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আয়েশা رضي الله عنها বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেবল এর কাঁধের অংশ অবশিষ্ট আছে। তখন তিনি বললেন, কাঁধ ব্যতীত সবটুকুই অবশিষ্ট আছে।[২৩৬]

অর্থাৎ যা দান করা হয়েছে তাই অবশিষ্ট আছে। আর তোমার কাছে যা আছে সেটি অবশিষ্ট থাকবে না। এতে এ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে,

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ.

'তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী।'[২৩৭]

বেশি দানকারিনী সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হবেন

আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا.

---

২৩৪. সুনানে নাসায়ি, হা : ২৫৪৯।
২৩৫. ইবনে হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি : ৩/৩০০।
২৩৬. সুনান আত তিরমিযি, হা : ২৪৭০।
২৩৭. তুহফাতুল আহওয়াযি : ৭/১৪২।

'তোমাদের মধ্যে যার হাত সবার থেকে লম্বা সে সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে।'

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, 'আমরা প্রতিযোগিতা করতাম এটা দেখার জন্য যে, কার হাত সবার চেয়ে লম্বা। তিনি বলেন, যয়নাব رضي الله عنها ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারী। কারণ, তিনি তার হাত দ্বারা আমল করতেন, সদকা করতেন।'

হাদিসের অর্থ হল, তারা মনে করেছিলেন 'লম্বা হাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাস্তবিক অর্থেই যার হাত লম্বা। তাই তারা একটি বাঁশ দিয়ে তাদের হাত মেপে দেখতে শুরু করলেন। সাওদা رضي الله عنها ছিলেন তাদের মধ্যে লম্বা হাতের অধিকারী। আর যয়নাব رضي الله عنها ছিলেন দান-সদকার দিক থেকে লম্বা হাতের অধিকারী। দেখা গেল যয়নাব رضي الله عنها সকলের আগে ইন্তেকাল করলেন। তখন তারা বুঝতে পারলেন, যে 'লম্বা হাত' দ্বারা উদ্দেশ্য যিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দান করতেন।[২৩৮]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কাজের শক্তি থাকাকালে অধিক পরিমাণে সদকা করা, অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরসাথে মিলিত হওয়ার একটি উপায়। মর্যাদার ক্ষেত্রে এটিই কাম্য।[২৩৯]

সদাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষাদান

- আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন-

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কুআয়স এর ভাই আফলাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবুল কুআয়স তো আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কুআয়সের স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কুআয়সের ভাই আফলাহ্ আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি

---

২৩৮. শরহুন নববি আলা সাহহি মুসলিম : ১৬/৮।

২৩৯. ফাতহুল বারি: ৩/২৮৬।

এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিবনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কুআয়সের স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছে। এরপর তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন, তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা।[২৪০]

না জেনে কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ছিল, তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে না জেনে কোন কথা বলা থেকে সতর্ক করতেন, যাতে তারা ফাতাওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ তাড়াহুড়ো না করেন। কিংবা কোনও বিষয়ে হুকুম প্রদানে জলদি না করেন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আনসারদের একটি শিশুর জানাযার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আহবান করা হল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কত সৌভাগ্য এর! এতো জান্নাতের পাখিসমূহের একটি পাখি। কোনও মন্দ কাজ করেনি। কোনও মন্দের কাছেও যায় নি। তিনি বললেন, হে আয়েশা আর কিছু? আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতের জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদেরকে তার জন্য সৃষ্টি করেছেন যদিও তারা তাদের পিতার ঔরসে থাকে। জাহান্নামের জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে তার জন্য সৃষ্টি করেছেন যদিও তারা তাদের পিতার ঔরসে থাকে।[২৪১]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, মুসলমানদের সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে মুসলিম শিশু ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতি। কারণ সে শরিয়তের মুকাল্লাফ হয় নি।

উলামায়ে কেরাম আয়েশা رضي الله عنها-এর এ হাদিসটির এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, তার কাছে অকাট্য দলিল না থাকলে দ্রুত ফায়সালা করা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করেছেন।[২৪২]

---

২৪০. সহিহ বুখারী : হা : ৪৭৯৬, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৫২।
২৪১. সহিহ মুসলিম : হা : ২৬৬২।
২৪২. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৬/২০৭।

তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র গ্রহণের নির্দেশ দান

আয়েশা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কোমলতা অর্জন কর। যে বিষয়ের মধ্যেই কোমলতা পাওয়া যাবে, কোমলতা তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করবে। কোন জিনিস থেকে যদি কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে সেটিকে সৌন্দর্যহীন করবে।

হাদিসের শব্দ زانه অর্থ হল তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করবে, তাকে পরিপূর্ণ করবে। আর شانه অর্থ হল, তাকে ত্রুটি যুক্ত ও সৌন্দর্যহীন করবে।[২৪৩]

কোমলতা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা অর্জনের শিক্ষাদান

আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে আয়েশা! কোমলতা গ্রহণ কর। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন গৃহবাসীর ব্যাপারে কল্যাণ চান, তখন তাদেরকে কোমলতার দরজার পথ দেখান।[২৪৪]

সুন্দর কথা বলা শিক্ষা, অশ্লীল কথা থেকে বারণ এমনকি অমুসলিমদের সাথেও

আয়েশা রাঃ বর্ণনা করেন, একদা কয়েক জন ইয়াহূদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, السَّامُ عَلَيْكَ তোমার মরণ হোক। তিনি বললেন, وَعَلَيْكُمْ 'তোমাদের ওপরও'। 'আমি বললাম, তোমাদের মরণ হোক, তোমাদের ওপর আল্লাহর লানত ও গজব বর্ষিত হোক। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে আয়েশা থাম! তোমার কোমলতা গ্রহণ করা উচিত। মন্দ ও কঠিন কথা থেকে তোমার বেঁচে থাকা উচিত। তিনি বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমি কী বলেছি তা কি তুমি শোননি? আমি তাদের কথার উত্তর

---

২৪৩. আওনুল মাবুদ : ১৩/১১৩।

২৪৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৩৯০৬।

দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার বদ দু'আ কবুল হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদ দু'আ কবুল হবে না।[২৪৫]

ইমাম মুসলিম ﷺ-এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَهْ يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.

'হে আয়েশা থাম! আল্লাহ তায়ালা মন্দ ও গর্হিত কথা এবং কাজ পছন্দ করেন না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদেরকে আকিদার বিষয় শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর ভয়ের ওপর তাদেরকে প্রতিপালন করতেন। আকাশে যদি মেঘ দেখা দিত অথবা বাতাস প্রবাহিত হত গৃহে প্রবেশ করতেন আবার বেরিয়ে আসতেন। তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত।

আয়েশা ﷺ বলেন, যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন, তখনই তার চেহারায় তা পরিলক্ষিত হত। তখন তিনি তাঁকে বললেন, মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায় আতংকের ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন, আয়েশা! এতে আযাব না থাকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাস দিয়েই তো এক কওমকে আযাব দেয়া হয়েছে। সে কওম আযাব দেখে বলেছিল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে।[২৪৬]

মানুষের আকিদাগত ভুল-ভ্রান্তির কথাও বলা

আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ হলেন, তখন তার কোনও কোনও স্ত্রী তাঁর সামনে খ্রিস্টানদের একটি গির্জার কথা আলোচনা করলেন, যা তারা হাবাশায় দেখে এসেছেন। এ গির্জাকে মারিয়া বলা হত। উম্মে সালামাহ ﷺ ও উম্মে হাবিবাহ হাবাশায় গিয়েছিলেন। তারা সে গির্জার সৌন্দর্য ও তার মূর্তির আলোচনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা তুলে বললেন, তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোনও সৎ লোক মারা গেলে তারা

২৪৫. সহিহ বুখারী : হা : ২৯৩৫।
২৪৬. সহিহুল বুখারী, হা : ৪৮২৯।

তার কবরের ওপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতর ওই লোকের মূর্তি তৈরি করে রাখতো। কিয়ামত দিবসে তারাই আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট জীব বলে পরিগণিত হবে।'[২৪৭]

এ হাদিসে আকিদাগত ভ্রান্তির ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিবারকে সতর্ক করেছেন।

গৃহে মন্দ দেখলে চুপ করে না থাকা ও দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা

পরিবারকে গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করা প্রতিটি স্বামীর ওপর অপরিহার্য কর্তব্য। এটি কুরআন কারিমের এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। এরশাদ হচ্ছে, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, একবার নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখান পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। মহানবী ﷺ বললেন, কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ওইসকল লোকের যারা এসব ছবি অঙ্কন করে।[২৪৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজে ও কথায়, আচরণ ও উচ্চারণে সেটির প্রতি তা অপছন্দ করলেন।

মানুষকে তুচ্ছ করে কোনও কথা শুনলে তা অপছন্দ করা

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল (ব্যাঙ্গ) করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করবো না।[২৪৯] অর্থাৎ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার

২৪৭. সহিহ বুখারী : হা : ৪২৭, সহিহ মুসলিম : হা : ৫২৮।
২৪৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং ৬১০৯।
২৪৯. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৪৮৭৫, সুনানে তিরমিযি, হা : ২৫০২।

জন্য কারো অনুকরণ করা, কারো কথার মত কথা বলা, কারো কাজের মত কাজ করা আমাকে আনন্দিত করে না। আমাকে যদি পার্থিব অঢেল সম্পদও দেয়া হয় তবুও আমার দ্বারা তা হবে না।[২৫০]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ গিবতের একটি হল, 'পা হেচড়ে চলা' কিংবা 'মাথা দুলিয়ে চলা' ইত্যাকার অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারো অনুকরণ করা।[২৫১]

সগিরা গুনাহ থেকেও সতর্কীকরণ

আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন—

يا عَائِشَةُ! إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ (وفِيْ رواية : إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ)، فإنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا.

'আয়েশা! ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান! (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও) কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদীহি করতে হবে।'[২৫২]

হাদিসের শব্দ ومحقَّرَات الأعْمَال দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই সকল গুনাহ, মানুষ যেগুলোকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে তা উপেক্ষা করে চলে।

হাদিসের শব্দ طالِبًا এর অর্থ হল, একজন দায়িত্বশীল রয়েছে, তার ওপর তা তলব করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সে তা লিপিবদ্ধ করে নেয়। এটিকে মানুষ যদিও তুচ্ছ বলে মনে করে, কিন্তু আল্লাহর কাছে এটি তুচ্ছ নয় বিধায় তিনি এর জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন।'[২৫৩]

কঠিন মাসআলায় তার সাথে আলোচনা

ইবনে আবি মুলায়কা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা ﷺ কোনও কথা শুনে না বুঝলে বারবার প্রশ্ন করতেন। একদা নবী ﷺ বললেন,

---

২৫০. আওনুল মাবুদ: ১৩/১৫১।
২৫১. তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযি : ৭/১৭৬।
২৫২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৪২৪৩।
২৫৩. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানে ইবনে মাজাহ : ৮/৫৯।

'(কিয়ামতের দিন) যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।' আয়েশা ؓ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا "তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে'[২৫৪]। তখন তিনি বললেন, তা হল কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[২৫৫]

মান-অভিমান

আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে একজন হিজড়ার যাতায়াত ছিল। তারা তাকে যৌনকামনামুক্ত মনে করত। একদিন সে কোনও নবী-পত্নির নিকট বসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করলেন। সে তখন কোনও নারীর বিবরণ দিচ্ছিল। বলল, সে যখন সামনের দিকে আসে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে, আর যখন পেছনের দিকে যায় তার পিঠে আটটি ভাঁজ পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি একে দেখছি না যে, সে এখানে যা আছে তা বুঝতে পারে? সে যেন তোমাদের কাছে না আসে। আয়েশা ؓ বলেন, তখন তারা তার থেকে পর্দা করলেন।'[২৫৬]

এই হিজড়া লোকটি প্রথম দিকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের গৃহে প্রবেশ করার কারণ ছিল তারা তাকে যৌনকামনামুক্ত মনে করতেন। এমন ব্যক্তির সাথে দেখা দেয়াকে তারা বৈধ মনে করতেন। কিন্তু তার থেকে যখন এ কথা শুনতে পেলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে তার মধ্যে যৌনকামনা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যখন একজন নারীর এমন বিবরণ দিতে শুনেছেন যাতে পুরুষের কামনা জাগ্রত হয়, তখন তাকে উম্মাহাতুল মুমিননিদের গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে সে মানুষের সামনে নবী-পত্নিদের

---

২৫৪. সূরা ইনশিকাক : ৮৪/৮।

২৫৫. সহিহ বুখারী : হা : ১০৩।

২৫৬. সহিহ বুখারী : হা : ৪৩২৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২১৮১।

সৌন্দর্য আলোচনা না করতে পারে। ফলে পর্দার বিধানের হাকিকত অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এ হাদিস থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যে সকল বালক নারীর সৌন্দর্য বুঝতে পারে তাদের থেকেও পর্দা করা উচিত। যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়ায়, তার থেকে দূরে থাকার বিষয়ে এ হাদিসটি মূল দলিল।[২৫৭]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের ওপর অভিমান করতেন। অপর দিকে আমাদের সমাজে অনেক পুরুষ এমন রয়েছে যারা এ জাতীয় কাজকে বৈধ মনে করে। তাদের ভেতর ব্যক্তিত্ববোধ দুর্বল হওয়ার কারণে কিংবা তাদের অন্তরে আত্মসম্মানবোধ না থাকার কারণে। ফলে দেখা যাবে তাদের স্ত্রী-ভগ্নি-কন্যার পাশে অপরিচিত লোক দেখেও তাদের ব্যক্তিত্ববোধে বাধে না।

স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা, তাদের প্রতি খেয়ানত না করা

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী ﷺ রাত্রে কখনো পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। তিনি প্রভাতে কিংবা বিকেল ছাড়া পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না।[২৫৮]

হাদিসে বর্ণিত لا يطرق أهله-এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে আসলে রাতেই গৃহে প্রবেশ করতেন না। রাতে আগমন করাকে الطروق বলা হয়। আর রাতে আগমনকারীকে বলা হয় طارق।[২৫৯]

পুরুষদেরকে নিষিদ্ধকরণ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ؓ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও ব্যক্তি রাতের বেলা অতর্কিতে ঘরে ফিরে নিজ স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে কিংবা দোষ-ত্রুটি খোঁজ করতে নিষেধ করেছেন।[২৬০]

---

২৫৭. ফাতহুল বারি : ৯/৩৩৬।

২৫৮. সহিহ বুখারী : হা : ১৮০০।

২৫৯. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১৩/৭১।

হাদিসে বর্ণিত يتخونهم-এর অর্থ হল তাদের প্রতি সন্দেহ করা। তাদের দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা। তারা খেয়ানত করেছে নাকি করেনি? এর অনুসন্ধান করা।

সুতরাং যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর থেকে ফিরেছে তার জন্য রাতের বেলা অতর্কিতে স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিকটবর্তী কোথাও সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রী তার ফিরে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত রয়েছে, তার জন্য রাতের বেলা ফিরে আসাতে কোন অসুবিধা নেই।

ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, বর্ণিত হাদিসে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম–ভালবাসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ শরিয়ত এখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সে বিষয়টির খেয়াল রেখেছে। উভয়ের জানাশোনার পাশাপাশি যেখানে মানুষের অভ্যাস গোপন করা চলে আসছে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর একজনের দোষ-ক্রটি অপরের কাছে গোপন থাকে না। এরপরও শরিয়ত তাকে রাতের বেলা স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে। যাতে এমন কোন বিষয় তার দৃষ্টিগোচর না হয় যা সে অপছন্দ করে। শরিয়ত যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিষয়টির এত গুরুত্ব দিয়েছে, সেখানে অন্যদের ক্ষেত্রে তা তো আরো অধিক গুরুত্বের সাথে বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।[২৬১]

রাতের বেলা আকস্মিক স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করা থেকে নিষেধ করার হিকমত হল, যাতে স্ত্রী স্বামীর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে পারে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি রাতের বেলা আগমন করে সে যেন রাতের বেলা অতর্কিতে তার স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ না করে। যতক্ষণ না অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে এবং এলোকেশি স্ত্রী চিরুনি করে নিতে পারে।[২৬২]

এ হুকুমটি ওই ব্যক্তির জন্য যে সফরে রয়েছে এবং দীর্ঘ সময় অনুপুস্থিত রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় যেমনটি এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন,

---

২৬০. সহিহ মুসলিম : হা : ৭১৫, সহিহ বুখারী : হা : ১৮০১।
২৬১. ফাতহুল বারি : ৯/৩৪১।
২৬২. সহিহ বুখারী : হা : ৫২৪৬, সহিহ মুসলিম : হা : ৭১৫।

তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘ সময় অনুপুস্থিত থাকে সে যেন রাতের বেলা অতর্কিতে স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ না করে।

রাতের বেলা স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হল দীর্ঘ অনুপুস্থিতি। সুতরাং যেখানে এ কারণটি পাওয়া যবে সেখানে হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। আর যেখানে কারণটি পাওয়া যাবে না সেখানে হুকুমটি প্রজোয্য হবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে সকালে বের হয় আবার রাতে ফিরে আসে, তার জন্য দীর্ঘ সময় যে ব্যক্তি অনুপুস্থিত থাকে সে যে সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে ওই সব বিষয়ে তার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন পড়ে না, তখন বোঝা গেল, তার দীর্ঘ অনুপুস্থিতি অতর্কিত প্রবেশ থেকে নিরাপদ থাকার প্রত্যাশিত সময়। সুতরাং দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর যে অতর্কিতে প্রবেশ করে, সে অধিকাংশ সময় এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যা সে অপছন্দ করে। হয়তো সে তার স্ত্রীকে পরিচ্ছন্নতা, কাঙ্ক্ষিত সাজসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে অপ্রস্তুত পায় যা উভয়ের মাঝে ঘৃণার কারণ হতে পারে।[২৬৩] হ্যাঁ যিনি আগে থেকেই স্ত্রীকে তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, আগমনের সময়ও বলে দিয়েছেন, তার ওপর রাতের বেলা প্রবেশের এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না।

অভিমানের ক্ষেত্রে কৌশলী আচরণ

স্বামীর ওপর অভিমান করা, ঈর্ষা করা একটি নারী স্বভাব, যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

কোন কোন হাদিসে এমন বর্ণিত আছে, "আল্লাহ তায়ালা অভিমানকে নারীদের জন্য লিখে দিয়েছেন"।[২৬৪]

অভিমান নারীর স্বভাব-বৈশিষ্টের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর ওপর অভিমান করতেন।

আয়েশা ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে তার কাছ থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমি তাঁর ওপর অভিমান করলাম। (অর্থাৎ আমার

---

২৬৩. ফাতহুল বারি : ৯/৩৪০।

২৬৪. তাবরানি : হা : ১০০৪০, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত।

কর্মকাণ্ড পরিবর্তন হয়ে গেল, আমার অবস্থা পাল্টে গেল) এরপর তিনি আসলেন, আমি যা করছি তা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার কী হয়েছে? তুমি কি অভিমান করছ? আমি তখন বললাম, আমার কী হল, আমার মত নারী আপনার মত পুরুষের ওপর অভিমান করবে না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কাছে তোমার শয়তানটি এসেছে নাকি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, প্রতিটি মানুষের সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার সাথেও কি আছে? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমার রব আমাকে তার বিরুদ্ধে সহায়তা করেছেন। অবশেষে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে।[২৬৫]

অপর এক ঘটনায়ও আমরা দেখতে পাই অভিমান ও ঈর্ষা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা رضي الله عنها কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে চলতে অনুপ্রাণিত করছে, এটা দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান।

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ওই রাত আসত যে রাতে নবী ﷺ আমার কাছে থাকতেন। তিনি এসে তাঁর চাদর রেখে দিতেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। পরে নিজ তহবন্দের (লুঙ্গি) একদিক বিছানায় বিছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। এরপর মাত্র কিছু সময় যতক্ষণে তিনি ধারণা করতেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, বিশ্রাম গ্রহন করতেন। এরপর উঠে ধীরে ধীরে নিজ চাদর নিতেন এবং জুতা পরিধান করতেন। পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেন। এরপর কিছু সময় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতেন। একদিন আমি আমার জামা মাথার ওপর স্থাপন করে তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে লুঙ্গি পরিধান করে, এরপর তাঁর পেছনে রওয়ানা হলাম। যেতে যেতে তিনি বাকিতে (কবরস্থানে) পৌঁছুলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। এবার গৃহের দিকে ফিরে রওয়ানা করলে আমিও রওয়ানা হলাম। তিনি দ্রুত রওয়ানা করলে আমিও দ্রুত চলতে লাগলাম। তাকে আরও দ্রুত

২৬৫. সহিহ মুসলিম : হা : ২৮১৫।

পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আরও দ্রুত চলতে লাগলাম। এরপর তিনি দৌড়াতে আরম্ভ করলে আমি দৌড়ে তাঁর আগেই ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং বিলম্ব না করেই শুয়ে পড়লাম। একটু পরে তিনি গৃহে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা! তোমার কী হল? হাপাচ্ছ কেন?

আয়েশা ﵂ বলেন, আমি জবাব দিলাম, 'নাহ্, তেমন কিছু না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয় তুমি নিজে আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলবে নতুবা মহান আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিবেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক! এরপর তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তুমিই কি সেই কালো ছায়া যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম? আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তিনি আমার বুকে একটা থাপ্পড় মারলেন যাতে আমি ব্যাথা পেলাম। এরপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর অবিচার করবেন? যখন তুমি আমাকে দেখেছ এ সময় আমার কাছে জিবরিল আ. এসেছিলেন এবং আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। যেহেতু তুমি তোমার কাপড় রেখে দিয়েছ, তাই তোমার কাছে তিনি আসেননি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। আর আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। জিবরিল আ. বললেন, আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করেছেন, বাকির কবরবাসীদের নিকট গিয়ে তাদের জন্য দু'আ ইসতিগফার করতে। আয়েশা ﵂ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের জন্য কীভাবে দু'আ করব? তিনি বললেন, তুমি বল—

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ.

'এ বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্যে থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পেছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।'[২৬৬]

২৬৬. সহিহ মুসলিম : হা : ২১৪৬।

যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে আয়েশা رضي الله عنها-এর বিশেষ স্থান ছিল এবং আয়েশা رضي الله عنها এটা জানতেনও তবুও তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারে তাঁর ওপর অভিমান করতেন, বরং তিনি তো তার ওই স্ত্রীর ওপরও ঈর্ষা করতেন যিনি মারা গিয়েছেন। তিনি বলতেন, "আমি খাদিজা رضي الله عنها-এর ওপর যতটুকু ঈর্ষাপরায়ন হয়েছি অন্য কোন নারীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষাপরায়ন হইনি।"[২৬৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই স্ত্রীদের কাছ থেকে এ জাতীয় অভিমান দেখতে পেতেন তখন খুবই বিচক্ষণতার সাথে তাদের সাথে আচরণ করতেন। বর্তমান সময়ের অনেক পুরুষ যেমনটি করে থাকে তেমনটি করতেন না। অনেক মানুষ এমন আছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন মান-অভিমান প্রকাশ পেলে তিনি রেগে যান, তাকে ধমক দিতে থাকেন, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেন। এতে জটিলতা বাড়েই, কমে না। স্ত্রীর অভিমান ও সন্দেহ আরো দানা পাকাতে থাকে। আর এর কারণ হল এমন পরিস্থিতিতে স্বামীর মন্দ আচরণ। তার হিকমতের অভাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ থেকে যা তার শিখে নেয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জাতীয় ক্ষেত্রে কখনও মুচকি হাঁসি দিয়ে, কখনও কোমল ভাষায় কথা বলে, কখনও প্রয়োজন হলে ভর্ৎসনা করে এ অভিমানকে সামাল দিতেন।

আনাস رضي الله عنه বলেন, কোন এক সময় রাসূল ﷺ তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। ওই সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর নিকট হতে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল তার কাছে পাঠালেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার ঘরেই রাখলেন।[২৬৮]

২৬৭. সহিহ বুখারী : হা : ৩৮১৬, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৩৫।
২৬৮. সহিহ বুখারী : হা : ৫২২৫।

এ ঘটনায় স্ত্রীর ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া ও কোমলতার প্রমাণ রয়েছে। যিনি পাত্রটি ভাঙলেন তাকে ধমক দিলেন না, তার প্রতি রাগ করলেন না, তাকে কিছুই বললেন না, বরং তার ওজর গ্রহণ করলেন, একই সাথে যার পাত্র ভেঙেছে তার হকও নষ্ট করলেন না, বরং তাকে অনুরূপ আরেকটি পাত্র দিয়ে দিলেন।

ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, এ থেকে বোঝা যায় অভিমানী স্ত্রী থেকে যা কিছু সংঘটিত হয়, সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা উচিত। কারণ, এমন অবস্থায় তার বিবেক রাগের প্রচণ্ডতা ও আত্মাভিমানের তীব্রতার কারণে আচ্ছাদিত থাকে।[২৬৯]

স্ত্রীদের থেকে সতীনের অশোভন কথা শুনতে অপছন্দ করা

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, সাফিয়্যাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে এরূপ অর্থাৎ তিনি খাটো। তিনি বললেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের রং পাল্টে যাবে।[২৭০]

অর্থাৎ এ গিবত এতই মারাত্মক যে, তা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় তবে সমুদ্রের গভীরতা, পানির আধিক্য সত্ত্বেও তা সমুদ্রের পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে দিবে, তবে সামান্য এবাদাতের সাথে যদি তা মিলিত হয়, তবে সে আমলের অবস্থা কী হবে?

একে অপর থেকে কিসাস নেয়ার সুযোগ দান

আয়েশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন আয়েশা, হাফসা, সাফিয়্যাহ ও সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না, অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামা ﷺ-সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য

২৬৯. ফাতহুল বারি : ৯/৩২৫।

২৭০. সুনানে আবি দাউদ, হা : ৪৮৭৫, সুনান আত তিরমিযি, হা : ২৫০২।

স্ত্রীগণ। আয়েশা ﵂-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ ভালবাসার কথা সাহাবিগণ জানতেন। তাই তাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া পাঠাতে চাইলে তা বিলম্বিত করতেন। যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂-এর ঘরে অবস্থান করতেন, সেদিন হাদিয়া দাতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আয়েশা ﵂-এর গৃহে তা পাঠিয়ে দিতেন। উম্মু সালামা ﵂-এর দল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। উম্মু সালামা ﵂-কে তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন। তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া পাঠাতে চান, তারা যেন তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন, যে স্ত্রীর ঘরেই তিনি থাকুন না কেন।

উম্মে সালামা ﵂ তাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি তাকে কোনও জবাব দিলেন না। পরে সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে কোন জবাব দেননি। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি তাঁর সঙ্গে আবার কথা বলুন। (আয়েশা) বলেন, যেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-তার (উম্মে সালামার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি আবার তাঁর নিকট কথা তুললেন। সেদিনও তিনি তাঁকে কিছু বললেন না। এরপর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তখন তারা তাকে বললেন, তিনি কোন জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি বলতে থাকুন। তিনি [নবী ﷺ] তাঁর ঘরে গেলে আবার তিনি তাঁর নিকট সে প্রসঙ্গ তুললেন। এবার তিনি তাকে বললেন, আয়েশা ﵂-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখ, আয়েশা ﵂ ব্যতীত আর কোনও স্ত্রীর বস্ত্রতলে থাকা অবস্থায় আমার ওপর অহী নাযিল হয়নি। [আয়েশা ﵂] বললেন, এ কথা শুনে তিনি [উম্মে সালামা ﵂] বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কষ্ট দেয়া হতে আমি আল্লাহর নিকট তওবা করছি।

এরপর সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা ﵂-কে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন

তিনি আমার চাদর গায়ে আমার সাথে শুয়ে ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। ফাতিমা ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তারা আপনার নিকট ইনসাফের আবেদন জানিয়েছেন। আমি চুপ করে রইলাম।

তখন তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা ভালবাসি তুমি কি তাই ভালবাস না? তিনি বললেন অবশ্যই ভালবাসি। তবে একে ভালোবাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথা শুনে ফাতেমা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তিনি যা বলেছেন এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তা তাদেরকে জানালেন। নবী-সহধর্মিণীগণ তাকে বললেন, তুমি আমাদের কোন লাভ করতে পারলে না। তুমি আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আয়েশা ﷺ-এর ব্যাপারে আমি কোন দিন কথা বলতে যাব না। তখন তারা যায়নাব বিনতে জাহাশ ﷺ-কে পাঠালেন। তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সমমর্যাদার অধিকারিণী। যয়নাবের চেয়ে দীনদার, আল্লাহভীরু, সত্যভাষিণী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারিনী, দানশীলা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে ও দান-খয়রাতের জন্য নিজেকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করার ন্যায় কোন নারী আমি দেখিনি। তবে তার মাঝে ক্ষিপ্ততা ছিল আবার দ্রুত ঠাণ্ডাও হয়ে যেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﷺ-এর সাথে চাদরে আবৃত অবস্থায়ই তাকে অনুমতি দিলেন যে অবস্থায় ফাতেমা ﷺ তাঁর নিকট এসেছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তারা আপনার সুবিচার প্রার্থনা করছেন। আয়েশা ﷺ বলেন, তারপর তিনি আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগলেন এবং বড় বড় কতক কথা শুনালেন। আয়েশা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চোখের দিকে দেখছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলার সুযোগ দেন কি না? আমি বুঝতে পারলাম যে, যয়নাবের কথার জবাব দিলে তিনি কিছু মনে করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আয়েশা ﷺ যয়নাব ﷺ-এর কথার উত্তর দিতে

শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাকে নিশ্চুপ করিয়ে দিলেন। আয়েশা ؓ বলেন, আমি যখন তার কথার উত্তর দিতে শুরু করলাম, তখন এমনভাবে তার জবাব দিলাম যে তাকে চুপ করিয়ে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আয়েশা ؓ-এর দিকে তাকিয়ে হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন, এ হচ্ছে আবু বকরের কন্যা।[২৭১]

এতে তার বুদ্ধির পরিপক্কতা, ধীশক্তির পরিপূর্ণতা ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু তিনি সতীনের পক্ষ থেকে সীমা অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এরপর তাকে উচিত জবাব দিলেন।

ইবনে হাজার আসকালানি ؒ বলেন, এ হাদিসে সতিনদের মাঝে পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও স্বামীর ওপর অভিমানের বিষয় বিধৃত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় তারা যখন পরস্পর কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়, তখন স্বামীর জন্য চুপ করে থাকার সুযোগ রয়েছে। একজনের পক্ষ হয়ে অন্যের ওপর চড়াও না হওয়া।[২৭২]



---

২৭১. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৮১, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪২।
২৭২. ফাতহুল বারি : ৫/২০৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

حُلُوْلُ الْمُشْكِلَاتِ فِيْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী গৃহের সমস্যা সমাধান

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত-পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সুখময় উত্তম দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন যা ছিল কুরআনুল কারিমের আয়াত وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ-এর সূক্ষ্ম ও বাস্তব প্রয়োগ।

তারপরও এ মহান গৃহে কিছু সমস্যা সংঘটিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পৃথিবীর কোনও গৃহই সমস্যামুক্ত নয় এমনকি নবীগৃহও এর থেকে আলাদা নয়।

স্বামী হিসেবে রাসূল ﷺ পৃথিবীর সকল স্বামীর জন্য আদর্শ। আদর্শের এ দাবী থেকেও নবীগৃহে এমন কিছু সমস্যা সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ শিক্ষা দিবেন।

প্রত্যেক স্বামীর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবীগৃহে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হওয়া মারাত্মক কোনও বিষয় নয়, কারণ কোনও গৃহই সমস্যামুক্ত নয়। তবে ইনসাফ ও হেকমতের সাথে এ সব সমস্যার সমাধান না হওয়াই আসল সমস্যা। যার ফলে সংসার ভেঙ্গে যায়। তালাকের ঘটনা ঘটে। বিচ্ছেদের পরিবেশ তৈরী হয়।

যেভাবে এ সব সমস্যার সমাধান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে কিছু গোত্র প্রীতিমূলক সমস্যা সংঘটিত হয়েছে। যেমন, ইফকের ঘটনা, খোরপোশ চাওয়ার ঘটনা, মারিয়ার ঘটনা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ওপর তাকে হারাম করে নেওয়া ইত্যাদি।

এ সব ঘটনা থেকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করে আমরা জানার চেষ্টা করবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সব ক্ষেত্রে কী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কিভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করেছেন?

ইফকের ঘটনা

এটা এমন এক কঠিন পরীক্ষা যা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ؓ-এর ওপর আপতিত হয়। এতে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা সপ্ত আকাশের ওপর থেকে তাঁর পবিত্রতা ও চরিত্র নিষ্কলুষ হওয়ার পক্ষে সাফাই পেশ করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ؓ নিজেই এ ঘটনার বিবরণ পেশ করছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যাওয়ার সংকল্প করতেন তখন তিনি তার স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম আসতো তাকেই তিনি তার সাথে সফরে নিতেন।

আয়েশা ؓ বলেন, এক যুদ্ধ-সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ লটারি করলেন এবং এতে আমার নাম আসে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সে যুদ্ধে শরিক হই। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এ যুদ্ধে আমি শরিক হয়েছিলাম। আরোহী অবস্থায় আমাকে ভেতরে রাখা হতো এবং অবতরণের সময়ও হাওদার ভেতর থাকতাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ হতে অব্যাহতির পর ফিরে এসে মদিনার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছার পর এক রাতে তিনি রওয়ানা হবার আদেশ দিলেন। লোকজন যখন রওয়ানা হবার ব্যাপারে ঘোষণা দিল, তখন আমি দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম; এমনকি আমি সৈন্যদেরকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেলাম। এরপর আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আরোহির নিকট এলাম এবং নিজ বক্ষে হাত দিয়ে দেখলাম, আমার

যিফারি পুতির তৈরী হারটি হারিয়ে গিয়েছে। তাই আগের স্থানে ফিরে গিয়ে আমি আমার হারটি সন্ধান করলাম। (এতে আমার দেরি হয়ে গেল) এদিকে হাওদা বহনকারী লোকজন এসে দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে আমার বহনকারী উটের ওপর রেখে দিল। তারা ধারণা করেছিল, আমি হাওদার ভেতরেই আছি।

আয়েশা ﷺ বলেন, তখনকার মহিলারা হালকা-পাতলা গড়নেরই হতো। না বেশি ভারী, না বেশি মোটা। কেননা তারা কম খানা খেত। তাই ওঠানোর সময় হাওদার ওজন তাদের কাছে সাধারণ অবস্থা হতে ব্যতিক্রম মনে হয়নি। অধিকন্তু তখন আমি অল্পবয়সী ছিলাম। পরিশেষে লোকেরা উট দাঁড় করিয়ে পথ চলতে শুরু করে দিল। সৈন্যদের রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমি আমার হার খুঁজে পেলাম। এরপর আমি আগের স্থানে ফিরে এসে দেখলাম তথায় কোন জন-মানুষের শব্দ নেই আর সাড়া দেয়ার মতো কোনও লোকও তথায় নেই। তখন আমি সংকল্প করলাম, আমি যেখানে বসা ছিলাম সেখানেই বসে থাকব এবং আমি ভাবলাম, লোকেরা যখন খুঁজে আমাকে পাবে না তখন নিশ্চয়ই তারা আমার খোঁজে আমার নিকট ফিরে আসবে। আয়েশা ﷺ বলেন, আমি আমার সে স্থানে বসা অবস্থায় ঘুম এলো আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফ্ওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস সুলামি আয যাকওয়ানি নামক এক লোক ছিল। আরামের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের পেছনে শেষ রাত্রে সে আগের জায়গায়ই রয়ে গিয়েছিল। পরে সে রওয়ানা হয়ে প্রত্যুষে আমার স্থানে পৌঁছালো। দূর থেকে সে একটি মানব দেহ দেখতে পেয়ে আমার কাছে এলো এবং আমাকে দেখে সে চিনে ফেলল। কেননা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিল। আমাকে চিনে সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়ল। তার 'ইন্না লিল্লাহ .....' এর শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অকস্মাৎ আমি আমার চাদর দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে নিলাম। আল্লাহর শপথ! সে আমার সাথে কোনও কথা বলেনি এবং 'ইন্না লিল্লাহ .....' পাঠ ব্যতীত আর তার কোনও কথাই আমি শুনিনি। এরপর সে তার উট বসিয়ে নিজ হাত বিছিয়ে দিল। আমি তার উটের ওপর ওঠলাম। আর সে পায়ে হেঁটে আমাকে সহ উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে আমরা সৈন্য দলের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তারা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সওয়ারী থেকে নেমে ভূমিতে অবস্থান করছিল। আয়েশা ﷺ বলেন, আমার (অপবাদের)



সম্পর্কে জড়িত হয়ে কতক লোক নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে আর এ সম্পর্কে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। পরিশেষে আমরা মদিনায় পৌঁছলাম। মদিনায় পৌঁছার পর এক মাস যাবৎ আমি অসুস্থ ছিলাম। এদিকে মদিনার মানুষজন অপবাদ রটনাকারীদের কথা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে লাগল। এ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এ অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরফ থেকে পূর্বের ন্যায় স্নেহ না পাওয়ার ফলে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করে ঢুকে কেবল সালাম করে বলতেন, এই তুমি কেমন আছো? এ আচরণ আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল। আমি সে (মন্দ) বিষয়টি সম্পর্কে জানতাম না। তারপর কিছুটা সুস্থ হবার পর আমি মানাসি প্রান্তরের দিকে বের হলাম। আমার সাথে মিসতাহ্-এর আম্মাও ছিল।

তখন মিসতাহ-এর মা স্বীয় চাদরে পেঁচিয়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর সে বলে ওঠে, মিসতাহ ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, তুমি অন্যায় কথা বলেছো। তুমি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোককে খারাপ বলছ? সে বলল, হে অবলা নারী! মিসতাহ্ কি বলেছে, তুমি কি শোননি? আমি বললাম, সে কি বলেছে? "আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তারপর সে অপবাদ রটনাকারীরা যা বলেছে, সে সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিল। এতে আমার অসুস্থতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। আমি যখন ঘরে ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, এই তুমি কেমন আছো? তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তখন আমি আমার বাবা-মায়ের ঘরে গিয়ে এ বিষয়টির খোঁজ করার সংকল্প করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার মাতা-পিতার নিকট চলে এলাম। মাকে বললাম, আম্মাজান! লোকেরা কী বলছে? তিনি বললেন, মা! এদিকে কান দিয়ো না এবং একে মন্দও মনে করো না। আল্লাহর শপথ! কারো যদি কোনও সুন্দরী সহধর্মিণী থাকে ও সে তাকে খুব ভালবাসে আর ওই মহিলার কোনো সতিনও থাকে তবে সতিনরা তার দোষ-চর্চা করবে না—এমন খুব কমই হয়। আয়েশা رضي الله عنها

বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা এ কথা রটাতে শুরু করেছে? এরপর কেঁদে কেঁদে আমি সারা রাত কাটালাম। এমনকি সকালেও অশ্রু বন্ধ হলো না। আমি ঘুমোতে পারিনি। প্রভাতে আমি কাঁদছিলাম। এদিকে আমাকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী رضي الله عنه এবং উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه-কে ডাকলেন। তখন ওহী অবতরণ স্থগিত ছিল। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের সতীত্ব এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভালবাসার ক্ষেত্রে যা জানতেন সে দিকেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইশারা করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আয়েশা আপনার সহধর্মিণী, ভাল ছাড়া তার সম্পর্কে কোনও কথাই আমাদের জানা নেই। আর আলী رضي الله عنه বললেন, আল্লাহ তো আপনার ওপর কোনও সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। আয়েশা رضي الله عنها ব্যতীতও অনেক স্ত্রীলোক রয়েছে। আপনি যদি দাসী (বারিরা)-কে প্রশ্ন করেন তবে সে সত্য বলে দিবে। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারিরা رضي الله عنها-কে ডেকে বললেন, হে বারিরা! সন্দেহমূলক কোনও কর্মে আয়েশাকে তুমি কখনো দেখেছ কি? বারিরা رضي الله عنها তাকে বললেন, ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমি যদি তার মাঝে কোনও কিছু দেখতাম তবে নিশ্চয়ই এর ত্রুটি আমি উল্লেখ করতাম। তবে সে একজন অল্প বয়সী কন্যা। পরিবারের জন্যে আটার খামির রেখেই সে ঘুমিয়ে থাকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। এ ত্রুটি ছাড়া অন্য কোনও ত্রুটি আয়েশার মাঝে আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল হতে প্রতিশোধ আশা করলেন। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারের ব্যাপারে যে লোকের পক্ষ হতে কষ্টদায়ক বাক্যের খবর আমার নিকট পৌঁছেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার মতো কোনও লোক এখানে আছে কি? আমি তো আমার স্ত্রীর ব্যাপারে উত্তম ছাড়া অন্য কোনও কথা জানি না এবং যে লোকের ব্যাপারে তারা অপবাদ রটনা করছে তাকেও আমি সৎলোক বলে জানি। সে তো আমাকে ছাড়া আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করতো না।



এ কথা শুনে সাদ ইবনে মুআয আল-আনসারি رضي الله عنه দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার তরফ হতে প্রতিশোধ নিবো। অপবাদ রটনাকারী লোক যদি আওস গোত্রের হয় তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আর যদি সে আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের হয় তবে আপনি আমাদেরকে আদেশ দিন। আমরা আপনার আদেশ পালন করব।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তখন খাযরাজ সর্দার সাদ ইবনে উবাদাহ্ رضي الله عنه দাঁড়ালেন। তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন। তবে তখন বংশীয় আত্মমর্যাদা তাকে মূর্খ বানিয়ে ফেলেছিল। তাই তিনি সাদ ইবনে মুআযকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহর শপথ! তুমি তাকে হত্যা করতে না। তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষমও হতে না। এ কথা শুনে সা'দ ইবনে মুআয رضي الله عنه-এর চাচাতো ভাই উসায়দ ইবনে হুযায়র رضي الله عنه দাঁড়িয়ে সা'দ ইবনে উবাদাহ্ رضي الله عنه-কে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তাকে হত্যা করব। নিশ্চয়ই তুমি মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছো। এ সময় আওস ও খাযরাজ দু'গোত্রের লোকেরা একে অপরের ওপর উত্তেজিত হয়ে ওঠল। এমনকি তারা যুদ্ধের ইচ্ছা করে বসলো। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও তাদের সম্মুখে মিম্বারে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে থামিয়ে শান্ত করলেন। তারা নীরব থাকলো এবং তিনি নিজেও আর কোন কথা বললেন না। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, সেদিন আমি সারাক্ষণ কান্নাকাটি করলাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিল। রাত্রে একটুও আমার ঘুম আসলো না। এরপর পরবর্তী রাতেও আমি কেঁদে কাটালাম। এ রাতেও অঝোর ধারায় আমার অশ্রুপাত হলো এবং একটুকুও নিদ্রা যেতে পারলাম না। এ দেখে আমার আব্বা-আম্মা মনে করছিলেন যে, কান্নায় আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমি কাঁদতে ছিলাম, আমার আব্বা-আম্মা আমার নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসার মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসে কাঁদতে লাগল। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমাদের যখন এ অবস্থা এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। এরপর

আমার পাশে বসলেন। আয়েশা ﵂ বলেন, অথচ আমার সম্বন্ধে যা বলাবলি হচ্ছে তারপর থেকে তিনি কখনো আমার কাছে বসেননি। এমনিভাবে একমাস অতিক্রান্ত হলো। আমার সম্পর্কে তার কাছে কোন ওহী আসলো না।

আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দিলেন। এরপর বললেন, যা হোক আয়েশা! তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এমন এমন খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি এ বিষয়ে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হও, তবে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার বিষয়ে ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ হয়েই থাকে তবে তুমি আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করো। কেননা বান্দা পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করেন।

আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার কথা সমাপ্ত করলেন, তখন আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি তারপর আর এক ফোঁটা অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। তারপর আমি আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বললেন, আমার তরফ হতে তার উত্তর দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি উত্তর দিব, আমার তা অজানা। এরপর আমি আমার মাকে বললাম, আমার তরফ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উত্তর দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি উত্তর দিব, আমি তা জানি না। আমি বললাম, তখন আমি ছিলাম কম বয়সী কিশোরী। কুরআন মাজিদও অধিক পাঠ করতে পারতাম না। এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি জানি, আপনারা এ অপবাদের কথা শুনেছেন, আপনাদের মনে তা গেঁথেও গেছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। কাজেই এখন যদি আমি বলি, আমি নিষ্কলুষ তবে এ বিষয়ে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি মেনে নিই, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! আমার ও আপনাদের জন্য (নবী) ইউসুফ ﵇-এর পিতার কথার দৃষ্টান্ত ছাড়া ভিন্ন কোনও দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিতে পড়ে না।

তিনি বলেছিলেন—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

'কাজেই পরিপূর্ণ ধৈর্যই উত্তম, তোমরা যা বলছো সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল।'

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তো ওই সময়েও জানেন যে, নিশ্চয়ই আমি নিষ্পাপ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা উন্মোচন করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মনে করিনি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার এ ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ করবেন, যা পড়া হবে। কেননা আমার ব্যাপারে পড়ার মতো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনও আয়াত অবতীর্ণ করা হবে, আমার অবস্থা তার চেয়ে বেশি নিম্নমানের বলে আমি মনে করতাম। তবে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে, স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোনও বিষয় দেখবেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিবেন। আয়েশা সিদ্দিকা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো তাঁর জায়গা ছেড়ে যাননি এবং গৃহের লোকও কেউ বাইরে যায়নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ওপর ওহী অবতীর্ণ করেন। ওহী অবতীর্ণের প্রাক্কালে নবী ﷺ-এর ওপর যে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা দেখা দিত তার অনুরূপ অবস্থা দেখা দিলো। এমনকি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণীর ওজনের কারণে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের দিনেও তাঁর শরীর হতে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়তো। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা চলে গেলে তিনি হাসতে লাগলেন এবং প্রথমে যে কথাটি বললেন তা হলো, আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো না এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রশংসা করবো না। তিনিই আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতার ব্যাপারে দশটি আয়াত (সূরা আন্ নূর ২৪ : ১১-২১) অবতীর্ণ করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ.

'যারা নির্জলা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, একে তোমরা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" .... ।[২৭৩]

ইফকের এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীর সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে আদর্শিক অনেকগুলো দিক রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল—

ক. ধীরস্থিরতার পন্থা অবলম্বন

মুনাফিকরা আয়েশা ﵂-কে নিয়ে যে গুজব ও সমালোচনার ঝড় তুলেছিল সে ক্ষেত্রে কোনও হুকুম ও সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিষয়টির তদন্ত ও সত্যা-সত্য যাচাইয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরস্থিরতার পন্থা অবলম্বন করলেন। কোনওরূপ তাড়াহুড়ো করলেন না। যাতে এ ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তটি ন্যায়ানুগ হয়।

ইফকের এ ঘটনায় পূর্ণ একটি মাস অতিবাহিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে আয়েশা ﵂-কে আগে বেড়ে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং স্থিরতা ও তদন্তের পথ অবলম্বন করলেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখলেন।

খ. আচরণে পরিবর্তন আনয়ন

এ ঘটনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সাথে আচরণগত কিছু পার্থক্য গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে বসা, তার অন্তরঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাকলেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ

২৭৩. সহিহ মুসলিম : হা : ৬৯১৩, সহিহ বুখারী : হা : ২৬৬১।

ﷺ-এর কাছ থেকে পূর্বের মত আদর-সোহাগ, প্রেম-ভালবাসা দেখতে পেলেন না যা সাধারণত অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেতেন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমার অসুস্থতার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান করে তুলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে সেই আদর-সোহাগ অনুভব করছিলাম না, যা সাধারণত আমার অসুস্থতার সময় অনুভব করতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ অবস্থানটি ঘটনার সাথে তার বিজ্ঞচিত আচরণের প্রমাণ বহন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দেননি। কারণ দূরে সরিয়ে দেয়া অবাধ্যতা ও নাফরমানির সাজা হিসেবে গণ্য। পক্ষান্তরে তাঁর ব্যাপারে এখনও কোন অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি যার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যায়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অবস্থার খোঁজ খবর নিতেন, 'কেমন আছ' বলে তার হালপুরসি করতেন।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে এ অপবাদ রটনার আগে যে ধরণের আচরণ করতেন তা থেকে বিরত থাকলেন। তাকে এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য যে কিছু একটা ঘটেছে। বাস্তবতা উদঘাটনের জন্য যা তদন্তের দাবী রাখে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, এতে অনেকগুলো ফায়দা রয়েছেঃ স্ত্রীর সাথে সোহাগপূর্ণ আচরণ করা, তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। পক্ষান্তরে যদি এমন কোন ঘটনা রটে যা আচরণগত তারতম্যের দাবী করে, সেক্ষেত্রে আচরণগত তারতম্য করা যদিও বাস্তব ঘটনা প্রমাণিত না হয়। আচরণগত এ তারতম্যের মধ্যে যে উপকারিতা রয়েছে তা হল, স্ত্রী আচরণগত এ পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝতে পারে। এতে হয়ত ওযর পেশ করবে অথবা দোষ স্বীকার করে নিবে।[২৭৪]

---

২৭৪. ফাতহুল বারি : ২/৪৭৯।

ইমাম নববী ﵀ বলেন, জেনে রেখো! ইফকের হাদিসে অনেক ফায়দা রয়েছে। (এর মধ্যে একটি ফায়দা হল) যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে, স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু শুনতে পায়, অথবা এ জাতীয় কিছু ঘটে, তখন স্নেহ-ভালবাসায় কমতি আনা যাতে সে বুঝতে পারে কোন ঘটনার কারণে এ পরিবর্তন এসেছে। ফলে সে -এর কারণ জানতে চাইবে এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে তার সমাধান করা হবে।[২৭৫]

গ. **ভিন্ন মত ও পরামর্শ একত্রিত করা :**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অপবাদকে ঘিরে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলেন। পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে আয়েশা ﵂-এর চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর থেকে কখনও কোনও কিছু প্রদর্শিত হয়েছে কি-না? তা জানার চেষ্টা করলেন। আর তাই উসামা ইবনে যায়েদ, আলী ইবনে আবি তালিব এবং তার খাদেমা বারিরা ও যয়নব ﵃-কে জিজ্ঞেস করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চারজনের সাথে পরামর্শ করা অহেতুক কোন বিষয় ছিল না। কারণ, আলী ﵁ ছিলেন পরিবারের মধ্য থেকে তার নিকটের। উসামা ইবনে যায়দ ﵁ ছিলেন নবী পরিবারের নৈকট্যশীল ও আভ্যন্তরীন বিষয়ে অবগতদের অন্যতম।

ইবনে হাজার আসকালানি ﵀ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে আলী ﵁ ও উসামা ﵁-এর সাথে পরামর্শ করার কারণ হল, আলী ﵁ ছিলেন তাঁর কাছে পুত্র তুল্য। কারণ তিনি তো তাকে ছোটকাল থেকে লালন-পালন করে আসছেন, পরিণত বয়সে তিনি আর তাঁকে ছেড়ে যান নি। বরং তাঁর সাথে তার সম্পর্ক ফাতেমা ﵂-এর বিবাহের মাধ্যমে আরো প্রগাঢ় হয়েছে। আর এ কারণে, যেহেতু তিনি অন্যদের তুলনায় নবী পরিবার সম্পর্কে বেশি জানতেন, তাই তাঁর সাথে পরামর্শ করাই যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও মুসলমানদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু

২৭৫. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১৭/১১৭।

বকর ﵁, ওমর রা এর মত যে সকল বড় বড় সাহাবির সাথে পরামর্শ করতেন আলী ﵁ ছিলেন তাদের অন্যতম।

আর উসামা ইবনে যায়দ ﵁ ছিলেন আলী ﵁-এর মতই। দীর্ঘ সময় নবী-পরিবারের মাঝেই কাটিয়েছেন। নবী-পরিবারের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাকে "হিব্বু রাসূলিল্লাহ" 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয়জন' বলে সম্বোধন করতেন। তার পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে তাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করে নেয়ার অন্যতম কারণ হলো তিনি ছিলেন আলী ﵁-এর মতই যুবক। যদিও আলী ﵁ তার থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কারণ, যৌবন বয়সে মেধা ও ধীশক্তি যতটুকু পরিচ্ছন্ন থাকে অন্য সময় তা থাকে না। এছাড়া আরেকটি কারণ এও ছিল, তিনি অনেক বয়োজ্যেষ্ঠদের তুলনায় সাহসিকতার সাথে উত্তর দিতেন। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠরা অধিকাংশ সময় পরিণামের হিসেব করে উত্তর দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সামনে যা প্রতিভাত হয় -এর অনেকটাই প্রশ্নকর্তার দিকে কিংবা যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার দিকে খেয়াল করে পাশ কেটে উত্তর দেন।[২৭৬]

- **পরামর্শের জন্য দু'জনকে নির্বাচন**

প্রথমজন : নবী পরিবারের ভিতর থেকেই। তিনি হলেন একদিকে তাঁর স্ত্রী, অপর দিকে তাঁর ফুফাতো বোন।

দ্বিতীয়জন : সেবিকা বা দাসী। তাকে নির্বাচন করার কারণ হলো সেবিকা হওয়ার কারণে সেও অন্যদের তুলনায় নিকটে থাকে এবং অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবগত থাকে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, এ নির্বাচন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রজ্ঞারই প্রমাণ বহন করে। ইয্যত ও সম্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন ঘটনার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

---

২৭৬. ফাতহুল বারি : ৮/৪৬৯।

এ গোপন ও সুস্থির অনুসন্ধানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফলাফলের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আর তাই মিম্বারে আরোহন করে স্পষ্ট বলে দিলেন এ অপবাদ রটনার পিছনে যে কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে, সে হলো মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারের ব্যাপারে যে লোকের পক্ষ হতে কষ্টদায়ক বাক্যের খবর আমার নিকট পৌঁছেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার মতো কোন লোক এখানে আছে কি? আমি তো আমার স্ত্রীর ব্যাপারে উত্তম ছাড়া অন্য কোন কথা জানি না এবং যে লোকের ব্যাপারে তারা অপবাদ রটনা করছে তাকেও আমি সৎলোক বলে জানি। সে তো আমাকে ছাড়া আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করতো না।

فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا মিম্বার থেকে জনগণের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত এ বাক্যটি তাঁর স্ত্রীর পক্ষে দুশমনের অপপ্রচারের জওয়াবে যথেষ্ট।

আয়েশা رضي الله عنها-এর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহির অপেক্ষা করছিলেন। যাতে তার সিদ্ধান্তটি অকাট্য হয়।

অপর দিকে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের মধ্যেও হিকমত নিহিত। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার মধ্য দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদিকে এ শিক্ষা দিতে চাইলেন, বিচ্ছেদ ও ভাংগনের হাত থেকে মুসলিম পরিবারকে রক্ষায় এ জাতীয় স্পর্শকাতর ঘটনায় তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

ঘ. আয়েশা رضي الله عنها-এর সাথে সরাসরি কথা বলার পথ অবলম্বন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি নিয়ে আয়েশা رضي الله عنها-এর সাথে স্পষ্ট ও খোলামেলা আলোচনা করলেন। যাতে এ অনাহুত সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছা যায়। যাতে বাস্তব ঘটনা বেরিয়ে আসে। অন্তরের ওপর চেপে থাকা বোঝা হালকা হয়।

তাই আয়েশা رضي الله عنها-কে সম্বোধন করে নসিহতের ভঙ্গিতে বললেন, যা হোক হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এমন এমন খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি এ বিষয়ে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হও, তবে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার বিষয় ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ হয়েই থাকে তবে তুমি আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ করো। কেননা বান্দা পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

ঙ. আয়েশা رضي الله عنها-এর অভিমান ঃ রাসূলের বরদাশত

আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আয়েশা رضي الله عنها-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হল। এরপর অভিমানবশত আয়েশা رضي الله عنها যেসব আচরণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বরদাশত করেছেন। যেমন আয়েশা رضي الله عنها নিজেই বলেন, 'আমার মা আমাকে বললেন, যাও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো না এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রশংসা করবো না।'

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, ইফকের ঘটনায় আয়েশা رضي الله عنها-এর 'বারাআহ' (দায়মুক্তি) কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হওয়া তার নির্দোষ হওয়ার একটি অকাট্য সনদ। সুতরাং কেউ যদি এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করে তবে সে সর্বসম্মত মতে মুরতাদ ও কাফের গণ্য হবে।[২৭৭]

নবীগৃহে সমস্যা ও সংকট ঃ খোরপোশ বৃদ্ধির আবেদন

স্ত্রীদের পক্ষ থেকে খোরপোশ বৃদ্ধির দাবীর প্রেক্ষিতে নবী-গৃহাভ্যন্তরে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছে তার মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ কেমন ছিল এ ঘটনা আমাদেরকে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেয়।

---

২৭৭. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১৭/১১৭।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﷺ এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আবু বকর ﷺ-কে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর ওমর ﷺ এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। তিনি নবী ﷺ-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন আর তখন তাঁর চারদিকে তাঁর সহধর্মিনীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি [বর্ণানাকারী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ] বলেন, ওমর ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আমি নবী ﷺ-এর নিকটে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি খারিজা-এর কন্যাকে [ওমর ﷺ-এর স্ত্রী] আমার কাছে খোরপোশ তলব করতে দেখতেন তাহলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তার স্কন্ধে আঘাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চারদিকে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোশ দাবী করছে। অমনি আবু বকর ﷺ আয়েশা ﷺ-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে আঘাত করলেন। ওমর ﷺ-ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফ্সা ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা নবী ﷺ-এর নিকট এমন জিনিস দাবী করছ যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা (নবী ﷺ-এর সহধর্মিনীগণ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি তাঁদের (তাঁর সহধর্মিনীগণের) থেকে একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন। এরপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হল-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

"হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়না আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

(সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৮-২৯)।

তিনি [জাবির ﷺ] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﷺ-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ) শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোন প্রয়োজন নেই)। না, বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার সকাশে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি সে সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিনীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, তাঁদের যে কেউ সে বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাঁকে তা বলে দিব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারীরূপে নয় বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[২৭৮]

এ ঘটনায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোরপোশ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ কেমন ছিল তার বিবরণ রয়েছে। ঘটনার প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব ছিলেন। তাদেরকে কোন উত্তর দেন নি। যেমনটি জাবের বলেছেন, **তিনি নবী ﷺ-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন আর তখন তাঁর চারদিকে তাঁর সহধর্মিনীগণ উপবিষ্টা ছিলেন।**

২৭৮. সহিহ মুসলিম : হা : ১৪৭৮

এটিই হলো প্রথম পদক্ষেপ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কল্পে গ্রহণ করেছিলেন। এটি হলো বিষয়টিকে এড়িয়ে চলার পদ্ধতি। কারণ দাম্পত্য জীবনের এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো মূলত কথা কাটাকাটি দিয়ে সমাধান হয় না। এ ক্ষেত্রে তার সাথে ঝগড়া করেও কোন ফায়দা হয় না। বরং এ ঝগড়া স্ত্রীর বিশ্বাসকে আরো পোক্ত করে দেয়।

এ সমস্যার সমাধান কল্পে দ্বিতীয় যে পদক্ষেপটি রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করেছেন তা হলো, এখতিয়ার দেয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের এখতিয়ার দিলেন, তারা চাইলে বর্তমানে যে অবস্থার ওপর আছেন সে অবস্থাকে মেনে নিয়ে তাঁর সাথে থাকতে পারেন, চাইলে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন। এটি শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভূক্ত। শরিয়ত স্বামীকে এ অধিকার দিয়েছে, যদি স্ত্রীর এমন কোন দাবী থাকে যা পুরণে সে অক্ষম এমন ক্ষেত্রে স্ত্রীকে এখতিয়ার দেয়া যে, সে চাইলে তার সাথে থাকতে পারে চাইলে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

পার্থিব বিষয়ে সৃষ্ট ওই সমস্যার সমাধান কল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখতিয়ার প্রদানের যে শৈলী গ্রহণ করলেন, তা দাম্পত্য জীবনে পরামর্শের যে বিধান রয়েছে তারই একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করলেন, বরং ধীরস্থিরতা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنِّي ذاكر لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حتى تستأمِري أبويك.

"আমি তোমার সাথে একটি বিষয়ে আলোচনা করব, তবে এ ক্ষেত্রে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন নেই।"

অথচ অনেক স্বামী এমন রয়েছে যারা কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাকের ধমক দেয়। স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হলেই তাকে বলে, আমি তোমাকে তালাক দিব। তোমাকে তালাক দিব। তার সাথে কোন বিষয়ে কমতি হলেই বলে, তোমাকে তালাক দিব। ঘর থেকে বের হলেই তুমি তালাক। রিসিভার উঠালেই তুমি তালাক। অমুকের সাথে যদি কথা বল, তবে তুমি তালাক।

এ ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে প্রহার করা কিংবা তাদেরকে অপমান করার পথ অবলম্বন করেন নি; বরং তিনি একটি অনুগ্রহপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

আবু বকর ﵁ ও ওমর ﵁ যখন আয়েশা ﵂ ও হাফসা ﵂-কে প্রহার করার জন্য এগিয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদেরকে নিষেধ করলেন। কারণ প্রহারের মাধ্যমে সবসময় সমস্যার সমাধান হয় না। বরং অধিকাংশ সময় আলোচনা ও বুঝানোর মাধ্যমে সমাধান হয়ে থাকে।

স্ত্রীদেরও নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

অনেক সময় নারীরা ধনী, স্বচ্ছল ও বিলাসিতায় অভ্যস্থ পরিবার থেকে অস্বচ্ছল, আয়হীন ছাত্র, অথবা স্বল্প আয়ের স্বামীর গৃহে আসে, এ ক্ষেত্রে স্ত্রীদের উচিত এ পার্থক্য অনুধাবন করা। এটি আল্লাহ তায়ালারই নির্ধারণ। এতে মানুষের কোন হাত নেই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا.

আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে।

পিতার ঘরে সে হয়ত বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল, তার পিতা হয়তো তার জন্য প্রতিদিন মার্কেটিং করত, তিনি হয়তো অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন, এ কথার অর্থ এটা নয় যে সে এখন তার স্বামীকে এর জন্য ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

অধিক পরিমাণে খোরপোশ দাবী করা, বেশি বেশি নিজের চাহিদা পেশ করা স্বামীর জন্য খুবই কষ্টদায়ক বিষয়। বিশেষ করে স্বামী যদি অস্বচ্ছল হয়। স্ত্রীর এ জাতীয় আবদার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল ঈমানের অধিকারী স্বামীদেরকে হারাম মাল অর্জনের দিকে ঠেলে দেয়। এতে করে সে সুদ-ঘুষ-চুরির মত জঘন্য কাজে জড়িয়ে যেমন নিজেকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয় তেমনি তার

পরিবারকেও ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। এর কারণে অনেককে কর্মহীনতার স্বীকার হতে হয় কিংবা জেলখানায় যেতে হয়। এতে সে দীন-দুনিয়া সবই হারায়।

অপরদিকে স্বামীর জন্যও অপরিহার্য হলো স্ত্রীর অবস্থার মূল্যায়ন করা, এটা উপলব্ধি করা যে, সে তার পিতৃগৃহে স্বাচ্ছ্যন্দ্য জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। সুতরাং তার জন্য উচিত সামর্থ্যের মধ্য থেকে স্ত্রীর বৈধ চাহিদা পূরণ করা, তার দাবী পূরণে সচেষ্ট থাকা।

নবীজির বিরুদ্ধে কোনও কোনও স্ত্রীর কৌশল অবলম্বনে ঐকমত্য

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্ট দ্রব্য (হালুয়া) ও মধু পছন্দ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল- আসরের নামায আদায়ের পরে স্ত্রীদের ঘরে ঘরে এক চক্কর গিয়ে আসতেন এবং তাদের সান্নিধ্য-সন্নিকটে গমন করতেন।

নবী ﷺ যয়নব বিনতে জাহ্শের নিকট মধু পান করতেন এবং তার কাছে কিছু (বেশি সময় অবস্থান) করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই নবী ﷺ প্রবেশ করবেন, সেই যেন বলি, আমি আপনার নিকট হতে মাগাফির-এর গন্ধ পাচ্ছি। এরপর তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাকে সেরূপ বললেন। তিনি বললেন, আমি তো যয়নব বিনতে জাহ্শের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনরায় এ কাজ করব না। আমি কসম করেছি। এটা আর কাউকে বলো না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (٣) إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ

بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ (٤) عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا.

'হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, এরপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন, কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তার পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযি, তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।'[২৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ খোরপোশের দাবী ও মধুর ঘটনার পর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকার পথ অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস তাঁর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকেন।

ইবনে হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, হতে পারে এ সব ঘটনা স্ত্রীদের থেকে তাঁর দূরে থাকার কারণ হতে পারে। এটি ছিল তাঁর মহানুভব চরিত্রের, তার প্রশস্ত হৃদয়ের সাথে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে দূরে থাকার এ ঘটনা কেবল তখনই ঘটেছে যখন তার স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এর কারণটি বারবার সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তার প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

---

২৭৯. সহিহ বুখারী : হা : ৫২৬৭।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমিরুল মুমিনিন! নবী ﷺ এর সহধর্মিনীদের মধ্যে দু'সহধর্মিণী কারা ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا যদি তোমরা দু'জনে তওবা কর (তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা, তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের ব্যাপার যে তুমি জান না! তারা দু'জন হলেন আয়েশা ও হাফসা رضي الله عنهما। এরপর ওমর رضي الله عنه পুরো ঘটনা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, আমরা কুরাইশ বংশের লোকেরা (জাহিলি যুগে) আমাদের স্ত্রীদের ওপর প্রভুত্ব করে চলতাম। যখন আমরা মদিনায় এলাম তখন এমন লোকদের দেখতে পেলাম যাদের ওপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করছিল। এমনি পরিবেশে আমাদের নারীরা তাদের (মদিনাবাসীদের) নারীদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, সে সময় মদিনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনু উমাইয়্যাহ ইবনে যায়েদের বংশধরদের মধ্যে আমার বসত বাড়ি ছিল। এরপর একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করতে লাগল। আমি আমার সঙ্গে তার প্রত্যুত্তর করাকে খুবই অপ্রিয় মনে করলাম। সে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথার প্রত্যুত্তর করাকে অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে কথার প্রত্যুত্তর করে থাকে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তখন আমি রওয়ানা করে (আমার মেয়ে) হাফ্সার কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে প্রত্যুত্তর কর? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের যে কেউ এরূপ আচরণ করে সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কি কেউ বিপদমুক্ত ও নিরাপদ হতে পারে যদি আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্রোধের কারণে ক্ষুব্ধ হন। এরূপ হলে তো তার ধ্বংস অনিবার্য। তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কথার প্রত্যুত্তরে লিপ্ত হয়ো না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু দাবী করবে না, তোমার মনে যা

চায় তা আমার কাছে চাইবে। তোমার সতিন তোমার চাইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী। সে যেন তোমাকে ধোঁকায় পতিত না করে ফেলে। এর দ্বারা তিনি [ওমর ﷺ] আয়েশা ﷺ-কে বুঝাতে চাইছেন। তিনি বলেন, আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুই বন্ধু পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (তাঁর মজলিসে) যেতাম। একদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন, অপরদিন আমি উপস্থিত হতাম। এভাবে তিনি আমাকে ওহি ইত্যাদির খবর দিতেন, আমিও অনুরূপ খবর তাকে পৌঁছাতাম। সে সময় আমরা বেশ করে আলোচনা করছিলাম যে, গাস্সানী বাদশাহ নাকি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার ক্ষুরে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং ইশার সময় (রাত্রিকালে) আমার কাছে (ফিরে) এলেন। তিনি এসে আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়লেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাঁর কাছে ছুটে এলাম। তিনি বললেন, একটি বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি বললাম, সে কী? গাস্সানিরা তাহলে এসে গেছে নাকি? তিনি বললেন, না, তারা আসেনি বরং ব্যাপার তার চাইতেও সাংঘাতিক ও দীর্ঘতর।

নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিনীদের তালাক দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্সা হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি পূর্ব থেকেই ধারণা পোষণ করে আসছিলাম যে, এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এরপর আমি ফজরের নামায আদায় করে প্রয়োজনীয় পোষাক পরিধান করলাম। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি হাফসার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন সে কাঁদছিল। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন। সে (শ্বাসরুদ্ধ করে) বলল, আমি জানি না। তবে তিনি তাঁর ঐ মাসরুবায় নির্জনবাস করছেন। আমি তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ খাদিমের কাছে বললাম ওমরের (প্রবেশের) জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। এরপর সে ভিতরে প্রবেশ করল এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল। এরপর সে বলল, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) কাছে আপনার কথা উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব আছেন (কিছুই বলছেন না)। এরপর আমি চলে এলাম এবং মিম্বারের কাছে এসে বসে পড়লাম। তখন আমি দেখতে পেলাম সেখানে একদল লোক বসা

আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি খানিকটা বসলাম। এরপর আমার মনের প্রবল আকাংখা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। তখন আমি সেই কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির কাছে চলে এলাম এবং তাকে বললাম, ওমরের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। সে ভেতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, আমি আপনার বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব আছেন। আমি যখন পিছনে ফিরে চললাম অমনি সে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আপনি প্রবেশ করুন; তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি খেজুর পাতার তৈরি একটি চাটাই এর ওপর আরাম করছেন যা তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার সহধর্মিনীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি তাঁর মাথা উঁচিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহ আকবার। আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন, আমরা যখন মাদিনায় এলাম তখন দেখতে পেলাম, এখানকার পুরুষ লোকদের ওপর তাদের স্ত্রীরা প্রভুত্ব বিস্তার করে আসছে। এতে তাদের দেখাদেখি আমাদের স্ত্রীরাও তাদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলাম। অমনি সে আমার কথার প্রত্যুত্তর শুরু করে দিল। আমি তার প্রত্যুত্তর করাকে খুবই খারাপ মনে করলাম। সে বলে ফেলল, আপনার সঙ্গে প্রত্যুত্তর করাকে আপনি এত খারাপ মনে করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকে, এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

আমি বললাম, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আচরন করলে সে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হওয়ার কারণে যদি আল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়ে যান তাহলে তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বলে দিয়েছি যে, তোমার সতীন সৌন্দর্যে তোমার তুলনায় অগ্রগামিনী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার চাইতে অধিকতর আদরিনী-তা যেন তোমাকে ধোঁকার জালে আবদ্ধ

করতে না পারে। এতে আবার তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতে পার। এরপর আমি বললাম এবং মাথা উঠিয়ে তাঁর কোঠার (এদিক ওদিক) তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেখানে তিনখানি চামড়া ব্যতীত নয়ন জুড়ানো তেমন কিছু দেখতে পাইনি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন।

পারসিক ও রোমকদের তো বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে অথচ তারা আল্লাহর ইবাদাত (আনুগত্য) করে না। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহের জালে আচ্ছন্ন আছো। আসলে তারা তো এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পার্থিব জীবনে ক্ষণিকের তরে সুখ সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণের আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে কসম করেছিলেন যে, দীর্ঘ একমাস তাদের সঙ্গে একত্রে অতিবাহিত করবেন না। শেষাবধি আল্লাহ তাঁকে এ আচরণের জন্য সতর্ক করেন।[২৮০]

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে ইলা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তখন তিনি উপরের কামরায় (মাসরুবা) ঊনত্রিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি নেমে আসলে সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এক মাসের জন্য ইলা করেছিলেন। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।[২৮১]

"ইলা" এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববি رحمه الله বলেন, 'ইলা' এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করলেন একমাস স্ত্রীদের কাছে যাবেন না।

ইলা ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষাগত ইলা নয়। এর জন্য সে বিধানও প্রযোজ্য নয়।

আভিধানিক অর্থে ইলা হলো কোন বিষয়ে শপথ করা। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় ইলা হলো স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করা।[২৮২]

---

২৮০. সহিহ মুসলিম : হা : ৩৫৮৭।

২৮১. সহিহ বুখারী : হা : ১৯১১।

২৮২. শরহুন নববি আলা সহীহি মুসলিম : ১০/৮৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকার এ ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে একটি হল, স্ত্রীর থেকে দূরে থাকা দাম্পত্য জীবনের সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করলেন। স্ত্রীদের ওপর প্রচণ্ড রাগের কারণে তিনি কসম করলেন যে, একমাস তাদের গৃহে প্রবেশ করবেন না। স্ত্রী থেকে দূরে অবস্থান করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি মানসিক শাস্তি। এটি স্ত্রীর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি। এ পরিত্যাগ হতে পারে শয্যা আলাদা করে দেয়ার মাধ্যমে, এটি সবচে' কঠিন। অথবা বাড়ির বাইরে অবস্থান করার মাধ্যমে। স্ত্রীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের বাইরে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

হাদিসের শিক্ষা

১. জামাতার অনুমতি ছাড়া কন্যার গৃহে পিতার প্রবেশ বৈধ হওয়া। তাদের অবস্থার খোঁজখবর নেয়া, বিশেষ করে তাদের ঘরোয়া বিষয়ে।
২. কন্যার সংশোধন ও তার স্বামীর কল্যাণ কামনায় তাকে কথার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া।
৩. স্ত্রীদের প্রতি সহনশীল হওয়া। তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে চলা। স্বামীর হকের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি সংঘটিত হয় তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তবে আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা গ্রহণযোগ্য নয়।
৪. স্ত্রীর ওপর কঠোরতা নিন্দনীয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, আপন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ গ্রহণ করেন নি।
৫. অন্যের গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা, যদিও সে একা হয়। কারণ হতে পারে সে এমন অবস্থায় রয়েছে যা অন্য কেউ জানুক সেটা সে চায় না।
৬. নিজ সাথীকে যদি পেরেশান দেখতে পায় তবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো তার সাথে এমন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাতে তার পেরেশানি ও উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। তার দিল খোশ হয়। ওমর رضي الله عنه-এর বক্তব্য- لأَقُوْلَن شَيْئًا يُضْحِكُ النَّبِيَّ আমি অবশ্যই এমন কথা বলবো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাঁসিয়ে দিবে" থেকে এর প্রমাণ পেতে পারি।[২৮৩]

---

২৮৩. ফাতহুল বারি : ৯/২৯১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَبْنَائِه وَبَنَاتِه

পুত্র-কন্যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের চাইতে নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয় ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সাথে সকলের চেয়ে অধিক সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমনটি তার পুত্র-কন্যাদের সাথে আচরণের মধ্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাদের প্রতি যে পরিমাণ খেয়াল রাখতেন, যে সুন্দর প্রতিপালন করতেন তা থেকে বিষয়টি একদম পরিষ্কার।

তিন পুত্র ও চার কন্যা সন্তান

পুত্রগণ : কাসেম, আবদুল্লাহ ও ইবরাহিম

বিশুদ্ধ মতানুসারে তাহের ও তাইয়্যিব হল আবদুল্লাহর দু'টি উপাধি।[২৮৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

কাসেম : খাদিজা رضي الله عنها-এর ঔরশে তার জন্ম। মক্কায় তার মৃত্যু। দুই বছর কয়েক মাস জীবিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ : খাদিজা رضي الله عنها-এর ঔরশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পর তার জন্ম এবং মক্কায়ই তার মৃত্যু। বিশুদ্ধ মতানুসারে তাহের ও তায়্যিব তারই উপাধি।

---

২৮৪. যাদুল মা'আদ : ১/১০১।

ইবরাহিম : মারিয়া কিবতিয়ার ঔরসে মদিনা মুনাওয়ারায় তার জন্ম এবং মদিনায় তার মৃত্যু। ১৭ বা ১৮ মাস জীবিত ছিলেন।

কন্যাগণ: যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম ও ফাতেমা।

যয়নব : কন্যাদের মধ্যে তিনি সকলের বড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আস ইবনুর রাবি-এর কাছে তাকে বিয়ে দেন।

রুকাইয়া : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যদের মধ্যে তিনি মেঝো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের আগে আবু লাহাবের পুত্র ওতবার কাছে তাকে বিয়ে দেন। তাঁর সাথে বাসর হওয়ার আগেই ওতবা তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর উসমান رضي الله عنه তাকে বিয়ে করেন। রুকাইয়া স্বামী উসমান رضي الله عنه-এর সাথে উভয় হাবাশা হিজরত করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান رضي الله عنه-কে তার দেখাশোনার জন্য রেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরে থাকতেই রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উম্মু কুলছুম رضي الله عنها : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তৃতীয় কন্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকাইয়া-এর মৃত্যুর পর তাকে উসমান رضي الله عنه কাছে বিয়ে দেন। উসমান رضي الله عنه-এর কাছেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফাতেমা رضي الله عنها : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। সকলের চেয়ে প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৪১ বছর তখন তার জন্ম।[২৮৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের ছয় মাস পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আলী رضي الله عنه হলেন তার স্বামী।

---

২৮৫. ইবনে ইসহাক অবশ্য এ কথায় আপত্তি তুলে বলেছেন, নবীজীর সকল সন্তান তার নবুওয়াতের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন। কেবল ইব্রাহিম ছাড়া। তার ভাষ্য 'কুরাইশরা যখন কাবা সংস্কার করছিল তখন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জন্মগ্রহণ করেন।' প্রসংগত উল্লেখ্য, নবুওয়াতের সাড়ে সাত বছর পূর্বে কাবা পুনরায় নির্মাণ হয়েছিল। আরেকটি সূত্র মতে, নবুওয়াতের কিছু পূর্বে তার জন্ম হয়েছিল। এ ছাড়া তার জন্ম নিয়ে আরো কয়েকটি কথা বর্ণিত আছে। যেমনটি ইমাম সুয়ূতি রহ. ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন। আর এ কথা সকলেই অবগত যে, কাবা যখন পূণঃনির্মাণ হয় তখন নবীজীর বয়স ৩৫। আর তিনি নবী হিসেবে ৪০ বছর বয়সে

সুন্দর সুন্দর নাম নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের নামের প্রতি দৃষ্টি দিলেই পাঠক দেখতে পাবেন তাদের প্রত্যেকের নামই সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে সুন্দর নাম রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। অসুন্দর নামগুলোকে পরিবর্তন করে দিতেন। সুফিয়ান ছাওরি রহ. বলেন, পিতার ওপর সন্তানের হক হল, সন্তানের সুন্দর নাম রাখা, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেয়া, হজ্জ করানো, উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।[২৮৬]

জন্মের দিনই সন্তানের নাম রাখা

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, গত রাতে আমার একজন সন্তান হয়েছে। আমি আমার পিতা ইবরাহিম আ.-এর নামে তার নাম রেখেছি।[২৮৭]

পুত্র-কন্যাদের সাথে আচরণ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে চারজন কন্যা দিয়েছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবন যাপন করেছেন। আর তাঁর পুত্র সন্তানগণ শিশু বয়সেই মৃত্যু বরণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যাদেরকে খুব মহব্বত করতেন। তাদেরকে সম্মান করতেন। এতে ওইসব ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা একাধিক কন্যা সন্তানের পিতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তার তো উচিত এর জন্য খুশি হওয়া। আল্লাহ তাকে যে সন্তান দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায়

আবির্ভূত হন। সুতরাং এই হিসেবে নবুওয়াতের ৫ বছর পূর্বে তার জন্ম হয়। ইমাম ইবনুল জওযি রহ.-সহ অপরাপর কিছু ওলামা এ মতকেই প্রাধান্য দেন। ইমাম মাদায়েনিও এ মতের প্রবক্তা। (অনুবাদক)

-তারাজিমু সাইয়িদাতি বাইতিন নবুয়্যাহ, ড. আয়েশা আবদুর রহমান, (কায়রো-১৯৮৭), পৃ. ৫৭৭।

২৮৬. ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল ইয়াল : পৃষ্ঠা-১৭১।

২৮৭. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১৫।

করা। তাদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, সুন্দরভাবে প্রতিপালনের ব্যাপারে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ ابتلَى مِنَ البَنَات بِشَيْءٍ فأحسنَ إلَيْهِنَّ كُنَّ لَه سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

'যাকে এ সব কন্যা সন্তান দিয়ে কোনও পরীক্ষা করা হয়, এরপর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।'[২৮৮]

এখানে পরীক্ষার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালা কন্যা সন্তান দিয়ে দেখতে চান সে কী করে? তাদের সাথে কেমন আচরণ করে? সে কি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে নাকি অসুন্দর আচরণ করে? যে ব্যক্তি তাদের সাথে সুন্দর ও উত্তম আচরণ করলো, কেয়ামতের দিন তারা জাহান্নামের আগুন থেকে তার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে তার কন্যা সন্তানের প্রতি অনুগ্রহের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। কারণ কন্যা সন্তান সাধারণত দুর্বল হয়ে থাকে, তারা পুত্র সন্তানের তুলনায় অধিক বেশি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী।

পিতার ওপর কর্তব্য হল তার কন্যা সন্তানকে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিবাহ দেয়া। ধার্মিক ও সুন্দর চরিত্রের ছেলের কাছে তাকে তুলে দেয়া।

কন্যাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ জামাতা নির্বাচন

তাঁর বড় কন্যা যয়নব رضي الله عنها-কে বিবাহ দিয়েছেন আবুল আস ইবনুর রাবি আল-কুরাইশির কাছে। তিনি ছিলেন তার খালা হালাহ বিনতে খুওয়াইলিদের পুত্র। আবুল আস ছিলেন মক্কার হাতেগোণা ওইসব লোকদের অন্যতম যারা অর্থ-বিত্ত, আমানতদারি ও ব্যবসার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইসলাম যয়নাব رضي الله عنها ও তার স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবি-এর মাঝে আলাদা করে দিল। কিন্তু উভয়ের মাঝের এ বিচ্ছেদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে অসহনীয় ছিল। যয়নব رضي الله عنها মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুশরিক স্বামীর

২৮৮. সহিহ বুখারী, হা : ৫৯৯৫, সহিহ মুসলিম : হা : ২৬২৯, আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত।

সাথে বসবাস করেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করলেন, কিন্তু যয়নব رضي الله عنها তার স্বামীর সাথে মক্কায় রয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রক্ষা (হিজরত) করাতে পারলেন না।

আবুল আস ইবনুর রাবি-ও কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বন্দী হন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, মক্কাবাসীরা যখন তাদের বন্দীদের মুক্তিপণের অর্থ পাঠায় তখন যয়নব رضي الله عنها আবুল আসের মুক্তিপণ এবং সাথে তার গলার হার পাঠান। মা খাদিজা رضي الله عنها আবুল আসের সাথে বিয়েতে হারটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারটি দেখে খাদিজার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে সাহাবিদের বললেন, যদি তোমরা ভালো মনে করো তাহলে যায়নাবের বন্দিকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রেরিত মুক্তিপণও তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবিরা বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আবুল আসের কাছে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে যয়নাবকে তার কাছে আসার পথ পরিষ্কার করে দিবে। তাকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনে হারেসা رضي الله عنه এবং একজন আনসারিকে পাঠান। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ইয়াজিজ উপত্যকায় অবস্থান করবে। যায়নাব তোমাদের সাথে ওই স্থানে একত্র হলে তোমরা তাকে নিয়ে চলে আসবে।[২৮৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আস ইবনুর রাবি-এর এ বৈবাহিক সূত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, সে আমার সাথে কথা বলেছে তো সত্য বলেছে। আমার সাথে ওয়াদা করেছে তো সে ওয়াদা পূর্ণ করেছে।[২৯০]

বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তিনি ওয়াদা করেছিলেন মক্কায় ফিরে এসে যয়নব رضي الله عنها-কে মদিনায় পাঠিয়ে দিবেন। তিনি তার ওয়াদা রক্ষা করেছেন। যায়নাব رضي الله عنها-এর প্রতি প্রচণ্ড ভালাবাসা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

---

২৮৯. সুনানে আবু দাউদ, হা : ২৬৯২।
২৯০. সহিহ বুখারী, হা : ৩১১০, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৪৯, মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া ﵂-কে খলিফায়ে রাশেদ উসমান ইবনে আফ্‌ফান ﵁-এর সাথে বিবাহ দেন। উসমান ﵁-এর উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হল লজ্জাশীলতা। যা তার অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

রুকাইয়্যাহ ﵂-এর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু কুলছুম ﵂-কে তার কাছে বিয়ে দেন এবং তিনি উসমান ﵁-এর কাছেই ইন্তেকাল করেন।

আর ফাতেমা ﵂-কে আপন চাচাত ভাই আলী ইবনে আবি তালিব ﵁-এর সাথে বিবাহ দেন। বালকদের মধ্যে ইনিই সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন। ইসলামের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিপালনে বেড়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভালবেসেছেন। কাছে টেনে নিয়েছেন। জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

বিবাহে কন্যাদের সাথে পরামর্শ

আতা ইবনে আবি রাবাহ ﵀ বলেন, আলী ﵁ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফাতেমা ﵂-কে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা ﵂-এর কাছে এলেন। তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আলী তোমার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছে'। ফাতেমা তখন নিশ্চুপ রইলেন। তিনি বের হয়ে এলেন এবং তাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন।[২৯১]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিশ্চুপ থাকাকে তার বিবাহে সম্মতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لا تنكِحُ البكرُ حتّى تَسْتأذِنَ 'কোন কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিবে না।'

---

২৯১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৮/২০, হাদিসটি মুরসাল, তবে সনদটি সহিহ।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তার অনুমতি নেয়া হবে?

তিনি বললেন, তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।[২৯২]

কন্যা সন্তান হল পিতার গৃহে আমানত। সুতরাং তার অভিভাবকের জন্য বৈধ নয় এমন কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করা, যাকে সে পছন্দ করে না।

কন্যাদের সহনীয় মোহর ধার্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কন্যাদেরকে সামান্য মোহরের বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী رضي الله عنه বলেন, আমি ফাতিমা رضي الله عنها-কে বিবাহ করার পর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, তাকে কিছু দাও।

আমি বললাম, আমার কাছে কিছু নেই।

তিনি বললেন, তোমার হাতমি বর্মটি কোথায়?

আমি বললাম, তা আমার নিকট রয়েছে।

তিনি বললেন, তাকে তাই দাও।

এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছোট কন্যা, জান্নাতী রমণীদের সাইয়েদা ফাতেমা رضي الله عنها-এর মোহর।

হাতমি বর্ম :

হাতমিয়্যাহ হল আবদুল কায়েস গোত্রের একটি শাখা গোত্র। তাদেরকে হাতমা ইবনে মুহারিব বলা হত। তারা বর্ম বানাতো, সেদিকে ইঙ্গিত করে বর্মটিকে হাতমি বর্ম বলা হয়েছে। এ বর্ম এতটাই মজবুত হত, এতে তরবারী ভেঙ্গে যেত।[২৯৩] কিন্তু বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ মোহরের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শের সাথে কোনভাবেই যায় না। নারীদের মোহর বেশি হওয়া যদি কোন সম্মানের বিষয় হত তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের আগেই তা করতেন।

---

২৯২. সহিহ বুখারী, হা : ৫১৩৬, সহিহ মুসলিম : হা : ১৪১৯, আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

২৯৩. আন নিহায়া : ১/৯৯৪।

রাসূল-কন্যার উপঢৌকন

আলী ইবনে আবি তালিব ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিলেন, (স্বামী বাড়ি) প্রেরণের সময় তার সাথে (উপঢৌকন হিসেবে) একটি তোষক, আঁশ ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ, দুটি যাঁতা, একটি পানপাত্র ও দুটি মশক দিয়েছেন।[২৯৪]

শিক্ষা : বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহজতা অবলম্বন করা। সাধ্যের মধ্য থেকে খরচ করা। বিবাহিত জীবন যাপনের উপকরণের ক্ষেত্রে বর বা কনের ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে না দেয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য আয়েশা ﷺ-এর হুজরার পেছনে উত্তর দিকে বাবে জিবরিলের সামনে একটি হুজরা নির্মাণ করে দেন। এ হুজরায় আয়েশা ﷺ-এর হুজরার দিকে একটি দরজা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দরজা দিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিতেন।

এ হাদিস থেকে আরো বোঝা যায় যে, নববধুর পিতার জন্য বিবাহের খরচে অংশগ্রহণ করা উচিত। এ কথা না বলা যে, বিবাহের সব ব্যয়ভার বর-ই বহন করবে। কারণ, হতে পারে পাত্র এখনও যুবক, সবেমাত্র পড়ালেখা শেষ করে বের হয়েছে, অথবা নতুন চাকুরিতে যোগ দান করেছে এবং তার বেতনও অল্প। যার ফলে তার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। অপর দিকে কন্যার বাবা যদি চাকুরিজীবি হন, তবে তিনি পুরাতন চাকুরিজীবি। অথবা হতে পারেন তিনি স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ইত্যাদি। সুতরাং যদি কন্যার পিতার খরচ করার মত সামর্থ থাকে তবে তার জন্য তার কন্যার বিয়েতে খরচ করাই বাঞ্ছনীয়। আর যাই হোক অন্তত গৃহস্থলীর বিভিন্ন আসবাব পত্র ক্রয় করে দেয়া উচিত। যেমনটি এ হাদিস থেকে বোঝা যায়।

রাসূল-কন্যার সাদামাটা ওলিমা

বুরাইদাহ বর্ণনা করেন, আলী ﷺ যখন ফাতেমা ﷺ-কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নববধুর সম্মানে অবশ্যই ওলিমা করা দরকার।

---

২৯৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ৮২১।

তখন সাদ ﵁ বললেন, আমার ওপর দুম্বার দায়িত্ব রইল। আরেকজন বললেন, আমার ওপর অমুক অমুক জিনিসের জিম্মাদারী রইল।[২৯৫]

ওলিমা বলা হয় নববধুর জন্য প্রস্তুতকৃত খাবারকে। আরবীতে الوليمة শব্দটি 'الولم' শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হল, একত্রিত হওয়া। কারণ এ সময় বর-কনে একত্রিত হয়। জমহুর ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ওলিমা করা মুস্তাহাব।[২৯৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণে উত্তম হল বর-কনের মধু চন্দ্রিমা হওয়ার পর ওলিমা করা। তবে আগে করাতে কোনও অসুবিধা নেই। আকদের সময়ও হতে পারে। আকদের পরেও হতে পারে।

বিষয়টি ব্যাপক। এতে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই। তবে উত্তম হল দেশীয় সংস্কৃতি অনুসারে আমল করা। যেহেতু এ বিষয়ে শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ে করার পক্ষে ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব হওয়ার কোন দলিল নেই।

বিবাহের সময় ফাতেমা ﵂ ও আলী ﵁-কে দু'আ

যে রাতে আলী ﵁ ফতেমা-গৃহে প্রথম প্রবেশ করবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﵁-কে বললেন, আমার সাথে দেখা না করে কিছু করো না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনার নির্দেশ দিলেন। ওই পাত্রের মাঝে অযু করলেন তারপর অযুর পানি আলী ﵁-এর গায়ে ঢেলে দিলেন। এরপর বললেন,

اللهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا.

হে আল্লাহ তাদের মাঝে বরকত দিন। তাদের জন্য তাদের বাসর যাপনে বরকত দিন।[২৯৭]

---

২৯৫. মুসনাদে আহমদ, হা : ২২৫২৬, ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন এর সনদে কোন অসুবিধা নেই। আলবানি আদাবুয যিফাফ-এ (১/৭৩) হাসান বলেছেন।

২৯৬. লিসানুল আরব: ১২/৬৪৩।

২৯৭. তাবরানি, আল মু'জামুল কাবির, হা : ১১৫৩, আদাবুয যাফাফ-এ (১/১০১) আলবানি হাসান বলেছেন।

নব দম্পতির জন্য বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি হাদিসেও উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আউফ رضي الله عنه-এর জন্য এ বলে দু'আ করেছিলেন। بَارَكَ اللهُ لَكَ "আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন"[২৯৮]

বিবাহের পরও কন্যাদের খোঁজখবর

বিবাহ দেয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যাদের খোঁজখবর নেয়া বন্ধ হয়ে যেত না। বরং বিবাহের পরও তা অব্যহত থাকত। কোন ব্যস্ততাই তাঁর কন্যাদের খোঁজখবর নেয়া থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারত না। বরং সর্বদা তিনি তাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতেন। যদিও নিজে কঠিন অবস্থা অতিক্রম করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বদর প্রান্তরে কুরাইশ শার্দুলদের মুকাবিলার জন্য বের হচ্ছিলেন তখন তাঁর কন্যা রুকাইয়্যা رضي الله عنها অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকাইয়্যার স্বামী উসমান رضي الله عنه-কে বদর যুদ্ধে না যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বরং রুকাইয়্যার সেবা শুশ্রুষার জন্য মদিনায় থেকে যেতে বললেন। তার জন্য বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতে অংশ নির্ধারণ করলেন এবং পরকালে আল্লাহর কাছে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের সমপরিমাণ বিনিময় লাভেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, উসমান رضي الله عنه-এর ব্যাপারে যারা সমালোচনা করেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে তার অংশ গ্রহণ না করার কারণ হল, তার তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন আর তিনি ছিলেন অসুস্থ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন,

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ.

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সমপরিমাণ সওয়াব ও গনিমতের অংশ তুমি পাবে।[২৯৯]

---

২৯৮. বুখারি, হাদিস নং : ৫১৫৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৪২৭, আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

২৯৯. সহিহ বুখারী : হা : ৩১৩০।

কন্যা-জামাতার দাম্পত্যে দখল না দেওয়া

আল্লাহর রাসূল ﷺ ফাতেমা ﷺ-এর গৃহে এলেন, কিন্তু আলী ﷺ-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকট দুপুরের বিশ্রামও করেননি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ এলেন, তখন আলী ﷺ কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তার শরীরের এক পাশে চাদর পড়ে গেছে এবং তার শরীরে মাটি লেগেছে। আল্লাহর রাসূল মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, উঠ, হে আবু তুরাব! উঠ, হে আবু তুরাব![৩০০]

ইবনে হাজার আসকালানী ﷺ বলেন, হাদিসটিতে অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে : ...... জামাতার সমাদর করা, তার রাগ প্রশমনের চেষ্টা করা।[৩০১]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা ﷺ-কে বাদানুবাদের বিষয়ে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। তাদের উভয়ের মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয়ে রাগের কারণ বর্ণনা করার জন্য তাকে বলেন নি। বরং তা উপেক্ষা করে আলী ﷺ-কে সন্তুষ্ট করার জন্য গিয়েছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘটে যাওয়া মনোমালিন্যে পরিবারের অনুপ্রবেশ বিষয়টিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ক্ষেত্র বিশেষ বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দেয়।

এ হাদিস থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের মহানুভবতা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ সরাসরি আলী ﷺ-এর কাছে চলে গেলেন তার রাগ ভাঙানোর জন্য। তাকে সহজ করার জন্য তার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে দিলেন। তার শরীরে লেগে থাকা ধুলাবালুর দিকে ইঙ্গিত করে তাকে হাসানোর উদ্দেশ্যে আবু তুরাব' বলে সম্বোধন করলেন। নিজের হৃদয়ে আপন সন্তানের সুউচ্চ

৩০০. সহিহ বুখারী : হা : ৪৪১।

৩০১. ফাতহুল বারি : ১/৫৩৬।

অবস্থান সত্ত্বেও তার ওপর তার গোস্বার কারণে তাকে কোন কটু কথা বলেন নি। বরং এ বিষয়ে আলী ﷺ-এর সাথে কোন কথা কাটাকাটিও করেন নি। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিকমত।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, জামাতার সাথে কোমল আচরণ করা, তার রাগ-অভিমান ভাঙ্গানো, তাদের ভালবাসা রক্ষার খাতিরে কোনরূপ কটু কথা না বলা মুস্তাহাব।

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, সম্ভ্রান্ত ও বড়দের পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানবীয় বৈশিষ্ট রাগ-অভিমানের ঘটনা ঘটতে পারে, যার কারণে তারা গৃহ থেকে বেরিয়ে যান, এতে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হয় না।

আমিরুল মুমিনীন আলী ﷺ-এর গৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি আশংকা করছিলেন রাগের মাথায় হয়ত ফাতেমা ﷺ-এর শানের খেলাফ কোন বাক্য বা আচরণ তার থেকে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে, তাই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কথা বলার কোন সুযোগ রাখতে চাইলেন না এবং উভয়ের রাগের তীব্রতা দমন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে চাইলেন।[৩০২]

এ হাদিস থেকে এটাও বোঝা যায় যে, স্বামীর জন্য রাগের মুহূর্তে গৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া উত্তম বিশেষ করে যখন বুঝতে পারবে যে রাগের তীব্রতা ও দাম্পত্য কলহ পারিবারিক সমস্যাকেই কেবল বাড়িয়ে দিবে।

এ বেরিয়ে যাওয়ার মাধমে নিজের সাথে বোঝাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হবে, নিজের ভুলও উদঘাটন হবে। অপর পক্ষের উপস্থিতিতে যা উদঘাটিত হওয়া অসম্ভব।

ফাতেমা ﷺ কিন্তু স্বামী গৃহ থেকে বেরিয়ে যান নি; বরং গৃহেই অবস্থান করেছেন। এ অবস্থান দাম্পত্য সমস্যার সমাধানের জন্য খুবই কার্যকরী। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামী গৃহ থেকে বেরিয়ে পিতৃালয়ে চলে যায় তবে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো গাঢ় হয়।

কন্যাকে উপদেশ ও নসিহত করা, দাম্পত্য জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা, স্বামীর আচরণে ধৈর্য ধারণ করা, তার

৩০২. ফাতহুল বারি : ১০/৫৮৮।

সাথে সুন্দর আচরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দিক নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে পরিবারের কার্যকরি ভূমিকা থাকা উচিত।

স্বাগত ও অভিবাদন জ্ঞাপন

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস ও চালচলনের সাথে তাঁর কন্যা ফাতেমা ﷺ -এর অপেক্ষা বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আয়েশা ﷺ আরও বলেন, ফাতেমা ﷺ যখনই নবী ﷺ-এর নিকট আসতেন তিনি তখনই তার নিকট উঠে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আর নবী ﷺ তার ঘরে গেলে তিনিও নিজের জায়গা হতে উঠে তাকে (পিতাকে) চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন।[৩০৩]

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরতেন, তাকে চুমু দিতেন।[৩০৪] তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার হাত ধরতেন।

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতেমা ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে মোবারাকবাদ। এরপর তাকে তার ডানপাশে বা বামপাশে বসালেন।[৩০৫]

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে ফাতেমা ﷺ-এর অবস্থান কেমন ছিল, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা কত গভীর ছিল তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এ হাদিসে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার সাক্ষাত হলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন।

ওই সব নির্দয় কঠোর দিল মানুষগুলোর কাছে এই নির্মল অনুভূতি কোথায়? যারা মনে করে ভ্রুকুটি করা, সন্তানদের ওপর রাগ করা, বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের ওপর রাগ দেখানো ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের আলামত!

---

৩০৩. সুনান আত-তিরমিযি : হা : ৩৮৭২।

৩০৪. সুনান আবি দাউদ : হা : ৫২১৭।

৩০৫. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬২৩।

দান-সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা ﷺ-এর নিকট এসে দরজায় পর্দা ঝুলানো দেখতে পেয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অধিকাংশ সময় তিনি ভেতরে ঢুকেই সর্বপ্রথম ফাতেমার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। আলী ﷺ এসে ফাতেমা ﷺ-কে চিন্তিত দেখে বললেন, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, নবী ﷺ আমার নিকট আসতে চেয়েও আসেননি। এরপর আলী ﷺ তার নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ফাতেমার নিকট গিয়েও প্রবেশ না করায় এটা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, দুনিয়াদারী ও চাকচিক্যের সাথে আমার কী সম্পর্ক। একথা শুনে আলী ﷺ ফাতেমার নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর বক্তব্য বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, তিনি আমাকে এটাকে কী করতে আদেশ দেন? (আলীর বর্ণনা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাঁকে (ফাতেমাকে) বলো, তা (পর্দাটি) যেন অমুক গোত্রে পাঠিয়ে দেয়। যাদের প্রয়োজন রয়েছে এমন কোন পরিবারকে দিয়ে দেয়।[৩০৬]

মুহাল্লাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার ভোগ-উপভোগের যে সব বিষয় নিজের জন্য অপছন্দ করতেন তাঁর কন্যার জন্যও তা অপছন্দ করলেন। এমন নয় যে, দরজায় পর্দা টাঙ্গানো হারাম। এর প্রমাণ আমরা অন্য একটি হাদিস থেকে পেতে পারি। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খাদেম চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তাকে বলেছিলেন–

ألا أدلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذلِك؟

আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বিষয় বলে দিব না?। তখন তিনি তাকে ঘুমের সময় আদায় করার জন্য একটি জিকির শিখিয়ে দিয়েছেন।[৩০৭]

---

৩০৬. সুনানে আবু দাউদ, হা : ৪১৪৯।
৩০৭. ফাতহুল বারি : ৫/২২৯।

ইহ ও পরকালীন নসিহত

আলী ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার গম পেষার যাঁতা ঘুরানোর কারণে ফাতেমা رضي الله عنها-এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি আয়েশা رضي الله عنها-এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন গৃহে ফিরলেন তখন আয়েশা رضي الله عنها এ বিষয়টি তাকে জানালেন। তারপর নবী ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আগমন করলেন যখন আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করেছি। তখন আমি ওঠতে চাইলে তিনি বললেন, নিজ স্থানেই অবস্থান কর। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনিভাবে বসে গেলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতল স্পর্শ আমার দেহে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বলে দেব না, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অনেক অধিক উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল্‌হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চেয়েও অধিক কল্যাণকর।[৩০৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কোনও দাসী-বাঁদি না দেয়ার কারণ হল, তাঁর কাছে যে সব গোলাম-বাঁদি এসেছে তা দিয়ে সুফ্‌ফার দরিদ্র সাহাবিদের কিছুটা সচ্ছলতা আনয়ন করতে চেয়েছেন। নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য ধৈর্য ধারণকে প্রাধান্য দিলেন। যেহেতু এ ধৈর্যের মধ্যে অধিক সওয়াব ও মর্যাদা রয়েছে।

কন্যা-জামাতার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতার আধিক্য, লাজুকতা ও পর্দা সরিয়ে দেয়ার সর্বোচ্চ ঐকমত্য এ হাদিসে ফুটে উঠেছে। যেহেতু তিনি তাদেরকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেন নি। বরং তাদেরকে তাদের শোয়া অবস্থায় অবস্থানের সুযোগ দিলেন। ওপরন্তু আগে বেড়ে তাদের উভয়ের মাঝে নিজের পা ঢুকিয়ে বসলেন। তাদের মাঝে অবস্থান করে তারা যে খাদেম চেয়েছেন তার পরিবর্তে তাদের জন্য যে জিকির উত্তম তা তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন।

---

৩০৮. সহিহ বুখারী : হা : ৬৩১৮।

এটি হল প্রার্থী যা চায় তার বিপরীত জিনিস প্রদান করা। এ কথা বোঝানোর জন্য যে, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। দুনিয়ার কষ্ট-মুসিবত বরদাশত করা। প্রবঞ্চনার গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করা।[৩০৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা ؓ-কে খাদেমার পরিবর্তে একটি দুআও শিখিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা ؓ নবী ﷺ-এর কাছে খাদেমা চাওয়ার জন্য এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি বল,

"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

'হে আল্লাহ! হে আকাশমণ্ডলী, জমিন ও মহান আরশের রব। হে আমাদের রব ও সব কিছুর পালনকর্তা। হে শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা, হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট সব বিষয়ের মন্দ হতে আশ্রয় চাই। আপনিই একমাত্র সব বিষয়ের পরিচর্যাকারী। হে আল্লাহ! আপনিই শুরু, আপনার আগে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার চেয়ে প্রকাশ্য আর কেউ নেই। আপনিই বাতিন, আপনার চেয়ে গোপন কিছু নেই। আমাদের ঋণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদেরকে সচ্ছলতা দিন।'[৩১০]

দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহবান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমাকে বললেন, "হে ফাতেমা তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কারণ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই।[৩১১]

---

৩০৯. ফাতহুল বারি : ১১/১২৪।
৩১০. সহিহ মুসলিম : হা : ৬৭৮২।
৩১১. সহিহ মুসলিম : হা : ৩৮৯।

সহিহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা رضي الله عنها-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা, আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[৩১২]

হাদিসের অর্থ হল, আমার সাথে তোমার সম্পর্কের ওপর ভরসা করো না, আল্লাহ যদি তোমার ব্যাপারে কোন মন্দের ইচ্ছা করেন তবে আমি তা প্রতিহত করতে পারবো না।[৩১৩]

তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য উৎসাহিতকরণ

আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها-এর নিকট এসে বললেন, তোমরা কি সালাত আদায় করছ না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ্ তা'আলার হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে ইচ্ছা করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন-

وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়" (সূরা কাহ্ফ, ১৮/৫৪)।[৩১৪]

ইবনে বাত্তাল رحمه الله বলেন, এতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য পরিবার ও নিকটাত্মীয়কে জাগিয়ে দেয়ার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবি رحمه الله বলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী رضي الله عنه ও তাঁর কন্যাকে দু'বার জাগিয়েছেন। তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য। এমন এক সময়ে যেটিকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের জন্য প্রশান্তি দায়ক বানিয়েছেন। যখন তিনি এর ফযিলত ও সওয়াব এবং আল্লাহর কাছে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর মর্যাদার বিষয়টি

৩১২. সহিহ বুখারী, হা : ২৭৫৩।
৩১৩. শরহুন নবিবি আলা সহিহি মুসলিম : ৩/৮০।
৩১৪. সহিহ বুখারী : হা : ১১২৭।

অবগত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন তারাও যাতে রাতের এ প্রশান্তি ও আরামকে ত্যাগ করে সে মর্যাদা লাভ করতে পারেন।[৩১৫]

আলী ﷺ-এর দ্রুত উত্তর প্রদানে ও তিনি যে ওজর পেশ করেছেন সে বিষয়ে একমত হতে না পেরে বিস্মিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন।

হ্যাঁ এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা মুস্তাহাব পর্যায়ের, ওয়াজিব নয়। তাই তিনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় রেখে চলে গেলেন এবং তা বললেন। যদি বিষয়টি ওয়াজিব হত তবে তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতেন না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।[৩১৬]

অনুভূতির প্রতি খেয়াল: গোস্বার কারণে নিজেরও রাগ

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ নবী-তনয়া ফাতিমাকে ঘরে রেখেই আবু জাহেলের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফাতিমা ﷺ যখন এ খবর শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি আপনার কন্যাদের সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করেন না। আর এই যে, আলী ﷺ আবু জাহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন।

মিসওয়ার ﷺ বললেন, তখন নবী ﷺ দাঁড়ালেন। এ সময় আমি শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দিলেন এবং বললেন, আমি আবুল আস ইবনে রাবি'র নিকট বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে যা বলেছে তা বাস্তবে পরিণত করেছে। আর মুহাম্মাদ কন্যা ফাতিমা আমারই একটা টুকরা, আমি এটা পছন্দ করি না যে, লোকে তাঁকে ফিতনায় ফেলুক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে কোন লোকের নিকট কখনো একসাথে মিলিত হতে পারে না।

---

৩১৫. ইবনু বাত্তাল, শরহু সহিহিল বুখারি : ৩/১১৫।

৩১৬. ইবনু বাত্তাল, শরহু সহিহিল বুখারি : ৩/১১৫, হাশিয়াতুস সিন্দি আলান নাসাঈ : ৩/২০৫।

মিসওয়ার ﷺ বলেন, তারপর আলী ﷺ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন।[৩১৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আলী ﷺ-কে এ বিবাহ থেকে নিষেধ করার যে সব কারণ উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। মোটামুটি সেগুলো চার প্রকার :

১. এ বিবাহ ফাতেমা ﷺ-এর জন্য কষ্টদায়ক ছিল। আর ফাতেমার কষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কষ্টের কারণ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ কে কষ্ট দেয়া কবিরা গুনাহ। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

وإنَّمَا فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّيْ، يُرِيْبُنِيْ ما أرابها، ويُؤْذِيْنِيْ ما آذَاهَا.

"ফাতেমা আমারই অংশ, যে বিষয় তাকে সন্দেহে ফেলে তা আমাকেও সন্দেহে ফেলে, যে বিষয় তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়"।

এ নিষেধাজ্ঞা কেবল ফাতেমা ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নবী-তনয়া ছাড়া অন্যদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

২. ফাতেমা ﷺ-এর দীনের ব্যাপারে আশংকার কারণে নিষেধ করেছেন। যেমনটি বুখারির বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে।

أنا أَتَخَوَّفُ أن تفتَنَ فِيْ دِيْنِها.

আমি তার দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা করছি।[৩১৮] কারণ অভিমান ও ব্যক্তিত্ব এমন একটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশংকা করলেন অভিমান বশত হয়তো তিনি এমন কোন কাজ করে বসতে পারেন যা তার মত মর্যাদাবান নারীর মর্যাদা ও অবস্থানের সাথে সংগতি পূর্ণ নয়। তিনি তো জগতের নারীকুলের শিরোমণি।

বিশেষ করে তিনি তার মাকে হারিয়েছেন। এরপর একের পর বোনদেরকে হারিয়েছেন। এমন কেউ ছিলেন না যার কাছে গিয়ে মনের প্রশান্তি অর্জন করবেন। মনের গোপন অভিমানের কথা বলে হালকা হবেন।

---

৩১৭. সহিহ মুসলিম : হা : ৬২০৪।
৩১৮. সহিহ বুখারী, হা : ৩১১০।

ইবনে হাজার আসকালানি ﷬ বলেন, এ ঘটনাটি ফাতহে মক্কার পর সংঘটিত হয়েছে। সে সময় নবী-দুহিতাদের মধ্যে ফাতেমা ﷹ ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। মাকে হারানোর পর বোনদের বিদায় তাকে দারুনভাবে আহত করে। এর ওপর অভিমানের মত কোন ঘটনা তার দুঃখকেই কেবল বাড়িয়ে দিবে।[৩১৯]

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ও আল্লাহর কোন দুশমনের কন্যা একই ব্যক্তির অধিনে থাকবে এটি অপছন্দ করার কারণে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন।

وإنَّهَا وَاللهِ لا تَجْتَمِعُ بنتُ رَسُوْلِ الله وبِنْتُ عدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبدًا

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে কোন লোকের নিকট কক্ষনো একসাথে মিলিত হতে পারে না।"

৪. ফাতেমা ﷹ-এর মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-কে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে নিষেধ করলেন।

এসব কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ আলী ﷺ-কে এ বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন। যারা একাধিক বিবাহের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণের জন্য উক্ত ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চায় মূলত এ ঘটনায় তাদের জন্য দলিল গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধারণাকে অপনোদন করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে,

إنِّيْ لَسْتُ أحَرِّمُ حَلالًا، ولا أحِلُّ حَرَامًا.

"আমি কোন হালালকে হারাম করছি না এবং কোন হারামকেও হালাল করছি না।"

অন্তরে খুশি সৃষ্টির প্রতি আগ্রহী

আয়েশা ﷹ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর চলার ভঙ্গিতে হেঁটে ফাতিমা ﷹ আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে মোবারাকবাদ। এরপর তাঁকে তার ডানপাশে বা

---

৩১৯. ফাতহুল বারি : ৭/৮৬।

বামপাশে বসালেন। এবং তাঁর সঙ্গে চুপিচুপি কথা বললেন। তখন ফাতিমা ؓ কেঁদে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম কাঁদছেন কেন? নবী ﷺ পুনরায় চুপিচুপি তার সঙ্গে কথা বললেন। ফাতিমা ؓ এবার হেসে উঠলেন। আমি বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর গোপন কথাকে প্রকাশ করব না। শেষে নবী ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে যাবার পর আমি তাঁকে (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী বলেছিলেন?

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম বার আমাকে বলেছিলেন, জিবরিল ؑ প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় বেলা উপস্থিত এবং এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। এরপর বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসী নারীদের অথবা মু'মিন নারীদের তুমি সরদার হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম। [৩২০]

জিকির ও দু'আর জন্য উৎসাহিত করতেন :

আনাস ইবনে মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কন্যা ফাতেমাকে বললেন, হে ফাতেমা! আমি তোমাকে যা বলি তা মানতে তোমাকে কোন বিষয় বাধা দেয়? সকাল-সন্ধ্যা বলবে,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

হে চিরঞ্জীব! হে চিরন্তর! আপনার রহমতই আমি প্রার্থনা করি। আমার সব বিষয় সঠিক করে দিন। চোখের পলকের জন্যও আমাকে আমার ওপর ন্যস্ত করবেন না।[৩২১]

---

৩২০. সহিহ বুখারী, হা : ৩৬২৩-৩৬২৪।

৩২১. ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইওয়ামি ওয়াল লাইলাহ, পৃষ্ঠা-৪৬

لَا تَكِلْنِيْ إلى نَفْسِيْ আমাকে আমার নফসের কাছে সমর্পণ করবেন না। আমাকে উদভ্রান্ত ছেড়ে দিবেন না।

طَرْفَةَ عَيْنٍ চোখের পলক।[৩২২]

হাদিয়া ও উপঢৌকন দ্বারা সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ

আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি রেশমি পোশাক পরিয়ে দিলেন। আমি সে পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আলী! আমি তোমাকে এটি এ জন্য দেইনি যে তুমি তা পরবে। এটি দিয়ে ফাতেমাদের ওড়না বানিয়ে দাও।[৩২৩]

"ফাতেমাদের" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নবী-দুহিতা ফাতেমা ﵂; আলী ﵁-এর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ ও ফাতেমা বিনতে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব।[৩২৪]

সান্তনা দান, বিপদে ধৈর্য ধারণে আহবান

উসামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে, আল্লাহর অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের অপেক্ষায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দন্ডায়মান হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদাহ, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত ﵃ এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে

---

৩২২. ফয়জুল কাদির : ২/১৪৭।
৩২৩. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৪/৫১।
৩২৪. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৪/৫১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারনা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (শব্দ হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।[৩২৫]

আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাকে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহর ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোমাদের কাছ থেকে যা নিয়ে গেছেন তা তারই, তোমাদের নয়। তিনি কেবল তাঁর জিনিসই নিয়েছেন। সুতরাং এ নিয়ে তোমাদের হাপিত্তেশ করা উচিত নয়, কারো আমানত ফিরিয়ে নিলে আমানতদার যেমন এর জন্য দুঃখ করে না, তেমনি তোমাদেরও দুঃখ করা উচিত নয়।

"তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন" অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তার মালিকানার বাইরে নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা তাতে যা চান করেন।

নবী ﷺ-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একি? অর্থাৎ সা'দ মনে করেছিলেন সব ধরনের কান্নাই হারাম। চোখের পানি বের হওয়াও হারাম। এবং তিনি মনে করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ভুলে গিয়েছেন, তাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জানিয়ে দিলেন যে, কেবল কান্না করা, চোখ থেকে পানি বের হওয়া হারাম নয়, অপছন্দনীয়ও নয়; বরং এটি রহমত ও ফযিলত। বরং এ ক্ষেত্রে হারাম হল, বিলাপ করা, চিৎকার করাও বিলাপের সাথে কান্নাকাটি করা।[৩২৬]

---

৩২৫. সহিহ বুখারী, হা : ১২৮৪।

৩২৬. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৬/২২৫।

পুত্র-কন্যাদের ইন্তেকালে শোকতাপ

সন্তান হারানোর পরীক্ষায় যে আক্রান্ত হয়েছে, তার জেনে রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের মধ্যে পুরুষ-নারী উভয়ই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় ফাতেমা ছাড়া তাদের কেউ জীবিত ছিলেন না।

সন্তানদের মৃত্যুতে তাঁর আদর্শ ছিল, তিনি তার জন্য ব্যথিত হতেন। তার বিচ্ছেদে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হত। যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট হন কেবল তেমন কথাই বলতেন।

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه উম্মু কুলছুমের رضي الله عنها মৃত্যু সংবাদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত হলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরের ওপর বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।[৩২৭]

এ অশ্রু আল্লাহর ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্টির কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার কারণে নয়। বরং এটি ছিল স্নেহ-মমতার অশ্রু; যা কেবল দয়াশীলদের চোখ থেকে বের হয়।

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আবু সায়ফ্ কর্মকারের নিকট গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী -তনয়) ইবরাহিম رضي الله عنه-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবরাহিম رضي الله عنه-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেক বার) আমরা তাঁর (আবু সায়ফ্-এর) বাড়িতে গেলাম। তখন ইবরাহিম رضي الله عنه মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উভয় চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর আপনিও (ক্রন্দন করছেন?)। তখন তিনি বললেন, অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।[৩২৮]

---

৩২৭. সহিহ বুখারী : হা : ১২৮৫।
৩২৮. সহিহ বুখারী : হা : ১৩০৩।

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে শিশুদের প্রতি বেশি দয়াশীল আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে) ইবরাহিম মদিনার গ্রামাঞ্চলে দুধ পান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখার জন্য সেখানে যেতেন আর আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি দুধ মাতার গৃহে ঢুকতেন, আর সেখানে ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। কেননা, তার দুধপিতা কর্মকার (কামার) ছিল। তিনি ছেলেকে কোলে তুলে চুমু খেতেন। পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন।

'আমর ইবনে সা'ঈদ رضي الله عنه বলেন, যখন ইবরাহিম মৃত্যুবরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবরাহিম আমার পুত্র, দুধ পান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তার দুধপিতা ও দুধমাতা রয়েছে, যারা জান্নাতে তাকে দুধ পান করার সময়-সীমা পর্যন্ত দুধ পান করাবে।[৩২৯]

অর্থাৎ সে স্তনের দুধ পানের বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। অথবা স্তনের দুধ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করার সময়কালে মৃত্যুবরণ করেছে। দুধ পানের সময় কাল হল দু'বছর। কারণ ইবরাহিম ১৬ বা ১৭ মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা তাকে দু'বছরের বাকী সময় দুধ পান করাবে। পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করানো কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের মহানুভবতা, পরিবার ও দুর্বলের প্রতি তার দয়ার প্রমাণ রয়েছে।

এতে পরিবার ও শিশুদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও তাদেরকে চুমু খাওয়ার ফযিলতের বর্ণনা রয়েছে।[৩৩০]

তাঁর কন্যার মৃত্যুতে তাঁর আদর্শের মধ্যে রয়েছে, তিনি তার গোসল ও কাফনের তদারকি করেছেন, তাদের জানাযা পড়েছেন, দাফন করেছেন, তাদের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছেন, তাদের জন্য দু'আ করেছেন।

উম্মু আতিয়্যা আনসারি رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কন্যা যায়নাব رضي الله عنها ইন্তিকাল করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তাঁর চেয়ে

---

৩২৯. সহিহ মুসলিম : হা : ৫৯২০।
৩৩০. শরহুল নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/৭৬।

অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে খবর দাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও।[৩৩১] গোসল দেয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত ইজারটি তার কাছে রেখে দেয়া, আগে থেকেই তাদের কাছে না দেয়ার মধ্যে এ হিকমত রয়েছে, যাতে ইজারটি তার শরীরের কাছাকাছি থাকে যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর থেকে ইজারটি খুলে তাঁর শরীরে জড়িয়ে দেয়ার মাঝে কোন সময় ক্ষেপণ না হয়।

আপন পুত্র-কন্যাদের সাথে এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু আচরণ, তাদের প্রতি তাঁর উত্তম প্রতিপালন ও স্নেহ-মমতার মোটামুটি কিছু বিবরণ।

কবিতা :

فِيْ الأَرْضِ تَحْتَ السَّمْعِ والْبَصَرِ + أولادُنَا أكْبَادُنَا تَمْشِيْ.

আমাদের সন্তানরা আমাদের কলিজা, তারা যমিনে আনুগত্যের সাথে চলাফেরা করে।

حَتّى يَكُوْنُوا قَادَةَ الْبَشَرِ + بِالْحُبِّ والإحْسَانِ نُنْشِئُهُمْ.

ভালবাসা ও অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে আমরা প্রতিপালন করি, যাতে তারা মানবতার পরিচালক হতে পারে।

أعْمَارُنَا بُذِلَتْ لَهُمْ كَرَمًا + يَبْقى العَطَاءُ لآخِرِ الْعُمرِ.

আমাদের জীবন তাদের জন্য উৎসর্গীত তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে। এ দান শেষ জীবনের জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

نَفْسِيْ لِخَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ فِدًى + انْظُرْ لَه بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ.

খাইরুল মুরসালিনের জন্য আমার জান উৎসর্গ, মানবতার মধ্যে তার মত একজন মানুষ খুঁজে দেখ।

نِعْمَ الأَبُ الحَانِيْ لِمَنْ وَلَدَا + لِيْنُ النَّسِيْمِ يَهُبُّ فِيْ السَّحْرِ.

যারা জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের জন্য উত্তম স্নেহশীল পিতা। প্রভাতে হিল্লোলিত মৃদু সমিরণের স্নিগ্ধতার মত।

---

৩৩১. সহিহ বুখারী : হা : ১২৫৩।

لِبَنَاتِهِ يَخْتَارُ مُحْتَرَمًا + رَغَبَاتُهُنَّ مَرَاعِيَ الصِّغَرِ.

তার কন্যাদের জন্য সম্মানিতকেই পছন্দ করেছেন। ছোটদের মত তাদের ইচ্ছাকেও খেয়াল রেখেছেন।

المَهْرَ التَّجْهِيْزَ يَسَّرَهُ + وَحَلاوةُ التَّزْوِيْجِ فِيْ الْيُسْرِ.

মোহর ও জিহাজের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করেছেন। বিবাহের স্বাদ তো সহজতার মধ্যেই রয়েছে।

مُوْصٍ لَهَا بِالزَّوْجِ تَكْرِمُه + مِنْ غَيْرِ تَنْغِيْصٍ وَال كَدَرِ.

তাকে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অসিয়ত করেছেন, কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই তাকে সম্মান করেছেন।

لَيْسَتْ تَكَلَّفُ مَا يَثْقُلُه + والصَّبْرُ خَيْرُ عَطَا لِمُصْطَبِرٍ.

তিনি তার কাছে এমন কোন আবদার করেন নি যা তাকে কষ্টে ফেলে দিবে। ধৈর্যশীলদের জন্য ধৈর্যই উত্তম দান।

إِذَا مَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ + يغْضِيْ فَتِلْكَ طَبِيْعَةُ الْبَشَرِ.

তাদের মাঝে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে এড়িয়ে চলতেন। কারণ এটা তো মানুষেরই স্বভাব।

كَفَّاهُ نَحْوَ بَنَاتِهِ جَرَتَا + بِالْجُوْدِ مِثْلَ تَدَفُّقِ النَّهْرِ.

তাঁর দু'হাত তাঁর কন্যাদের দিকে নদীর প্রবাহের মতই দান-অনুদান নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

وَإِذَا دَهَا حَدَثٌ يُصَبِّرُهَا + وَعْظًا لَهَا بِتَحَتُّمِ الْقَدرِ.

যখনই কোন বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাকে ধৈর্যের তালিম দিয়েছেন। তাকদিরের অলঙ্ঘনীয় ফায়সালার কারণে তাকে নসিহত করেছেন।

مَازَالَ يَرْعَاهَا بِرَحْمَتِهِ + وَحَنَانِهِ لِنِهَايَةِ الْعُمْرِ.

জীবনের শেষ পর্যন্ত নিজ দয়া ও মায়া দিয়ে তাদের প্রতি খেয়াল রেখেছেন।

فَبَكَى لِأَجْلِ فِرَاقِهَا أَسَفًا + بِاللهِ إِنَّكَ أَرْحَمُ الْبَشَرِ.

তাই তাদের বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়ে কেঁদেছেন। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আপনি মানবতার শ্রেষ্ঠ দয়াশীল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَحْفَادِهِ

দৌহিত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান যেমন ছিল সাতজন তেমনি তার দৌহিত্রও ছিল সাতজন। দৌহিত্র সাতজন হলেন :

১. **হাসান ইবনে আলী** رضي الله عنه : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন আলী رضي الله عنه ও ফাতেমা رضي الله عنها দম্পতির বড় সন্তান। তিনি হিজরতের তৃতীয় বছর জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৪৯ হিজরিতে পরলোক গমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭ বছর।

২. **হুসাইন ইবনে আলী** رضي الله عنه : ইনি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ رضي الله عنهما দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান। হিজরতের চতুর্থ বছর তার জন্ম এবং ৬১ হিজরিতে তাঁর শাহাদাত।

৩. **উম্মু কুলছুম বিনতে আলী** رضي الله عنها : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পূর্বে তাঁর জন্ম। ওমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه তাকে বিয়ে করেন। তাঁরই ঔরশে যায়দ ইবনে ওমর ও রুকাইয়্যাহ জন্ম গ্রহণ করে। ৭৫ হিজরিতে তিনি ও তার সন্তান যায়দ মৃত্যুবরণ করেন।

৪. **যয়নাব বিনতে আলী** رضي الله عنها : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে পরিণয়

সূত্রে আবদ্ধ হন। তার কাছেই মৃত্যুবরণ করেন। তার ঔরশে আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের অনেক সন্তান রয়েছে।

৫. **আবদুল্লাহ ইবনে উছমান ইবনে আফ্ফান** رضي الله عنه : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যাহর ঔরশে হাবাশায় তার জন্ম। ছয় বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. **উমামাহ বিনতে আবিল আস** رضي الله عنها : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নাব رضي الله عنها-এর ঔরশে তার জন্ম। ফাতেমা رضي الله عنها-এর ইন্তিকালের পর আলী رضي الله عنه তাকে বিয়ে করেন। তবে তার ঔরশে কোনও সন্তান জন্ম হয়নি। আলী رضي الله عنه-এর ইন্তেকালের পর মুগিরাহ ইবনে নওফিল رضي الله عنه তাকে বিয়ে করেন। এখানেও তার কোনও সন্তান জন্ম হয়নি।

৭. **আলী ইবনে আবিল আস** رضي الله عنه : তিনি ছিলেন নবী-দূহিতা যয়নাবের কন্যা উমামাহ এর ভাই। যুবক বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন।

এভাবেই ফাতেমা رضي الله عنها-এর বংশধর ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনও বংশধর ছিল না। তার পবিত্র বংশ তার দুই দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما থেকে বিস্তার লাভ করে। হাসান رضي الله عنه-এর বংশের সন্তানদেরকে 'হাসানি' আর হুসাইন رضي الله عنه-এর বংশের সন্তানদেরকে 'হুসাইনি' বলা হয়।[৩৩২]

---

৩৩২. ইমাম বুখারী رحمه الله তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে (৮২৩) ইবনে হিব্বান (৬৯৮৫) মোসা ইমাম আহমদ তার মুসনাদে (৭৬৯) আলী رضي الله عنه-এর যে হাদিসটি বর্ণনা করেন, সনদের মধ্যে হানি নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তার অজ্ঞতার কারণে হাদিসটি যয়িফ। –আয যুআফাহ: ৮/১৮২।

হাদিসটির বিবরণ নিম্নরূপ: আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব (যুদ্ধ)। নবী ﷺ এসে বলেন, আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কী নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন, বরং তার নাম হাসান। পরে হুসাইন ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব। নবী ﷺ এসে বলেন, আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন, বরং তার নাম হুসাইন। এরপর তৃতীয় সন্তান

দৌহিত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ স্নেহ-মমতা-দয়া দ্বারা ভরপুর ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মহানুভব পিতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত।

দৌহিত্রদের সাথে তার আচরণ ছিল দয়া, মহানুভবতা ও মানবিকতাপূর্ণ অগণিত উপমায় পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখাশোনা করতেন। সর্বোচ্চ যত্ন দিয়ে তাদেরকে আগলে রাখতেন।

নবজাতকের ডান কানে আজান :

আল্লাহর প্রশংসা ও মহত্ত্বের জয়গান

আবু রাফে رضي الله عنه বলেন, ফাতেমা رضي الله عنها যখন আলী رضي الله عنه-এর পুত্র হাসানকে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার কানে নামাযের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।[৩৩৩]

এ কারণে অনেক ওলামায়ে কেরাম নবজাতকের কানে আযান দেয়াকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। যাতে তার থেকে শয়তান দূরীভূত হয়। যাতে নবজাতক সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শুনতে পায়।

ইবনুল কায়্যিম رحمه الله বলেন, আযান দেয়ার রহস্য (এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত) হল যেন মানব-কানে সর্বপ্রথম রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব সম্বলিত শব্দটি প্রবেশ করে। শাহাদাতের ওই বাক্যটি প্রবেশ করে, শাহাদাতের

ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নামও রাখলাম হারব। এরপর নবী ﷺ এসে বলেন, আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমারা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন, বরং তার নাম মুহসিন। এরপর তিনি বলেন, আমি হারূন عليه السلام-এর সন্তান শিবর, শুবায়র ও মুশাব্বির-এর নাম অনুসারে এদের নাম রাখলাম।

৩৩৩. হাদিসটি যদি সহিহ হয়ে থাকে তবে এটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আবু দাউদ : হা : ৫১০৫, সুনানে তিরমিযি, হা : ১৫১৪, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নববি, ইবনুল মুলাক্কিন সহিহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান যঈফ বলেছেন। আলবানি প্রথমে 'আল ইরওয়া'-তে (১১৭৩) হাসান বলেছেন। পরবর্তীতে 'সিলসিলাহ যয়িফা'-তে (৬১২১) যয়িফ বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আল-মাজরূহিন: ২/১১০, আল-মাজমুউ, শরহুল মুহাযযাব: ৮/৪৩৪, আল-বদরুল মুনির : ৯/৩৪৮, আল-কালিমুত তায়্যিব, পৃষ্ঠা-২১১।

যে বাক্য উচ্চারণ করে মানুষ সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করে। ফলে এটি হবে দুনিয়াতে প্রবেশের মুহূর্তে ইসলামের আদর্শ তালকিন (স্মরণ করিয়ে) দেয়ার মত, যেমনি দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তে কালিমায়ে তাওহিদের তালকিন দেয়া হয়।

আযানের প্রভাব তার অন্তরে প্রবেশের বিষয়টি অনস্বীকার্য। যদিও সে-এর প্রভাব তাৎক্ষণিক অনুধাবন করতে পারে না। তবে এতে আরো অন্যান্য ফায়দা রয়েছে। তা হল, আযানের শব্দ শুনে শয়তানের পলায়ন। তার শয়তান তার সাথে সম্পর্কের সূচনালগ্নে এমন কিছু শুনতে পায় যা তাকে দুর্বল ও রাগান্বিত করে দেয়।[৩৩৪]

তাহনিক করানো

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শিশুদেরকে আনা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং তাহনিক করাতেন।[৩৩৫]

তাহনিক : খেজুর বা এ জাতীয় কোনও কিছু চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে ঘষে দেয়া। খেজুর ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে করলেও তাহনিক আদায় হবে, তবে খেজুরই উত্তম।[৩৩৬]

খেজুরের মিষ্টতা নবজাতকের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

'হাইআতুল ইজাযিল ইলমি' এর সদস্য ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার নিশ্চিত করেছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান নবজাতকের শরীর ও তার বেড়ে ওঠার ওপর তাহনিকের উপকারিতা প্রমাণ করেছে। তিনি একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন, তাহনিক বিষয়ে বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, সর্ব প্রথম নবজাতকের পেটে যে খাদ্যটি প্রবেশ করবে তা যেন খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য হয়।

---

৩৩৪. তুহফাতুল মাওদূদ, পৃষ্ঠা-৩১।

৩৩৫. সহিহ মুসলিম : হা : ২৮৬।

৩৩৬. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম : ১৪/১২৪।

চৌদ্দশ বছর পর আজকের আধুনিক বিজ্ঞান-এর রহস্য উম্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সদ্যপ্রসুত যে কোনও সন্তান দুটি কারণে মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে—

এক. রক্তে সুগারের মাত্রা যদি কম থাকে।

দুই. নবজাতকের চারপাশের শীতল আবহাওয়ার কারণে যদি তার শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়।

নবজাতকের রক্তে তুলনামূলকভাবে গ্লুকোজের মাত্রা কম থাকে যা তাকে বিভিন্ন ঝুকিতে ফেলে দিতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে—

- শিশু কর্তৃক দুধ পান না করা।
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ শিথিল হয়ে যাওয়া।
- ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- শরীর নীল হয়ে যাওয়া।
- অনুরূপভাবে আরো বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যেমন, শিশুর বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্থ হওয়া, মেধা বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

এর চিকিৎসা কিন্তু একদম সহজ। সেটি হল পানিতে চিনি বা গ্লুকোজ মিশিয়ে তা শিশুর মুখে বা রগে প্রয়োগ করা। তাহনিকের মাধ্যমে এ কাজটি হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো জানা যায় যে, তাহনিকের মাধ্যমে মুখের পেশীগুলোকে শক্তিশালী করা হয়। তালু ও দুই চোয়ালের সাথে জিহ্বার ঘর্ষণের মাধ্যমে। এতে করে শিশু মায়ের স্তন চোষার জন্য উপযুক্ত হয়।[৩৩৭]

অপর দিক থেকে 'আজওয়া' খেজুরও বরকতময়, যেহেতু এটির মূল জান্নাত থেকে এসেছে।

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন—

العَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ.

'আজওয়া জান্নাত থেকে এসেছে। এটি বিষের প্রতিষেধক।'[৩৩৮]

৩৩৭. ইসলাম ওয়েব থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত। http://www.islam web .net/media/index.php?page=article&lang=A&id=143055

আকিকা

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্য দুটি করে দুম্বা দিয়ে আকিকা করেছেন।[৩৩৯]

আকিকা : আকিকা বলা হয় ওই জবাইকে যা নবজাতকের জন্মের পর তার জন্য জবাই করা হয়। ছেলে হলে দুটি বকরি। মেয়ে হলে একটি বকরি।

আকিকার বহুবিধি উপকারিতা রয়েছে। এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এতে রয়েছে মহানুভবতা। এটি নবজাতকের (প্রাণ) বন্ধকস্বরূপ।

এটা অসম্ভব নয় যে এ আকিকা নবজাতকের সুন্দর বেড়ে ওঠা, সর্বদা নিরাপদ থাকা, শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার কারণ।[৩৪০]

সপ্তম দিনে আকিকা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান হুসাইনের জন্মের সপ্তম দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আকিকা করেছেন ও নাম রেখেছেন।

সুতরাং সপ্তম দিন যবেহ করাই সুন্নাহ। যেমন, যদি শনিবারে জন্ম গ্রহণ করে তবে জুমাবারে আকিকা করবে। অর্থাৎ যে দিন জন্ম গ্রহণ করেছে তার আগের দিন। এটিই নিয়ম।

পক্ষান্তরে যদি বৃহস্পতিবার জন্ম গ্রহণ করে তবে আকিকা করবে বুধবারে। এভাবেই হিসাব করতে হবে।[৩৪১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بَعَقِيْقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى ويُحَلَقُ رأسُهُ.

সকল শিশুই তার আকিকার সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে, তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে।[৩৪২]

---

৩৩৮. সুনানে তিরমিযি, হা : ২০৬৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৩৪৫৫।
৩৩৯. সুনান আন নাসাঈ, হা : ৪২১৯।
৩৪০. তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃষ্ঠা-৬৯।
৩৪১. আশ শরহুল মুহিত : ৭/৪৯৩।

শিশুর মাথা জাফরান দিয়ে রাঙানোর সুন্নাতটি এখন পরিত্যাক্ত প্রায়, খুব কম লোকই তা আদায় করে।

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলি যুগে লোকেরা যখন আকিকা করত, আকিকার পশুর রক্তে এক টুকরা তুলা ভিজিয়ে নিত। এরপর যখন শিশুর মাথা ন্যাড়া করত, তখন তারা ওই রক্তভেজানো তুলা তার মাথায় ঘসে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা রক্তের স্থানে জাফরান দিয়ে দাও।[৩৪৬]

সুন্দর নাম নির্বাচন

যার নামই রাসূলুল্লাহ ﷺ রেখেছেন সকলের ক্ষেত্রে এটিই ছিল তার অভ্যাস। বরং তিনি অসুন্দর নামগুলো পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন।

পিতার ওপর সন্তানের একটি হক হল, তার জন্য সুন্দর ও উত্তম নাম রাখা। সুতরাং অপরিচিত শব্দ প্রয়োগে ও সুন্দর অর্থহীন নাম থেকে দূরে থাকবে। মন্দ ও ঘৃণিত নামও পরিহার করবে।[৩৪৭]

কোলে প্রস্রাব : রাগ প্রশমন

লুবাবা ইবনুল হারিস رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুসাইন ইবনে 'আলী رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে থাকাবস্থায় পেশাব করে দিলেন।

---

৩৪৬. সহিহ ইবনে হিব্বান, হা : ৫৩০৮, আলবানি সহিহ বলেছেন, [সিলসিলাহ সহিহাহ-৪৬৩]

৩৪৭. নামের বিড়ম্বনা :

এক বিমান অফিসার ও এক বৃদ্ধার মাঝে কথোপকথন চলছে।

অফিসার : আপনার নাম?

বৃদ্ধা : আস সালাতু আলান নবী

অফিসার : আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আপনার নাম কী?

বৃদ্ধা : আস সালাতু আলান নবী

অফিসার : আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আমি আপনার নাম জানতে চাইছি। আপনার নাম কী?

বৃদ্ধা : আমার নামই হল, আস সালাতু আলান নবী

এক ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি কার পিতা? লোকটি বলল, আমি আবদুল কারিমিল্লাজি উইমসিকুস সামাআ আন তাকাআ আলাল আরদি ইল্লা বি ইজনিহি -এর পিতা। লোকটি বলল, স্বাগতম, হে অর্ধ কুরআন। উঠুন।

জন্মের দিনই সন্তানের নাম রাখা

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

وُلِدَ لِي اللَّيلةُ ولدٌ، سمَّيتُهُ باسمِ أبي إبراهيمَ.

গত রাতে আমার একজন সন্তান হয়েছে। আমি আমার পিতা (পূর্ব পুরুষ) ইবরাহিম আ. এর নামে তার নাম রেখেছি।[৩৪৩]

নবজাতকের চুল চাঁছা ও সমপরিমাণ ওজনে রূপা সদকা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোলাম আবু রাফে' ﷺ বলেন, আলী ﷺ-এর পুত্র হাসান যখন জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তার মা চাইলেন দু'টি দুম্বা যবেহ করে তার আকিকা করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার আকিকা করো না, বরং তার মাথার চুল চেছে দাও এরপর চুলের সমপরিমাণ রূপা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দাও।

এরপর হুসাইন ﷺ জন্মগ্রহণ করলেন। তখনও তিনি অনুরূপ করলেন।[৩৪৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা ﷺ-কে যে বললেন, "তুমি তার আকিকা করো না" এ নিষেধ করার কারণ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তার পক্ষ থেকে আকিকা করার সংকল্প করেছেন।

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্মের সপ্তম দিন তাদের মাথার চুল চেঁছে দেয়ার এবং চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪৫]

শিশুর মাথা ন্যাড়া করা খুবই উপকারী। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে, শিশুর মাথা ন্যাড়া করা মাথার খুলির লোমকুপ খুলে দেয় এবং চুল গজাতে সহায়তা করে।

---

৩৪২. সুনানে তিরমিযি, হা : ১৫২২, সুনানে আবু দাউদ : হা : ২৮৩৮।
৩৪৩. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১৫।
৩৪৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৬৬৫৫।
৩৪৫. মুসনাদে বাযযার, হা : ৬১৯৯, আল্লামা হাইছামি হাসান বলেছেন। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৪/৮৯।

আমি বললাম, আপনি অন্য একটি কাপড় পরে নিন এবং এ কাপড়টি আমাকে ধৌত করতে দিন। তিনি বললেন,

إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.

মেয়ে শিশু পেশাব করলে ধৌত করতে হয়। আর ছেলে শিশু পেশাব করলে তাতে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।[৩৪৮]

আবুস সাম্হ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খেদমত করতাম। তিনি গোসল করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলতেন, তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন ﷺ-কে আনা হলে তাঁদের একজন তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। আমি তা ধৌত করতে এলে তিনি বললেন,

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

মেয়ে শিশুর পেশাব করলে তা ধোয়া আবশ্যক। আর ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।[৩৪৯]

আবু লাইলা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুকে অথবা পেটের ওপর হাসান অথবা হুসাইন ﷺ ছিলেন। আমি তার তীব্রবেগে পেশাব দেখতে পেলাম। তখন আমরা তার দিকে উঠে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার সন্তানকে (দৌহিত্রকে) সুযোগ দাও। তার পেশাব শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করো না। এরপর তাতে পানি ঢেলে দিলেন।

এ হাদিসগুলোতে দৌহিত্রদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা ও উদারতা এবং তাদের প্রতি তাঁর উত্তম প্রতিপালনের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৫০]

---

৩৪৮. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৩৭৫।

৩৪৯. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৩৭৬।

৩৫০. **দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের বিধান** : ইসলাম পবিত্রতার ধর্ম। সব ধরণের অপবিত্রতা থেকে ইসলাম মুক্ত থাকার নির্দেশ প্রদান করে। ইসলাম কেবল নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং ইসলাম মানব জাতির জন্য পবিত্রতা অর্জনের বিস্তারিত বিধানও দিয়েছে।

পেশাব একটি নাপাক পদার্থ। মানুষ হোক বা অন্য প্রাণী সকলের পেশাবই নাপাক। অনুরূপ বয়স্ক মানুষের পেশাব যেমন নাপাক তেমনি শিশু ও দুগ্ধপোষ্য, চাই সে কেবল স্তনের দুধ পান করুক বা সাথে অন্য খাবার গ্রহণ করুক সর্বাবস্থায় পেশাব নাপাক। এ নাপাকি পরিস্কার করা আবশ্যক। হাদিস শরিফে পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের সরাসরি নির্দেশ যেমন দিয়েছেন তেমনি এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। দারা কুতনির এক বর্ণনায় (১/১২৮) রয়েছে, আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

استنزِهوا من البولِ فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منهُ.

তোমরা পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা কর, কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব এ কারণে হয়ে থাকে।

সহিহ বুখারীর এক হাদিসে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ».

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দুটিতে আযাব চলছিল। তখন তিনি বললেন, এদের দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে এমন গুনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছেনা যা থেকে বেঁচে থাকা দূরহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্ক থাকতো না।

সুতরাং পেশাবের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিসকে যদি মানদণ্ড ধরে নেয়া হয় তবে উপরে বর্ণিত হাদিস ব্যাখ্যার দাবী করে। আর ব্যাখ্যার এ দাবী থেকেই দেখা যায় হাদিস থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

তবে পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। মতভেদ কেবল পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে। তাদের এ মতভেদের ভিত্তি হল হাদিসে বর্ণিত النضح শব্দটি।

দুগ্ধপাষ্য শিশুর দুই অবস্থা

১. শিশু কেবল স্তনের দুধ পান করে অন্য কোন খাবার গ্রহণ করে না।

২. শিশু স্তনের দুধের সাথে অন্য খাবার গ্রহণ করে।

উভয় প্রকার শিশুর পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে প্রথম প্রকার শিশুর পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিগত বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায় :

ক. **ছেলের ক্ষেত্রে কেবল পানি ছিটিয়ে দেয়া এবং মেয়ের ক্ষেত্রে ধৌত করা :**
ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক رحمهم الله-এর ফতোয়া হল ছেলে হলে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে মেয়ের পেশাবের ক্ষেত্রে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। তাদের দলিল হল বর্ণিত হাদিস। আর তা হাদিসের শব্দ النضح দ্বারা কেবল ছিটিয়ে দেয়ার অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে।

খ. **ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে কেবল পানি ছিটিয়ে দেয়া :**
এটি ইমাম আওযায়ি رحمه الله-এর মত। ইমাম শাফেয়ি ও মালেক رحمه الله-এর একটি মত বলেও উল্লেখ রয়েছে। তবে তা খুবই দুর্বল।

গ. **ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই ধৌত করা। কেবল ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়।**
ইমাম আবু হানিফা رحمه الله ও ইমাম মালেক رحمه الله-এর ফতোয়া হল, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পেশাবের ক্ষেত্রে কাপড় ভালভাব ধৌত করতে হবে। তাদের দলিল বর্ণিত হাদিসসহ এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যান্য হাদিস।

হাদিসে বর্ণিত النضح শব্দের অর্থ কেবল পানি ছিটিয়ে দেয়া নয়। বরং এর অর্থ হল নাপাকির উপর পানি ঢেলে দেয়া। হালকা ধৌত করা। পানি ছিটিয়ে দেয়া আর ঢেলে দেয়ার মধ্যে পার্থক্য সকলেরই জানা।

উপরের বর্ণিত হাদিসে যেমন النضح শব্দটি রয়েছে, তেমনি অন্যান্য বর্ণনায় এর ব্যাখ্যাও রয়েছে। অনুরূপ কোন কোন বর্ণনায় সরাসরি পানি ঢেলে দেয়ার কথাও রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হল।

প্রথম হাদিস : উম্মু সালামাহ — থেকে বর্ণিত

عن أم سلمة هند بنت أبي أمية : بَالَ الحسنُ أَوِ الحُسَيْنُ على بَطْنِ رسولِ اللهِ ﷺ فتركَهُ حتَّى قَضى بولَهُ ثمَّ دَعا بماءٍ فصبَّهُ عليهِ، فتح الباري لابن حجر ٣٨٩/١ إسناده حسن.

হাসান অথবা হুসাইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেটের উপর পেশাব করে দিল। তখন তাকে পরিপূর্ণভাবে পেশাব শেষ করতে দিলেন। এরপর পানি আনার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তার উপর ঢেলে দিলেন।

দ্বিতীয় হাদিস : উম্মুল মুমিনীন আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن عائشة أم المؤمنين أُتِيَ رسولُ اللهِ بصبيٍّ، يَرْضَعُ فبال في حِجْرِهِ. فدعا بماءٍ فصَبَّهُ عليه .صحيح مسلم ٢٨٦ صحيح.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনা হলে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনার জন্য বললেন এবং সেখানে পানি ঢেলে দিলেন।

তৃতীয় হাদিস : উম্মু কায়েস বিনতে মুহসিন বর্ণনা করেন,

عن أم قيس بنت محصن وأخبَرَتْنِي أن ابنَها، ذاك بال في حِجْرِ رسولِ اللهِ، فدعا رسولُ اللهِ بماءٍ فنضحه على بَوْلِهِ ولم يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

صحيح مسلم ٢٨٧، صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧) واللفظ له.

তার শিশু মুহসিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোলে পেশাব করে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিলেন। ভালভাবে সেটিকে ধৌত করলেন না।

চতুর্থ হাদিস : উম্মুল ফযল ﷺ থেকে বর্ণিত,

عن أم الفضل: لَمَّا ولدَ الحُسَيْنُ رضي الله عنه قلتُ: يا رسولَ اللهِ أعطنيهِ - أو دافعه إليَّ - فلأَكْفلْهُ أو أرضِعْهُ بلبَني فَفعلَ، فأتيتُهُ بِهِ فوضعَهُ على صَدرِهِ فبالَ عليهِ فأصابَ إزارَهُ، فقُلتُ لَهُ: يا رسولَ اللَّهِ، أعطِني إزارَكَ أغسِلْهُ. قالَ: إنَّما يُصَبُّ على بولِ الغلامِ، ويُغسَلُ بولُ الجاريةِ

العيني،٨٥٥ هـ، نخب الافكار ٢٧١/٢ إسناده حسن جيد.

তিনি বলেন, হুসাইন যখন জন্মগ্রহণ করলো আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার কাছে দিন আমি তাকে লালন-পালন করব, অথবা বলেছেন, আমি তাকে আমার স্তনের দুধ পান করাবো। তিনি তা করলেন। (অর্থাৎ হুসাইনকে উম্মুল ফযলের কাছে দিলেন) আমি তাকে নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি তাকে বুকের উপর রাখলেন। তখন সে তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল এতে তাঁর লুঙ্গি ভিজে গেল। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার লুঙ্গিটি আমাকে দিন আমি ধুয়ে দিব। তিনি বললেন, ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট, আর মেয়ে শিশুর পেশাবে ধুতে হয়।

যে সকল বর্ণনায় النضح শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, উপরের বর্ণনাগুলোতে তার অর্থ স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কারণ উপরের কোন বর্ণনায় النضح শব্দের স্থলে الصب শব্দটি এসেছে। কোন বর্ণনায় আরো স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, ولم يَغْسِلْهُ غَسْلًا অর্থাৎ পেশাবের কারণে কাপড়টি তো ধুলেন তবে একদম ভালভাবে রগড়িয়ে নয়। বরং কেবল পানি ঢেলে দেয়ার মাধ্যমে ধৌত করলেন।

হাদিসের অর্থ এটা নয় যে ছেলে শিশুর পেশাবের কারণে কাপড় একেবারেই ধৌত করেন নি, বিষয়টি এমন নয়; বরং মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে যতটা ভালভাবে ধৌত করা হয়, ততটা ভাল করে ধৌত করেন নি।

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদিসে বর্ণিত النضح শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল পানি ছিটিয়ে দেয়া নয়, বরং পেশাবের উপর বা পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দেয়া। যা প্রকারান্তরে ধোয়ার অন্তর্ভূক্ত।

মোটকথা ছেলে শিশু হোক বা মেয়ে শিশু উভয়ের পেশাবের কারণে কাপড় নাপাক হয়ে যায় এবং এর কারণে কাপড় ধৌত করা অপরিহার্য। তবে পার্থক্য হল ধৌত করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে।

ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে কেবল পেশাবের স্থলে পানি ঢেলে দেয়ার দ্বারা ধোয়া হয়ে যায়, পক্ষান্তরে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে কেবল পানি ঢেলে দেয়া যথেষ্ট নয়; বরং তুলনামূলক ভালভাবে ধৌত করা আবশ্যক। এর অবশ্য কিছু কারণ রয়েছে। নারী-পুরুষের বৈশিষ্টগত পার্থক্যের কারণে এ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের পার্থক্য

- মেয়ে শিশুর পেশাব অধিক দুর্গন্ধ যুক্ত, ফলে ভালভাবে ধৌত করার মাধ্যমে দুর্গন্ধ দূর করাই কাম্য। পক্ষান্তরে ছেলে শিশুর পেশাব ততটা দুর্গন্ধ নয়, ফলে তা হালকা ধৌত করার মাধ্যমেই বিদূরীত হয়ে যায়।
- ছেলেদের পেশাবের রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় তা একই স্থানে পতিত হয়, ফলে পতিত স্থানে পানি ঢেলে দেয়ার দ্বারা তা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মেয়েদের পেশাবের রাস্তা প্রশস্ত হওয়ায় পেশাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ফলে একস্থানে পানি ঢেলে দেয়ার দ্বারা তা দূর হওয়া অসম্ভব। তাই অবস্থার চাহিদা হল তাকে ভালভাবে ধৌত করা।

এ ছাড়াও النضح এর অর্থ 'ধৌত করা' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিরমিযির বর্ণিত ওই হাদিসটিও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাপড়ে 'মজি' লেগে যাওয়ার পর করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك.

তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, তুমি এক আজলা পানি নিয়ে তোমার কাপড় ধুয়ে নিবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, ই'লাউস সুনান, প্রথম খণ্ড-৪০৯-৪১২

নিম্নে ফিকহ ও হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি:

- **বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি رحمه الله এ প্রসঙ্গে তার বিশ্ববিশ্রুত ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারি-তে বলেন,**

وغسلهما جميعاً أحب إلينا، لأنه يحتمل أن يكون المراد بالنضح صبّ الماء عليه، فقد يُسمى ذلك نضحاً، وإنما فُرِق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لمخرجه، وبول الجارية يتفرّق لسعة مخرجه، فأمر في الغلام بالنضح أي صب الماء عليه في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن ينقع في الماء، لأنه يقع في مواضع متفرقة، كذا ذكره الطحاوي وأيّده بما أخرجه عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش، والصب بالصب، ثم أخرج حديث عائشة وفيه: فأتبعه الماء، وقال: وإتباع الماء حكمه حكم الغسل، ألا يرى أن رجلاً لو أصاب ثوبه نجاسة فأتبعه الماء طهر ثوبه، ثم أخرج عن أم الفضل قالت: لما وُلد الحسين أتيت (في الأصل: "أتيتُه به"، والظاهر"أتيتُ") ، به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته على صدره فبال عليه، فأصاب إزاره، فقلت: يا رسول الله أعطني إزارك أغسله، فقال: إنما يُصَبّ من بول الغلام، ويغسلُ من بول الجارية، ثم قال: فثبت أن النضح أراد به الصب حتى لا يتضاد الحديثان المختلفان (انظر: "عمدة القاري" للعيني ٨٩٣/١)

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, উভয়ের পেশাবের কারণে কাপড় ধুয়ে নেয়া আমাদের নিকট পছন্দনীয়। কারণ, হতে পারে হাদিসে বর্ণিত النضح শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দেয়াকে বুঝিয়েছেন। এ ঢেলে দেয়াকে النضح বলা হয়। তবে উভয়ের পেশাবের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে, তার কারণ হল ছেলের পেশাব তার পেশাবের রাস্তার সংকীর্ণতার কারণে এক স্থানে পতিত হয়। পক্ষান্তরে মেয়ের পেশাব তার পেশাবের রাস্তার প্রশস্ততার কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পতিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ছেলের পেশাবের ক্ষেত্রে পানি ঢেলে দেয়ার জন্য বললেন, অর্থাৎ এক জায়গায় পানি ঢেলে দেয়া।

আর মেয়ের পেশাবের ক্ষেত্রে ধৌত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল পানি দ্বারা পরিস্কার করে নেয়া। কারণ তা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অনুরূপ বক্তব্য ইমাম তাহাবি থেকেও বর্ণিত রয়েছে। ইমাম তাহাবি তার বক্তব্যকে সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সুসংহত করেছেন। তিনি বলেন الرش بالرش، والصب بالصب-এরপর আয়েশা রাযি. এর হাদিস, তাতে রয়েছে فأتبعه الماء তিনি বলেন اتباع الماء-এর হুকুম হল পানি দ্বারা ধৌত করা। কারণ কারো কাপড়ে যদি নাপাকি লাগে আর সে যদি নাপাকির উপর পানি ঢেলে দেয় তাতে কাপড় পবিত্র হয়ে যায়। এরপর তিনি উম্মুল ফযল থেকে হাদিস নকল করেন, তিনি বলেন,

হুসাইন যখন জন্ম গ্রহণ করল, আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম। আমি তাকে তাঁর বুকের উপর রাখলাম। সে তাঁর উপর পেশাব করে দিল এবং এতে তাঁর লুঙ্গি ভিজে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার লুঙ্গিটি দিন আমি ধুয়ে দিব। তখন তিনি বললেন, ছেলের পেশাবের কারণে কেবল পানি ঢেলে দিলেই যথেষ্ঠ, আর মেয়ের পেশাবের ক্ষেত্রে ধৌত করা অপরিহার্য। এরপর বলেন এতে প্রামণিত হল যে النضح দ্বারা উদ্দেশ্য হল পানি ছিটিয়ে দেয়া নয়, বরং পানি ঢেলে দেয়া। যাতে উভয় প্রকার হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা না দেয়। (ওমদাতুল কারী : ১/৮৯৩)

- **বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ইবনে মাওদুদ মাওসেলি (৫৯৯-৬৮৩ হি./১২০৩-১২৮৪ ইসায়ি) এর বিখ্যাত কিতাব** (الاختيار لتعليل المختار) **আল ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার-এ উল্লেখ রয়েছে।**

قَالَ: (وَ) كَذَلِكَ بَوْلُ (الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ أَكَلَا أَوْ لَا) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَمَا رُوِيَ مِنْ نَضْحِ بَوْلِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ، فَالنَّضْحُ يُذْكَرُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ. «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ: انْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاءِ»، أَيِ اغْسِلْهُ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا.

বলেন : অনুরূপভাবে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাব (নাপাক), চাই অন্য খাবার গ্রহণ করুক বা না করুক। এর দলিল হল আমরা যা উল্লেখ করেছি। ছেলে শিশু যদি খাবার না খায় সে ক্ষেত্রে পানি 'নুদহ' করার যে কথা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, তাতে 'নুদহ' শব্দটিকে ধৌত করার অর্থে উল্লেখ করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন মজি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে পানি দ্বারা ধৌত কর। এখানেও 'নুদহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হাদিসেও 'নুদহ' এর অর্থ ধৌত করা ধরে নেয়া হবে।

- **অষ্টম শতাব্দির অন্যতম ফকিহ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ হাফেজুদ্দিন আন নাসাফি বিরচিত বিশ্ববিশ্রুত ফিকহি গ্রন্থ 'কানযুদ দাকায়েক'-এ উল্লেখ রয়েছে,**

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ غَسْلُ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ بَلْ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا غَيْرُ، وَلَنَا الْعُمُومَاتُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ النَّضْحِ وَالصَّبِّ الْمُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، فِي الْمَذْيِ «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» وَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا الْغُسْلُ اتِّفَاقًا؛ وَلِأَنَّ النَّضْحَ كَثْرَةُ الصَّبِّ وَمِنْهُ النَّاضِحُ لِلْجَمَلِ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ الْمَاءُ قَالَهُ الْمُهَلَّبُ وَمَا

ذَكَرُوا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ أَنَّ بَوْلَ الْجَارِيَةِ أَثْخَنُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ضَعِيفٌ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ثَخِينِ النَّجَاسَةِ وَرَقِيقِهَا فِي وُجُوبِ إِزَالَتِهَا بِالْغُسْلِ وَهَذَا الْمُدَّعَى بِنَفْسِهِ تَحَكُّمٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَمَدُ. وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِالصَّبِيِّ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَالْبَلْوَى بِهِ أَكْثَرُ وَأَعَمُّ أَضْعَفُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُ ثِيَابِ النِّسَاءِ مِنْ بَوْلِهَا لِكَوْنِ الِابْتِلَاءِ بِهِ أَشَدَّ فِي حَقِّهِنَّ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِحَمْلِهَا وَمُشَارَكَةِ الرِّجَالِ فِي حَمْلِ الصَّبِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَتَبَيَّنُ لِي فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَلَقَدْ أَنْصَفَ فِيمَا قَالَ.اه

শাফেয়ি রহ. বলেন, যে শিশু এখনও অন্য খাবার গ্রহণ করেনি তার পেশাবের ক্ষেত্রে ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বরং পেশাবের স্থানে কেবল পানি ছিটিয়ে দেয়া হবে এর বেশি কিছু নয়। আমাদের দলিল হল ব্যাপকতা এবং এ বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত النضح الصب- ইত্যাদি শব্দ যা দ্বারা ধৌত করাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে প্রমাণ হল 'মজি' এর বিধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্তব্য। "অযু কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর।" আর এ ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত যে 'মজি' এর ক্ষেত্রে ধৌত করা ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, النضح - এর অর্থ হল অধিক পরিমাণে ঢালা। মুহাল্লাব বলেন, এ কারণে আরবগণ যে উট দ্বারা পানি বের করা হয় তাকে الناضح বলে থাকে।

পক্ষান্তরে তারা ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের মধ্যে যে পার্থক্য করে যে - মেয়ে শিশুর পেশাব ছেলে শিশুর পেশাবের তুলনায় কঠিন- এটি একটি দুর্বল বক্তব্য। যেহেতু নাজাসাতে গলিজা ও নাজাসতে খফিফাহ উভয় প্রকার নাজাসাত পানি দ্বারা দূর করা ওয়াজিব, এতে কোন পার্থক্য নেই। এ দাবীটি বাস্তবিক পক্ষে একটি অস্পষ্ট উপহাস। সুতরাং এর উপর নির্ভর করা হবে না।

অনেকে আবার এভাবে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন যে, ছেলে শিশুর প্রতি আগ্রহ ও গুরুত্ব মেয়ে শিশুর তুলনায় অধিক। যেহেতু ছেলে শিশুকে পুরুষ নারী সকলেই কোলে-কাখে নিয়ে থাকে। এতে সমস্যাটি অধিক ও ব্যাপক। এ বক্তব্যটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ এ বক্তব্যের দাবী অনুসারে মেয়ে শিশুর পেশাবের কারণে নারীদের কাপড় ধৌত করা ওয়াজিব না হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং পুরুষের কোলে নেয়ার কারণে যদি ছেলে শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে সহজতা আসে তবে নারীদের বেলায় মেয়ে-ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রেই সহজতা অপরিহার্য। যেহেতু তারা পুরুষের তুলনায় শিশুদের লালন-পালনে অধিক বেশী অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ইমাম শাফেয়ি রহ.

বলেন, উভয়ের মাঝে আমার কাছে কোন পার্থক্য মনে হয় না। এতে তিনি ন্যায়ানুগ কথা বলেছেন।

- **হানাফি মাযহাবের অন্যতম মৌলিক ফিকহি গ্রন্থ 'হেদায়া' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল বিনায়া-তে উল্লেখ রয়েছে,**

الثاني: بول الصبي الذي لم يطعم فكذلك عند جميع أهل العلم قاطبة إلا ما نقل عن داود الظاهري بطهارتها ولا يعتبر خلافه، وعند الشافعي نجاسة خفيفة، وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك،

واحتجوا في ذلك بأحاديث منها: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: «كان رسول الله - يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» . قلنا: لم يغسله محمول على نفي المبالغة فيه، وما ورد في الأحاديث من النضح المراد به الصب،

وقال في " المعلم في شرح صحيح مسلم ": بال في ثوبه - عائد إلى الصبي - وهو في حجره - عَلَيْهِ السَّلَامُ - على ثوب نفسه فنضح ثوبه خوفاً من أن يكون طار منه على ثوبه، وهو بعيد، لأن الآثار جاءت صريحة بأن المراد به النبي.

দ্বিতীয় : যে ছেলে শিশু এখনও অন্য খাবার গ্রহণ করেনি তার পেশাব। অনুরূপভাবে সকল আলেমের নিকট তা নাপাক। কেবল দাউদ জাহেরি এর দ্বিমত করেছেন। তার এ দ্বিমতের কোন ধর্তব্য নেই। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে এটি নাজাসাতে খফিফাহ। ইমাম আওযায়ি ﷺ বলেন, ছেলে শিশু যতক্ষণ কেবল স্তনের দুধ পান করে, অন্য খাবার গ্রহণ না করে, ততক্ষণ তার পেশাবে কোন অসুবিধা নেই। এটি ইমাম মালেক রহ. এর শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবের মত। এ ক্ষেত্রে তারা কতিপয় হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিম আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। "আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে শিশুদেরকে আনা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন, তাদের তাহনিক করতেন। তখন তাঁর কাছে একটি শিশুকে আনা হল, শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন। কিন্তু ধৌত করলেন না।" আমরা বলি, "তিনি ধৌত করলেন না" এর অর্থ হল ধোয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৌত করলেন না। এছাড়াও হাদিসে যে النضح শব্দটি রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল الصب

"ঢেলে দেয়া"। সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল মু'লিম'-এ উল্লেখ রয়েছে, শিশুটি রাসূলুল্লাহর কোলে থাকা অবস্থায় 'তার কাপড়ে পেশাব করে দিয়েছে'। এখানে তার বলতে শিশুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ আশংকায় তার কাপড়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন, হতে পারে তার কাপড় থেকে পেশাবের কোন ছিটা তাঁর কাপড়ে লাগতে পারে। তবে এ ব্যাখ্যাটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এখানে কাপড় বলতে রাসূলুল্লাহর কাপড়ই উদ্দেশ্য।

- **আল মুদাওয়ানাহ গ্রন্থে (১/১৩১) উল্লেখ রয়েছে,**

وقال في المدونة (١/ ١٣١): وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام. اهـ وراجع: المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٢٨)، ومختصر خيلي وشروحه: التاج والإكليل (١/ ١٦٢)، ومواهب الجلبل (١/ ١٠٦)، وشرح الخرشي (١/ ١٠١)، ومنح الجليل (١/ ٥٤(

ইমাম মালেক রহ. বলেন, মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু উভয়ের পেশাব একই রকম। যদি তাদের কারো পেশাব পুরুষ কিংবা নারীর কাপড়ে লাগে তবে ওই কাপড়কে ধৌত করতে হবে যদিও ওই শিশু অন্য খাবার গ্রহণ না করে থাকে। দেখুন : আল মুনতাকা : ১/১২৮, আত তাজ ওয়াল ইকলিল : ১/১৬২, মাওয়াহিবুল জালবাল : ১/১০৬, শরহুল খারাশী : ১/১০১, মানহুল জালীল : ১/৫৪ ইত্যাদি।

- **সহিহ মুসলিম গ্রন্থের বিশ্ববিশ্রুত ব্যাখ্যাকার শাফেয়ি মাযহাবের অন্যতম ইমাম নববী রহ. আল মাজমু'উ গ্রন্থে (২/৬০৮) উল্লেখ করেন**

قال النووي في المجموع (٢/ ٦٠٨): يشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغمره، ولا يشترط أن ينزل عنه، والغسل أن يغمره وينزل عنه ولا يشترط عصره. وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين: أحدهما: أن بولها أثخن وألصق بالمحل. والثاني: أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبًا؛ فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم. اهـ

وقال الحنفية والمالكية: إن النضح في الحديث يُحتمل أن يكون معناه صب الماء، فقد تسمى العرب ذلك نضحًا، واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي ﷺ أنه قال:

(إني لأعلم أرضًا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر). أخرجه أحمد في مُسنده (١/ ٤٤). والصب غسل، ومنه قول العرب: غسلتني السماء، عند انصباب المطر عليه. واستدل الطحاوي على ذلك بالأحاديث التي ورد فيها أنه صب الماء على بول الغلام كحديث أبي ليلى، واستدل أيضًا بحديث عائشة: فأتبعه الماء. وقال: واتباع الماء حكمه حكم الغسل، على أنه قد ورد في بعض رواياته: فدعا بماء فنضحه عليه. وفي أخرى: فدعا بماء فصبه عليه، فدل على أن النضح عندهم الصب.

النضح-এর ক্ষেত্রে শর্ত হল পেশাবের পুরাস্থানে পানি পৌঁছে দেয়া এবং তাকে ভিজিয়ে দেয়া। তবে তা থেকে পানি চুইয়ে পড়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে ধৌত করার ক্ষেত্রে শর্ত হল পেশাবের স্থানটি পুরো ভিজিয়ে দেয়া এবং তা থেকে পানি চুইয়ে পড়া। তবে চিপানো শর্ত নয়। অর্থগত দিক থেকে ছেলে শিশুর পেশাব ও মেয়েশিশুর পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে আমাদের ফকিহগণ বলেছেন, এতে দু'টি পার্থক্য রয়েছে।

ক. মেয়ে শিশুর পেশাব অধিক গাঢ় ও কাপড়ে লেগে থাকে। খ. ছেলে শিশুর প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। সাধারণত নারী-পুরুষ সকলেই তাকে কোলে-কাখে নিয়ে থাকে। আর মেয়ে শিশুদেরকে সাধারণত নারীরাই বেশি কোলে নিয়ে থাকে। ফলে ছেলে শিশুর ক্ষেত্রটি অধিক বিস্তৃত ও ব্যাপক।

হানাফি ও মালেকি ফকিহগণ বলেন, হাদিসে বর্ণিত النضح শব্দের অর্থ হল صب الماء পানি ঢেলে দেয়া। পানি ঢেলে দেয়াকে আরবগণ النضح বলে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি এমন একটি জনপদ চিনি যাকে উম্মান বলা হয়, যার একপাশে বিস্তৃত রয়েছে সমুদ্র। তাতে আরবদের একটি মহল্লা রয়েছে, যদি আমার কোন প্রতিনিধি তাদের নিকট আসে তবে তারা তাকে কোন তীর বা পাথর দিয়ে আঘাত করে না। (হাদিসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ১/১৫৬, আহমদ শাকের কর্তৃক তাহকিককৃত)

আর الصب অর্থ ধৌত করা। যেমন, কারো মাথার উপর বৃষ্টি পড়লে আরবরা বলে থাকে غسلتني السماء অর্থাৎ আকাশ আমাকে গোসল করিয়ে দিয়েছে।

ইমাম তাহাবি এর উপর বিভিন্ন হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, যাতে النضح এর পরিবর্তে صب الماء বর্ণিত হয়েছে, যেমন আবু লাইলার বর্ণিত হাদিস। অনুরূপভাবে তিনি আয়েশা رضي الله عنها-এর হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন যাতে فأتبعه الماء শব্দ উল্লেখ রয়েছে। যার হুকুম হল ধৌত করা। এছাড়াও কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে فدعا بماء فنضحه عليه আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে فدعا بماء فصبه عليه। এতে বোঝা যায় যে, النضح এর অর্থ পানি ঢালা।

ইমাম তাহাবি رحمه الله শরহু মাআনিল আছার গ্রন্থে (১/৯৩-৯৪) উল্লেখ করেন,

فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل، إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضًا، وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح: يريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يتبع بالماء؛ لأنه يقع في أماكن متفرقة. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار، وأما وجهه من طريق النظر فإن رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعد ما يأكلان الطعام، فإذا كان بول الجارية نجسًا فبول الغلام أيضًا نجس، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. اه

এ সব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে ছেলে শিশুর পেশাবের হুকুম হল ধৌত করা। তবে পার্থক্য এতটুকু যে তাতে কেবল পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট হবে। অনুরূপ, মেয়ে শিশুর পেশাবের হুকুমও হল ধৌত করা। শব্দগত দিক থেকে যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, তবে অর্থের দিক থেকে উভয়টি এক। কারণ, পেশাবের রাস্তার সংকীর্ণতার কারণে ছেলের পেশাব এক স্থানে পতিত হয়, পক্ষান্তরে পেশাবের রাস্তার প্রশস্ততার কারণে মেয়ের পেশাব বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পতিত হয়। তাই ছেলের ক্ষেত্রে النضح-এর নির্দেশ দিয়েছেন। যা দ্বারা এক স্থানে পানি ঢেলে দেয়া উদ্দেশ্য। আর মেয়ের ক্ষেত্রে ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য সাম্ভাব্য যতটুকু স্থানে পেশাব পড়তে পারে তার সবটুকু ধৌত করা। যা এক স্থানে পানি ঢেলে দেয়া দ্বারা আদায় হবে না। কারণ, যেহেতু পেশাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। এ হল হাদিসের আলোকে এ বিষয়ের বিধান। পক্ষান্তরে যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে এর বিধান হল, আমরা যদি ছেলে-মেয়ে উভয়ের পেশাবের হুকুমের

প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, অন্য খাবার গ্রহণের পর উভয়ের পেশাবের হুকুম একই। মেয়ের পেশাব যেমন নাপাক তেমনি ছেলের পেশাবও নাপাক। আর এটিই ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ্-এর কওল।

- **আবু আমর ইবনে আবদুল বার তার তামহিদ গ্রন্থে (৯/১১১-১১২) উল্লেখ করেন—**

القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، إلا أن هذه الآثار إن صحت ولم يعارضها عنه صلى الله عليه وسلم مثلها وجب القول بها، إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبي وإتباعه الماء أَصح وأَوْلَى، وأحسن شئ عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبًا وبول الجارية يُغسل طعمت أو لم تطعم.

أخرجه أبو داود (٣٧٩) عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية .

وهذا حديث مفسر للأحاديث كلها مستعمل لها، حاشا حديث المحل بن خليفة الذي ذكر فيه الرش، وهو حديث لا تقوم به حجة والمحل ضعيف، وإذا صبَّ على بول الغلام وغسل بول الجارية وقد علمنا أن الصب قد يمسى نضحًا، كان الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين ما بين الصب والعراك تعبدًا كان وجهًا حسنًا، وهو أَوْلَى ما قبل به في هذا الباب على ما روي عن أم سلمة، وبالله التوفيق .

কিয়াসের দাবী হল ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকা, যেমনি ভাবে নারী ও পুরুষের পেশাবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে হ্যাঁ এ সকল বর্ণনা যদি সহিহ হয়, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত কোন বর্ণনা না থাকে তবে এর উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে যে সকল বর্ণনায় الصب বা وإتباعه الماء এ জাতীয় শব্দ রয়েছে, তা অধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে আমার নিকট সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য বর্ণনা হল, আবু দাউদের বর্ণনায় (হা. ৩৭৯) যা উম্মু সালামাহ রাযি. বলেছেন, ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়া হবে এবং মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করা হবে। চাই তারা খাবার গ্রহণ করুক বা না করুক। আর যদি খাবার গ্রহণ করে তবে ধৌত করতে হবে। তিনি মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করতেন। এ হাদিসটি এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদিসের ব্যাখ্যাকারী। কেবল মহল ইবনে খলীফার বর্ণিত হাদিস ছাড়া। যাতে الرش "ছিটিয়ে দেয়া" উল্লেখ রয়েছে। এ বর্ণনাটি দলিল যোগ্য

দৌহিত্রদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা

ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন রাযি-এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন–

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

'আমি তোমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কল্যাণময় কালামের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান, জীবন নাশক বিষ ও অনিষ্টকারী কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

তিনি বলতেন, এভাবে ইবরাহিম আ. তার দু'ছেলে ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য আশ্রয় চাইতেন।[৩৫১]

বলা হয়, بِكَلِمَاتِ اللَّهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআনুল কারিম। অথবা, আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলী।

আল্লাহর কালাম কে كَلِمَاتِ শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালার কোন কথায় ত্রুটি বা হ্রাস হওয়া অসম্ভব যেমনটি মানুষের কথায় হয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে, এখানে التَّامَّةِ দ্বারা একথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যাকে তা দ্বারা আশ্রয় দেয়া হয়, তাকে তা উপকৃত করে এবং বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত থেকে হেফাযত করে। এটি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ 'সকল শয়তান থেকে' এর মধ্যে মানব শয়তান ও দানব শয়তান উভয়ে শামিল।

নয়। কারণ এর সূত্রে মহল নামীয় রাবি দুর্বল। আমরা যখন জানতে পারলাম যে, ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ঢেলে দেয়া হবে, আর মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করা হবে, সাথে এটাও জানতে পারলাম যে, এই পানি ঢেলে দেয়াকে কখনও النضح শব্দে উল্লেখ করা হয়। তবে ছেলে শিশুর পেশাব ও মেয়ে শিশুর পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পার্থক্য হল কেবল ঢালা আর ডলা। আর এ পার্থক্যটি তাআব্বুদি হওয়া একটি সুন্দর দিক। আর উম্মু সালামাহ রাযি. -এর রেওয়াতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে এটিই উত্তম মত। আল্লাহই তাওফিক দাতা। (অনুবাদক)

৩৫১. সুনান তিরমিযি, হা : ২০৬০।

وَهَامَّةٍ বলা হয় প্রাণঘাতী বিষকে। এর বহুবচন হল الْهَوَامُّ যে বিষ প্রাণঘাতক নয় তাকে আরবিতে السَّامَّةُ বলা হয়। যেমন বিচ্ছু ভিমরুল ইত্যাদির বিষ। وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ অর্থাৎ যে সব চোখ অনিষ্ট সাধন করে।[৩৫২]

ইমাম খাত্তাবি رحمه الله বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, মানসিক বিকৃতি ও পাগলামি জাতীয় ওই সব রোগ-ব্যাধি যা মানুষকে আক্রান্ত করে।[৩৫৩]

বিভিন্ন দু'আ শিক্ষা দান

হাসান ইবনে আলী رضي الله عنهما বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। এগুলো আমি বিতরের নামাযে পাঠ করে থাকি–

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

'হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছো আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও। তোমার নির্ধারিত অকল্যাণ হতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দিতে পার, তোমার ওপর কারো নির্দেশ চলে না। যাকে তুমি বন্ধু ভেবেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ'।[৩৫৪]

মসজিদে নিয়ে যাওয়া

আবু বকরাহ رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, ওই সময় হাসান رضي الله عنه তার পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের

৩৫২. তুহফাতুল আহ্ওয়াযি : ৬/১৮৪।
৩৫৩. ফাতহুল বারি : ৬/৪১০।
৩৫৪. জামে তিরমিযি, হা : ৪৬৪।

দিকে আবার হাসান ﷺ-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান হচ্ছে নেতা। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিবেন।[৩৫৫]

বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় শিশু হাসান ও হুসাইন ﷺ লাল রংয়ের জামা পরিহিত অবস্থায় হেলে দুলে এগিয়ে এলে নবী ﷺ খুতবা বন্ধ করে মিম্বার হতে নেমে তাদেরকে নিয়ে এসে মিম্বারে উঠে বললেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি ফিতনাস্বরূপ'। আমি এ দু'জনকে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারিনি। এরপর তিনি খুতবা দিতে লাগলেন।[৩৫৬]

হাদিসের শব্দ يعثران-এর অর্থ হল, শিশুদের মত হাঁটা। একবার এদিকে পা দেয়া তো আরেকবার আরেক দিকে পা দেয়া। এদিক সেদিক পদবিক্ষেপে হাঁটা। হাঁটার দুর্বলতার কারণে। এটি হল আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে যে দয়া ও ভালবাসা রেখেছেন তার পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ।[৩৫৭]

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি আল্লাহর ইবাদাত আদায়ে অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। হাদিসের প্রকাশ্য ভাষ্য যে, তিনি তাদের জন্য খুতবা বন্ধ করে মিম্বার থেকে নেমে এলেন, এটিও এক ধরণের ফিতনা (পরীক্ষা)। সন্তানের মহব্বত যা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে সন্তান-সন্ততি দ্বারা ফেতনার শিকার হওয়ার কিছু ধাপ রয়েছে। এটি হল সর্বনিম্ন ধাপ। অনেক ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় ফেতনার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান![৩৫৮] এ হাদিসে পৌত্র-দৌহিত্রদের প্রতি তার দয়া ও ভালবাসার প্রমাণ রয়েছে।

---

৩৫৫. সহিহ বুখারী : হা : ২৭১৪।

৩৫৬. সুনানে আবু দাউদ : হা : ১১০৯, (সূরা তাগাবুন, আয়াত, ১৫)

৩৫৭. ফাতহুল বারি : ১১/২৫৪, পরিমার্জিত।

৩৫৮. ফাতহুল বারি : ১১/২৫৪. কিছুটা সংক্ষেপিত।

নামাযের মধ্যেও কাঁধে তারা

আবু কাতাদাহ আল-আনসারি ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, তিনি তার নাতনি আবুল আস ইবনুর রাবি-এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ-কে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা যয়নবের গর্ভজাত মেয়ে) তার কাঁধের ওপর রেখে ইমামত করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকুতে যাচ্ছেন তখন তাকে (কাঁধ থেকে) নামিয়ে রাখছেন, আবার সাজদা থেকে ওঠার পর পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন।[৩৫৯]

নামাযের মাঝে দৌহিত্রদের কর্ম সয়ে নেওয়া

শাদ্দাদ ﷺ বলেন, কোনও এক এশার নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইন ﷺ-কে কাঁধে করে আনছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে রেখে দিলেন। তারপর নামাযের জন্য তাকবির বললেন ও নামায আদায় করলেন। নামাযের মধ্যে একটি সাজদা লম্বা করলেন। (হাদিসের অন্যতম রাবি আবদুল্লাহ বলেন), আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা ওঠালাম এবং দেখলাম, ওই শিশুটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিঠের ওপর রয়েছেন। আর তিনি সাজদারত। তারপর আমি আমার সাজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার নামাযের মধ্যে একটি সাজদা এত লম্বা করলেন, যাতে আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোনও ব্যাপার ঘটে থাকবে। অথবা আপনার ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন–

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

এর কোনটাই ঘটেনি। বরং আমার এ সন্তান আমাকে সাওয়ারী বানিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ওঠতে অপছন্দ করলাম, যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।[৩৬০]

---

৩৫৯. সহিহ বুখারী : হা : ৫১৬, সহিহ মুসলিম : হা : ৫৪৩, শব্দ মুসলিমের।
৩৬০. সুনানে নাসায়ি, হা : ১১৪১।

হাসান-হুসাইন رضي الله عنهما তার পিঠে লাফ দিয়ে চড়ে বসা

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এশার নামায আদায় করছিলাম। তিনি যখন সাজদা করতেন হাসান হুসাইন رضي الله عنهما লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে বসত। যখন তিনি সাজদা থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন তাদেরকে পেছন থেকে আলতোভাবে হাত দিয়ে ধরে যমিনে বসিয়ে দিতেন। যখনই তিনি সাজদায় যেতেন, তারাও পিঠে চড়ে বসত। অবশেষে যখন নামায শেষ করলেন, তখন তাদেরকে উরুর ওপর বসিয়ে নিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদেরকে ফিরিয়ে দিন। ঠিক তখন আকাশে বিদ্যুত চমকালো। তিনি তাদেরকে বললেন, যাও তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, বিদ্যুত চমকের আলো তারা তাদের মায়ের কাছে প্রবেশ করা পর্যন্ত স্থির হয়ে রইলো।[৩৬১]

আবু বকরাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করতেন। যখন তিনি সাজদায় যেতেন হাসান رضي الله عنه লাফিয়ে তার পিঠে ও ঘাড়ে চড়ে বসতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব কোমলভাবে মাথা ওঠাতেন যাতে সে পড়ে না যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এমনটি তিনি বেশ কয়েকবার করলেন। তিনি যখন তার নামায শেষ করলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম আপনি হাসানের সাথে এমন কিছু আচরণ করছেন যা সচারাচর আপনাকে করতে দেখিনি। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় সে হল দুনিয়াতে আমার ফুল। আর নিশ্চয় আমার এ সন্তান হচ্ছে নেতা। আশা করছি আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিবেন।[৩৬২]

এ হাদিস থেকে শিশুদেরকে মসজিদে নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ '**তোমরা তোমাদের শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখ**' মর্মে যে হাদিস বর্ণিত রয়েছে, তা সনদের দিক থেকে দুর্বল। হাদিসটি ওয়াছেলাহ ইবনুল আসকা رضي الله عنه থেকে

---

৩৬১. মুসনাদে আহমদ : হা : ১০২৮১।
৩৬২. মুসনাদে আহমদ : হা : ১৯৯৯।

ইবনে মাজাহ (হা/৭৫০) বর্ণনা করেছেন। আলবানি তার যয়িফুল জামে গ্রন্থে (২৬৩৬) একে যয়িফ বলেছেন।

পৌত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ছিল দয়া ও ভালবাসার ওপর নির্ভরশীল। কারণ শিশু তার পিতা-মাতা থেকে আদর-সোহাগ, ভালবাসারই প্রত্যাশা করে। যেমনিভাবে তার পানাহারের প্রয়োজন তেমনি পিতা-মাতার আদর-ভালাবাসারও প্রয়োজন। **শিশুর সুষ্ঠু ও নিরাপদ বেড়ে ওঠার জন্য তার মানসিক খাদ্যেরও প্রয়োজন।**

প্রগাঢ় মহব্বত

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি। আমিও তার সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে বনু কাইনুকা-এর বাজারে পৌছুলেন, তারপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতেমা رضي الله عنها-এর গৃহে ঢুকলেন। বললেন, এখানে কি শিশু আছে, এখানে কি শিশু আছে, অর্থাৎ- হাসান। আমরা অনুমান করলাম যে, তার মা তাকে ধরে রেখেছেন গোসল করানো এবং সুগন্ধি মালা পরানোর জন্য। কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতরেই হাসান দৌড়ে এলেন এবং তারা পরস্পরকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস, আর ভালবাস ওই ব্যক্তিকে যে তাকে ভালবাসে।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলীর رضي الله عنه ব্যাপারে যা বলেছেন এরপর আমার কাছে তারচেয়ে অধিক প্রিয় কেউ ছিল না।[৩৬৩]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, **'হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা পরস্পরকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন'** এ কথার মধ্যে শিশুর প্রতি দয়া হেতু সোহাগ দেখানো, তাকে হাসানো মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। শিশুর প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও এ থেকে প্রমাণিত হয়।

এ থেকে শিশুদেরকে মালাজাতীয় সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন জিনিস পরানোর বৈধতা প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে শিশুদেরকে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি রাখা,

৩৬৩. সহিহ মুসলিম : হা : ৬১৫১।

বিশেষ করে সম্মানিত লোকদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণও এ হাদিসে রয়েছে।[৩৬৪]

দুনিয়ার দুটি ফুল

ইবনে ওমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই হাসান ও হুসাইন আমার নিকট দুনিয়ায় যেন দুটি ফুল।'[৩৬৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দান করেছেন এবং যে সব বস্তু দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, তারা উভয়ে হল তার অন্তর্ভূক্ত। কারণ সন্তানের ঘ্রাণ নেয়া হয়, তাদেরকে চুমু দেয়া হয়। এতে যেন তারা ফুলেরই অন্তর্ভূক্ত। 'দুনিয়া থেকে' বলতে উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার ফুলে আমার অংশ।

শিশুদেরকে চুমু দান ও বক্ষে ধারণ

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه-কে চুমু খেলেন। তখন তাঁর কাছে আকরা ইবনে হাবেস তামিমি رضي الله عنه উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আকরা رضي الله عنه বললেন, আমার দশ জন সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।'[৩৬৬]

আকরা ইবনে হাবেস رضي الله عنه-কে দেয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরের মাঝে এ দিকে ইশারা রয়েছে যে, সন্তানকে চুমু খাওয়া, সন্তানের প্রতি দয়া ও মায়ার কারণে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নেয়া ও তার শরীরের ঘ্রাণ নেয়াও সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণেই হয়ে থাকে।

দৌহিত্রদেরকে নিজের কাঁধে চড়ানো

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে এমন অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, তাঁর এক কাঁধে হাসান رضي الله عنه আরেক কাঁধে হুসাইন رضي الله عنه।

---

৩৬৪. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম ১৫/১৯৩, ঈষৎ পরিমার্জিত।
৩৬৫. সহিহ বুখারী : হা : ৩৭৫৩।
৩৬৬. সহিহ বুখারী : হা : ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১৮।

তিনি একবার একে চুমু খাচ্ছেন তো আরেকবার ওকে চুমু খাচ্ছেন। এভাবে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদেরকে ভালবাসেন? তখন তিনি বললেন, যে তাদেরকে ভালবাসল সে আমাকেই ভালবাসল। আর যে তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করল সে আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করল।

আমরা যদি সন্তানের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থার সাথে আমাদের বর্তমান অবস্থার তুলনা করি তবে মহা বিস্ময় দেখতে পাব। অনেকেই তো এমন রয়েছে যারা সন্তানের লালন-পালন, হাসি-আনন্দের সব দায়িত্ব কাজের লোকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ফলে শিশুর সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয় মেকি মায়ের কোলে। এ সন্তান আপন পিতা-মাতার ভালবাসা কাকে বলে তা সে জানে না।

এমনকি এর ফলে শিশুর ভাষার মান নীচু হয়ে যায়। শিশু নিম্নমানের কথায় অভ্যস্থ হয়ে যায়। সাধারণত যে সকল শিশু কাজের বুয়ার কোলে লালিত-পালিত হয়, তাদের কথায় অশুদ্ধতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এর একমাত্র কারণ তাদের ওপর সেবিকার প্রভাব।

দৌহিত্রদের লালা গায়ে পড়া ও বিরক্তবোধ না হওয়া

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন আমি নবী ﷺ কে দেখলাম তিনি হুসাইন ইবনে আলী رضي الله عنه-কে তার কাঁধে বহন করছেন আর তার মুখের লালা তার শরীরে গড়িয়ে পড়ছে।[৩৬৭]

হাসান رضي الله عنه-এর ওষ্ঠ লেহন

মুআবিয়া رضي الله عنه বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখলাম তার ঠোঁট অর্থাৎ হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه-এর ঠোঁট চুষছেন। আর যে জিহ্বা ও ঠোঁট দুটো রাসূলুল্লাহ ﷺ চুষেছেন, তাকে আযাব দেয়া হবে না।[৩৬৮]

---

৩৬৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৬৫৮।

দৌহিত্রদেরকে সহযাত্রী বানানো

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন স্বীয় গৃহের শিশুদের দ্বারা তাকে স্বাগত জানানো হত। বর্ণনাকারী বলেন, একবার তিনি একটি সফর থেকে আসলেন, তখন প্রথমে আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি আমাকে তার সম্মুখে বসিয়ে দিলেন। তারপর ফাতেমা ﷺ-এর এক পুত্রকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পশ্চাতে বসালেন।[৩৬৯] খা

ইয়াস ইবনে সালিমাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নবী ﷺ ও হাসান-হুসাইন ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা খচ্চরটির ওপর আরোহী অবস্থায় টেনে হেঁচড়ে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুম পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এ সময় তাদের একজন সামনে আরেক জন পিছনে আরোহী ছিল।[৩৭০]

শিশুদেরকে হাসি আনন্দ দান

সায়িদ ইবনে আবি রাশেদ বলেন, ইয়ালা ইবনে মুর্‌রাহ ﷺ তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা নবী ﷺ-এর সাথে তাকে প্রদত্ত এক আহারের দাওয়াতে রওয়ানা হন। তখন হুসাইন ﷺ গলির মধ্যে খেলাধূলা করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তার দু'হাত বিস্তার করে দিলেন। বালকটি এদিক ওদিক পালাতে থাকলো এবং নবী ﷺ তাকে হাসতে হাসতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তার এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন, এরপর তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন, হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।[৩৭১]

---

৩৬৮. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৬৪০৬, শুআইব আরনাউত সহিহ বলেছেন।

৩৬৯. সহিহ মুসলিম : হা : ২৪২৮।

৩৭০. সহিহ মুসলিম : হা : ২৪২৩।

৩৭১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৪৪।

حسين مني وأنا من حسين অর্থাৎ আমাদের মাঝে এমন মিল ও ঐক্য রয়েছে যে, আমাদের একজনের স্থলে অন্যজনের নাম উল্লেখ করা সঠিক।

حسين سبط من الأسباط অর্থাৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে উম্মতসমূহের মধ্যে এক উম্মত। ইসহাক ইবনে ইবরাহিম খলিলের পৌত্রগণের বিপরীত হল ইসমাইল ﷺ-এর বংশের বিভিন্ন গোত্র।

এর উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, তার থেকে অনেক গোত্রের সৃষ্টি হবে এবং তার বংশ অনেক বিস্তৃত হবে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তার বংশধর অধিক ও স্থায়ী হবে। বিষয়টি তেমনিই ঘটেছে।[৩৭২]

রহমতের দু'আ

উসামা ইবনে যায়েদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ধরে তার উরুর ওপর বসাতেন। অপর উরুর ওপর হাসান ﷺ বসতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে জড়িয়ে ধরতেন। এরপর বলতেন,

اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا.

হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর দয়া করুন। কারণ আমি তাদের ওপর দয়া করি।[৩৭৩]

হাদিয়ায় দৌহিত্রদের অংশ

যেহেতু সব মানুষের অন্তরে হাদিয়ার একটি উত্তম প্রভাব রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের অন্তরে এর প্রভাবটা বেশি, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দৌহিত্রদেরকে বিভিন্ন হাদিয়া দিতেন।

আয়েশা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-এর নিকট (বাদশা) নাজ্জাশীর পক্ষ হতে কিছু অলংকার উপঢৌকন স্বরূপ এলো। তাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল, যার উপরিভাগে হাবাশি পাথর খচিত ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

---

৩৭২. তুহফাতুল আহওয়াযি : ১০/১৭৮।

৩৭৩. সহিহ বুখারী : হা : ৬০০৩।

ﷺ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে কাঠির সাহায্যে অথবা তার কোনও আঙুলের সাহায্যে এটা তুলে ধরেন এবং আবুল আস ও যয়নবের কন্যা উমামাকে ডেকে বলেন, আদুরে ছোট্ট নাত্নী আমার! তুমি এ অলংকারটি পরিধান করো।[৩৭৪]

হারাম জিনিস বর্জনের ওপর প্রতিপালন

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, হাসান رضي الله عنه সদকার একটি খেজুর মুখে পুরলেন। নবী ﷺ তা ফেলে দেয়ার জন্য ওয়াক ওয়াক (বমির পূর্বের আওয়াজের মত) বললেন। এরপর বললেন, তুমি কি জান না যে আমরা সদকা খাই না?[৩৭৫]

كَخْ كَخْ এমন একটি শব্দ যা দিয়ে শিশুদেরকে নোংরা জিনিস থেকে সতর্ক করা হয়। كَخْ অর্থাৎ এটা ছেড়ে দাও। হাদিস রয়েছে, বড়রা ছোটদেরকে যা থেকে বাঁচিয়ে রাখে তা থেকে তারা বেঁচে থাকে। তা আদান প্রদান থেকে বিরত থাকে। অভিভাবকের ওপর এ জাতীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব।

শিশুদেরকে এমন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া যা তাদের উপকারে আসবে এবং এমন বিষয় থেকে নিষেধ করা যা তাদের ক্ষতি করবে। এছাড়া তাদেরকে হারাম জিনিস গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করার বিষয়টি এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যদিও শরিয়ত তাদের ওপর প্রযোজ্য নয়, তথাপি তাদেরকে অনুশীলনের জন্য তা করা উচিত।[৩৭৬]

সন্তান-সন্ততি মানুষকে ভীরু ও কৃপণ বানায়

ইয়ালা ইবনে আমেরি رضي الله عنه বলেন, হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জড়িয়ে ধরে বললেন, إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ নিশ্চয় সন্তান কৃপণতা ও ভীরুতার কারণ।[৩৭৭]

---

৩৭৪. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৪২৩৫।
৩৭৫. সহিহ বুখারী : হা : ১৪৯১।
৩৭৬. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ৭/১৭৫, ফাতহুল বারি : ৩/৩৫৫।
৩৭৭. সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ৩৬৬৬।

إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ অর্থাৎ মানুষ সন্তানের কারণেই কৃপণতা করে, তাদের কারণে ভীরুতা প্রদর্শন করে। সন্তানের ভালবাসা মানুষকে নিজের সম্পদে কৃপণতা করতে বাধ্য করে। সন্তানের ভালবাসার কারণে ভীরুতা প্রদর্শন করতে ও মৃত্যুকে ভয় করতে বাধ্য করে।[৩৭৮]

এতে হাসান ও হুসাইন ﵄-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যাধিক ভালবাসার ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু তিনি তাদেরকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে যা বলার তা বলেছেন।

এ হল দৌহিত্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের কিছু বিবরণ। এতে বিধৃত হয়েছে কীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দয়া-ভালবাসার চাদরে তাদেরকে ঢেকে নিতেন, তার আদর-সোহাগের ডানায় তাদেরকে আশ্রয় দিতেন।

কবিতা :

وأعزُّ مِنْ أَوْلَادِنَا الأحفَادُ + وهُمْ لَنَا الأَرْوَاحُ والأَكْبَادُ.

আমাদের সন্তানদের মধ্যে সম্মানিত হল আমাদের দৌহিত্রগণ। তারাই আমাদের প্রাণ, আমাদের কলিজা।

نَحْكِيْ لَهُمْ مَجْدَ الصَّحَابَةِ عَلَّهُمْ + يَسْتَبْسِلُوْنَ وَتَرْجِعُ الأَمْجَادُ.

আমরা তাদেরকে সাহাবাদের গল্প শোনাই, হয়তো তারা বীরত্ব দেখাবে। আমাদের হৃত সম্মান ফিরে আসবে।

خَيْرُ الجُدُوْدِ الرَّاحِمِيْنَ نَبِيُّنَا + أَحْفَادُهُ الأَسْبَاطُ والأَسْيَادُ.

স্নেহশীল নানাদের শ্রেষ্ঠ নানা আমাদের নবী। তার দৌহিত্রগণ হলেন তার বংশধর ও উম্মতের সরদার।

وُلِدَ الحَفِيْدُ، فكَانَ بُشْرى جدِّه + وَيَدَاهُ للطِّفْلِ الوَلِيْدِ مِهَادُ.

নানার জন্য সুসংবাদ হয়ে পৌত্রের জন্ম হল। নানার হাত দুটো ছিল নবজাতক পৌত্রের জন্য দোলনা।

৩৭৮. হাশিয়াতুস সিন্দি: ৭/৭২।

وَيَصُبُّ فِيْ أُذْنِ الْوَلِيْدِ أَذَانَه + عَذْبًا بِه يَسْتَفْتِحُ الْمِيْلَادُ.

নবজাতকের কানে সুমিষ্ট আজান দিলেন। যার মাধ্যমে তার জন্মের স্বাগত জানালেন।

بالتَّمَرِ والرِّيْقِ اللَّذِيْذِ مُحَنِّكًا + مَا مِثْلُه بَيْنَ الْبَرِيَّةِ زَادُ.

খেজুর ও সুস্বাদু লালার মাধ্যমে তার তাহনিক করলেন। বিশ্ব জগতে এরূপ পাথেয় দ্বিতীয়টি নেই।

بِالحسنِ سَمَّاهُمْ، فَأَحْسَنَ وَصْفَهُمْ + والحُسْنُ فِيْ وسمِ الْوَلِيْدِ مُرَادُ.

তাদের সুন্দর সুন্দর নাম রাখলেন। এতে তাদের উত্তম গুণ তুলে ধরলেন। শিশুর গুণের ক্ষেত্রে সুন্দরই কাম্য।

وَيَعقُّ عَنْهُمْ بالكباشِ مُفَدِّيًا + وَمُبَشِّرًا، فَكَأَنَّها أَعْيَادُ.

সুসংবাদ ও ফিদইয়াস্বরূপ দুম্বা দিয়ে তাদের আকিকা করলেন। এ যেন ঈদের দিন।

كَمْ كَانَ حجْرُ الْمُصْطَفَى مَهْدًا لَهُمْ + حَتَّى وَلَوْ بَالُوْا عَلَيْه وَعَادُوْا.

মুস্তফা ﷺ-এর কোল তাদের দোলনা ছিল। এমনকি যদি তারা পেশাবও করে দিত তবুও তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন।

وَانْظُرْ أَمَامَةَ فَوْقَ عَاتِقِ جَدِّهَا + صَلَّى بِهَا، فَلْتحْمِلِ الأَحْفَادُ.

এই যে উমামার দিকে দেখ, নানার কাধে। তাকে নিয়েই নামায পড়ছেন। তুমিও নাতিদেরকে কোলে নাও।

بِدعَاهُ يُرْقِيْهِمْ، وَيَمْسَحُ فَوْقَهُمْ + وَالطِّفْلُ قَدْ يُغْرِيْ بِه الحُسَّادُ.

তার দুআ দিয়ে তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করছেন। তাদের শরীর মুছে দিচ্ছেন। কারণ শিশুদের ব্যাপারে হিংসুকরা প্ররোচিত হয়।

وَيَضُمُّهُمْ مِنْ حُبِّهِمْ فِيْ صَدْرِه + وَيُفِيْضَ بِالتَّحْنَانِ مِنْهُ فُؤادُ.

তাদের প্রতি ভালোবাসায় তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। তাদের প্রতি ভালোবাসায় তার দিল উপচে পড়েছে।

حَتَّى يُقَبِّلَهُمْ وَيَمْسَحَ خَدَّهُمْ + هَلْ مِثْلُ ذَاكَ تَعَطُّفٌ ووِدَادُ.

এমনকি তাদেরকে চুমু খেয়েছেন। তাদের গাল মুছে দিয়েছেন। বলুনতো! এমন ভালোবাসা কে কবে কাকে দিয়েছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَقَارِبِه

আত্মীয়দের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশি যত্নশীল। আত্মীয়দের প্রতি সবচেয়ে বেশি রহম দিল। পরিবার-পরিজনদের প্রতি সবেচেয়ে বেশি অনুগ্রহশীল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যারা জীবন-যাপন করেছেন, তারা বিষয়টির স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের কেউ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে বেশি সদাচারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী।[৩৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এগার জন চাচা ছিলেন, তারা হলেন-

১. আসাদুল্লাহ ও আসাদু রাসূলিহি, সায়্যিদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه।

২. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه

৩. আবু তালিব, তার নাম হল আবদু মানাফ।

৪. আবু লাহাব, তার নাম হল আবদুল উয্যা।

---

৩৭৯. সহিহ মুসলিম : হা : ১০৭২।

৫. যুবাইর ৬. আবদুল কাবা ৭. মুকাওইম

৮. দিরার ৯. কুছাম

১০. মুগিরাহ, তার উপাধি ছিল 'হাজাল' ১১. গিদাক, তার নাম হল মুসআব

বর্ণিত আছে এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো দু'জন চাচা ছিলেন, তারা হলেন, নাওফেল ও হারেছ। অনেকে হারেছ ও মুকাওইমকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে হারেছ ছিল বয়সে সকলের বড়। আর আব্বাস رضي الله عنه ছিলেন সকলের ছোট।

তাঁর চাচাদের মধ্যে চারজন ছাড়া সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। কেবল চারজন চাচা তার নবুওয়াত-জীবন লাভ করেন। তারা হলেন, আবু তালেব, আবু লাহাব, হামযা ও আব্বাস رضي الله عنه। তাদের মধ্যে দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা হলেন, হামযা ও আব্বাস رضي الله عنهما।[৩৮০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফুগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছয়জন ফুফু ছিলেন, তারা হলেন,

১. সুফিয়্যা رضي الله عنها; ইনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম رضي الله عنه-এর মাতা।

২. আতেকাহ ৩. বাররাহ ৪. আরওয়া

৫. উমাইমাহ ৬. উম্মে হাকিম আল বাইদা

তাদের মধ্যে কেবল সুফিয়্যা رضي الله عنها ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আতেকা ও আরওয়া -এর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।[৩৮১]

---

৩৮০. হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেন বিস্ময়কর এক মিল রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে চারজন তার নবুওয়াত-জীবন লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে দু'জন ঈমান এনেছেন দু'জন ঈমান আনেনি। যে দু'জন ঈমান আনেনি তাদের নামও ইসলামী নামের বিপরীত। তারা হলেন, আবু তালেব, যার নাম হল আবদে মানাফ, দ্বিতীয়জন হল, আবু লাহাব, তার নাম হল আবদুল উয্যা। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছেন তারা হলেন হামযা ও আব্বাস রা.। ফাতহুল বারি : ৭/১৯৬।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাইয়েরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাইয়ের সংখ্যা ২৫ জন। তাদের মধ্যে দু'জন ছাড়া (তালেব ইবনে আবি তালিব ও উতাইবাহ ইবনে আবি লাহাব) সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রসিদ্ধ চাচাত ভাইদের মধ্যে রয়েছেন আলী ইবনে আবি তালিব, জাফর ইবনে আবি তালিব, আকিল ইবনে আবি তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ফযল ইবনে আব্বাস, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কুছাম ইবনে আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ও রাবিআহ ইবনুল হারিছ ﷺ প্রমুখ।

চাচাতো ভগ্নিগণ

তারা হলেন, উম্মু হানি বিনতে আবি তালিব, দাবাআহ বিনতে যুবাইর, দুররাহ ইবনে আবি লাহাব ও উমামা বিনতে হামযাহ প্রমুখ।

ফুফাতো ভ্রাতা-ভগ্নিগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এগারজন ফুফাতো ভাই ও তিন জন বোন ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হল, আমের ইবনে বাইদা, আবদুল্লাহ ও যুহাইর। এ দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু আতেকাহ-এর সন্তান। আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌াশ, উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌াশ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, যয়নাব বিনতে জাহ্‌াশ ও হামনাহ বিনতে জাহ্‌শ। উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ ব্যতীত তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের ওপর অবিচল থেকেছেন।

দুধ ভাই-বোনগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন দুধ ভাই ছিলেন। তারা হলেন—

হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

আবু সালামাহ ইবনে আবদুল আসাদ।

---

৩৮১. যাদুল মাআদ : ১/১০৫।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাইও।

আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ।

শিমা বিনতে হারিছ।

উনাইসাহ বিনতে হারিছ। ইবনে হাজার আসকালানি (র) তার নাম আসিয়া উল্লেখ করেছেন। তবে উনাইসা অধিক প্রসিদ্ধ।[৩৮২]

কল্যাণের ওসিয়ত

যায়েদ ইবনে আরকাম رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসিহত করলেন। এরপর বললেন, হুঁশিয়ার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্ত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশ্‌তা আসবে, আর আমিও তার আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারি দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। হুসাইন رضي الله عنه বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইত কারা, হে যায়েদ? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণ কি আহলে বাইতের অধিভূক্ত নন? যায়েদ رضي الله عنه বললেন, বিবিগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু আহলে বাইত তারাই তার (মৃত্যুর) পর যাদের ওপর যাকাত নেয়া নিষিদ্ধ। হুসাইন رضي الله عنه বললেন,

---

৩৮২. সিরাতে ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা-৪৮, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৪০৮, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/১৬২, যাদুল মাআদ: ১/৮১, আল ইসাবা : ৮/৩।

এ সকল লোক কারা? যায়েদ ﷺ বললেন, এরা আলী, আকিল, জাফর ও আব্বাস ﷺ-এর পরিবার-পরিজনেরা।[৩৮৩]

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ বলতেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার পরিজনের ব্যাপারে যত্নশীল থেকো।

কোনও জিনিসের প্রতি যত্নশীল হওয়ার অর্থ হল সেটিকে হেফাযত করা। অর্থাৎ তিনি বলতেন, তাদের প্রতি সদাচারণের মাধ্যমে তার সম্মানের হেফাজত কর। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তাদের প্রতি মন্দ আচরণ করো না।[৩৮৪] আয়েশা ﷺ বলেন, আবু বকর সিদ্দিক ﷺ আলী ﷺ-কে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ ওই সত্তার কসম! আমি আমার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।[৩৮৫]

মায়ের কবর যেয়ারত ও ক্রন্দন

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মায়ের কবর যেয়ারত করতে গেলেন। তিনি নিজেও কাঁদলেন আশে পাশের সকলকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার রবের কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। আমি তার কবর যেয়ারতের অনুমতি চাইলে আমাকে তার অনুমুতি দেয়া হল। অতএব তোমরা কবর যেয়ারত কর। কেননা তা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।[৩৮৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা তার নবুওয়াত কাল লাভ করতে না পারা, তার প্রতি ঈমান আনার সুযোগ না পাওয়াই ছিল তাঁর কান্নার কারণ।

বুরায়দাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কবরের নিকট এসে সেখানে বসলেন। লোকেরাও তাঁর পাশে বসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রোতার মত নিজের মাথা দোলালেন এরপর কাঁদতে শুরু করলেন।

---

৩৮৩. সহিহ মুসলিম : হা : ৬১১৯/২৪০৮।
৩৮৪. ফাতহুল বারি : ৭/৭৯।
৩৮৫. সহিহ বুখারী, হা : ৩৭১২।
৩৮৬. সহিহ মুসলিম : হা : ৯৭৬।

তখন ওমর ﷺ এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?

তখন তিনি বললেন, এটি (আমার মা) আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য আমার রবের কাছে অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তার কাছে আমার মায়ের জন্য ইসতেগফার করার জন্য অনুমতি চেয়েছি কিন্তু তিনি বারণ করেছেন। তার ভালবাসা আমাকে পেয়ে বসেছে, তাই আমি কেঁদেছি। বর্ণনাকারী বলেন সেদিনের চেয়ে বেশি সময় কখনও তাঁকে কাঁদতে দেখিনি।[৩৮৭]

আত্মীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আহবান :

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।'[৩৮৮] আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনও উপকার করতে পারবো না। হে বনু আব্দে মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনও উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনও উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! আল্লাহর রাসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনও উপকার করতে পারব না। হে ফাতেমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনও উপকার করতে পারব না।[৩৮৯] হাদিসের অর্থ হল, আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এর ওপর নির্ভর করো না। আল্লাহ্ যদি মন্দের ফায়সালা করেন, তবে আমি কিছুই করতে পারব না।

---

৩৮৭. বায়হাকি, দালায়েলুন নবুওয়্যাহ: ১/১৮৯।
৩৮৮. শু'আরা : ২১৪।
৩৮৯. সহিহ বুখারী, হা : ২৭৫৩।

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তবে আমার সাথে তোমাদের রক্তের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটি আমি যথাযথ অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা করব।

সর্বপ্রথম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করার নির্দেশ দানের মধ্যে এ হিকমত রয়েছে যে, যদি তাদের পক্ষে তিনি কোনও কাজে না আসেন তবে অন্যদের ব্যাপারে তা বলাই বাহুল্য।

আত্মীয়দের জন্য তাঁর দু'আ

শিশু বয়সেই আলী ﷺ-এর জন্য দু'আ : তার জন্য দু'আ কবুল হয়েছে। তিনি ঈমান এনেছেন। বালকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযি ﷺ বলেন, অনেক আহলে ইলম বলেন, পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন আবু বকর ﷺ। আলী ﷺ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি আট বছরের বালক। নারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হলেন খাদিজা ﷺ।[৩৯০]

চাচা আবু তালেবের ঈমানের প্রতি আগ্রহ, বারবার অনুরোধ

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ থেকে বর্ণিত, ইবনে মুসাইয়িব তার পিতা মুসাইয়িব হতে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মুমূর্ষু অবস্থা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট গেলেন। আবু জাহ্‌লও তার নিকট উপবিষ্ট ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

أي عم، قُلْ لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عِندَ الله.

চাচাজান! একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবু জাহ্‌ল ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবু উমাইয়া বলল, আবু তালিব! তুমি কী আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? এরা দু'জন তার সাথে এ কথাটি বারবার বলতে থাকল।

---

৩৯০. সুনানে তিরমিযি : ৫/৬৪২।

সর্বশেষ আবু তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহলো, আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরেই আছি। এ কথার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

'নবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী[৩৯১]। আরো নাযিল হল,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ.

'আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না'।[৩৯২]

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অপর এক সহিহ বর্ণনায় (৯৩২৭) রয়েছে। আবু তালেব তখন বলল, যদি কুরাইশরা আমাকে দোষারোপ করে একথা না বলত যে, মৃত্যুর বিভীষিকা আমাকে তা বলতে বাধ্য করেছে, তবে তা দ্বারা আমি তোমার চক্ষু শীতল করতাম।

যদিও তাঁর চাচা কুফরির ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তথাপি তার জন্য সুপারিশ করে তার শাস্তিকে লঘু করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুপারিশের কারণে আবু তালিব হবেন কেয়ামতের দিন সবচেয়ে লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أن رسول الله، قال «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

৩৯১. আত-তাওবাহ ১১৩।

৩৯২. সহিহ বুখারী, হা : ৩৮৮৪; আল-কাসাস : ৫৬।

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (চির) জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবু তালিব-এর। তাকে দু'টি (আগুনের) জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে এ দু'টির কারণে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে।'[৩৯৩]

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه বলেন—

قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ
قَالَ : نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আপনি কি আবু তালেবের কোনও উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো সব সময় আপনার হিফাযত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের ওপর রাগ করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এখন জাহান্নামের হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না হতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।[৩৯৪]

মুত্তালিব ইবনে আবি ওয়াদাআহ বলেন, আব্বাস رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, মনে হয় তিনি যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে অরোহন করলেন। এরপর বললেন—

مَنْ أَنَا، فَقَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا.

আমি কে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করে আমাকে উত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উত্তম দলকে দুটি দলে বিভক্ত করে আমাকে তাদের উত্তম

৩৯৩. সহিহ মুসলিম : হা : ২১১।
৩৯৪. সহিহ মুসলিম : হা : ২০৯।

দলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এরপর এ উত্তম দলকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি উত্তম গোত্রকে বিভিন্ন ঘরে বিভক্ত করে আমাকে উত্তম ঘর ও উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৯৫]

'মনে হয় তিনি যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন' এ কথার অর্থ হল তিনি তাঁর বংশ ও মর্যাদার ব্যাপারে কারো কোনও বিদ্রুপ বা কটু কথা শুনতে পেয়েছেন। অর্থাৎ, আব্বাস ﷺ কাফেরদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে কোনও অহিতকর কথা শুনতে পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। এটি হল তাঁর আত্মীয়দের ওপর তার পূর্ণ প্রশংসারই বহিঃপ্রকাশ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

هذا العبَّاسُ بن عبْدِ المطَّلِبِ أجودُ قُرَيْشٍ كَفًّا وَ أَوْصَلُهَا.

এ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব হলেন কুরাইশের সবচেয়ে দানশীল ও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী।[৩৯৬]

চাচা আব্বাসের পরামর্শ ও নসিহত গ্রহণ

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট আসেন। মাররুয-যাহরান নামক জায়গাতে পৌঁছে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন। আব্বাস ﷺ তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন ব্যক্তি, যে নেতৃত্বের গৌরব পছন্দ করে। যদি আপনি তার জন্য কিছু করতেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ—

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

আজকে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে কেউ আশ্রয় নিলে সে নিরাপত্তা পাবে এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ থাকবে।[৩৯৭]

---

৩৯৫. জামে' তিরমিযি : হা : ৩৪৫৫।
৩৯৬. মুসনাদে আহমদ : হা : ১৬১৩।
৩৯৭. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৩০২১।

এবাদাত ঠিক করে দেওয়া

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একবার আমি মায়মুনা ﷺ-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। তখন নবী ﷺ উঠে তার প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জাগ্রত হয়ে পানির মশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন অযু করলেন যে, তাতে অধিক পানি লাগালেন না। অথচ পুরা উযুই করলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে ওঠলাম। তবে আমি কিছু বিলম্বে ওঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরনকে দেখে ফেলেন। যা হোক, আমি অযু করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তার বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তার ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন।[৩৯৮]

অশোভন কাজে অনিহা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ফযল ইব্‌নে আব্বাস ﷺ একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহন করেছিলেন। এরপর খাছআম গোত্রের জনৈক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল ﷺ সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকে এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

---

৩৯৮. সহিহ বুখারী, হা : ৬৩১৬, **হাদিসের বাকী অংশ :** এরপর তার তেরো রাকাত নামায পূর্ণ হলো। তারপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। এরপর বেলাল ﷺ এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন অযু না করেই নামায আদায় করলেন। তাঁর দু'আর মধ্যে এ দু'আও ছিল,

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا".

'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে-বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন।"

আল্লাহর বান্দার ওপর ফরযকৃত হজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার ওপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কী তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়ের।[৩৯৯]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ

মালেক রাঃ বাইআতে আকাবার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে রয়েছে, মালেক রাঃ বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি সময় আকাবায় উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আমরা উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি এলেন, তার সাথে তখন চাচা আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রাঃ ছিলেন, তবে তিনি তখনও তার কওমের ধর্মের ওপর ছিলেন। কিন্তু তিনি তার ভাতিজার বিষয়টিতে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে শক্তি সঞ্চার করতে চাইলেন।

আমরা যখন বসলাম, তখন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সবার আগে কথা বললেন, তিনি বললেন—

يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ! قَالَ:إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا، مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، فَهُوَ فِي عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الِانْحِيَازَ إِلَيْكُمْ، وَاللُّحُوقَ بِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ، وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِهِ إِلَيْكُمْ، فَمِنْ الْآنَ فَدَعُوهُ، فَإِنَّهُ فِي عِزٍّ وَمَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ.

'হে খাজরাজের ব্যক্তিবর্গ! তোমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছ, মুহাম্মদ আমাদেরই একজন। আমরা তাকে আমাদের কওমের লোকদের থেকে রক্ষা করেছি।

৩৯৯. সহিহ বুখারী : হা : ১৫১৩।

এ বিষয়ে যারা আমাদের মতই মতামত পোষণ করে তাদের থেকে। তিনি তার কওমের মধ্যে সম্মানের সাথেই রয়েছেন। তার দেশে নিরাপত্তার মাঝেই অবস্থান করছেন। তিনি তোমাদের কাছে যাওয়া ও তোমাদের সাথে মিলিত হওয়াকেই গ্রহণ করেছেন। তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা যে দিকে তাকে আহবান করছো সে ব্যাপারে তার প্রতি পূর্ণ ওয়াফাদারি রক্ষা করবে, তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের থেকে তাকে রক্ষা করবে, তবে তোমরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছ তা বাস্তবায়িত হতে পারে।

আর যদি তোমরা মনে কর যে, তাকে তোমরা শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তাকে অপমান করবে, তবে এখন থেকেই তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তিনি নিজ শহর ও কওমের মাঝে ইয্যত ও সুরক্ষার মধ্যে রয়েছেন।

তখন আমরা বললাম, আপনি যা বলেছেন আমরা তা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল! এবার আপনি কিছু বলুন। আপনি নিজের ব্যাপারে ও আপন রবের ব্যাপারে যা আপনি পছন্দ করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বললেন, কুরআনুল কারিম থেকে তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। ইসলামের ব্যাপারে তারগিব দিলেন।[৪০০]

আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ

আত্মীয়দের প্রতি তার অনুগ্রহ বিভিন্ন ধরনের ও নানা পর্যায়ের ছিল। তিনি তাদের বিষয়কে গুরুত্ব দিতেন। তাদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি তাদের বিয়ের ব্যাপারে চেষ্টা করতেন। যেমনটি আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবিআহ ইবনে হারিছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

একদা রাবিআহ্ ইবনে হারিস ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنهما সম্মিলিতভাবে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এ ছেলে দু'টিকে অর্থাৎ আমি ও ফযল ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যদি পাঠিয়ে দিতাম এবং তারা উভয়ে তার কাছে গিয়ে তাদেরকে যাকাত আদায়কারী

---

৪০০. সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৪৪১-৪২; মুসনাদে আহমদ, হা : ১৫৩৭১, আলবানি رحمه الله ফিকহুস সিরাহ-তে (১/১৪৬) সহিহ বলেছেন।

হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করত। এরপর তারা অন্যান্য আদায়কারীদের ন্যায় যাকাত আদায় করে এনে দিতে এবং অন্যান্যরা যেভাবে পারিশ্রামিক পায় তারাও সেভাবে পারিশ্রামিক পেত।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় আলী رضي الله عنه এসে তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তারা এ প্রস্তাবটি তার কাছে উত্থাপন করলেন।

আলী رضي الله عنه বললেন, তোমরা এ কাজ করো না। আল্লাহর শপথ! তিনি এটা করবেন না।

তখন রাবিআ ইবনে হারিস رضي الله عنه তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! 'তুমি শুধু বিদ্বেষের বশীভূত হয়েই আমাদের সাথে এরূপ করছো। অথচ তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো এজন্যে তো তোমার প্রতি আমরা কোনও প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করছি না!'

আলী رضي الله عنه বললেন, এদের দু'জনকে পাঠিয়ে দাও। এরপর তারা উভয়ে চলে গেল এবং আলী رضي الله عنه নিজ চাদর বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়লেন। বললেন, আমি সরদার হাসানের পিতা। আল্লাহর শপথ! আমি আমার এ স্থান থেকে নড়বো না যতক্ষণ তোমদের দু'সন্তান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে জবাব নিয়ে আসে, যে জন্য তোমরা তাদেরকে পাঠিয়েছ।

আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবিআহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের নামায আদায় করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তার প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই তার কামরার কাছে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দু'জনের কান ধরে (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে) বললেন, 'কোন মতলবে এসেছো, আসল কথাটা সাহস করে বলে ফেলো।'

তারপর তিনি ও আমরা হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ رضي الله عنها-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এবার আমরা পরস্পরকে কথাটি তোলার জন্য বলছিলাম। অবশেষে আমাদের একজনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমাদের এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ আমরা বেকার। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, অন্যান্য

যাকাত আদায়কারীদের মত আপনি আমাদেরকেও যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করুন; অন্যান্যরা যেভাবে যাকাত আদায় করে এনে দেয় আমরা তাই করব এবং তাতে আমরাও কিছু পারিশ্রামিক পাব।'

এ কথার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা তারবার কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়াল থেকে যয়নব ﵂ কথা না বলার জন্য আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন।

এরপর তিনি বললেন—

"إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ. ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بنَ جَزْءٍ، وَهُوَ رَجلٌ من بَنِيْ أَسَدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاس، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ"

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন তথা বংশধরদের জন্য 'যাকাত' গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা। আর তা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশধরদের জন্য হালাল নয়। বরং তোমরা গিয়ে মাহ্মিয়া ইবনে জায এবং নওফেল ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আনো। ইনি ছিলেন বনি আসাদ গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে খুমুসের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তারা দু'জনে উপস্থিত হলে প্রথমে তিনি মাহ্মিয়াহ্কে বললেন, أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ 'তুমি তোমার কন্যাকে এ ছেলে অর্থাৎ ফযল ইবনে আব্বাসের সাথে বিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন।

এরপর তিনি নওফেল ইবনে হারিসকে বললেন "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ তুমি এ ছেলের (অর্থাৎ আমার) সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দাও। তিনি আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন," أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا" এ দু'জনের পক্ষ থেকে এত এত পরিমাণ মোহরানা খুমুসের তহবিল থেকে আদায় করে দাও।[৪০১]

---

৪০১. সহিহ মুসলিম : হা : ১০৭২।

"أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا" হতে পারে এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'খুমুসের" মধ্যে আত্মীয়দের যে অংশ রয়েছে তা থেকে আদায় করে দেয়ার কথা বলেছেন, অথবা 'খুমুসে' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে অংশ রয়েছে তা থেকে আদায় করার কথা বলেছেন।

আত্মীয়দের প্রতি আরেকটি অনুগ্রহ

বদর যুদ্ধে বন্দী করে আব্বাস ﷺ-কে যখন নিয়ে আসা হল, তখন তার গায়ে কোনও কাপড় ছিল না, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য কাপড় চাইলেন যাতে তাকে পরিধান করাতে পারেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং আব্বাস ﷺ-কেও আনা হল তখন তার শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের জামা তার গায়ের উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে জামাটি তাকেই পরিয়ে দিলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জামা খুলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে (মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইবনে উয়াইনা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর এটি সৌজন্য ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন।[৪০২]

বাহরাইনের মাল এলে চাচা-কে ভুলেননি

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ এলো।[৪০৩] তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও।

---

৪০২. সহিহ বুখারী, হা : ৩০০৮।

৪০৩. আলা আল-হাযরামি ﷺ বাহরাইনবাসীর জিযিয়া হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তারা ছিল হিজর এর অগ্নি উপাসক। আবু উবায়াদাহ ইবনুল জার্রাহ ﷺ তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল পরিমাণে সবচেয়ে বেশি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাযে চলে গেলেন এবং এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি এসে সম্পদের নিকট গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস رضي الله عنه এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকিলের (এ দু'জন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদি ছিলেন) পক্ষ হতে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। এরপর তা ওঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়।

তিনি বললেন, না।

আব্বাস رضي الله عنه বললেন, তাহলে আপনি নিজেই তুলে দিন।

তিনি বললেন, না।

আব্বাস رضي الله عنه তা হতে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। এরপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়।

তিনি বললেন, না।

এরপর আব্বাস رضي الله عنه বললেন, তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন।

তিনি বললেন, না।

এরপর আব্বাস رضي الله عنه আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি ওঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ওঠলেন না।[৪০৪]

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহানুভবতার পরিচয় রয়েছে। সম্পদ কম হোক বা বেশি এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্মোহতার প্রমাণও এ হাদিসে বিধৃত হয়েছে।

---

৪০৪. সহিহ বুখারী, হা : ৩১৬৫।

আব্বাস ؓ ছিলেন শক্তিশালী বিশাল বক্ষের অধিকারী সুঠাম পুরুষ। হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি প্রচুর মাল নিয়েছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাধা দেননি।[৪০৫]

সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বহনে সাহায্য না করা, অন্য কাউকে সাহায্য করতে না বলার কারণ হলো যাতে তিনি কিছু সম্পদ কমান এবং যতটুকু তিনি বহন করতে পারবেন কেবল ততটুকুই গ্রহণ করেন এটা চেয়েছিলেন। তবে তিনি যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু নিতে নিষেধ করতে চাননি।

অর্থাৎ তার যতটুকু মন চায় নিবেন, তবে এর পরিমাণ যেন নিজে বহন পরিমাণ হয়, এটাই কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন। তাই নিজেও তাকে সাহায্য করেননি, অন্যকেও সাহায্য করতে বলেননি।

আব্বাস ؓ কুরাইশের ধনীদের একজন। কিন্তু নিজের ও আকিলের ফিদইয়ার জরিমানা আদায় করতে গিয়ে সব মাল খুইয়েছেন।

হজ্জ আদায় করার ব্যাপারে তার আগ্রহ

আত্মীয়দের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি অনুগ্রহ হল, তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন তার আত্মীয়রা তার সাথে হজ্জ আদায় করুক, তাই তিনি যারা তার সাথে যাওয়ার ব্যাপারে নিয়ত করেনি, তিনি তাদেরকে বোঝালেন।

যেমনটি দ্ববাআহ -এর ঘটনায় বিধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গৃহে প্রবেশ করে তাকে বললেন, আপনি কি হজ্জের ইরাদা করেছেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি।

তখন তিনি তাকে বললেন, আপনি হজ্জের নিয়তে বেরিয়ে পড়ুন এবং আল্লাহর কাছে এই শর্তারোপ করুন, হে আল্লাহ যেখানেই আপনি আমাকে আটকে দিবেন সেখানেই আমি আমার ইহরাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব।[৪০৬]

---

৪০৫. ইবনে রজব, ফাতহুল বারি : ৩/১৭৮।

৪০৬. সহিহ বুখারী, হা : ৫০০৮, সহিহ মুসলিম : হা : ১২০৭।

খোঁজখবর ও স্বাস্থ্যের প্রতিও খেয়াল

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাযম পরিবারকে সাঁপের ছোবলে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেন এবং আসমা বিনতে উমায়স ﷺ-কে বললেন, আমার ভাই [জাফর ﷺ] এর ছেলে-মেয়েদের কি হলো যে, তাদের শরীর আমি দুর্বল দেখতে পাচ্ছি? তাদের কি অভাব দেখা দিয়েছে? তিনি (আসমা) বললেন না, কিন্তু তাদের ওপর তাড়াতাড়ি কু-নযর লেগে যায়। তিনি বললেন, তুমি তাদের ঝাড়-ফুঁক কর। তিনি বললেন, তখন আমি তার নিকট (দু'আটি) উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের ঝাড়ফুঁক করে দাও।[৪০৭]

উম্মুল মুনযির বিনতে কায়িস আল-আনসারিয়্যাহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এলেন। আলী সুস্থ হয়ে উঠেছেন মাত্র কিন্তু দুর্বলতা এখনো কাটেনি। আমাদের ঘরে খেজুর গুচ্ছ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে শুরু করলেন। আলীও খেতে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে বললেন, তুমি এগুলো খেয়ো না; কারণ তুমি এখনো দুর্বল। আলী ﷺ বিরত থাকলেন। বর্ণনাকারীনী বলেন, আমি যব ও বীট চিনি দিয়ে খাদ্য তৈরি করে তার জন্য আনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ" হে আলী! এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপকারী।[৪০৮]

আত্মীয়দের থেকে সহায়তা ও দায়িত্ব দান

হিজরতের রাতে আলী ﷺ-কে নিজের বিছানায় শোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। খায়বার যুদ্ধে আলী ﷺ-কে সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব দিয়েছেন।

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ যবেহ করার পর যে উট অবশিষ্ট ছিল তা যবেহ করার জন্য আলী ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার

৪০৭. সহিহ মুসলিম : হা : ২১৯৮।
৪০৮. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৩৮৫৬, সুনানে তিরমিযি, হা : ১৯৬০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৩৪৪২, আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন [সিলসিলাহ-৫৯]

উটের দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তিনি উটের গোশত, চামড়া ও পিঠের আবরণ সদকা করে দেন।[৪০৯]

আলী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর একশ উট পাঠালেন এবং আমাকে গোশত বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। আমি তা বণ্টন করে দিলাম। এরপর তিনি তার পিঠের আবরণের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি তা বণ্টন করে দিলাম। এরপর আমাকে তার চামড়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, আমি তা বণ্টন করে দিলাম।[৪১০]

আপন চাচাতো ভাই জাফর رضي الله عنه-কে হাবাশার মুহাজির দলের আমির নিযুক্ত করলেন, আবিসিনিয়ার বাদশার কাছে সর্বপ্রথম তার পয়গামবাহী নিয়োগ করলেন।

জাফর رضي الله عنه-ই নাজ্জাশীর সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে দীনের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।

জাফর رضي الله عنه যখন আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন, তার আগমনে খুশি প্রকাশ করেছেন। খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। দু'চোখের মাঝে চুমু খেলেন এবং তার সাথে গলাগলি করলেন। বললেন,

مَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسُرُّ + بِقُدُوْمِ جَعْفَر أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَر.

'জানি না কোনটাতে আমি বেশি খুশি হয়েছি, জা'ফরের আগমনে নাকি খায়বার বিজয়ে?'[৪১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মসজিদের পাশে অবস্থান করিয়েছেন এবং খায়বারের মালে গণিমতে তাকে হিস্সা দিয়েছেন।

মুতার যুদ্ধে তাকে যায়েদ ইবনে হারেছার পর আমির নিযুক্ত করেছেন।

মুতার যুদ্ধে তিনি যখন শহিদ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিলেন, তাদের দায়িত্ব নিলেন।

---

৪০৯. সহিহ বুখারী, হা : ১৭০৭. সহিহ মুসলিম : হা : ১৩১৭।

৪১০. সহিহ বুখারী, হা : ১৭১৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩২১।

৪১১. হাকেম, হা : ৪২৪৯, আলবানি رحمه الله ফিকহুস সিরাহ-তে (১/৩৪৭) হাসান বলে মন্তব্য করছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। যায়েদ ইবনে হারেছা ﷺ-কে তার আমির নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, যায়েদ যদি নিহত বা শহিদ হয়ে যায় তবে তোমাদের আমির হবে জাফর। সেও যদি নিহত বা শহিদ হয়ে যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা হবে তোমাদের আমির।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তাদের সংবাদ এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুর মুখোমুখী হয়েছে, যায়েদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সে লড়াই করে অবশেষে নিহত হয়েছে অথবা শহিদ হয়েছে। এরপর জাফর ইবনে আবি তালিব ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সেও নিহত বা শহিদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করেছে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সেও লড়াই করে নিহত বা শহিদ হয়েছে। এরপর আল্লাহর তরবারিসমূহ থেকে একটি তরবারি, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা করলেন, এরপর জাফর ﷺ-এর পরিবারের কাছে আসতে তিন দিন অপেক্ষা করলেন। এরপর তাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন, আজকের পর বা আগামী দিনের পর আমার ভাইয়ের শোকে তোমরা কেঁদো না। আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে পাখির ছানার মত তার কাছে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি বললেন, আমার জন্য নাপিত ডেকে নিয়ে আস।

নাপিত আনা হল এবং সে আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দিল।

এরপর বললেন, মুহাম্মদ হল আমাদের চাচা আবু তালেবের মত, আর আবদুল্লাহ হলো আমার আকৃতি ও চরিত্রের মত।

এরপর তিনি আমার হাত ধরে চাপ দিলেন এবং বললেন,

اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِيْ أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ.

'হে আল্লাহ জাফর-পরিবারের জন্য তার প্রতিনিধি বানিয়ে দিন। আবদুল্লাহর কেনা-বেচায় বরকত দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিন বার বললেন।'

তখন আমাদের মা এলে তাকে আমাদের পিতৃহীন হওয়ার কথা জানানো হল। তখন তিনি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

তখন তিনি বললেন,

الْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ؟

'দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তাদের অভিভাবক হওয়ার পরও কি তুমি তাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার আশংকা করছো?'[৪১২]

নিজ বাহনে চড়ানো, মাথায় হস্ত পরশ, দু'আ করা

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رضي الله عنه বলেন, আমি, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-এর দু'পুত্র কুছাম ও ওবায়দুল্লাহ। আমরা ছিলাম বালক, খেলতাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি বাহনে চড়ে অতিক্রম করতেন, তখন বলতেন, একে আমার কাছে উঠিয়ে দাও। তখন তিনি আমাকে তার সামনে বসাতেন এবং কুছামের ব্যাপারেও বলতেন, একে আমার কাছে উঠিয়ে দাও। তাকে পেছনে বসাতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رضي الله عنه বলেন, এরপর আমার মাথায় তিনবার হাত বুলিয়ে দিতেন। প্রতিবার হাত বুলানোর সময় বলতেন,

أَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِيْ وَلَدِهِ.

'হে আল্লাহ! জাফরের সন্তানের ব্যাপারে খলিফা বানিয়ে দিন।'[৪১৩]

আত্মীয়দের দেখভাল ও তাদের খোঁজখবর

আত্মীয়দের কেউ কোনও বিপদে পতিত হলে তিনি দুঃখিত হতেন। হামযা رضي الله عنه যেদিন শহিদ হলেন এবং তার নাক, কান কর্তন করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচণ্ড রকম ব্যথিত হলেন। তার বিরহে ও তিনি যে অমানবিকতার শিকার হয়েছে তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ যারপরনাই দুঃখিত হলেন।

---

৪১২. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৭৫৩, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [আহকামুল জানায়েয -১৬৬]

৪১৩. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৭৬৩, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [আহকামুল জানায়েয -১৬৮]

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, হামযা ﷺ যখন শহিদ হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশে দাঁড়ালেন। হামযা ﷺ-এর নাক-কান কেটে তার চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি দৃশ্য দেখলেন যার চেয়ে তার অন্তরে বেদনাদায়ক কোন দৃশ্য হতে পারে না। তখন তিনি বললেন,

يَرْحَمُكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لَوَصُولًا لِلرَّحِمِ، فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ، وَلَوْلَا حُزْنٌ مِنْ بَعْدِكَ لَسَرَّنِي أَنْ أَدَعَكَ حَتَّى تُحْشَرَ مِنْ أَفْوَاجٍ شَتَّى، وَايْمُ اللهِ! لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ.

'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আপনি তো অধিক পরিমাণে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন, অগণিত কল্যাণকর কাজ করতেন। আপনার পরিবারবর্গের জন্য যদি দুঃখের কারণ না হত তবে আমি আপনাকে এভাবে রেখে দিতাম, অবশেষে আপনি বিভিন্ন দল থেকে হাশরের ময়দানে ওঠতেন। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সত্তর জনের নাক-কান কেটে বিকৃত করব।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও সেখানে দাঁড়ানো, ইত্যবসরে জিবরিল আমিন সূরা নাহ্‌লের শেষ আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তাই সবরকারিদের জন্য উত্তম।'

এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইরাদা থেকে ফিরে আসেন এবং শপথের জন্য কাফ্‌ফরা আদায় করেন।[৪১৪]

অধিকাংশ সময় আত্মীয়দের জন্য দু'আ

আব্বাস ﷺ ও তাঁর সন্তানের জন্য দু'আ

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ﷺ-কে বললেন, আগামী সোমবার প্রভাতে আপনি আমার কাছে আসবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে আসবেন। আপনার জন্য এবং আপনার সন্তানদের জন্য আমি

৪১৪. হাকেম, হা : ৪৮৯৪, তাবরানি, আল-মুজামুল কাবির: ৩/১৪৩, তবে এর সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। হাফেজ ইবন হাজার ফাতহুল বারিতে [৭/৩৭১] উল্লেখ করেছেন।

একটি দু'আ করব, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আপনাকেও উপকৃত করবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, প্রভাতে তিনি গেলেন এবং তার সঙ্গে আমরাও গেলাম। তিনি আমাদের শরীরে একখানা চাদর জড়িয়ে দিলেন, তারপর বললেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْبًا، اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ.

'হে আল্লাহ! আব্বাস ও তার সন্তানদের বাহির ও ভেতর উভয় দিক এমনভাবে ক্ষমা করে দিন যার পর তাদের আর কোনও অপরাধ বাকি না থাকে। হে আল্লাহ! তাকে তার সন্তানদের ব্যাপারে হেফাযত করুন"।[৪১৫]

مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ।

لاَ تُغَادِرُ অর্থাৎ ওই ক্ষমা সব গুনাহকে শামিল করে নিবে, কোন গুনাহ-ই ক্ষমার আওতা বহির্ভূত থাকবে না।

اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ অর্থাৎ তাকে সম্মানিত করুন, তার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন যাতে তার সন্তানের ব্যাপারে তা বিনষ্ট না হয়ে যায়।[৪১৬]

আলী رضي الله عنه-এর জন্য দু'আ

আলী رضي الله عنه বলেন, আবু তালেব যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে তাকে বললাম, আমার বৃদ্ধ বাবা ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি বললেন, যাও, তার সৎকার কর। এরপর আমার কাছে না এসে কিছুই বলো না। তিনি বলেন, আমি গিয়ে তাকে গোরস্থ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি আমার জন্য এমন কিছু দু'আ করলেন, যার বিনিময়ে আমি লাল ও বড় উটের মালিক হতে পছন্দ করি না।[৪১৭]

---

৪১৫. জামে' তিরমিযি, হা : ৩৭৬২।

৪১৬. তুহফাতুল আহওয়াযি : ১০/১৭৮।

৪১৭. মুসনাদে আহমদ, হা : ৮০৯, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন। [আহকামুল জানায়েয-১৩৪]।

ইবনে আব্বাসের জন্য দু'আ

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন, اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ 'হে আল্লাহ তাকে হিকমাহ শিক্ষা দিন'।[৪১৮]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তার জন্য তার অযুর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে রেখেছে? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন, اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'হে আল্লাহ তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করুন।'[৪১৯]

ইমাম আহমদের বর্ণনায় وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ 'তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন' এ কথাটিও রয়েছে।[৪২০]

উপকারী দু'আ শিক্ষা দান

আব্বাস ﷺ বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, আল্লাহ তাআলার নিকট আমি যা প্রার্থনা করতে পারি।

তিনি বললেন,"سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ" 'আল্লাহ তাআলার নিকট আপনি শান্তি ও হেফাযত কামনা করুন।'

কিছু দিন যাওয়ার পর আবার গিয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

তিনি আমাকে বললেন,

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ، سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

'হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আল্লাহ তাআলার নিকট আপনি পৃথিবী ও আখিরাতের শান্তি ও হিফাযাত নিরাপত্তা করুন।'[৪২১]

---

৪১৮. সহিহ বুখারী, হা : ৩৭৫৬।

৪১৯. সহিহ বুখারী, হা : ১৪৩, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪৭৭।

৪২০. মুসনাদে আহমদ, হা : ৩০২৪।

আব্বাস ﵁-এর পক্ষ থেকে বারবার এমন কিছু তাকে শিখিয়ে দেয়ার আবদার যা দ্বারা তিনি দু'আ করবেন, এর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আফিয়তের দুআ করার নির্দেশ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, 'আফিয়তের' দু'আর সমপরিমাণ কোন দু'আই হতে পারে না। এমন কোনও কথাই এ দু'আর সমপর্যায়ের হতে পারে না, যে কথা দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ﵁-কে পিতার সমতুল্য মর্যাদা দিতেন। সন্তান পিতার জন্য নিজের ওপর যে অধিকার সাব্যস্ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাসকে ﵁ তেমন অধিকারই দিতেন।

আব্বাস ﵁-কে বিশেষভাবে এই দু'আর জন্য নির্দেশ দেয়া এবং কেবল আফিয়াতের দু'আ করার জন্য বলার উদ্দেশ্য হল- যারা তা আকড়ে ধরতে চায় তাদের হিম্মতকে নাড়া দেয়া, যাতে তারা এটিকে আল্লাহর কাছে তাদের সবচেয়ে বড় ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ দু'আর মাধ্যমে প্রতিটি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে প্রতিহত করতে পারে।[৪২২]

অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া

উম্মুল ফযল ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ﵁ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে এলেন। তখন আব্বাস ﵁ মৃত্যু কামনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! মৃত্যুর কামনা করবেন না। আপনি যদি উত্তম ইবাদাতকারী হন তবে আপনার উত্তম ইবাদাতের সাথে আরো উত্তম ইবাদাত সংযুক্ত হবে, তা আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আর আপনি যদি অন্যায়কারী হন, আর আপনার মৃত্যু বিলম্ব হওয়ার সুযোগে তওবা করেন তবে তা আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। সুতরাং মৃত্যু কামনা করবেন না।[৪২৩]

---

৪২১. জামে' তিরমিযি, হা : ৩৫১৪।
৪২২. তুহফাতুল আহওয়াজি: ৯/৩৪৮।
৪২৩. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৬৩৩৩, [সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিব-৩৩৬৮]

কল্যাণের জন্য উৎসাহিতকরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিবার-পরিজনকে স্বেচ্ছামূলক কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তাদেরকে কল্যাণকর কাজের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ আদায় সংক্রান্ত হাদিসে রয়েছে, জাবের رضي الله عنه বর্ণনা করেন,

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহর আদায় করলেন। এরপর বনু আবদুল মুত্তালিবের লোকদের কাছে এলেন, তারা লোকদেরকে যমযম পান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন,

انْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ.

'হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল, আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।'[৪২৪]

بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِب দ্বারা উদ্দেশ্য হল আব্বাস رضي الله عنه-এর বংশধর ও তার দল। কেননা, হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য পানি তোলা ও পান কারানোর ক্ষেত্রে তাদের জন্য শক্তি-সামর্থের দু'আ করলেন। অর্থাৎ এ কাজটি একটি কাঙ্খিত নেক কাজ, কারণ এর ছওয়াব বা প্রতিদান সীমাহীন। তবে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় কাজটি তাদের জন্য মুস্তাহাব পর্যায়ের ছিল।

فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ 'আমি যদি তোমাদের ওপর মানুষের উপচে পড়ার আশংকা না করতাম, যা তোমাদেরকে সে কাজ থেকে বের করে দিবে, সকলে সে পানি তোলার প্রতি আগ্রহের কারণে।'

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, এর অর্থ হল, মানুষ এটিকে হজের বিধান মনে করে তাতে ভীড় জমাতে পারে, যার ফলে তোমাদেরকে পরাভূত করে ফেলবে এবং তোমাদেরকে পান করানো থেকে সরিয়ে দিবে, এমন আশংকা যদি আমার না হত, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে পান করাতাম, এ পান করানো অধিক মর্যাদার কারণে।[৪২৫]

---

৪২৪. সহিহ মুসলিম : হা : ১২১৮।
৪২৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ৮/১৯৪।

দীনের ব্যাপারে কোনও ছাড় নয়

আনাস ﵁ বর্ণনা করেন, আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা আমাদের বোনের ছেলে আব্বাসের মুক্তিপণে ছাড় দিব।[৪২৬] তখন তিনি বললেন, তোমরা তার একটি দিরহামেও ছাড় পাবে না।[৪২৭]

আনসারগণ আব্বাস ﵁-কে 'আমাদের বোনের পুত্র' বলার কারণ হল, তারা আব্বাস ﵁-এর পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর মাতুল। কারণ আবদুল মুত্তালিবের মাতা ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি হলেন, সালমা বিনতে আমর ইবনে আহিহা, তিনি ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের।

তারা আমাদের বোনের ছেলে বলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল যাতে অনুগ্রহটা তাদের ওপর হয়, পক্ষান্তরে যদি 'আপনার চাচা' বলত তবে অনুগ্রহটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর হত। এটি সম্বোধনের আদব ও এ ক্ষেত্রে ধীশক্তির পরিচায়ক।

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, ইবনে আয়েজ মাগাজি-তে বর্ণনা করেন যে, ওমর ﵁ যখন বদর-বন্দীদেরকে বাঁধার দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি আব্বাস ﵁-এর বন্ধনটা খুব শক্ত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কাতরাতে শুনতে পেলেন। এতে তিনি ঘুমাতে পারলেন না। বিষয়টি আনসারদের কানে পৌঁছলে তারা আব্বাস ﵁-এর বন্ধন ঢিলা করে দিলেন। আনসারগণ যখন আব্বাস ﵁-এর বন্ধন ঢিলা করে দেয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টির বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার ফিদইয়া ছেড়ে দেয়ার আবেদন করলেন, যাতে তাঁর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আবেদন নাকচ করে দেন।[৪২৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের আবেদন এ জন্য নাকচ করে দিয়েছেন যাতে দীনের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব না হয়।[৪২৯]

---

৪২৬. কারণ আব্বাস ﵁ বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। মুশরিকরা তাকেও বদর যুদ্ধে তাদের সাথে নিয়ে আসে।

৪২৭. সহিহ বুখারী, হা : ২৫৩৭।

৪২৮. ফাতহুল বারি : ৫/১৬৮।

৪২৯. ফাতহুল বারি : ৭/৩২২।

সর্বপ্রথম নিজ বংশের লোকদের রক্তের দাবী রহিতকরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনের ব্যাপারে কোন ছাড় না দেয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, সর্বপ্রথম তিনি নিজ বংশের লোকদের রক্তের দাবী রহিত করেছেন, সর্বপ্রথম তার বংশের লোকদের সুদ মওকুফ করে দিয়েছেন।

ঘটনা ঘটেছিল বিদায় হজের ভাষণে যখন তিনি আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে বললেন,

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

'সাবধান! জাহিলিয়্যাতের যুগের সব অপকর্ম আমার পদতলে প্রোথিত হলো, জাহিলিয়্যাত (মূর্খতার) যুগের রক্তের দাবীগুলো রহিত হলো। আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হলো (আমার নিজ বংশের) আয়াশ ইবনে রবিআহ ইবনে হারিস-এর রক্তের দাবী। যে বনী সাদ গোত্রের দুধপানরত অবস্থায় ছিল তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে জাহিলী যুগের সুদ মওকূফ (রহিত) হয়ে গেল। আর আমাদের (বংশের) যে সুদ আমি প্রথমে মওকূফ করলাম তা (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর (পাওনা) সুদ, তা সবই মাওকূফ করা হলো।'

এ সন্তানটির নাম ছিল ইয়াস ইবনে রাবিআ ইবনুল হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। এ নিহত শিশুটি ছিল খুবই ছোট। ঘরে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াত। বনু সাদ ও বনু লায়ছ ইবনে বকরের মাঝে সংঘটিত একটি লড়াই থেকে একটি পাথর ছুটে তাকে আঘাত করে।

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল ইমাম যদি কোনও বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেন, তবে উচিত হল নিজের ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করা। কারণ তারাই হল তার কথা গ্রহণ করার দিক থেকে তার নিকটের। সদ্য ইসলাম গ্রহনকারীর আত্মার তুষ্টির জন্য অধিক সংগত।'[৪৩০]

৪৩০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৮/১৮২।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ جِيْرَانِه

প্রতিবেশীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তার ইয্যত আবরুর হেফাযত করা, তার মর্যাদা সংরক্ষণ করা, তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, তার কমতি পুরণ করা, তার হারামবাসীদের থেকে চক্ষু হেফাযত করা, তাকে সন্দেহে নিপতিতকারী ও কষ্টদায়ক সব বিষয় থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর পর্যাপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

আচরণ ও উচ্চারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উত্তম প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ কুরআনুল কারিমের নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। যেহেতু কুরআনুল কারিম আল্লাহর হকের সাথে প্রতিবেশীর হককেও সমান্তরালে আলোচনা করেছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِه شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

'তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনও কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকটাত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।'

الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই নিকট প্রতিবেশী যার দু'টি অধিকার রয়েছে। একটি হল প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার দ্বিতীয় হল আত্মীয়তার অধিকার। তার জন্য তার প্রতিবেশীর ওপর প্রচলিত হক ও অনুগ্রহ পাবার অধিকার রয়েছে।

وَ الْجَارِ الْجُنُبِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই প্রতিবেশী যার সাথে আত্মীয়তার কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং যে প্রতিবেশী যত নিকটের তার অধিকারও ততবেশী। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তার প্রতিবেশীকে হাদিয়া-উপঢৌকন, দান-সদকা, ভোজ-অলিমায় দাওয়াত, সুন্দর আচরণ ব্যবহার ও কষ্ট না দেয়ার মাধ্যমে তার হক আদায় করা।

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ বর্ণিত আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সফর-সঙ্গী। অথবা স্ত্রী। অথবা সাধারণ সাথী-সঙ্গী। এটিই অধিক সংগত। কারণ এর অধীনে সফর-সঙ্গী ও শহর-সঙ্গী এবং স্ত্রী সকলেই এসে যায়।[৪৩১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার-মুহাজিরদের মাঝে প্রতিবেশী

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার প্রতিবেশীদের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন,

- সাদ ইবনে ওবাদাহ রাঃ
- আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম। (জাবের রাঃ-এর পিতা)
- আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ
- আসআদ ইবনে যুরারাহ রাঃ প্রমুখ

ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন, ইবনে সাদ তার তাবাকাতুন নিসা-তে উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অধিকাংশ সময় সাদ ইবনে ওবাদা, সাদ ইবনে মুআয, আম্মারাহ ইবনে হাজম ও আবু আইয়ুব আনসারীর মাধ্যমে হাদিয়া প্রেরণ করতো।[৪৩২]

বনু নাজ্জার তাদের কবিতায় এ প্রতিবেশী নিয়ে গর্ব করতো। তাদের বালিকারা দফ বাজিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করত।

---

৪৩১. তাফসিরুস সাদি : ১/১৭৭।
৪৩২. তাবাকাতে ইবনে সাদ ; ৮/১৬৩, ফাতহুল বারি : ৫/২০৬।

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদিনার গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকটি বালিকা দফ বাজিয়ে গান গেয়ে বলছিল,

نحن جوار من بني النجار + يا حبذا محمد من جار.

'আমরা বনু নাজ্জারের বালিকার দল। কত খোশ নসিব! মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মহৎ প্রতিবেশী'।

তখন নবী ﷺ বলেন,

فقال النبي ﷺ يعلم الله إني لأحبكن.

'আল্লাহ্ অবগত আছেন, আমি তো তোমাদের ভালোবাসি।'[৪৩৩]

• **আয়েশা رضي الله عنها বলেন,**

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، جِيرَان صدْقٍ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ 'مِنْ أَلْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا.

'আনসারদের মধ্য হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু দানকারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ছিল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সেগুলোর দুধ হাদিয়া দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা পান করতে দিতেন।[৪৩৪]

হাদিসে বর্ণিত مَنَائِحُ শব্দটি (مَنِيْحَة) এর বহুবচন। এর অর্থ হল অন্য কাউকে নিজের উটনী বা বকরি কিছু দিনের জন্য তার দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার গ্রহণের জন্য দেয়া। পরবর্তীতে তা আবার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া।[৪৩৫]

বনু নাজ্জার ব্যতীত কিছু মুহাজির পরিবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী ছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, আবু বকর সিদ্দিক, আলী ও আব্বাস رضي الله عنهم প্রমুখ।

---

৪৩৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৮৯৯।
৪৩৪. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৬৭।
৪৩৫. ওমদাতুল কারী : ২০/৬৯।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী

মক্কায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু প্রতিবেশী ছিল, তারা ছিল মদিনার প্রতিবেশীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিত, তাকে গালমন্দ করত।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মক্কায় যে সকল ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিত তারা হল,

- আবু লাহাব
- হাকাম ইবনে আস ইবনে উমাইয়া
- উকবাহ ইবনে আবি মুআইত।
- আদি ইবনে হামরা আছ্ সাকাফি
- ইবনুল আসদা আল হুজালি।

তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী ছিল। তাদের মধ্যে কেবল হাকাম ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তাদের কেউ নামাযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ছাগলের ভুড়ি এনে ফেলত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে তার দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, হে বনু আবদে মানাফ! এটা কোন ধরণের প্রতিবেশীর হক!

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীকে সম্মান করার জন্য, তার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রতিবেশীর হকের গুরুত্ব এত অধিক যে, তাকে মিরাছের অংশিদার বানানোর উপক্রম হয়েছিল।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

'আমাকে জিবরিল عليه السلام সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।'[৪৩৬]

এক আনসারি সাহাবি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজগৃহ থেকে বের হলাম। হঠাৎ আমি তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম।

---

৪৩৬. সহিহ বুখারী : হা : ৬০১৪।

অপর একজন লোক তার দিকে ঝুঁকে আছে। তখন আমি ভাবলাম যে হয়তো তার কোনও প্রয়োজন রয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আফসোস করতে লাগলাম। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি তো আপনাকে এত দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রেখেছে যে, আপনার এত দীর্ঘ দাঁড়ানো দেখে আমি আপনার জন্য আফসোস করতে লাগলাম।

তিনি বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ?

আমি বললাম, জি।

তিনি বললেন, তুমি কি জান ইনি কে?

আমি বললাম, জি না।

তিনি বললেন, ইনি হলেন জিবরিল ﵇, তিনি আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।[৪৩৭]

অর্থাৎ আমার মনে হতে থাকে যে তিনি অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দেয়ার নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণেও প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার সাহাবিদেরকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপদেশ দিতে ভুলেননি।

উমামাহ ؓ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর উষ্ট্রীর ওপর বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, أُوْصِيْكُمْ بِالْجَارِ আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। কথাটি তিনি অনেকবার বললেন।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই তিনি তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।[৪৩৮]

---

৪৩৭. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৯৪৫৯, সহিহ সনদ।

৪৩৮. তাবরানি, আল-মুজামুল কাবির : ৭/১১৮, [সহিহুল জামে-২৫৪৮]

প্রতিবেশীকে সম্মান করা ঈমানের আলামত :

আবু শুরাইহ্ আদাবি ﵁ বলেন, নবী ﷺ যখন কথা বলছিলেন, তখন আমার দু'কান শুনছিল ও আমার দু'চোখ দেখছিল। তিনি বলছিলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।'[৪৩৯]

হাদিসের বর্ণনাকারী আতা আল-খুরাসানিকে জিজ্ঞেস করা হল, প্রতিবেশীর ওপর প্রতিবেশীর অধিকার কী?

তিনি বললেন, তোমার কাছে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে। ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দিবে। সে দারিদ্র্য পীড়িত হলে তাকে দেখতে যাবে। সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। সে কোনও কল্যাণ লাভ করলে তাকে অভিবাদন জানাবে। কোনও বিপদে পড়লে সমবেদনা জানাবে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার অনুগামী হবে।

এমন উঁচু গৃহ নির্মাণ করবে না যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার অনুমতি সাপেক্ষে। তোমার পাতিলের ঘ্রাণ দ্বারা তাকে কষ্ট দিবে না, তবে সেখান থেকে তার জন্যও আঁজলা ভরে দিবে।

তুমি যদি ফল ক্রয় কর, তবে সেখান থেকে তার জন্য হাদিয়া পাঠাবে। যদি পাঠাতে না পার তবে লুকিয়ে আনবে। তোমার সন্তান যেন তা নিয়ে বাইরে না যায়, যাতে তার সন্তান এ দেখে ভোগের আশায় কান্নাকাটি না করে।

সুতরাং বোঝা গেল প্রতিবেশীর হক আদায় করা ঈমানের পূর্ণতার অংশ। জাহেলি যুগের মানুষগুলো প্রতিবেশীর হক পূর্ণভাবে আদায় করত। এ উপদেশের ওপর আমল এভাবে হতে পারে যে সাধ্যমত প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করার মাধ্যমে এ উপদেশের ওপর আমল হতে পারে। যেমন তাকে হাদিয়া দেয়া। সাক্ষাত হলে হাঁসিমুখে সালাম দেয়া। তার খোঁজখবর নেয়া। অভাব-অনটনে তাকে সহায়তা করা। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবধরণের কষ্টদায়ক বিষয় ও বস্তু থেকে তাকে নিরাপদ রাখা।[৪৪০]

---

৪৩৯. সহিহ বুখারী : হা : ৬০১৯।
৪৪০. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২।

প্রতিবেশী অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না হলে ঈমানদার নয়

আবু শুরাইহ্ رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ একবার বলেছিলেন,

وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ.

'আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে লোক? তিনি বললেন,

الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ.

'যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।'[৪৪১]

হাদিসে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে তাগিদ এসেছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে শপথ করেছেন এবং শপথটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন।

অনুরূপ যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন করে তার ঈমানহীন হওয়ার বিষয়টিও এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ঈমানহীন হওয়ার অর্থ হল সে পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়। আর গুনাহগার যে পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়, এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।[৪৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, তার ঈমান না থাকার যে বিবরণ দিয়েছেন এটি প্রতিবেশীর অধিকারের বড়ত্ব ও বিশালতাকেই প্রমাণ করে এবং এও সাব্যস্ত করে যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া কবিরা গুনাহ।[৪৪৩]

প্রতিবেশীকে কষ্টদান : জান্নাতে থেকে বঞ্চনা

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ.

'যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৪৪৪]

---

৪৪১. সহিহ বুখারী : হা : ৬০১৬।
৪৪২. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪৪।
৪৪৩. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২।
৪৪৪. সহিহ মুসলিম : হা : ৪৬।

প্রতিবেশীকে কষ্টদান : অন্যকে কষ্ট দেয়ার চেয়েও মারাত্মক

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যিনার ব্যাপারে কী বল?

তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল সেটিকে হারাম করে দিয়েছেন, সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত সেটি হারাম।

তখন তিনি বললেন,

لَأَن يَزْنِيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عليه من أن يَزْنِيَ بامرأةِ جارِه.

'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার অপরাধের চেয়ে অন্য দশজন নারীর সাথে যিনা করার অপরাধ অনেক লঘু।'

এরপর বললেন, চুরির ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী?

তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সেটিকে হারাম করেছেন, সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত সেটি হারাম। তখন তিনি বললেন,

لَأَن يسرقَ الرجلُ من عَشْرَةِ أبياتٍ أَيْسَرُ
عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه.

'প্রতিবেশীর গৃহে চুরি করার চেয়ে অন্য দশগৃহে চুরি করার অপরাধ অনেক লঘু।'[৪৪৫]

কেননা, প্রতিবেশীর ওপর প্রতিবেশীর হক হল, তার পরিবারের ক্ষেত্রে খেয়ানত না করা। যদি করে, তবে তার শাস্তি অন্য দশটি যিনার সমপরিমাণ শাস্তির সমতুল্য হবে।

প্রতিবেশীকে কষ্টদান : আল্লাহ্ তায়ালা ও মানুষের লানতের কারণ

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, যাও ধৈর্য ধরো। এরপর সে দু'বার তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখো। এরপর সে তার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগলো এবং সে তাদেরকে তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকলো। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে

৪৪৫. মুসনাদে আহমদ, হা : ২৩৩৪২।

লাগলো, আল্লাহ তোমার এরূপ এরূপ করুন। তার প্রতিবেশী তার নিকট এসে তাকে বললো, তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ হতে এরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখবে না।[৪৪৬]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ওই ব্যক্তির প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কাছ থেকে এ কী পাচ্ছি?!!

তিনি বললেন, কী পেয়েছ?

সে বলল, তারা আমাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে।

তিনি বললেন, মানুষের আগে আল্লাহ তোমাকে লানত দিয়েছেন।

সে বলল, আমি আর কখনও এমনটি করব না।

তখন অভিযোগকারী নবী ﷺ এর কাছে এলে তাকে বললেন, তোমার জিনিসপত্র উঠিয়ে নাও। যথেষ্ট করেছ।[৪৪৭]

প্রতিবেশীকে কষ্টদান : অধিক ইবাদাত কাজে না আসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটুকু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে যতই ইবাদাত-বন্দেগী করা হোক না কেন তা কোনও কাজে আসবে না।

আবু হুরায়রা ؓ বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক নারীর অনেক নামায, রোযা ও সদকার আলোচনা হয়, তবে সে তার জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।

তিনি বললেন, সে জাহান্নামী।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক নারীর নামায, রোযা ও সদকা স্বল্পতার আলোচনা হয় এবং সে أثوار 'আছওয়ার' সদকা করে। তবে সে তার যবান দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।

তিনি বললেন, সে জান্নাতী।[৪৪৮]

أثوار "আছওয়ার" হল ثَوْر শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল জমাট দুধ বা পনির।[৪৪৯]

---

৪৪৬. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৫১৫৩।

৪৪৭. তাবরানি, হা : ৩৫৬, আবু জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত।

৪৪৮. মুসনাদে আহমদ, হা : ৯২৯৮।

৪৪৯. আন নেহায়া : ১/৬৫৩।

প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ :

মুজাহিদ ﵀ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵄-এর জন্য তার পরিবারে একটি ছাগল জবাই করা হল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে (গোশত) উপহার পাঠিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"

'প্রতিবেশীর অধিকার প্রসঙ্গে জিবরাঈল আ. আমাকে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হল যে, হয়তো শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে।[৪৫০]

ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, প্রতিবেশী শব্দের অধিনে মুসলিম অমুসলিম, আবেদ-ফাসেক, বন্ধু-শত্রু, দেশী-ভিনদেশী, উপকারকারী-অপকারকারী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, গৃহের কাছের-দূরের সকলই রয়েছে।

তবে অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। প্রতিবেশীর মধ্যে অধিকারের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে যার মধ্যে প্রথম প্রকার সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এরপর যার মধ্যে তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে সে কম বৈশিষ্ট্যওয়ালা থেকে অগ্রাধিকার পাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

এর বিপরীত হল যার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুপাতে অধিকার প্রদান করা হবে। অনেক সময় দুই বা ততোধিক বৈশিষ্টের মাঝে মতদ্বৈততা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়টি হয়তো বরাবর হতে পারে আবার কোনওটি প্রাধান্যও পেতে পারে।[৪৫১]

---

৪৫০. সুনান তিরমিযি, হা : ১৯৪৩।

৪৫১. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২, [উপরের বক্তব্যের সারকথা হল, কোনও প্রতিবেশী হতে পারে মুসলিম, আবেদ, বন্ধু, দেশী, উপকারী, আত্মীয়, গৃহের কাছের। এ সকল বৈশিষ্ট্যের সমুদয় বৈশিষ্ট্য তার মাঝে বিদ্যমান। তবে এ প্রতিবেশী অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্যের কমতি আছে তিনি তুলনামূলক প্রথম ব্যক্তি থেকে কম অগ্রাধিকার পাবেন। এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে। প্রতিবেশী হতে পারে অমুসলিম, শত্রু, ভিনদেশী, অপকারকারী, অনাত্মীয়, গৃহ থেকে দূরে। এ সব বৈশিষ্ট্য তার মাঝে বিদ্যমান। তার থেকে ওই ব্যক্তি অবশ্যই অগ্রাধিকার লাভ করবে, যার মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্যের কমতি আছে।

ভাল প্রতিবেশী সৌভাগ্যের কারণ

নাফে ইবনে আবদুল হারিছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْأِ : الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ وَ الْمَسْكَنُ الواسِعُ.

'মানুষের সৌভাগ্যের মধ্যে রয়েছে, নেককার প্রতিবেশী, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বাহন ও প্রশস্ত বাসস্থান'। [৪৫২]

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.

'চারটি বিষয় সৌভাগ্যের আলামত : নেককার স্ত্রী। প্রশস্ত বাসস্থান। নেককার প্রতিবেশী। স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বাহন।

চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের আলামত : মন্দ প্রতিবেশী। মন্দ স্ত্রী। সংকীর্ণ বাসস্থান। মন্দ বাহন।' [৪৫৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। তিনি তাঁর দু'আয় প্রায় বলতেন,

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دارِ الْمُقَامَةِ، فإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অবস্থান গৃহে মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। মরুভূমির প্রতিবেশী তো পরিবর্তন হয়।' [৪৫৪]

আবার এমনও হতে পারে কারো মাঝে বিপরীতমুখী দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য একত্র হল, এ ক্ষেত্রে উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝে তুলনা করে দেখা হবে, কখনও বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য উভয়টি সমপর্যায়ের হতে পারে আবার কখনও একটি একটির তুলনায় প্রাধান্য পেতে পারে। [অনুবাদক]

৪৫২. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৪৯৪৭, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সহিহ জামে-৩০২৯]।

৪৫৩. সহিহ ইবনে হিব্বান, হা : ৪০৩২, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সিলসিলাহ সহিহাহ্-২৮২]

৪৫৪. হাকেম, হা : ১৯৫১, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সহিহুল জামে-১২৯০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে মন্দ প্রতিবেশী থেকে বেঁচে থাকার জন্য দু'আ করার নির্দেশ দিতেন ।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ.

'লোকালয়ের মন্দ পড়শি থেকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা মরুভূমির প্রতিবেশীতো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে ।'[৪৫৫]

প্রতিবেশীর কাছে উত্তম ব্যক্তি-ই উত্তম প্রতিবেশী

আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

আল্লাহ্ তাআলার নিকট সঙ্গীদের মাঝে উত্তম সঙ্গী হল সেই ধরনের ব্যক্তি যে তার নিজ সঙ্গীর নিকট উত্তম । আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম হল সেই ধরনের প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর নিকট উত্তম ।[৪৫৬]

خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ এ কথার উদ্দেশ্য হল, যে তার প্রতিবেশীর প্রতি অধিক অনুগ্রহ করে । হোক সেটি নসিহতের মাধ্যমে ।

কেবল অনিষ্ট দূর করার মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় সম্পন্ন হয় না । বরং তার কষ্ট সহ্য করা । কেবল কষ্ট সহ্য করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা, তার প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেয়া । এ উপকারের মধ্যে রয়েছে, প্রতিবেশীকে আগে সালাম দেয়া । অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রুষা করা । বিপদে সমবেদনা জানানো । খুশিতে অভিবাদন জ্ঞাপন করা । হাদিয়া-উপঢৌকনের মাধ্যমে তার খুশিতে অংশ গ্রহন করা । তার ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে চলা । তার অন্তপুরবাসিনীদের থেকে চোখকে হেফাযত করা । তার অনুপুস্থিতিতে তার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করা । তার সন্তানদের প্রতি সদয় আচরন করা । দীন-দুনিয়ার কোনও বিষয় ভুলে গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ।[৪৫৭]

---

৪৫৫. সুনানে নাসায়ী, হা : ৫৫০২ ।
৪৫৬. সুনান আত-তিরমিযি, হা : ১৯৪৪ ।
৪৫৭. এহয়াউ উলুমিদ্দীন : ২/২১৩

যার গৃহ সবচেয়ে নিকটে তার অধিকার সবচেয়ে বেশি

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, যে প্রতিবেশীর গৃহ অধিক নিকটে তার অধিকার অন্যদের তুলনায় বেশি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশি কাছে।[৪৫৮]

এতে এ হিকমত রয়েছে যেহেতু নিকটের প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর গৃহে যে সব হাদিয়া ইত্যাদি প্রবেশ করে তা দেখতে পায়, ফলে সেগুলোর প্রতি তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে দূরের প্রতিবেশী তা দেখতে পায় না এবং না দেখতে পাওয়ার কারণে তার মধ্যে অনুরূপ আগ্রহও সৃষ্টি হয় না। এছাড়াও কাছের প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর বিপদে অন্যদের তুলনায় দ্রুত প্রতিবেশীর অধিকার নিয়ে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে অসতর্কতার সময়গুলোতে।[৪৫৯]

প্রতিবেশীর সীমানা নিয়ে মতভেদ

প্রতিবেশীর সীমানা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

শাফেয়ি ও হাম্বলি ফকিহগণ বলেন, প্রতিবেশীর সীমানা হল চতুর্দিক থেকে চল্লিশ ঘর। তারা এ হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন,

حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُوْنَ دَارًا هكَذا ، وهكَذَا وهكَذَا.

প্রতিবেশীর হক হল এভাবে, এভাবে এভাবে চল্লিশ ঘর'।[৪৬০]

মালেকি ফকিহগণ বলেন, যে কোনও দিক থেকে গৃহ সংলগ্ন গৃহই হলো প্রতিবেশী, অথবা এমন মুখোমুখি গৃহ যার মাঝে সংকীর্ণ গলিপথ রয়েছে এবং এমন নয় যে উভয় গৃহের মাঝে প্রশস্ত সড়ক বা নদী রয়েছে। অথবা প্রতিবেশী হল এক মসজিদে নামায আদায়কারী। অথবা কাছাকাছি ছোট দুটি মসজিদে নামায আদায়কারী।

---

৪৫৮. সহিহ বুখারী : হা : ২২৫৯

৪৫৯. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪৭

৪৬০. আবু ইয়ালা, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ইতহাফুল মাহারাহ : ৫০৯৮, আলবানি রহিমাহুল্লাহ 'যয়িফ' বলেছেন [ইরওয়াউল গালিল : ১৬৫৯]

আবু হানিফা ﷺ বলেন, গৃহসংলগ্ন গৃহই কেবল প্রতিবেশী। কারণ الجار প্রতিবেশী শব্দটি المجاورة প্রতিবেশ থেকে উৎকলিত। আর বাস্তবে المجاورة প্রতিবেশ হল সংলগ্নতা।

ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, উলামায়ে কেরাম প্রতিবেশীর সীমানার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। আলী ﷺ বলেন, যে আহবান শুনতে পায় সেই প্রতিবেশী।

বর্ণিত আছে, তোমার সাথে যে মসজিদে ফজর নামায আদায় করে সেই তোমার প্রতিবেশী।

সবচেয়ে নিকটতর মত হল, প্রতিবেশীর সীমানার বিষয়টি আসলে পরিভাষার ও সমাজের লোকাচারের ওপর নির্ভরশীল। যে সমাজে যাকে প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য করা হয় সেই প্রতিবেশী।

ইবনে কুদামাহ ﷺ বলেন, প্রতিবেশী হল নিকটতম ব্যক্তি। তবে এ ক্ষেত্রে পরিভাষা ও সমাজের আচার অনুসরণ করা হবে।[৪৬১]

প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্য কিছু দিয়ে হলেও প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেয়ার প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও।[৪৬২]

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রতি এই যে নিষেধাজ্ঞা সেটি হল হাদিয়া দাতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা। হাদিসের অর্থ হল, কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে হাদিয়া

---

৪৬১. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪৭, আল মুগনি : ৬/৫৭৮, আল-মাউসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ : ১৬/২১৭।

৪৬২. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৬৬।

দিতে বিরত থাকবে না। জিনিস অল্প হওয়ার কারণে বা নিজের কাছে সামান্য বা তুচ্ছ জিনিস মনে হওয়ার কারণে। বরং সামান্য-বেশী যাই হোক হাদিয়া দেয়া। যেমন হাদিসে সামান্য গোশতযুক্ত হাড়ের কথা বলা হয়েছে। এটি একদম না দেয়ার চেয়ে উত্তম। গোশতযুক্ত হাড়ের কথা এখানে তুচ্ছতার ক্ষেত্রে উপমা হিসেবে বলা হয়েছে।

এটাও হতে পারে যে, এখানে নিষেধাজ্ঞাটি যাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে তার প্রতি। তখন অর্থ হবে, তাকে যা হাদিয়া দেয়া হয়েছে তা অল্প ও সামান্য জিনিস হওয়ার কারণে যেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে।

হাদিসে সামান্য জিনিস দিয়ে হলেও পরস্পরে হাদিয়া বিনিময়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ, সব সময় হয়ত বেশি জিনিস জোগাড় নাও থাকতে পারে। তবে যদি এভাবে অল্প জিনিস দেয়ার ধারা অব্যহত থাকে তবে এটিও এক সময় অধিক হয়ে যাবে। এতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন মুস্তাহাব হওয়া ও লৌকিকতা বর্জনের বিষয় বিধৃত হয়েছে।[৪৬৩]

বর্ণিত হাদিসে বিশেষভাবে নারীদেরকে নিষেধ করার কারণ হল, নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদিয়া বস্তু বা হাদিয়াদাত্রীকে তুচ্ছ নজরে দেখে থাকে। এ ছাড়ারও নারীদের প্রতি গৃহে অবস্থানের নির্দেশের কারণে তারা পুরুষের তুলনায় প্রতিবেশীর সাথে বেশি সংশ্লিষ্ট থাকে।

প্রতিবেশীকে খাদ্য দেয়ার প্রতি উৎসাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীকে খাদ্য দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আবু যর رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.

হে আবু যার, যখন তুমি তরকারি রান্না করবে তখন তাতে পানি (ঝোল) বেশি দিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছু প্রদান করো।'[৪৬৪]

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আবু যর গিফারী رضي الله عنه বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জোর নির্দেশ করেছেন। বলেছেন,

---

৪৬৩. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম : ৭/১২০, ফাতহুল বারি : ৫/১৯৮, ১০/৪৪৫।
৪৬৪. সহিহ মুসলিম : হা : ২৬২৫।

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ.

'যখন তুমি তরকারি রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি করে দিবে। তারপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর পরিজনের প্রতি খেয়াল রাখবে। এরপর তা হতে তাদেরকে কিছু সৌজন্যস্বরূপ পৌছে দিবে।'[৪৬৫]

অনেক মানুষই এ আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বেখবর। সে খাবার দেয়ার মাধ্যমে প্রতিবেশীর হক আদায় করে না। অথচ দেখা যাবে যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই রান্না করা হয়েছে। এরপর বর্ধিত খাবার ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়েছে। অথচ অনেক প্রতিবেশী এমনও রয়েছে যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করেছে। ক্ষুধা নিবারণের মত কোন সংস্থান তার নেই।

এটি প্রতিবেশীর অধিকার ও ব্যক্তিত্বের শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ওই ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, যে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করল আর তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাল, অথচ সে এটা জানে।'[৪৬৬]

نارِيْ وَنَارُ الجَارِ واحِدَةٌ + وإلَيْهِ قَبْلِيْ يَنْزِلُ القِدْرُ.

مَا ضَرَّ جَارًا لِيْ أُجَاوِرُهُ + أَنْ لَا يَكُوْنَ لِبَابِه سِتْرُ.

أغْضى إذا ما جَارَتِيْ بَرَزَتْ + حَتَّى يُوَارِيْ جَارَتِيْ الخِدْرُ.

আমার ও আমার প্রতিবেশীর চুলা একটাই।
আমার পূর্বেই তার কাছে পাতিল নামে।
আমার কোনও প্রতিবেশীর দরজায় পর্দা না
থাকা তার কোন ক্ষতি করে না।
আমার প্রতিবেশীনি যদি বের হয়
আমি আমার চক্ষু অবনমিত করি, যতক্ষণ না
আমার প্রতিবেশীনি অন্তপুরে প্রবেশ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রতিবেশীর গৃহে খাদ্য পৌছানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনা, যা আনাস ইবনে মালেক ﷺ রেওয়ায়েত করেছেন।

---

৪৬৫. সহিহ মুসলিম : হা : ৬৫৮৩।
৪৬৬. তাবরানি, হা : ৭৫১, আলবানি ﷺ সহিহ বলেছেন [সহিহুল জামে : ৫৫০৫]

তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম বললেন, তুমি আল্লাহর নবীর কাছে যাও, তাকে বল, তিনি যদি আমাদের এখানে দুপুরের খাবার খেতে চান তবে যেন চলে আসেন।

তিনি বলেন, আমি তার কাছে আসলাম এবং তাকে জানালাম।

তখন তিনি বললেন, আমার সাথে যারা আছে তারাও?

আমি বললাম, জ্বি।

তিনি বললেন, সকলে চল।

তিনি বলেন, আমি এসে উম্মে সুলাইমের কাছে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যারা আসছে তাতে আমি পেরেশান ছিলাম।

উম্মে সুলাইম বললেন, হে আনাস! কী করেছো?

একথা বলতে না বলতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করলেন। বললেন, তোমার কাছে কি ঘি আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার কাছে তাঁর দেয়া একটি পাত্র ছিল তাতে কিছু ঘি ছিল।

তিনি বললেন, নিয়ে এসো।

আমি পাত্রটি নিয়ে এলাম, তিনি এর বাধন খুললেন। তারপর বললেন, اللهُمَّ أَعْظِمْ فِيْهَا الْبَرَكَةَ হে আল্লাহ তাতে অধিক পরিমাণে বরকত দিন।

এরপর বললেন, এটিকে ওল্টাও। আমি ওল্টাতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ পাত্রটি মুছে নিতে লাগলেন আর আল্লাহর নাম নিতে থাকলেন।

তিনি বলেন, আমি পাত্রটির পরিচ্ছন্নতা স্পর্শ করলাম। সেখান থেকে আশিরও বেশি লোক খেলেন।

সেখানে কিছু ঘি অবশিষ্ট রইল। তা উম্মে সুলাইমকে দিয়ে বললেন, তুমিও খেয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীকেও দিও।[৪৬৭]

স্বস্ত্রীক প্রতিবেশীর দাওয়াত গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করতেন এবং সাথে স্ত্রীকেও নিয়ে যেতেন।

৪৬৭. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৩১৩৫।

আনাস ইবনে মালেক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন ইরানী প্রতিবেশী ভালো তরকারি রান্না করতে পারতো। একদা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সামান্য খাবার তৈরী করে তাকে দাওয়াত করতে আসলো। তিনি আয়েশা ﵂-এর দিকে ইশারা করে বললেন এই যে, আয়েশা আছেন। সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (তাহলে আমিও) না। লোকটি আবার তাকে দাওয়াত করল। রাসূলুল্লাহ বললেন, ইনিও [আয়েশা ﵂]? সে বলল, না রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (আমিও) না। এরপর সে পুনরায় তাকে দাওয়াত করতে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনিও? লোকটি তৃতীয়বার বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা উভয়েই দাঁড়ালেন এবং একজনের পেছনে আরেকজন চলে তার গৃহে এসে পৌছুলেন।[৪৬৮]

তারা বলেন, সম্ভবত ইরানী প্রথমে আয়েশা ﵂-কে খাবার সল্পতার কারণে আহবান করেনি। সে চেয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য পর্যাপ্ত খাবার পরিবেশন করতে।

ইমাম নববি ﵀ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂-কে ছাড়া খাবার খেতে অপছন্দ করা স্ত্রীর সাথে সুন্দর জীবন যাপন ও সহাবস্থানের অধিকার ও প্রগাঢ় সহজীবন যাপনের আদবের বহিঃপ্রকাশ।[৪৬৯]

প্রতিবেশীর কষ্ট সহ্য করা

উম্মে সালামা ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে একই চাদরের নীচে শায়িত ছিলাম। হঠাৎ আমাদের প্রতিবেশীর একটি বকরি ঘরে ঢুকে আমাদের একটি রুটি নিয়ে নিল। আমি উঠে গিয়ে তার দু'চোয়ালের মাঝ থেকে রুটিটি নিয়ে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

مَاكَانَ يَنبغِيْ لَكِ أَنْ تُعَنِّفِيْهَا، إِنَّه لَا قَلِيْلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ

'বকরিটিকে তোমার কষ্ট দেয়া উচিত হয়নি। প্রতিবেশীর কষ্টের কোনও লাঘব নেই।'[৪৭০]

---

৪৬৮. সহিহ মুসলিম : হা : ২০৩৭।
৪৬৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৩/২০৯।

হাদিসের অর্থ হল, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর কষ্টের কোনও ক্ষমা নেই। হোক সে কষ্ট যতই অল্প ও যতই হালকা। কিন্তু এর গুনাহ অধিক।[৪৭১]

প্রতিবেশীর কষ্ট বরদাশত করা, কষ্টের বিপরীতে তার প্রতি অনুগ্রহ করা উত্তম চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ আভিজাত্যের পরিচায়ক। হাসান ﷺ বলেন প্রতিবেশীকে কেবল কষ্ট না দেয়া উত্তম প্রতিবেশ নয়, উত্তম প্রতিবেশ হল তার কষ্ট সহ্য করে নেয়া।[৪৭২]

প্রতিবেশীর কথাই তার ভাল-মন্দ হওয়ার মানদণ্ড

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললো, আমি কীভাবে জানবো, যখন আমি ভালো কাজ করি এবং যখন আমি মন্দ কাজ করি? নবী ﷺ বলেন,

إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

'যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবেই তুমি ভালো কাজ করেছো। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো, তবেই তুমি মন্দ কাজ করেছো।'[৪৭৩]

প্রতিবেশীকে তার কোন প্রয়োজনে বাধা না দেয়া

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ.

'তোমাদের কোন লোকের নিকট যদি তার প্রতিবেশী তার (ঘরের) দেয়ালের সাথে কড়িকাঠ স্থাপনের সম্মতি চায় তবে সে যেন তাকে বারণ না করে।'

---

৪৭০. তাবরানি, আল মুজামুল কাবির : ২৩/২৫৮, হা : ৫৩৫, মুজামু ইবনিল আরাবি, হা : ৩৫৩। আল্লামা হাইছামি ﷺ বলেছেন এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ [আল মাজমা-৮/১৭০] আলবানি ﷺ যয়িফ বলেছেন [যয়িফুল জামে-২০৭৭]

৪৭১. মুনাবি, আত তাইসির বি-শরহি জামেয়িস সাগির : ২/৫০২।

৪৭২. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম্-১৪১।

৪৭৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৪২২৩।

এ হাদিসটি আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করলে লোকেরা তাদের মাথা অবনমিত করে। তিনি তখন বললেন, কী ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ হতে বিমুখ হতে দেখছি কেন? আল্লাহর শপথ! আমি তা তোমাদের কাঁধের ওপর ছুড়ে মারবো।[৪৭৪]

ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ বলেন, এ সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ﷺ-এর মাযহাব হল প্রতিবেশীর যদি প্রয়োজন হয় তবে তাকে দেয়ালে কড়িকাঠ স্থাপনে পূর্ণ সহযোগিতা করা আবশ্যক। তবে শর্ত হল এতে দেয়ালের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকা।

তবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম হাদিসে বর্ণিত বিষয়টিকে মুস্তাহাব বলেছেন। আর নিষেধাজ্ঞাটিকে 'তানযিহি' গণ্য করেছেন। তারা এর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস ও যে সব হাদিসে মালিকের অনুমতি ব্যতিত অন্যের সম্পদ ব্যবহার করা হারাম হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে-এর মাঝে সমতা বিধান করেছেন।[৪৭৫]

আর আবু হুরায়রা ﷺ-এর বক্তব্য, 'কী ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ হতে বিমুখ হতে দেখছি কেন?' এর অর্থ হল এ সুন্নাত ও বক্তব্য থেকে কেন তোমরা বিমুখ রয়েছ?'[৪৭৬]

শুফআ দাবী

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন,

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

প্রতিবেশী অধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে।[৪৭৭]

بِسَقَبِهِ শব্দটি س ও ص উভয় বর্ণে প্রচলিত। অর্থ হল নৈকট্য ও সংলগ্নতা।

(যৌথ মালিকানা বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে স্থানান্তর অযোগ্য কোনও সম্পদে) কোনও শরিক অপর শরিকের ওই অংশের মালিকানা যা অন্যের হাতে হস্তান্তর হয়েছে তা হস্তান্তরিত ব্যক্তির হাত থেকে চুক্তিকৃত অর্থের বিনিময় নিয়ে নেয়ার

---

৪৭৪. সুনানে তিরমিযি, হা : ১৩৫৩।

৪৭৫. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম : ১৪০।

৪৭৬. ফাতহুল বারি : ৫/১১১।

৪৭৭. সহিহ বুখারী : হা : ২২৫৮, আবু রাফে ﷺ থেকে বর্ণিত।

অগ্রাধিকার দাবী করা, যদি ওই ব্যক্তি অধিকারে তার সমপর্যায়ের কিংবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়। এমন দাবীকে শুফ'আ বলা হয়।[৪৭৮]

الجَارُ أَوْلَى النَّاسِ بالجارِ + وأَحَقُّ أَنْ يرعى حِمَى الدَّارِ.

بالْبِرِّ والإحْسَانِ يَتحفُه + والحِفْظِ فِيْ جَهْرٍ وإسْرارٍ.

প্রতিবেশী প্রতিবেশীর জন্য অন্যের তুলনায়

অধিক হকদার। গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে সেই অধিক হকদার।

সদাচার, অনুগ্রহ ও হেফাজত প্রকাশ্য

ও গোপনে তাকে ঘিরে থাকে।

إنْ لم يُؤَمِّنْهُ بَوَائِقَه + فَلْيَحْذَرْ التَعْذِيْبَ فِيْ النَّارِ.

طابَ النَّبِيُّ لأَهْلِ جِيْرَتِه + جَارًا يَراعِيْ حُرْمَةَ الْجَار.

যদি তাকে অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দিতে না পারে,

তবে সে যেন জাহান্নামের শাস্তির ভয় করে।

নবী ﷺ তার প্রতিবেশীর জন্য উত্তম প্রতিবেশী,

যিনি প্রতিবেশীর সম্মান রক্ষা করেন।

قَوْلًا وَفِعْلًا صَانَ حَقَّهُمْ + وَكَذَاكَ إيْصَاءٌ بِتكْرَارِ.

بَلْ يَقْبَلُ الْمُخْتَارُ دَعْوَتَهُ + مِنْ غَيْرِ إحْوَاجٍ لإضْرَارِ.

আচরণে ও উচ্চারণে তাদের

অধিকার সংরক্ষণ করেছেন।

অনুরূপ বাবার উপদেশ দিয়েও তাদের

অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বরং মুখতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনওরূপ চাপাচাপি ও

কষ্ট ছাড়াই তাদের দাওয়াত কবুল করেছেন।

---

৪৭৮. আল ইকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : ২/৩৬২

مُتَحَمِّلاً مِنْهُ أذِيَّتَهُ + صَبْرًا يُغالِبُ كُلَّ صَبَّارٍ.

وَأذِيَّةَ الْجِيْرَانِ حَرَّمَهَا + فأذِيَّةُ الْمُؤْذي مِنَ الْعَارِ.

তার কষ্টকে সহ্য করেছেন।

এ ক্ষেত্রে তিনি সকল ধৈর্যশীলকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

কারণ কষ্ট দেয়া কষ্টদাতার জন্য দোষনীয়।

ومِنْ السَعَادَةِ جِيْرَة الصَّلْحَا + وَجِوَارُ أخْيَارٍ وأطْهَارٍ.

لَكِنَّ جَارَ السُّوْءِ نُبْغِضُه + وَنَعُوْذُ عَوْذًا مِنْهُ بالبَارِيْ.

নেক প্রতিবেশী, উত্তম ও পবিত্র ব্যক্তিদের

প্রতিবেশ সৌভাগ্যের অন্তর্ভূক্ত।

কিন্তু আমরা মন্দ প্রতিবেশীকে ঘৃণা করব,

স্রষ্টার কাছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইব।

إنَّ التَّهَادِيْ بَيْنَهُمْ صِلَةٌ + فَابْذُلْ عَطَائَكَ دُوْنَ إقْتَارٍ.

أهْدِ الطَّعَامَ لَهُ، وَلَوْ مَرْقًا + وَتَحَرَّ مِنْ دَارٍ إلى دَارٍ.

তাদের মাঝে হাদিয়ার আদান-প্রদান সুসম্পর্ক।

সুতরাং কৃপণতা ব্যতীত তোমার দান অবারিত।

তাকে ঝোল হলেও হাদিয়া দাও।

ঘরে ঘরে তা তালাশ কর।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الضُّيُوْفِ وَالْمُسْتَضِيْفِيْنَ.

অতিথি ও মেজবানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

মেজবান হিসেবে নবীজির আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র মানবতার শ্রেষ্ঠ দানবীর। তাদের মহানুভব ব্যক্তি। তাদের সবচেয়ে বেশি দানকারী। তাদের সবচেয়ে সুন্দর বদান্য ব্যক্তি। বিশেষ করে কল্যাণের মাসে অর্থাৎ রমযানে মাসে দানের পরিমাণ আরো বেড়ে যেতো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ، أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

'নবী ﷺ কল্যাণের কাজে ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, বিশেষভাবে রামাযান মাসে। (তাঁর দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রামাযান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে জিবরিল عليه السلام তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিবরিল عليه السلام তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণের জন্য প্রবাহমান বায়ুর চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।'[৪৭৯]

---

৪৭৯. সহিহ বুখারী : হা : ৪৯৯৭।

হাদিসের শব্দ الْمُرْسَلَةِ এর মর্ম হল, সাধারণ প্রবাহিত বায়ু। অর্থাৎ নবীজি ﷺ দানশীলতায় প্রবাহিত বাতাসের চেয়ে দ্রুত ছুটে যেতেন।

আনাস বিন মালেক رضي الله عنه বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ।'[৪৮০]

বদান্য ও দানশীল ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মেহমানদারী করা। আরবগণ দানশীল বলতে অন্যকে খাবার খাওয়ানো ও অতিথিবাৎশল্যকেই বুঝতো। যার মধ্যে এ গুণটি না থাকতো তাকে দানশীল হিসেবে গণ্য করত না। এমনকি তাদের কেউ কেউ মাইল দু'মাইল পর্যন্ত মেহমানের খোঁজে ফিরতো।[৪৮১]

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা رضي الله عنها নবীজি ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন তার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

আল্লাহর কসম! আপনি স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাচার ব্যবস্থা করেন, অতিথি সেবা করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করেন।[৪৮২]

الْكَلَّ : অর্থাৎ নিজে নিজের কর্ম সম্পাদনে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তির কাজে সহায়তা করা, দুর্বল ও অনাথ পরিবারের জন্য খরচ করা।

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ : অর্থাৎ দরিদ্র। কারণ মা'দুম (অস্তিত্বহীন) জিনিস অর্জন করা যায় না। হাদিসের মর্ম হল, মানুষকে এমন জিনিস দান করা যা তোমার কাছে ব্যতীত কারো কাছে নেই।[৪৮৩]

---

৪৮০. সহিহ বুখারী : হা : ২৮২০, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩০৭।
৪৮১. ইবনে হিব্বানকৃত রওযাতুল উকালা' : ২৫৯।
৪৮২. সহিহ বুখারী : হা : ৪, সহিহ মুসলিম : হা : ১৬০।

খাদিজা رضي الله عنها-এখানে নবীজি ﷺ-এর সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে তাঁর অতিথিপরায়ণতাকে তুলে ধরেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ- অতিথি সেবায় ও প্রতিনিধির সাথে আচরণে সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সকলের সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিষ্টাচার ও উত্তম আচরণ প্রকাশ পেতো। চাই তিনি তাদেরকে অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করুন কিংবা তারা তাকে অতিথি হিসেবে বরণ করুক।

জাবের বিন আবদুল্লাহ رضي الله عنه বলেন,

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কেউ কিছু কামনা করলে কোন দিন তিনি 'না' বলেননি।'[৪৮৪]

হাদিসের মর্ম হল, পার্থিব কোন জিনিস তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি না করেন নি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানশীলতার মহত্ব ও তাঁর দানের বিশালতা ফুটে উঠেছে।

وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفْعَلُ الْكُرَمَاء + وإذا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُوْدِ المدى.

'তুমি যখন দানের হাত প্রসারিত করেছ, বদান্যতায় তুমি তখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছ। এমন সব কাজ সম্পাদন করেছ অতি মহানুভবরাও যা করে না।'

সাহল বিন সাদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، ويُحِب مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفسافَها.

আল্লাহ হলেন মহানুভব, তিনি মহানুভবতাকে পছন্দ করেন। তিনি উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন। নিকৃষ্ট চরিত্র অপছন্দ করেন।[৪৮৫]

---

৪৮৩. ফাতহুল বারি : ১/২৫।

৪৮৪. সহিহ বুখারী : হা : ৬০৩৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১১।

৪৮৫. মুসতাদরাকে হাকেম, হা : ১৫২, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন।[সহিহুল জামি-১৮০১]

এ কারণে আমর বিন হারিছ ﷺ বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ইন্তিকালের সময় কোনও দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), কোনও দিনার, কোনও গোলাম বা কোন দাসী আর না কোন বস্তু রেখে গিয়েছিলেন। তবে তার একটা মাত্র সাদা রং-এর খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও কিছু জমিও ছিল যা সাদাকা করে রেখেছিলেন।[৪৮৬]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখনও তার লৌহবর্ম জনৈক ইয়াহূদির নিকট ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।'[৪৮৭]

অতিথিপরায়ণতা ঈমানের নির্দশন

রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিথির সম্মানকে ঈমানের নির্দশন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".

'যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।'[৪৮৮]

কবি বলেন,

أُضَاحِكُ ضَيْفِيْ قَبْلَ إِنْزَالِ رَحْلِه + فَيَخْصَبُ عِنْدِيْ والمَحَلُّ جَدِيْبُ.

وَمَا الخصْبُ لِلْأَضْيَافِ أَنْ يُكثِرَ الْقِرى + وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيْمِ خَصِيْبُ.

আমি আমার অতিথিকে তার মালপত্র নামানোর পূর্বেই হাসাই, ফলে সে আমার নিকট উর্বরতা অনুভব করে অথচ মহল তখন অনুর্বর। মেহমানের জন্য উর্বরতা হল তার আপ্যায়ন বেশি করা। কিন্তু মহানুভ ব্যক্তির চেহারাটাই উর্বর।

---

৪৮৬. সহিহ বুখারী : হা : ২৭৩৯।
৪৮৭. সহিহ বুখারী : হা : ২৯১৬, সহিহ মুসলিম : হা : ১৬০৩, আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত।
৪৮৮. সহিহ বুখারী : হা : ৬০১৮, আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত।

অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন, তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাবুক যুদ্ধের দিন খোতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন,

ما في الناسِ مثلُ رجلٍ أَخَذ بِعِنانِ فَرَسِه، فَيُجَاهِدُ في سبيلِ اللهِ ويَجْتَنِبُ شُرُورَ الناسِ، ومثلُ رجلٍ بادٍ في غَنَمِهِ، يَقْرِي ضَيْفَهُ، ويُؤَدِّي حقَّهُ.

মানুষের মধ্যে ওই ব্যক্তির মত আর কেউ নেই যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরেছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং মানুষের মন্দ থেকে বেঁচে থেকেছে। এবং ওই ব্যক্তির মত যে তার মেষ পালের মাঝে অবস্থান করে মেহমানের আপ্যায়ন করেছে এবং তার হক আদায় করেছে।[৪৮৯]

অতিথি সেবা প্রতিটি মুসলিমের অধিকার

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, অতিথির সেবা করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর অপরিহার্য। তাই নবীজি ﷺ এরশাদ করেন–

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

'একরাত মেহমানদারী করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। যার আঙ্গিনায় মেহমান আসে, একদিন মেহমানদারী করা তার ওপর ঋণ পরিশোধের সমান। সে ইচ্ছা করলে তার ঋণ পরিশোধ করবে বা ত্যাগ করবে।'[৪৯০]

হাদিসের মর্ম হল, যার আঙিনায় মেহমান অবতরণ করেছেন, সে মেহমান ওই পরিবারের ওপর ঋণস্বরূপ। মেহমান চাইলে তার কাছে তার প্রাপ্য চাইতে পারে।

ইমাম খাত্তাবি رحمه الله বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই অতিথির সেবা করা, তার যথাযথ সম্মান করা সম্মানীত ব্যক্তিদের শিষ্টাচার হিসেবে, নেক লোকদের আদর্শ

---

৪৮৯. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৯৮৮।
৪৯০. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৩৭৫০।

হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে অতিথির আপ্যায়ন না করা, মানুষের মুখে মুখে নিন্দিত হয়ে আসছে। ওই ব্যক্তিও ধিকৃত হয়ে আসছে।[৪৯১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন মাজউন ﵁-কে বললেন, إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا 'নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে।'[৪৯২]

ওকবা বিন আমের ﵁ বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের (বিভিন্ন স্থানে) পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন-

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

'যদি তোমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য এমন সব আসবাব পত্র প্রদান করার হুকুম করে যা মেহমানদারীর জন্য প্রয়োজন, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর হক আদায় করে নেবে, যা তাদের করণীয়।'[৪৯৩]

এ হাদিসটি নিরুপায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের মেহমানদারী করা ওয়াজিব। যদি তাদের মেহমানদারী না করে তবে তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেড়ে নিবে।

বর্ণিত আছে, এ হাদিসের মর্ম হল, তোমাদের যবান দ্বারা তাদের ইয্যত-সম্মানহানি করার তোমাদের অধিকার রয়েছে, মানুষের কাছে তাদের মন্দ ও কৃপণতা বর্ণনা করার অধিকার আছে।[৪৯৪]

মেহমানদারির সীমা

রাসূলুল্লাহ ﷺ মেহমানদারির সীমা ও পরিধি বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আবু শুরাইহ্ খুযাঈ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরশাদ করেন,

---

৪৯১. আওনুল মাবুদ : ১০/১৫৪।
৪৯২. সুনানে আবু দাউদ : হা : ১৩৬৯, আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত।
৪৯৩. সহিহ বুখারী : হা : ২৪৬১, সহিহ মুসলিম : হা : ১৭২৭।
৪৯৪. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/৩২।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جائِزَتَه قَالَ ومَا جَائِزَتُه يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَال وَجَائِزَتُهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ والضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَمَاكَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ.

যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের উত্তমরূপে সম্মান করে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তমরূপে মেহমানদারীর সীমা কী? তিনি বললেন, উত্তমরূপে মেহমানদারীর সীমা একদিন একরাত। মেহমানদারী তিনদিন। এরপর অতিরিক্ত দিনগুলোর মেহমানদারী সাদাকা হিসাবে গণ্য। কোনও মুসলিম ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাই-এর নিকট অবস্থান করে তাকে পাপে নিপতিত করবে। তখন সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কীভাবে সে তাকে পাপে নিপতিত করবে? তিনি বললেন, সে (মেহমান) তার নিকট (এমন বেশি দিন) থাকবে, অথচ তার (মেযবানের) এমন সম্বল নেই যা দ্বারা সে তার মেহমানদারী করবে।[৪৯৫]

মেযবানের ওপর অতিথির হক রয়েছে। তবে এ অধিকারের তিনটি ধাপ রয়েছে। ১. প্রথম অধিকার যা আদায় করা ওয়াজিব। ২. যা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। ৩. যা আদায়কারীর জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য।

ওয়াজিব অধিকার এর সীমা হল, একদিন একরাত্রি। আর মুস্তাহাব অধিকার হল তিনদিন। এর অতিরিক্ত দিনগুলো সদকা হিসেবে গণ্য।

মেযবানের ওপর যে অতিথির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার আতিথেয়তা অপরিহার্য সে অতিথি, মুসাফির, ভিন্ন শহর থেকে আগত ব্যক্তি।

এমন ব্যক্তি যদি কারো গৃহে মেহমান হিসেবে অবতরণ করে, তবে গৃহস্বামীর জন্য তার আপ্যায়ন করা, তাকে সম্মান করা আবশ্যক। যদি গৃহস্বামী তা না করে তবে মেহমানের জন্য তার মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ নেয়ার অধিকার রয়েছে।

পক্ষান্তরে নিজ দেশে ও শহরে বিচরণকারীর আপ্যায়ন করা, তাকে সম্মান করা, সন্দেহাতীতভাবেই তা মানুষকে খাওয়ানো, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার যে সাধারণ নির্দেশ রয়েছে তার আওতায় চলে আসবে। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ

---

৪৯৫. সহিহ বুখারী : হা : ৬০১৯, সহিহ মুসলিম : হা : ৪৮।

ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ওই মেহমান নন যার মেহমানদারী করা আবশ্যক। মেজবানের সম্পদে যার অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে মেহমানের জন্য উচিত নয় মেচবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া। তিন দিনের বেশি অবস্থান করে তার ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করা। কেননা, নবীজি ﷺ বলেছেন,

وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

'মেহমানের জন্য মেজবানের বাড়িতে এতদিন থাকা বৈধ নয় যাতে মেজবানের বিরক্তি উদ্রেক হতে পারে।'[৪৯৬]

হাদিসের মর্ম হল, গৃহস্বামীর অনুমতি ছাড়া, তিনদিনের অতিরিক্ত অবস্থান করা বৈধ নয়।

অতিথি সেবা : প্রকাশ পেত অভাব-অনটনেও

মিক্‌দাদ رضي الله عنه বলেন, প্রচুর খাদ্য সংকটে আমার ও আমার দু'সাথীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি কমে যায়। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের নিকটে নিজেদের উত্থাপন করতে লাগলাম। কিন্তু তাদের কেউ আমাদের কথা শুনলেন না।[৪৯৭]

সবশেষে আমরা নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে তার পরিবারের নিকটে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরি ছিল। নবী ﷺ-বললেন, তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা বণ্টন করে পান করবো।

তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সকলেই যার যার অংশ পান করতো। আর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম।

মিকদাদ رضي الله عنه বলেন, তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে নিদ্রারত লোক উঠে না যায় এবং জাগ্রত লোক শুনতে পায়।

---

৪৯৬. সহিহ বুখারী : হা : ৬১৩৫, আবু শুরাইহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

৪৯৭. সম্ভবত তারা এমন সকল লোকদের কাছে নিজেদেরকে পেশ করেছিলেন যাদের কাছে তাদেরকে আপ্যায়ন করার মত কিছু ছিল না। তাই তারা তাদেরকে আপ্যায়ন করেন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মসজিদে এসে নামায আদায় করতেন। প্রত্যাবর্তন করে দুধ পান করতেন। একদা রাতে আমার নিকটে শয়তান আগমন করলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, মুহাম্মাদ ﷺ আনসারীদের নিকটে গেলে তারা তাকে উপঢৌকন দিবে এবং তাদের নিকটে তার এ অল্প দুধের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। এরপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম।

দুধ যখন উত্তমভাবে আমার পেটে ঢুকে গেলে আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোনও উপায় নেই তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একি করলে! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার ওপর বদ-দু'আ করবেন এতে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমার শরীরে একটা চাদর ছিল। আমি যদি তা আমার পাদ্বয়ের ওপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার ওপর রাখি তাহলে আমার পদদ্বয় বেরিয়ে পড়ে। কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। আমার সাথীদ্বয় তো নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি।

তিনি বলেন এরপর নবী ﷺ আগমন করে যেভাবে সালাম করতেন সেভাবেই সালাম করলেন। এরপর তিনি মসজিদে এসে নামায আদায় করলেন। এরপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি নিজ মাথা আকাশের দিকে তুললেন।

আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই হয়তো আমার ওপর তিনিদুধদু'আ করবেন, আর আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো।

তিনি বললেন, اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي 'হে আল্লাহ! যে লোক আমার খাবারের ব্যবস্থা করে তুমি তার খাদ্যের ব্যবস্থা কর। আর যে আমাকে পান করায় তাকে তুমি পান করাও।'

মিকদাদ رضي الله عنه বলেন, তখন আমি চাদরটি নিয়ে গায়ে বাঁধলাম এবং একটি চুরি নিলাম, এরপর (এ ভেবে) বকরিগুলোর কাছে গেলাম যে, এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা আমি সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যবাই করবো। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব বকরিও

দুধে স্বয়ংস্পূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের একটি বাসন নিয়ে এলাম যার মধ্যে তারা দুধ দোহাতেন না। তিনি [মিকদাদ -رضي الله عنه] বলেন, আমি তার মধ্যেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি বাসনের উপরের অংশে ফেনা ভেসে ওঠলো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম।

তিনি বললেন, তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করেছো?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন।

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবী ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তার নেক দু'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে মাটিতে নুয়ে পড়লাম। তখন নবী ﷺ বললেন, মিকদাদ! এটা তোমার এক মন্দকাজ। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ এ ঘটনা ঘটে গেছে। আমি এমনটি করেছি।

তখন নবী ﷺ বললেন,

مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا.

'এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানী! তুমি কেন আমাকে জানালে না? আমরা আমাদের সঙ্গীদ্বয়কে জাগাতাম, তাহলে তারাও এর অংশ পেত।

তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান স্রষ্টা আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম! আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে ভাগ পেয়েছি, তখন ভিন্ন কোনও ব্যক্তি পাওয়া না পাওয়ার আমি তোয়াক্কা করি না।'[৪৯৮]

'আমি হাসতে হাসতে মাটিতে নুয়ে পড়লাম' এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বদ-দুআ করতে পারেন এ আশংকায় তিনি খুব শঙ্কিত ছিলেন, কারণ তিনি নবীজি ﷺ-এর ভাগের দুধ পান করে নিয়েছিলেন এবং তার কষ্টের কারণ হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, নবীজি ﷺ পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তার দু'আ কবুল হয়েছে, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন এবং খুশিতে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। তার এ খুশি ছিল তার দুঃখ ও শঙ্কা দূর হয়ে যাওয়ার কারণে। নবীজি ﷺ-

৪৯৮. সহিহ মুসলিম : হা : ২০৫৫।

এর পান করার কারণে তার শঙ্কাটি আনন্দে পরিণত হওয়া, ওই ব্যক্তির জন্য নবীজির দু'আ কবুল হওয়া যে তাঁকে পানাহার করাবে এবং সেটি মিকদাদ رضي الله عنه-এর হাতে ঘটে যাওয়া, সর্বোপরি এ মুজিযা প্রকাশ পাওয়া, তার কর্মকাণ্ডের সুচনাতে মন্দ এবং পরিসমাপ্তিতে সুন্দর হয়ে যাওয়ায় তিনি যে বিস্ময়ের ঘোরে ছিলেন তাতে তিনি খুশিতে অধিক পরিমাণ হেসেছিলেন এবং সে কারণে মাটিতে লুটিয়েও পড়েছেন।[৪৯৯]

মেহমানদের সাথে বসা হাসা ও খোলামেলা কথা বলা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম সাওবান বর্ণনা করেন, একবার এক গ্রাম্য লোক আমাদের গৃহে মেহমান হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিয়ে তাঁর গৃহগুলোর সামনে বসলেন।

নবীজি ﷺ তাকে লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, ইসলাম নিয়ে তাদের আনন্দ কেমন? নামাজে তাদের আগ্রহ কেমন? সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে বিষয়ে এমন সন্তোষজনক উত্তর দিল যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় খুশির ঝিলিক দেখতে পেলাম।

অবশেষে দিন যখন চড়া হল এবং খাবারের সময় হল তিনি আমাকে ডাকলেন। আমাকে সন্তর্পণে ইশারায় বললেন যাতে সে টের না পায়, 'আয়েশার গৃহে যাও, তাকে জানাও যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন মেহমান রয়েছে'।

আয়েশা رضي الله عنها বললেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে হেদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন, আমাদের গৃহে এমন কোনও খাদ্য নেই যা কোনও ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তখন নবীজি ﷺ তার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে পাঠালেন, সকলে আয়েশা رضي الله عنها-এর মত ওজর পেশ করলেন, এমনকি আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহরার রং মলিন হয়ে গেল।

বেদুঈন লোকটি বুদ্ধিমান ছিল। সে বুঝতে পারল। সাথে সাথে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাধা দিতে লাগল। এমনকি সে এটাও বলল, আমরা মরুবাসীরা আমাদের যুগে সাহায্যপ্রাপ্ত। আমরা শহরবাসীদের মত নই। এক মুঠ খেজুর খেয়ে তার ওপর এক ঢোক দুধ পান করে নিলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট

---

৪৯৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৪/১৫।

হয়ে যায়। এটাই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ খাবার। এমন সময় আমাদের একটি বকরি সেখান দিয়ে ছুটে গেল ইতিমধ্যে তার দুধ দোহন করে নেয়া হয়েছে। আমরা বকিরিটিকে 'ছামরা' বলে ডাকতাম। তখন নবীজি ﷺ বকরিটিকে তার নাম ধরে ডাকলেন, ছামরা, ছামরা।

বকরিটি তার দিকে আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এল। তখন তিনি তার পা ধরে তার ওলানে 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে সেটি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে আমাদের একটি দুধ দোহনের পাত্র নিয়ে আসার জন্য ডাকলেন। আমি তা নিয়ে এলে তিনি তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলে দুধ দোহন করলেন এবং পাত্র পূর্ণ করলেন। এরপর বললেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে পরিবেশন কর।

আমি মেহমানের সামনে পরিবেশন করলাম। সে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ পান করল। এরপর সে পাত্র রেখে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আরো, সে আবার পান করল। এরপর আবার যখন পাত্র রেখে দিতে চাইল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'আরো' সে আবার ভরপেট পান করল। আল্লাহ যতটুকু চাইলেন সে পান করল।

এরপর সে পাত্রে আবার 'বিসমিল্লাহ' বলে পূর্ণপাত্র দোহন করলেন। এরপর বললেন, এটা আয়েশাকে দিয়ে আস, সে যতটুকু চায় পান করুক।

এরপর আমি আবার তাঁর কাছে ফিরে এলাম। তিনি তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলে আবার পূর্ণপাত্র দোহন করলেন। এরপর আমাকে তার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে পাঠালেন। তাদের একজন পান করার পর অন্যজনের কাছে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাঠাতেন। অবশেষে সকলে পান করলেন। এরপর আমি তা তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম।

তিনি বললেন, আমার দিকে নিয়ে এসো। আমি তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহ যতটুকু চাইলেন পান করলেন। এরপর আমাকে দিলেন, আমি আর বিলম্ব না করেই পাত্রের কিনারায় আমার দু'ঠোঁট ছোঁয়ালাম। আমি মধুর চেয়ে মিষ্টি, মেশকের চেয়েও সুঘ্রান পানীয় পান করলাম। এবং তিনি বললেন, اللهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِهَا فِيْهَا 'আল্লাহ! তার মধ্যে তার মনিবের জন্য বরকত দান করুন'।[৫০০]

---

৫০০. আল-আজেরী, কিতাবুশ শরিয়াহ্, হা : ১০৪৮, আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন [সিলসিলাহ সহিহাহ্, ১৯৭৭]

মেহমানদারীর মত কিছু না থাকলে অন্যত্র প্রেরণ

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, আমি পরিশ্রান্ত। তিনি তার কোনও স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি জানালেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

من يَضِيْفُ هذا اللَّيْلَةَ رحِمهُ الله؟

'কে আছে যে অদ্য রাতের মেহমানদারী করবে? আল্লাহ্ তার ওপর রহম করবেন। জনৈক আনসারী সাহাবি [আবু তালহা] বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারি বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমাদের মেহমান যখন প্রবেশ করবেন, তুমি বাতি নিভিয়ে দিবে, তাকে বোঝাবে যে আমরা খাচ্ছি। তিনি যখন খাবার খেতে অগ্রসর হবে, তুমি বাতির কাছে উঠে গিয়ে তাকে নিভিয়ে দিবে। সে খাবার প্রস্তুত করল, তার বাতি জ্বালাল এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তারা উভয়েই সারারাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন তোমাদের কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

'তারা অভাব সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতাপ্রাপ্ত'[৫০১] ।[৫০২]

---

৫০১. সূরা আল-হাশর : ৫৯/৯।

৫০২. সহিহ বুখারী : হা : ৩৭৯৮, সহিহ মুসলিম : হা : ২০৫৪।

হাদিসের শিক্ষা :

- এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার পরিবার-পরিজন যে যুহদ ও দুনিয়াবিমুখ অবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং তারা যে ক্ষুধা সহ্য করেছেন ও দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবন যাপন করেছেন এর বিবরণ রয়েছে।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় সম্প্রদায়ের বড় ব্যক্তির জন্য উচিত তিনি নিজেই সর্বাগ্রে মেহমানের কদর করবেন, তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন, প্রথমে নিজের সম্পদ থেকে সাধ্য মত মেহমানের জন্য খরচ করবেন যদি সম্ভব হয়, এরপর সহায়তাস্বরূপ তার সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকে নেক আমল ও তাকওয়ার ওপর আহবান করবে।
- এ হাদিসে কঠিন অবস্থায়ও মেহমানের কদর করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- এতে এ মহান সাহাবি ও তার স্ত্রীর প্রশংসা উচ্চারিত হয়েছে।
- এ হাদিসে মেহমানদারীর ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করার বৈধতা প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে মেহমান যদি মেজবানের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে আতিথেয়তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে চান। বাতি নিভিয়ে দাও, তাকে বোঝাও যে 'আমরাও তার সাথে খাচ্ছি' এ বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। কারণ, সে যদি খাবারের সল্পতা দেখতে পেত এবং তারা যে খাচ্ছেন না তা বুঝতে পারত, তবে সেও খাবার থেকে বিরত থাকত।[৫০৩]

মেহমান কাফের হলেও তার সম্মান করা

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, একবার একজন কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসায় মেহমান হয়। তার জন্য একটি ছাগল দোহন করাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম করেন। ছাগল দোহনের পর সে সবটুকু দুধ পান করে। আরেকটি ছাগল দোহন করলে সে তার দুধও পান করে। তৃতীয় ছাগল দোহন করলে সে তার দুধও পান করে। এরকমভাবে সে একটানা সাতটি ছাগলের দুধ পান করে শেষ করে ফেলে। পরের দিন সকালে সে ইসলাম কবুল করে। তার জন্য একটি ছাগল দোহন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দেন। ছাগল দোহনের পর সে তা পান করে। তার জন্য তিনি আরো একটি ছাগলের দোহন করতে হুকুম দেন। কিন্তু সে তা পান করে আর শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

৫০৩. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৪/১২।

الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

'মুমিন লোক একটি পাকস্থলী ভর্তি করে খাদ্য গ্রহণ করে, আর কাফির লোক সাতটি পাকস্থলী ভর্তি করে খাদ্য গ্রহণ করে।'[৫০৪]

মুমিন খাবারের সময় আল্লাহর নাম নেয়। এতে তার দু'টি জিনিস অর্জিত হয়। ১. খাবারে বরকত। ২. নিজের থেকে শয়তানকে দুর হয়। ফলে তার থেকে খাবার গ্রহণকারী কম হয়। ফলে মুমিন যেন এক প্লেটে খায়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর নাম না নেয়ার কারণে কাফেরের খাবার বরকত দেয়া হয় না। এছাড়াও শয়তান তার সাথে খাবার গ্রহণ করে। ফলে অনেক খাবার চলে যায়। ফলে যেন সেখান থেকে সাত পেটে খাওয়া হয়েছে।[৫০৫]

হাদিসের মর্ম হল, মুমিন শরিয়তের আদব রক্ষা করে খাবার গ্রহণ করে, ফলে সে এক পাকস্থলি ভর্তি খাবার খায়। পক্ষান্তরে কাফির তার প্রবৃত্তি ও লোভের বসে খায়, ফলে সে যেন সাত পাকস্থলি ভর্তি করে খায়।[৫০৬]

যারা প্রকৃত মুমিন তারা কেবল প্রয়োজন পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে থাকেন। অল্পতেই তারা তুষ্ট থাকেন। সামান্য রুজিকেই প্রাধান্য দেন। পক্ষান্তরে কাফের এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সেতো অধিক খাবারের প্রতি লোভাতুর হয়ে ভক্ষণ করে।[৫০৭]

নিজেই মেহমানের সেবা

জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, খন্দকের যুদ্ধ দিনে যখন তিনি নবীজি ﷺ-কে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দু'জন সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার কাছে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, এ-তো অনেক বেশ ভাল। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে পাতিল ও রুটি যেন না নামায়। এরপর তিনি বললেন উঠ! মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন। জাবির رضي الله عنه-তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! নবী ﷺ তো

৫০৪. জামে তিরমিযি, হা : ১৮১৯।
৫০৫. কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহিহাইন : ১/২৭১।
৫০৬. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ৪২৮।
৫০৭. আল-মুনতাকা শরহুল মুআত্তা : ৪/৩২৬।

মুহাজির, আনসার আর তাদের সাথীদের নিয়ে চলে এসেছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী ﷺ (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর কিন্তু ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর ওপর গোশত দিয়ে সাহাবিগণের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাতভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট পুরে খাওয়ার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন,

كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة.

এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।'[৫০৮]

এ সকল আনসার ও মুহাজির মেহমানগণ প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমান যদিও তারা জাবের رضي الله عنه-এর গৃহে। আর খাবারের মধ্যে যে বৃদ্ধি সাধন হয়েছে সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযা। জাবের رضي الله عنه-এর প্রস্তুতকৃত খাবার সত্যিকার অর্থে কয়েকজনের জন্য যথেষ্ট হত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরকতে তা পুরো খন্দকবাসীর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

সে সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ নিজেই তাদের খেদমত করা, গোশত বিতরণ করা, রুটি ছিড়ে দেয়া ছিল তার উত্তম আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত যাদেরকে তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তা ছিল জাবের رضي الله عنه-এর গৃহে।

মেহমানের আচরণে কষ্ট : প্রত্যুত্তরে লজ্জাবোধ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত

৫০৮. সহিহ বুখারী : হা : ৪১০১।

হয়ো না; কারণ তা নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না।'

আল্লাহ তায়ালা তার মুমিন বান্দাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে সৌজন্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ.

'খাবারের জন্য অনুমতি ছাড়া নবীজির গৃহে প্রবেশ করো না। অনুরূপ, খাবারের প্রস্তুতির জন্য অথবা খাবারের পর দিলের প্রশস্ততার জন্য অপেক্ষা করো না।'

অর্থাৎ, দুটি শর্তে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করতে পার, এক. যদি তিনি প্রবেশের অনুমতি দেন। দুই. কেবল প্রয়োজন পরিমাণ সময় সেখানে অবস্থান করবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ.

'আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না;'

এরপর এ নিষেধাজ্ঞার হেকমত বর্ণনা করে বলেন, إِنَّ ذَٰلِكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত অপেক্ষা كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ নবীকে কষ্ট দেয়। 'এতে তিনি কষ্ট বোধ করেন, গৃহস্থালির কাজ থেকে তাঁকে আটকিয়ে রাখা তাঁর জন্য কষ্ট কর হয়।'

فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ তিনি তোমাদেরকে বেরিয়ে যেতে বলতে লজ্জাবোধ করেন। আর এভাবে বলা সাধারণ মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। বিশেষ করে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ লোকদেরকে নিজগৃহ থেকে বের করে দিতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রকাশ করে দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শরিয়তের নির্দেশের ব্যাপারে যদিও এ ধারণা করা হয় যে, তা বর্জন করার মাধ্যমেই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার প্রকাশ পায়, কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরশীলতা শরিয়তের নির্দেশ মানার মধ্যেই নিহিত এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, শরিয়তের নির্দেশের বিপরীত অবস্থান কোনভাবেই শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না।

যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কোমলতা প্রদর্শিত হয় এবং আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে আল্লাহ তায়ালা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন না। বিষয়টি যাই হোক না কেন।'[৫০৯]

এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আতিথেয়তার কিছু খণ্ডচিত্র। তিনি যখন কাউকে মেহমানদারী করতেন, তার স্বরূপ কেমন ছিল, কী ছিল সেখানে তার আদর্শ—এ হল সে আদর্শের কিছু নমুনা মাত্র।

মেহমান হিসেবে নবীজির আচরণ

মেহমান হিসেবেও নবীজি ﷺ আদর্শ। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। সামান্য জিনিস হলেও দাওয়াত ফিরিয়ে দিতেন না বরং কবুল করতেন।

নবীজি ﷺ নিজেই বলেছেন,

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت.

'যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে ডাকা হয়, তা আমি গ্রহণ করব।'[৫১০]

বিশেষভাবে পায়া ও হাতার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল তুচ্ছ ও বিপদজনক উভয়টিকে একত্রিত করা। কেননা পশুর অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে হাতা তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আর পায়ার তেমন কোন মূল্য নেই।[৫১১]

কবুল করতেন বালকের দাওয়াতও

আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে তার এক দর্জি গোলামের বাড়িতে গেলাম। সে তার সম্মুখে ছারিদের পেয়ালা হাজির করল এবং নিজের কাজে লেগে গেল। আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ লাউ বেছে নিতে শুরু করলে আমি লাউয়ের টুকরাগুলো বেছে তার সামনে দিতে লাগলাম এবং তখন থেকে আমি লাউ পছন্দ করতে শুরু করি।[৫১২]

৫০৯.তাফসিরুস সাদি : ১/৬৭০।
৫১০.সহিহ বুখারী : হা : ২৫৬৮।
৫১১.ফাতহুল বারি : ৫/১৯৯।
৫১২.সহিহ বুখারী : হা : ৫৪২০।

এ হাদিসে কিছু শিক্ষা

- এ হাদিস থেকে দর্জির আয়-রোজগার বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়।
- মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য তার চেয়ে নিচু স্তরের লোকদের খাবার গ্রহণ করা তার দাওয়াত কবুল করা বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়। এতে খাদেমকে খাওয়ানো ও খাদেমের থেকে খাওয়ার বৈধতাও বোঝা যায়।
- এতে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়-নম্রতা, সাহাবিদের প্রতি তার কোমল আচরণ, তাদের গৃহে গমন করার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়।
- সামান্য জিনিসের জন্য হলেও দাওয়াত কবুল করা।
- মেহমানদের পরস্পরে একে অপরকে খাদ্য উঠিয়ে দেয়া। তবে এ ক্ষেত্রে নিষেধ হল অন্যের সামনে থেকে নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য খাদ্য উঠিয়ে না নেয়া।
- মেহমানের সাথে খাবারে মেযবানের অংশগ্রহণ না করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ দর্জিটি তাদের জন্য খাবার পরিবেশন করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়েছে। নবীজি ﷺ তাকে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। নবীজির স্বীকৃতি দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এও হতে পারে যে, খাবারের পরিমাণ কম ছিল বিধায় সে তাদেরকে প্রধান্য দিতে চেয়েছে। এটাও হতে পারে যে, খাবার যথেষ্ট পরিমাণই ছিল কিন্তু সে রোযাদার ছিল। অথবা তার কাজটি সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল।[৫১৩]

ইহুদির দাওয়াত : উদ্দেশ্য তার সন্তুষ্টি

আনাস বিন মালেক رضي الله عنه বর্ণনা করেন, জনৈক ইহুদী নবী ﷺ-কে যবের রুটি ও পুরানো গন্ধযুক্ত চর্বির দাওয়াত দিয়েছে, নবী ﷺ তার দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।[৫১৪]

অতিরিক্ত লোকের অনুমতি

আবু মাসউদ আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক আনসারী ব্যক্তি ছিল যাকে আবু শুআয়ব বলে ডাকা হত। তার একজন কসাই দাস ছিল। লোকটি

৫১৩.ফাতহুল বারি : ৯/৫২৯, শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৩/২২৪।
৫১৪.মুসনাদে আহমদ, হা : ১৩৭৮৯, শুআইব আরনাউত সহিহ বলেছেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে তার অবয়বে ক্ষুধার আভাস অনুভব করলো। পরে তার গোলামকে বলল, তোমার কল্যাণ হোক আমাদের পাঁচজনের জন্য তুমি খাবার তৈরী করো। কেননা আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে নবী ﷺ-কে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছি। তখন সে খাবার তৈরী করলো। তারপর লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকেসহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিল। জনৈক লোক তাঁদের পিছু অনুসরণ করলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছুলে নবী ﷺ বললেন, এ লোকটি আমাদের পিছু পিছু এসেছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর যদি ইচ্ছা কর তবে সে প্রত্যাবর্তন করবে। লোকটি বলল, না। বরং আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি, হে আল্লাহর রাসূল![৫১৫]

হাদিসের শিক্ষা :

- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কেউ যদি অন্যের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তবে সে চাইলে খাবার তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে, আবার চাইলে তাকে নিজগৃহে ডেকেও আনতে পারে।
- এ হাদিস থেকে আরো বোঝা যায় যে, কেউ যদি অন্যকে দাওয়াত দেয় তবে মুস্তাহাব হল সাথে তার বিশেষ সাথীবর্গকেও দাওয়াত দেয়া।
- এতে আরো বোঝা যায় যে, কেউ যদি দাওয়াতে সাথে করে কোনও শিশু নিয়ে যায় তবে সাহেবে দাওয়াতের অধিকার রয়েছে তাকে বঞ্চিত করা, যদি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে তবে বের করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে।

যেচে মেহমান হওয়া

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, একদিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার বাড়ি থেকে) বের হয়ে আবু বকর رضي الله عنه ও ওমর رضي الله عنه-কে দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, ما الذى أخرجكما এ সময় কিসে তোমাদের গৃহ হতে বের করেছে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার যন্ত্রণায়। তিনি বললেন,

وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا.

৫১৫. সহিহ মুসলিম : হা : ৫২০৪

যে মহান আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তার কসম, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তা-ই বের করে এনেছে, চলো। তারা উভয়ে তার সাথে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর গৃহে এলেন। তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তার সহধর্মিণী তাকে [রাসূলুল্লাহ ﷺ] দেখে বলল, 'মারহাবান ওয়া আহলান'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, অমুক কোথায়? স্ত্রীলোকটি বলল, তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গেছেন। তখনই আনসারী ব্যক্তিটি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার দু'সাথীকে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহর প্রশংসা, আজ মেহমানের দিক হতে আমার থেকে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। তারপর সে গিয়ে একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসল। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, আপনারা এ ছড়া থেকে খান। এরপর তিনি ছুরি নিলেন (ছাগল যবাহ করার জন্য) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরি যবাহ করবে না। এরপর তাদের জন্য (বকরি) যবাহ করলে তারা বকরির গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন এবং (মিঠা) পানি পান করলেন। তারা সকলে ক্ষুধা মিটালেন ও পরিতৃপ্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما-কে কেন্দ্র করে বললেন-

والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.

'যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ি হতে বের করে এনেছে অথচ তোমরা এ নিয়ামত লাভ না করে ফেরত যাওনি।'[৫১৬]

হাদিসের শিক্ষা :

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যে অনেক সময় ক্ষুৎ-পিপাসা ও পার্থিব সম্পদের সল্পতার দ্বারা পরীক্ষার শিকার হয়েছেন, এ হাদিস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫১৬. সহিহ মুসলিম : হা : ৫২০৮।

- মনোস্তাপ ও ব্যথা-বেদনার কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করার বৈধতাও এ থেকে প্রমাণিত হয়, তবে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য নয় বরং সান্ত্বনা ও ধৈর্যশক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে করেছেন এবং তা হতে হবে দু'আ ও যে কারণটি ঘটেছে তা দূর করার জন্য সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে। এগুলো নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় হল অভিযোগ ও মনের অসন্তোষ ও আহাজারি প্রকাশ করা।
- এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তার আগমনে খুশি প্রকাশ করা মুস্তাহাব। তাকে এর উপযুক্ত বিবেচনা করা। এ জাতীয় সবকিছুই মেহমানের সম্মান।
- যে ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, তার গৃহস্বামী তার প্রবেশকে অপছন্দ করবে না এবং সেও অবৈধ অন্তরঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করবে না, তবে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে স্ত্রী আপন স্বামীগৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান বৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।
- এতে স্বাদ গ্রহণ করা ও সুগন্ধিময় করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- বাহ্যিক নেয়ামত লাভের ওপর আল্লাহর হামদ আদায় করা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে আশংকা করা হয়েছে এমন কোনও বিপদ কেটে যাওয়া বা এ জাতীয় অন্য কোনও পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার ওপরও শুকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব।
- এতে মেহমানের প্রতি চেহারায় খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা এবং এ নেয়ামত লাভের কারণে এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা করা যাতে মেহমান শুনতে পায়, মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়।
- যদি কোনরূপ ফেতনার আশংকা না থাকে তবে মেহমানের সামনে তার প্রশংসা করার বৈধতাও বোঝা যায়। তবে যদি ফেতনার আশংকা থাকে তবে সামনাসামনি প্রশংসা না করাই উত্তম।
- এ হাদিসে ওই আনসারি সাহাবির মর্যাদা, তার কথার পাণ্ডিত্য, তার জ্ঞানের বিশালতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা তিনি এ স্থানে সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার সুন্দর বাক্য উপস্থাপন করেছেন।
- এ হাদিস থেকে এও বোঝা যায় যে, মেহমানের সামনে রুটি-গোশতের আগে ফল পরিবেশন করা মুস্তাহাব।

- যা কিছু সহজলভ্য তা-ই দ্রুত মেহমানের সামনে উপস্থিত করা। এরপর খাবার প্রস্তুত করে মেহমানের খেদমত করা। বিশেষ করে মেজবান যদি বুঝতে পারে যে তার মেহমানের উপস্থিত খাবার প্রয়োজন। অনেক সময় মেহমানের জন্য দ্রুত খাবার পরিবেশন আবশ্যক হয়ে থাকে, কখনও মেহমানের পক্ষে তার জন্য যে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে তার জন্য অপেক্ষা করা কষ্টকর হয়ে থাকে। তার দ্রুত ফিরে যাবার তাগাদা থাকার কারণে।
- সালাফে সালেহিনদের একদল মেহমানের জন্য লৌকিকতা প্রদর্শন করাকে অপছন্দ করেছেন। তবে এটি গৃহস্বামীর জন্য প্রকাশ্য কষ্টের ওপর নির্ভর করবে। কেননা তা ইখলাসের পথে অন্তরায়। মেহমানের প্রতি পরিপূর্ণ খুশি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা। অনেক সময় মেজবানের চেহারায় এমন ভাব প্রকাশ পেয়ে যায় যে, যা মেহমানের জন্য অনেক কষ্টদায়ক হয়।
- এ হাদিস থেকে আমরা তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার বৈধতাও পেতে পারি। তবে ভরপেট খাওয়া অপছন্দনীয় হওয়ার যে বিধান রয়েছে তা সর্বদা খাওয়ার ওপর বর্তাবে। কারণ এতে দিল শক্ত হয়ে যায়, মানুষের অভাবের প্রতি যে অনুভূতি থাকা আবশ্যক তা চলে যায়।[৫১৭]

লাকিত ইবনে সাবুরাহ রাঃ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম কিন্তু তখন তাকে তার ঘরে উপস্থিত পেলাম না, অবশ্য উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ-কে পেলাম।

তিনি আমাদের জন্য 'খাযিরাহ' (এক প্রকার খাদ্য) তৈরীর আদেশ দিলেন। এরপর আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সম্মুখে কিনা' (অর্থাৎ খেজুর ভর্তি একটি পাত্র) পেশ করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, তোমরা কিছু খেয়েছো কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে কি?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!

---

৫১৭. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৩/২১৩।

লাকিত বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তার মেষপাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর সাথে একটি ছাগলের বাচ্চা ছিল, সেটি চিৎকার করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! কি বাচ্চা জন্ম হয়েছে? সে বলল, মাদি।

তিনি বলেন, সেটির পরিবর্তে আমাদের জন্য একটি বকরি যবেহ কর।

এরপর (প্রতিনিধি দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, এমনটি মনে করো না যে, বকরিটি তোমার জন্য যবেহ করছি। বরং আমাদের কাছে একশটি বকরি আছে। তাই আমরা এর সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। সেজন্যই কোনও বাচ্চা জন্ম হলে আমরা সেটির পরিবর্তে একটি বকরি যবেহ করি।[৫১৮]

হাদিসের মর্ম হল, মেহমানের ওপর স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করা এবং রিয়া থেকে মুক্ত থাকা।

হাদিসের শিক্ষা

- কেউ যদি কারো গৃহে মেহমান হিসেবে অবতরণ করে, তবে পরিবারের লোকজনের কর্তব্য হল মেহমানের জন্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। গৃহস্বামীর আগমনের অপেক্ষা না করা।
- মেহমানের জন্য তাদের কাছে যে খাদ্য সামগ্রী রয়েছে তাই পরিবেশন করা মুস্তাহাব।[৫১৯]

নবী ﷺ মেহমানদারির ক্ষেত্রে ইবরাহিম ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে অতিথিবৎসল পিতা ইবরাহিম আ.-এর মেহমানদারির ঘটনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ- فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ-فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

---

৫১৮. সুনানে আবু দাউদ, হা : ১৪২।

৫১৯. আল্লামা আইনি, শরহু আবি দাউদ : ১/৩৩৫।

'তোমার কাছে কি ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? যখন তারা তার কাছে আসল এবং বলল, 'সালাম', উত্তরে সেও বলল, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। এরপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। এরপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল এবং বলল, 'তোমরা কি খাবে না?' এতে তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল, 'ভয় পেয়োনা, তারা তাকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল'।

এ ঘটনায় মেহমানদারির কতিপয় আদব বর্ণিত হয়েছে—

- ইবরাহিম ﷺ মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশন করেছেন, তাদেরকে খাবারের দিকে উঠে যেতে বলেন নি। যাতে খাবারের দিকে উঠে যাওয়ার কষ্ট করতে না হয়। فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ থেকে আমরা তা বুঝতে পারি।
- ইবরাহিম ﷺ দ্রুত মেহমানদের জন্য খাবার পরিবেশন করেছেন। যার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ এখানে আল্লাহ তায়ালা ثُمَّ না বলে ف শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যা ধারাবাহিকতা ও অব্যবহিতের অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ এ থেকে যেমন মেহমানদের আগমনের পর খাবার পরিবেশনের কথা বোঝা যায় তেমনি দ্রুত পরিবেশন হয়েছে তাও বোঝা যায়। পক্ষান্তরে ثُمَّ শব্দটি বিলম্ব বোঝায়।
- মেহমানকে না জানিয়ে তাদের জন্য খাবার উপস্থিত করেছেন। যাতে তারা বিব্রত না হয়। এর বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ অর্থাৎ চুপিসারে তার পরিবারের কাছে গিয়েছেন এবং তাদের জন্য খাবার উপস্থিত করেছেন।
- উত্তম ও শ্রেষ্ঠ খাবার উপস্থিত করেছেন। এর বিবরণ দিয়ে একস্থানে বলেছেন, فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ অন্য আয়াতে বলেছেন فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ "বিলম্ব না করে সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে আসল।" حَنِيذٍ বলা হয় গরম পাথরে ভুনা করা গোশতকে। এটি খুবই সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত।
- খাবার পরিবেশন পদ্ধতি ছিল খুবই সুন্দর। فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ এতে খাবার পরিবেশনে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেয়েছে। قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ এতে মেহমানকে বিনয় ও সর্বোচ্চ সদাচারের সাথে খাবারের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

- قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ অর্থাৎ অপরিচিত মেহমানকে স্বাগতম। তিনি পরিচিত অপরিচিত সকল মেহমানকেই স্বাগত জানাতেন। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ছিল। তিনি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। অপরিচিত মেহমানের জন্য গো-বাছুর ভুনা করে নিয়ে আসা, তার সর্বোচ্চ বদান্যতা ও মহানুভবতার পরিচয়।

এ হল ইবরাহিম আ. এর মেহমানদারির ঘটনায় বর্ণিত অতিথি সেবার কিছু আদব। সুন্নাতে নববী এমন সব ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে আছে। চাই তিনি অন্যকে মেহামনাদরি করুন কিংবা নিজে অন্যের গৃহে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হন। দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ ﷺ; তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

بِحُسْنِ البِشْرِ تبتَدِرُ الضُّيُوْفُ + وَبسْطُ الْوَجْهِ أَوَّلُ مَنْ يَضِيْفُ.

وَنَخْدِمُهُ بِأَعْيُنِنَا وَنَبْقى + عَلَيْهِ بِكُلِّ مَكْرُمَة نَطُوْفُ.

وَحِينَ أَزُوْرهُ حبًّا فإنِّيْ + كَرِيْمٌ فِيْ زِيَارَتِه عَفِيْفُ.

সুন্দর খুশি নিয়ে মেহমান আগমন করেন।
চেহারার হাস্যোজ্জ্বালতা নিয়ে প্রথমে মেহমানকে
আপ্যায়ন করা হয়। আমরা আমাদের দৃষ্টি দ্বারা তার সেবা করি।
আমাদের কাছে আপ্যায়নের যা তা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হই।
যখন আমি মহব্বতে তার মেহমান হই, তখন
আমি তার সাক্ষাতে থাকি মহৎ ও ভদ্র।

ولِلضَّيْفَانِ حقٌّ مسْتَحقٌّ + بِكُلِّ الخَيْرِ تَنْبَسطُ الكفُوْفُ.

وَنُكْرِمُهُمْ بأَنْفُسِ مَا لَدَيْنَا + قرانَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ صنُوْفُ.

وَقَدْ وَصَّى النَبِيُّ بِهِمْ كَثِيْرًا + فَحَقُّهُمْ يُصانُ، وَلا نَحِيْفُ.

মেহমানের জন্য নির্ধারিত অধিকার রয়েছে।
সব কল্যাণ নিয়ে যথেষ্ট।

আমাদের যা আছে তা দিয়েই আমরা তাদের সমাদর করি।

আমাদের অতিথিগণ আমাদের কাছে বিভিন্ন পর্যায়ের।

নবী ﷺ তাদের ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়েছেন।

ফলে তাদের অধিকার সংরক্ষিত। তা আমরা খর্ব করি না।

وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ الْمَشْهُوْدِ جَاءُوْا + لِدَعْوَةِ جَابِرٍ عَدَدٌ كَثِيْفُ.

وَبُوْرِكَ فِيْ الطَّعَامِ لَهُمْ فَوَفَّى + وَلَوْ زَادُوْا لَزَادَ وَهُمْ أُلُوْفُ.

খন্দকের যুদ্ধের দিনও তারা জাবেরের
দাওয়াতে অসংখ্য লোক এসেছেন।
তাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হয়েছে,
ফলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে।
যদি তাদের সংখ্যা আরো বাড়তো তবে খাবারও
বেড়ে যেতো অথচ তখন তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার।

وَيَأْتِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ضَيْفًا + لِيَهْنِ صَحَابُه الضَّيْفُ الشَّرِيْفُ.

وَيَقْبَلُ دَعْوَةَ الدَّاعِيْ وَإِنْ لَمْ + يَكُنْ فِيْ وُسْعِه إِلَّا الرَّغِيْفُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম তাদের কাছে মেহমান হিসেবে আসতেন।
তার সাহাবি সম্মানীত মেহমানকে স্বাগত জানাক।
দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবুল করতেন,
যদিও তার সাধ্যে রুটি ছাড়া কিছু
যোগাড় করার না থাকতো।



নবম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ خَوَاص أَصْحَابِه

বিশেষ সাহাবিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইসলাম ধর্মে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান স্পষ্ট। তারা হলেন এ উম্মতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন হৃদয়, গভীর প্রজ্ঞা, লৌকিকতা বিবর্জিত, সঠিক হিদায়াত প্রাপ্ত, উত্তম অবস্থার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। তারা এমন একটি দল যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার নবীর সোহবত ও তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছেন।

কুরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন।

যেমন এক আয়াতে এরশাদ করেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।'

সোহবতের দিক থেকে তাদের মাঝে তারতম্য ছিল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, 'সোহবত' শব্দটি একটি জাতিবাচক শব্দ। যারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন তাদের সকলের ওপর এটি প্রযোজ্য হয়। হোক সে সান্নিধ্য অল্প সময়ের কিংবা বেশি সময়ের। তবে প্রত্যেকের জন্য সময় অনুপাতে 'সুহবত' সাব্যস্ত। কেউ এক বছর, কেউ এক মাস, কেউ একদিন, কেউ একঘন্টা আবার কেউ হয়ত কেবল ঈমানের হালতে দর্শন লাভ করেছেন মাত্র। প্রত্যেকের জন্য তার সময় অনুপাতে 'সোহবত' সাব্যস্ত।[৫২০]

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাছ ও বিশেষ সাহাবিদের সাথে তার আচরণ নিয়ে আলোচনা করা যারা তাঁর সান্নিধ্যকে আঁকড়ে ছিলেন।

তাদের মধ্যে রয়েছেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, যুবাইর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হুজাইফাহ ইবনুল ইয়ামান, আবদুর রহমান বিন আউফ رضي الله عنهم প্রমুখ সাহাবি।

এদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন, আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما।

আলী رضي الله عنه বলেন, আমি বহুবার নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

'আমি, আবু বকর ও ওমর গিয়েছি। আমি, আবু বকর ও ওমর প্রবেশ করেছি। আমি, আবু বকর ও ওমর বের হয়েছি।'[৫২১]

লোকদের মাঝে তাদের প্রতি ভালবাসার ঘোষণা

'আমর ইবনে আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি

৫২০.মাজমুউল ফাতাওয়া: ৪/৪৬৪।
৫২১.সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৮৫।

বললেন, 'আয়েশা! আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার পিতা (আবু বকর)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, ওমর ইব্নুল খাত্তাব ﵁।'[৫২২]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন এ থেকে নারী-পুরুষ উভয় প্রকার ভালবাসার মানুষের আলোচনা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। যিনি এমনভাবে আলোচনা করেন তাকে কোনওরূপ দোষারোপ করা হবে না যাকে বলা হচ্ছে সে যদি দীন ও কল্যাণের ধারক হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂-এর প্রতি ভালবাসার কথা দিয়ে তার আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা এটি স্বভাবজাত ও ধর্মীয় ভালোবাসা। অন্যদের প্রতি ভালবাসা ধর্মীয় তবে স্বভাবজাত নয়। ফলে আসলটাই আগে উচ্চারিত হয়েছে।

তখন তাকে বলা হল পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার পিতা। ইসলাম গ্রহণে তার অগ্রগামিতার কারণে। আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও আহলে ইসলামের জন্য তার কল্যাণকামিতার কারণে। আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করার কারণে।'[৫২৩]

তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলা

আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

'তোমরা আমার সাহাবিগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।'[৫২৪]

৫২২.সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৬২।

৫২৩.আল মুফহিম : ৯/৭১।

৫২৪.সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৭৩, সহিহ মুসলিম : হা : ২৫৪১, মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযি. ও আবদুর রহমান বিন আউফ ﵁-এর মাঝে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তখন খালেদ ﵁ আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﵁-কে বললেন, ইসলাম গ্রহণে আমাদের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ায় সেদিনগুলো নিয়ে আমাদের উপর বড়াই করছেন? আমরা জানতে পারলাম যে, সেটি নবীজি ﷺ-কে জানানো হয়েছে। -মুসনাদে আহমদ-১৩৪০০।

মুদ : একটি পরিমাপক যন্ত্র। দুই হাতের তালুভর্তি করলে যে পরিমাণ হয় তাই এক মুদ। যা সা' এর এক চতুর্থাংশ সমপরিমাণ।

হাদিসের মর্ম হল, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান কর, তবে তার সওয়াব আমার সাহাবিদের এক মুদ বা তার অর্ধেক দান করার সমপরিমাণও হবে না।

তাদের দানের এ মর্যাদার কারণ হল, তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে এবং অভাবের মুহূর্তে দান করেছেন। অন্যরা এমন নয়। আর তাদের দান ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহায়তার জন্য। তাকে রক্ষা করার জন্য। পরবর্তীদের জন্য এর কোনও সুযোগ আর অবশিষ্ট নেই। অনুরূপভাবে তাদের জেহাদ ও অন্যান্য সব ইবাদাত অবশ্যই অন্যদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا.

'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে।'

কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করা ও লড়াই করা খুবই কঠিন ছিল। একদিকে এর প্রয়োজন যেমন তীব্র ছিল তেমনি এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার মত লোকও কম ছিল। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের পরে এ তীব্রতা যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি লোকবল বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং পূর্ববর্তী যে মাকাম ও মর্যাদা লাভ করেছে পরবর্তীরা তা কীভাবে লাভ করতে পারে?

উপরন্তু এসব কিছু তারা তাদের হৃদয়ের আগ্রহ ও ভালবাসা, আল্লাহর ভয় ও বিনয়, দীনকে প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর রাস্তায় সত্যিকারের জিহাদ করার বাসনা নিয়েই সম্পাদন করেছেন।

মুহূর্তকাল নবীজির সোহবত লাভের মর্যাদার সাথে অন্য কোনও আমলের তুলনা হতে পারে না। অন্য কোন আমল তার বরাবরও হতে পারে না। অন্য কোন কিছু দিয়ে সে মর্যাদা লাভ করা যায় না। মর্যাদা তো তুলনা করে অর্জন করা যায় না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন।[৫২৫]

---

৫২৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৬/৩৯।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে أَصْحَابِي বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশেষ সাহাবায়ে কেরাম। যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যারা দীর্ঘ সময় তার সুহবত লাভ করেছেন। তার সাথে জিহাদ করেছেন। আল্লাহর রাহে খরচ করেছেন। হিজরত করেছেন। দীনের নুসরতে নিজেদেরকে পেশ করেছেন। সুতরাং প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারগণ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এর প্রমাণ হল সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ رضي الله عنه। তিনিও ছিলেন তখনকার উপস্থিত সাহাবিদের অন্যতম।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, এছাড়াও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এমন কাউকে গালি দেয়ার কারণে নবীজি ﷺ এমন কাউকে নিষেধ করা এবং তাকে ওই বিষয়ে সম্বোধন করা যিনি নবীজি ﷺ-কে পেয়েছেন, এটা দাবী করে যে, যারা নবীজি ﷺ-কে পায়নি, ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী কাউকে গালি দেয়ার কারণে তাকে নবীজি সম্বোধনও করেননি, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে।[৫২৬]

যদি এ নিষেধাজ্ঞাটি খালেদ বিন ওয়ালিদের মত সাহাবির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যিনি হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তবে ওই ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে যিনি সাহাবি নন।

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, জেনে রেখো! সাহাবিকে গালি দেয়া নিকৃষ্ট হারামসমূহের একটি হারাম। হোন তিনি ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত যারা যুদ্ধে জাড়িয়ে পড়েছেন। কারণ এ সব যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মুজতাহিদ ও ব্যাখ্যাকারী। তাদের কাউকে গালি দেয়া কবিরাহ গুনাহ। আমাদের মাযহাব ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাব হল তাদেরকে হত্যা নয় বরং তাযির করা হবে।

তবে মালেকি মাযহাবের কোনও কোনও ফকিহ তাকে হত্যা করা হবে মর্মে রায় দিয়েছেন।[৫২৭]

আল্লামা ইবনে কাসির رحمه الله বলেন, আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি ও যারা

৫২৬.ফতহুল বারি : ৭/৩৪।
৫২৭.শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৬/৯৩।

সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কিংবা গালিগালাজ করে, কিংবা তাদের কোন একজন সম্পর্কেও কটুকথা বলে, তাদের ধ্বংস হোক। বিশেষ করে সাহাবিদের সরদার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর যার মর্যাদা, সাহাবিদের শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি, অর্থাৎ সিদ্দিকে আকবার, খলিফায়ে আজম আবু বকর ইবনে আবি কুহাফাহ رضي الله عنه। কেননা লাঞ্ছিত রাফেযি শিয়া গোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাদেরকে গালিগালাজ করে। আল্লাহ তায়ালা তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিবেকগুলো ওল্টানো। অন্তরগুলো অধঃপতিত।'[৫২৮]

বিশেষ সাহাবিদের মর্যাদা :

আবুদ দারদা رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় আবু বকর رضي الله عنه পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু'হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এইমাত্র কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে। তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। এরপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি।

কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি। নবী ﷺ বললেন, يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ

আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর ওমর رضي الله عنه লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর رضي الله عنه-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর কি বাড়িতে আছেন? তারা বলল, 'না'। তখন ওমর رضي الله عنه নবী ﷺ-এর নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবী ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বকর رضي الله عنه ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন,

---

৫২৮. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/২০৩।

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ.

আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবু বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তার জান মাল সবকিছু দিয়ে আমার সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথীকে অব্যাহতি দিবে? এরপর আবু বকর ﵁-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয়নি।'[৫২৯]

হাদিসের শিক্ষা

- এতে আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।
- মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয় তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করা।
- এতে ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়, তবে যেখানে ফিতনা ও অহংকারের আশংকা নেই কেবল সেখানে তা প্রযোজ্য।
- এতে মানব স্বভাবের একটি দিক স্পষ্ট করা হয়েছে, এমনকি ক্রোধ তাকে অনুত্তম কাজ করতে বাধ্য করে। কিন্তু দীনের ক্ষেত্রে সম্মানীত ব্যক্তিরা দ্রুত উত্তমের দিকে ফিরে আসেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.

- নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।
- এতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী-ভিন্ন অন্যরা যদি মর্যাদায় শীর্ষে আরোহনও করে তবুও তারা 'মাসুম' বা নিষ্পাপ নয়।
- এতে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা, মজলুম থেকে মাফ চাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।
- এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়।[৫৩০]

---

৫২৯. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৬১।

৫৩০. ফাতহুল বারি : ৭/২৬।

রাবিআহ আসলামি রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি জমি দিলেন এবং আবু বকর রাঃ ও আমাকে একটি জমি দিলেন।

আমাদের কাছে দুনিয়া আসল, আমরা খেজুরের একটি কাঁদি নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলাম। আমি বললাম, এটি আমার দখলে। আবু বকর রাঃ বললেন, এটি আমার দখলে। ফলে আমার মাঝে ও আবু বকর রাঃ-এর মাঝে কিছু কথা কাটাকাটি হল। তখন আবু বকর রাঃ এমন একটি কথা বললেন, যেটি তিনি নিজেই অপছন্দ করলেন। এর জন্য লজ্জিত হলেন। তখন আমাকে বললেন, হে রাবিআ আমাকেও অনুরূপ কথা বল। যাতে বদলা হয়ে যায়।

আমি বললাম, জ্বি না, আমি তা করব না।

আবু বকর রাঃ বলেন তুমি অবশ্যই বলবে, তা না হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করবো। আমি বললাম, আমি করব না।

তিনি জমিটি ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে গেলেন আমিও তার পিছু নিলাম।

এ সময় আসলাম গোত্রের কিছু লোক আসল, তারা আমাকে বলল, আল্লাহ আবু বকরের ওপর রহম করুন! তিনি কী বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নালিশ করেছেন? তিনি তোমাকে যা বলার বলেছেন?!

আমি বললাম, তোমরা কি জান ইনি কে? ইনি আবু বকর সিদ্দিক। (গারে ছওরে) দু'জনের একজন। ইনি মুসলমানদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমরা সাবধানে থাক! তিনি যেন পেছনে ফিরে তোমাদেরকে আমাকে সাহায্য করতে দেখতে না পান। তবে তিনি রাগ করবেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাবেন, তিনিও তার রাগের কারণে রাগ করবেন। তাদের দু'জনের রাগের কারণে আল্লাহও রাগ করবেন, ফলে রবিআ ধ্বংস হয়ে যাবে।

তারা বললো, তবে তুমি আমাদেরকে কি করতে বল? তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও।

আবু বকর রাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন, আমি একাকি তার পিছু পিছু গেলাম। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে যা ঘটেছে এবং যেমন ঘটেছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি তার মাথা ওঠালেন, বললেন, হে রবিআ! তোমার ও আবু বকরের কী হয়েছে?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এমন হয়েছে। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন যা তিনি অপছন্দ করেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যেমন কথা বলেছি, তুমিও তেমন কথা বল, যাতে বদলা হয়ে যায়, কিন্তু আমি বলতে অস্বীকার করেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তাকে উত্তর দিও না। বরং বল, হে আবু বকর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আমি বললাম, হে আবু বকর! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

আবু বকর رضي الله عنه কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।[৫৩১]

বিশেষভাবে বিভিন্ন জিনিস প্রদান

আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রোগভোগে ইন্তেকাল করেছেন সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় খুতবা দিলেন, বললেন

فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ.

'আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর একটি হল আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবু বকর رضي الله عنه কেঁদে ফেললেন,[৫৩২] এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।

আমি তখন মনে মনে বললাম, কোন বিষয় এ বৃদ্ধকে কাঁদাচ্ছে। আল্লাহ তো কেবল তার কোন বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা রয়েছে তার যে কোনটিকে গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছেন, আর তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে গ্রহণ

৫৩১.মুসনাদে আহমদ, হা : ১৬১৪৩, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সিলসিলাহ সহিহাহ-৩২৫৮]

৫৩২.অর্থাৎ আবু বকর رضي الله عنه অধিক পরিমাণ কাঁদলেন। যেন আবু বকর رضي الله عنه নবীজির -ﷺ-এর ইশারাটা বুঝতে পেরেছেন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে বলা কোন ইঙ্গিত থেকে তিনি বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, নবীজি নিজেকেই উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন। এ কারণে তিনি কেঁদেছিলেন। [ফাতহুল বারি : ৭/১২]

করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই হলেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবু বকর ﷛-ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

'আবু বকর! কেঁদো না। যে ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবু বকর ﷛। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু বকর ﷛-এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।'[৫৩৩]

হাদিসে আবু বকর সিদ্দিক ﷛-এর বিশেষ মর্যাদার বিবরণ রয়েছে।

ওমর বিন শাব্বাহ "আখবারুল মদিনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আবু বকর সিদ্দিক ﷛-এর যে গৃহের দরজা অবশিষ্ট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সে গৃহটি মসজিদের সাথে সংযুক্ত ছিল। গৃহটি তার অধিনেই ছিল। হঠাৎ তাঁর কাছে আগত কোনও ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তিনি সেটি বিক্রি করে দিলেন। উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﷛ সেটি চার হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নিলেন। উসমান ﷛-এর খেলাফত আমলে মসজিদে নববি প্রশস্ত করা পর্যন্ত তার অধিকারেই ছিল। মসজিদে নববি প্রশস্ত করা প্রসঙ্গে যখন তার কাছে গৃহটি চাওয়া হল, তিনি দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, তবে মসজিদের দিকে আমার যাওয়ার পথ কী হবে? তখন তাকে বলা হল আমরা আপনাকে এরচেয়ে প্রশস্ত একটি গৃহ দিব এবং মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুরূপ একটি পথও করে দিব। তখন তিনি রাজি হলেন এবং ঘরটি দিয়ে দিলেন।[৫৩৪]

৫৩৩.সহিহ বুখারী : হা : ৩৯০৪, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩৮২, উভয়ের বর্ণনায় এমনও রয়েছে لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ মসজিদের দিকে আবু বকর ﷛-এর খিড়কি ছাড়া অন্য কারো খিড়কি খোলা থাকবে না।

৫৩৪.ফাতহুল বারি : ৭/১৪।

হাদিসের শিক্ষা :

- এ হাদিস থেকে আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর মর্যাদা প্রমাণিত হয় এবং তিনি নবী ﷺ-এর 'খলিল' হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন, তাও এ হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয়।
- এতে অনুগ্রহকারীর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন ও তার মর্যাদা উল্লেখ করা এবং তার ওপর তার প্রশংসা করার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।
- এতে এটাও বোঝা যায় যে, মানুষের চলাচল থেকে মসজিদকে রক্ষা করা হবে। কেবল তাতে প্রবেশের জন্য নির্ধারিত দরজা থাকবে। হ্যাঁ! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রয়োজনে তাতে ছোট দরজা রাখা যেতে পারে।[৫৩৫]

মুনাফিকদের জানাযায় অংশ গ্রহণে বারণ :

ওমর ইবনে খাত্তাব ﵁ বলেন, (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে জানাযা নামাযের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আহবান করা হল। আল্লাহর রাসূল ﷺ (নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তার নিকট গিয়ে বসলাম, বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইবনে উবাইর জানাযার নামায আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উক্তিগুলো যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'ওমর, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন,

إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ، فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا.

আমাকে (তার নামায আদায় করার ব্যাপারে) ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চেয়ে অধিক বার মাফ চাইতাম।

৫৩৫.ফাতহুল বারি : ৭/১৪, শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৫/১৫২।

ওমর رضي الله عنه বলেন, এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার জানাযার নামায আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাআতের এ দু'টি আয়াত নাযিল হল,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.

'তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে তারা ফাসিক'।[৫৩৬]

রাবি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে আমার ওই দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই সমধিক অবগত।[৫৩৭]

এমন একটি মুহূর্তে ওমর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় ধরে টানা, তাকে বারবার একই বিষয়ে সম্বোধন করাকে তিনি সহ্য করেছেন। বরং তিনি তার দিকে মুচকি হেসে তাকালেন।[৫৩৮]

হাদিসের শিক্ষা :

ইমাম খাত্তাবি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে যে আচরণ করেছেন, তা কেবল দীনের একটি অংশের সাথে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তির ওপর তার পূর্ণ স্নেহ-মমতার কারণে করেছেন। এটি করেছেন তার নেকপুত্র আবদুল্লাহর মনতুষ্টির জন্য এবং তার গোত্র খাজরাজের লোকদের হৃদয়ের সন্তুষ্টির জন্য, যেহেতু এদের ওপর তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসার আগে যদি নবীজি ﷺ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহর আহবানে সাড়া না দিতেন, এবং তার জানাযা না পড়তেন তবে এটি তার পুত্রের জন্য একটি চপেটাঘাত হত এবং তার সম্প্রদায়ের জন্য

৫৩৬. সুরা তাওবা ৯ : ৮৪।
৫৩৭. সহিহ বুখারী : হা : ১৩৬৬।
৫৩৮. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৫।

একটি দোষ হিসেবে সাব্যস্ত হত। নবীজি ﷺ রাজনীতির দু'টি পথের উত্তমটি গ্রহণ করলেন। অবশেষে যখন নিষেধাজ্ঞা আসল তিনি বিরত হয়ে গেলেন।[৫৩৯]

হাদিসের শিক্ষা :

- এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ মুনাফিক কী পরিমাণ কষ্ট দিত তা জানা সত্ত্বেও তাকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। কাফন হিসেবে নিজের জামা প্রদান করেছেন। তার জানাযা পড়েছেন। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।
- এতে যে ব্যক্তি কুফুরীর ওপর মৃত্যু বরণ করল তার জানাযা পড়া, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার কবরে দাঁড়িয়ে দু'আ করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

নিজের ব্যক্তিগত কাজে নির্ভরতা

বিলাল ইবনে রাবাহ رضي الله عنه ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন গৃহস্থালির খরচের ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করতেন।

আবদুল্লাহ আল-হাওযানি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআজ্জিন বেলালের সাথে হালাব শহরে আমার সাক্ষাত হল, তখন আমি তাকে বললাম, رضي الله عنه বেলাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারে ভরণ-পোষণের খরচ কীভাবে ব্যবস্থা হতো তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ নবী ﷺ-কে (রাসূল করে) পাঠানোর পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তার পরিবারের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বে ছিলাম।

তার কাছে কোন বস্ত্রহীন মুসলিম এলে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন এবং আমি ধার করতে বের হতাম। আমি তার জন্য কাপড় কিনে এনে তাকে পরিয়ে দিতাম এবং আহার করাতাম। এমতাবস্থায়

---

৫৩৯. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৬।

মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, হে বেলাল! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। তুমি অন্য কারো কাছে ধার না করে আমার কাছ থেকে ধার নাও। সুতরাং আমি তাই করলাম। এ অবস্থায় আমি একদিন উযু করে নামাযের আযান দিতে উঠি। এ সময় মুশরিক লোকটি একদল ব্যবসায়ীর সাথে এসে উপস্থিত হলো। সে আমাকে দেখামাত্র বললো, হে হাবাশি।

আমি বললাম, উপস্থিত আছি। সে আমাকে কটুক্তি করাতে আমার মনে খুব বাঁধলো। সে আমাকে আরো বললো, তুমি কী জানো, মাসের কত দিন বাকী আছে? আমি বললাম, প্রায় শেষ। সে বললো, তোমার ও তার (ঋণ পরিশোধের সময়ের) মধ্যে চার দিনের ব্যবধান। কাজেই আমি তোমাকে ঋণের পরিবর্তে ধরে নিয়ে যাবো এবং মেষপালের রাখাল বানিয়ে তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিবো।

তার এরূপ কথা শুনে আমি মর্মাহত হলাম যেমন অন্যান্য লোকদের হয়ে থাকে। আমি যখন এশার নামায আদায় করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিজনের কাছে ফিরে আসলেন। আমি তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি তার অনুমতি দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি যে মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম সে আমাকে এ কথা বলেছে। আমার এ ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আপনারও নেই, আমারও নেই। সে আমাকে অপদস্থ করবে। কাজেই ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহন করেছে এরূপ কোন মুসলিম জনপদে পলায়ন করার অনুমতি আমাকে দিন। আমি ততোদিন আত্মগোপন থাকার অনুমতি চাই যতদিন না মহান আল্লাহ্ তার রাসূল ﷺ-কে এমন সম্পদের ব্যবস্থা করে দেন যা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ হবে। একথা বলে আমি আমার ঘরে এসে আমার তরবারি, মোজা, জুতা ও ঢাল গুছিয়ে আমার মাথার কাছে রাখি। ইচ্ছা ছিল, ভোরের আভা উদিত হওয়া মাত্রই বেরিয়ে পড়বো। হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে আমাকে বললো, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে স্মরণ করেছেন। আমি রওয়ানা হয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে দেখি, চারটি উট পিঠে বোঝাই সম্পদ নিয়ে বসে আছে। আমি অনুমতি চাইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ.

সুসংবাদ গ্রহণ করো! মহান আল্লাহ্ তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য এগুলো ব্যবস্থা করেছেন।

পুনরায় তিনি বললেন, أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الأَرْبَعَ তুমি কি দেখছো না চারটি মাল বোঝাই উট বসে আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন,

إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ.

এই উট এবং এদের পিঠে বোঝাই সমস্ত সম্পদ তোমার জন্য। এগুলোর পিঠ বোঝাই বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য ফাদাকের শাসক আমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো নিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করো। আমি তাই করলাম।

এরপর বিলাল ﷺ বললেন, আমি মসজিদে গিয়ে দেখি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসে আছেন। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি বললেন, তুমি যে সম্পদ পেয়েছো তা কী করেছো, ঋণ পরিশোধ হয়েছে কি? আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত ঋণ পরিশোধের তাওফিক দিয়েছেন। এখন আর অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, কিছু সম্পদ অবশিষ্ট আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

قَالَ "انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ"

অবশিষ্ট সম্পদ তাড়াতাড়ি খরচ করো। তুমি আমাকে এ অবশিষ্ট সম্পদ হতে রেহাই না দেয়া পর্যন্ত আমি আমার পরিবারের কারো নিকট যাবো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার নামায আদায়ের পর আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে দেয়া মালের অবস্থা কী? আমি বললাম, সেগুলো আমার কাছেই আছে। আমার কাছে কেউ আসেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে রাত কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও তিনি মসজিদে কাটালেন। অবশেষে দিনের শেষে দু'জন আরোহী এল। আমি তাদেরকে নিয়ে গেলাম। তাদেরকে পোশাক পরালাম, খাবার খাওয়ালাম।

এমনকি পরবর্তী দিনের এশার নামায আদায় করে তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে অবশিষ্ট মালের অবস্থা কী? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে তা থেকে চিন্তামুক্ত করেছেন। তিনি

তাকবির দিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, ওই সম্পদ তার কাছে থেকে যাওয়া অবস্থায় হয়তো তার মৃত্যু হবে। এরপর আমি তাকে অনুসরণ করি, তিনি তার স্ত্রীদের কাছে এসে এক এক করে তাদের প্রত্যেককে সালাম দিলেন, এভাবে তিনি তাঁর শয়নকক্ষে ঢুকলেন। এ সেই ঘটনা যা তুমি (আবদুল্লাহ আল-হাওযানি) আমাকে জিজ্ঞেস করছো।[৫৪০]

অনুপস্থিত সাহাবিদের খোঁজখবর

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠের ওপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করবে না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না; এতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথচ তোমরা টেরও পাবে না'।[৫৪১]

তখন সাবিত رضي الله عنه নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি একজন জাহান্নামী। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদ ইবনে মুআযকে সাবিত رضي الله عنه সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আবু আমর! সাবিতের কী হলো? সাদ رضي الله عنه বললেন, সে আমার প্রতিবেশী, তার কোন অসুখ হয়েছে বলে তো জানি না।

আনাস رضي الله عنه বলেন, পরে সাদ رضي الله عنه সাবিতের কাছে গেলেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। সাবিত رضي الله عنه বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা জান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী। সাদ رضي الله عنه- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে সাবিতের কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, না, বরং সে তো জান্নাতী।[৫৪২]

৫৪০.সুনানে আবু দাউদ, হা : ৩০৫৫।

৫৪১.সূরা আল-হুজুরাত : ২/৪৯।

৫৪২. সহিহ মুসলিম : হা : ২১৪

কুররাহ বিন ইয়াস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসল। তার সাথে তার এক পুত্রও ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি একে মহব্বত কর? ওই ব্যক্তি বলল, আল্লাহ আপনাকে এরূপ মহব্বত করুন, যেরূপ আমি তাকে মহব্বত করি। এরপর সে ছেলে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছেলেকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন,

أَمَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ؟

তুমি কি আনন্দিত হবে না যে, তুমি জান্নাতের সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে সে দরজার সামনে তোমার ছেলেকে পাবে, সে তোমার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকবে।'[৫৪৩]

কঠিন মুহূর্তেও খোঁজ খবর

যায়েদ বিন ছাবেত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উহুদে সাদ বিন রাবিআহ-এর অনুসন্ধানে প্রেরণ করলেন। বললেন,

إِنْ رَأَيْتَهُ فَأَقْرِأْهُ مِنِّيْ السَّلَامَ،

وَقُلْ لَهُ : يَقُوْلُ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟

'যদি তুমি তার সাক্ষাত পাও তবে তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবে, এবং তাকে বলবে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন, তুমি কেমন আছ?

আমি মৃতদের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম এবং তাকে পেয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি জীবনের একদম শেষ মুহূর্তে রয়েছেন। তার শরীরে সত্তরটির মত তীর, তরবারী ও বর্শার আঘাত রয়েছে।

আমি তাকে বললাম, হে সাদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। এবং আপনি কেমন আছেন তা জানতে চেয়েছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তোমার প্রতি সালাম। রাসূল ﷺ-কে গিয়ে বলো, আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি এবং আমার সম্প্রদায় আনসারদের

৫৪৩. সুনানে নাসায়ী, হা : ১৮৭০।

বলো, আল্লাহর রাসূলের যদি কিছু হয়ে যায় তবে আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনও অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। এই বলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[৫৪৪]

এটি হল নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে তার সাহাবিদের ব্যাপারে তার গুরুত্ব প্রদানের নমুনা। মৃত্যুর পূর্বে ও পরে তাদের খোঁজ খবর নিতেন।[৫৪৫]

أَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ (আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি) হতে পারে সাদ ﷺ বাস্তবেই জান্নাতের ঘ্রাণ পেয়েছেন। হতে পারে তিনি এমন কোন সুঘ্রাণ পেয়েছেন যা তার চিরচেনা সুঘ্রাণ থেকে ব্যতিক্রম, ফলে তিনি বুঝে নিয়েছেন এটি জান্নাতের ঘ্রাণ।

এটাও হতে পারে যে তিনি যে ইয়াকিন ও বিশ্বাস ধারণ করেন তার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, যেন অদৃশ্য জগতটা তার কাছে বাস্তবে ধরা দিয়েছে।[৫৪৬]

নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করা

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, উহুদের দিন নবী ﷺ আমার জন্য তার তীরাধার খুলে দিয়ে বললেন, ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي

তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।[৫৪৭]

এটি এমন একটি বাক্য আরবগণ যা উৎসাহ প্রদানের জন্য বলে থাকে। এর মর্ম হল, আমার যদি উৎসর্গ করার মত কোন উপায় থাকতো তবে আমার যে পিতা-মাতা আমার কাছে সর্বোচ্চ সম্মানের তাদেরকে তোমার জন্য উৎসর্গ করতাম।

---

৫৪৪. বায়হাকি, দালায়েলুন নবুওয়াহ: ৩/২৬৯, মালেক, মুআত্তা, হা : ৮৮৪, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ তাদিল হিসেবে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইবনু আবদিল বার ﷺ. বলেন, هذا الحديث لا أحفظه، ولا أعرفه إلا عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ ، فهو عندَهُمْ مشْهُوْر معْرُوف এ হাদিসটি আমার সংগ্রহে নেই। কেবল সিরাতবেত্তাগণের নিকটই তা রয়েছে বলে আমি জানি। এটি তাদের কাছে মারুফ ও প্রসিদ্ধ।

৫৪৫. আল-মুনতাকা শরহুল মুআত্তা : ৩/৬৮।

৫৪৬. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ আলা সিরাতি খাইরিল ইবাদ: ৪/২৪৭।

৫৪৭. সহিহ বুখারী : হা : ৪০৫৫।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী ﷺ উহুদের দিন তার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে এক সাথে উৎসর্গ করেছেন।

তিনি বলেন, মুশরিকদের এক ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন,

ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي.

'তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।' আমি তার জন্য এমন একটি তীর তাক করলাম যাতে ফলা ছিল না। আমি তার পার্শ্বদেশে আঘাত করলাম। এতে সে পড়ে গেল এবং তার গুপ্তাঙ্গ উন্মোচিত হয়ে পড়ল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন এমনকি আমি তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি ছিল তার শত্রু ধ্বংস হওয়ার কারণে, তার লজ্জাস্থান উন্মোচিত হওয়ার কারণে নয়।[৫৪৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র ﷺ বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলা কালে আমি ও ওমর বিন আবি সালামাহ মহিলারা যে দুর্গে অবস্থান করছিল সেখানে ছিলাম। অর্থাৎ নবী-সহধর্মিণীগণ। কখনও তিনি আমার জন্য ঝুঁকে পড়তেন আমি দেখতাম। আবর কোনও সময় আমি তার জন্য ঝুঁকে পড়তাম তিনি দেখতেন। হঠাৎ যুবায়রকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্বারোহণ করে বনী কুরায়যা গোত্রের দিকে দু'বার অথবা তিনবার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, আব্বা! আমি আপনাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন, কে বনী কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে? তখন আমিই গিয়েছিলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে বললেন, فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।[৫৪৯]

---

৫৪৮. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১৫/১৮৫।

৫৪৯. সহিহ বুখারী : হা : ৩৭২০, সহিহ মুসলিম : হা : ২৪১৬।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, এটি বাস্তবে উৎসর্গ নয়। বরং এটি কথার কথা, এটি সদয় ব্যবহার। তার প্রতি ভালবাসা ও তার অবস্থানের প্রকাশ।

এতে ইবনে যুবাইর ﷺ-এর মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। এ বয়সে এ কাজটি বিস্তারিত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার কারণে। কারণ ইবনে যুবাইর ﷺ হিজরতের বছর জন্মগ্রহণ করেছেন। আর বিশুদ্ধমতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে হিজরতের চতুর্থ বছর। সুতরাং এ দায়িত্ব পালনের সময় তিনি চার বছরেরও কম বয়সের ছিলেন।[৫৫০]

সাহাবিদের মৃত্যুতে মর্মাহত ও অশ্রুসিক্ত হওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনে হারেসা ﷺ-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন,

ان قتل زيد فجعفر، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة

যদি যায়েদ শহিদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনে আবু তালিব সেনাপতি হবে। যদি জাফর ও শহিদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ [ইবনে ওমর ﷺ] বলেন,

ঐযুদ্ধে তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। (যুদ্ধ শেষে) আমরা জাফর ﷺ-কে তালাশ করলে তাকে শহিদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে বর্শা ও তীরের নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম।'[৫৫১]

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ (মুতা যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায়) খুতবা প্রদান করে বললেন, যায়েদ ﷺ পতাকা বহন করেছে এরপর শহিদ হয়েছে। এরপর জাফর (পতাকা) হাতে নিয়েছে, সেও শহিদ হয়। এরপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা- (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহিদ হয়। এ খবর বলছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেন এবং তার হাতে বিজয় অর্জিত হয়।[৫৫২]

---

৫৫০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/১৮৪।
৫৫১. সহিহ বুখারী : হা : ৪২৬১।
৫৫২. সহিহ বুখারী : হা : ১২৪৬।

আয়েশা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উসমান ইবনে মাযউনের লাশে চুমু খেতে দেখেছি। এমনকি আমি তার কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।[৫৫৩]

আল-মুত্তালিব বলেন, উসমান ইবনে মাযউন ﷺ মারা গেলে তার লাশ আনা হলো, তারপর লাশ দাফন করা হলো। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কাছে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তা বহন করতে সক্ষম হলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন গুটালেন।

বর্ণনাকারী কাসির ﷺ বলেন, মুত্তালিব বললেন, আমাকে যে ব্যক্তি এ ঘটনা অবহিত করেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি তার জামার আস্তিন গুটিয়েছিলেন। এরপর তিনি পাথরটি দু'হাতে তুলে এনে (ওসমান ইবনে মাযউনের) শিয়রে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.

এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পাশে দাফন করবো।[৫৫৪]

উসমান ইবনে মাযউন ﷺ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধভাই। তিনি ইসলামের উভয় হিজরত করেছেন। বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। জাহেলি যুগেই তিনি মদ হারাম করে নিয়েছিলেন। হিজরতের ত্রিশ মাসের মাথায় শাবান মাসে মদিনায় মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিদের অন্যতম আবেদ সাহাবি।[৫৫৫]

হাদিস থেকে বোঝা যায় মৃত মুসলমানকে চুমু দেয়া ও তার জন্য কান্না করা জায়েয।

---

৫৫৩. সুনানে আবু দাউদ, হা : ৩২০৬, সুনানে তিরমিযি, হা : ৯৮৯, সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৪৫৬।

৫৫৪. সুনানে আবু দাউদ, হা : ৩২০৬।

৫৫৫. আল-ইসাবা, ৪/৪৬১।

ইবনে কুদামা ﷫ বলেন, পাথর, কাঠ বা এ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা কবরকে চিহ্নিত করাতে কোনও অসুবিধা নেই। ইমাম আহমদ ﷫ বলেন কবরকে এমন কোনও বস্তু দ্বারা চিহ্নিত করা যাতে চেনা যায়, এতে কোনও অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-উসমান ইবনে মাযউন ﷛-এর কবরকে চিহ্নিত করেছেন।[৫৫৬]

সকল আত্মীয়-স্বজনের কবর একই স্থানে হওয়া মুস্তাহাব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي 'আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পাশে দাফন করবো।

উসমান ﷛ ছিলেন নবীজির দুধভাই। সর্বপ্রথম তার সাথে নবীজির সন্তান ইবরাহিমকে দাফন করা হয়েছে।[৫৫৭]

সাহাবিদের সাথে পরামর্শ

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الْأَمْرِ-এর বাস্তবায়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন।

ইবনে বাত্তাল ﷫ বলেন, পরমার্শ এমন এক আদর্শ যা থেকে কারো-ই বিমুখ থাকার সুযোগ নেই। যদি কেউ পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী হতো, তবে রাসূল ﷺ সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী হতেন। কারণ জিবরিল ﷺ আসমান থেকে সঠিক ও যথার্থ ফায়সালাটিই নিয়ে আসতেন। তবে পরামর্শের পর চূড়ান্ত ফায়সালা ইমাম প্রদান করবেন। কোন ব্যক্তি তাতে শরিক থাকবে না। যেহেতু এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হল, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 'যখন কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন'। সুতরাং সিদ্ধান্তকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাকে মতের ক্ষেত্রে অংশিদার করা হয়েছে।[৫৫৮]

হাসান বসরি ﷫ বলেন, কোনও বিষয় যখনই কোন সম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলেছে আর তারা সে বিষয়ে পরামর্শ করেছে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

---

৫৫৬. আল মুগনি : ২/১৯১।
৫৫৭. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৪৫৭।
৫৫৮. শরহু ইবনে বাত্তাল,৫/৩৩৪।

কবি বলেন,

الرَّأيُ قَبْلَ شَجاعَةِ الشَّجْعَانِ + هُوَ أَوَّلُ، وَهِيَ المَحَلُّ الثَّانِيْ

فإذا هُمَا اجْتَمَعَا لَنَفْسٍ حُرَّةٍ + بَلَغتْ مِنَ الْعَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانٍ

'বীরের বীরত্বের পূর্বে পরামর্শ হল প্রথম আর বীরত্বের স্থান হল দ্বিতীয়। উভয়টি যখন কোন স্বাধীনচেতার মাঝে একত্রিত হয়, তবে সে উচ্চতার শীর্ষে আরোহন করে।'

মতামত নেওয়া ও প্রস্তাবনা গ্রহণ

আবু হুরায়রা ﵁-থেকে বর্ণিত, একদা আমরা (সাহাবিগণ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘিরে বসেছিলাম। আমাদের জামাতে আবু বকর এবং ওমর ﵄-ও ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ অতিক্রান্তের পর আমরা শঙ্কিত হলাম যে, তিনি কোথাও কোন বিপদের সম্মুখীন কিনা। তাই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

আর আমি সর্বপ্রথম বিচলিত হলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আমি বনু নাজ্জারের জনৈক আনসারির বাগানের নিকট এসে উপনীত হলাম। আর বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেজন্য চারদিকে ঘুরলাম। কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে একটি নালা বাগানের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। সংকীর্ণ নালাকে 'জাদওয়াল' বলা হয়। এরপর আমি নিজেকে শেয়ালের ন্যায় সংকুচিত করে নর্দমার মধ্য দিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপনীত হলাম।

তিনি বললেন, আবু হুরায়রা নাকি? আমি বললাম, জী-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ উঠে চলে এলেন, আর দীর্ঘক্ষণ পরও ফিরে না যাওয়ায় আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমাদের অনুপস্থিতিতে কোথাও বিপদের সম্মুখীন হলেন কি-না আমাদের এ আশঙ্কা হলো। আর আমি সর্বপ্রথম বিচলিত হয়ে পড়ি। আমি এ দেয়ালের কাছে এসে শেয়ালের ন্যায়

সঙ্কুচিত হয়ে নালার ভিতর দিয়ে এখানে উপস্থিত হলাম। অন্যান্যরা আমার পেছনে আছে। তিনি তার জুতা জোড়া আমাকে দিয়ে বললেন,

وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

'আবু হুরায়রা! আমার জুতো জোড়া সাথে নিয়ে যাও। এ বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে বলো, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই' তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।'

বর্ণনাকারী [আবু হুরায়রা رضي الله عنه] বলেন, সর্বপ্রথম ওমর رضي الله عنه-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! জুতো জোড়া কার? আমি বললাম, আল্লাহর রাসূলের। তিনি আমাকে এ জুতো জোড়াসহ এই বলে পাঠিয়েছেন যে, 'যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে'। তিনি [আবু হুরায়রা رضي الله عنه] বলেন, আমার এ কথা শুনে ওমর رضي الله عنه আমার বুকের ওপর এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি পেছন দিকে পড়ে গেলাম। আর তিনি বললেন, আবু হুরায়রা!

তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে চলো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কাঁদো কাঁদো অবস্থায় ফিরে এলাম। আমার পেছনে পেছনে ওমর رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমার সাথে 'ওমরের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আপনি আমাকে যে সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাকে এটা জানালে তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি পেছন দিকে পড়ে যাই। তিনি এও বলেছেন যে, আমি যেন (আপনার নিকট) ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ.»

ওমর! কোন বস্তু তোমাকে এমন কাজ করতে উদ্যত করলো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি কী আপনার জুতো জোড়াসহ আবু হুরায়রা কে এ বলে পাঠিয়েছেন যে, যার

সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে বলো, যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনও ইলাহ নেই' তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমর ﷺ বললেন, এরূপ করবেন না, কেননা আমার আশংকা হচ্ছে এতে লোকেরা (আমল বর্জন করে) এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে, কাজেই লোকদেরকে আমল করার সুযোগ দিন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আচ্ছা তাদেরকে ছেড়ে দাও।'[৫৫৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ﷺ-এর বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

ওমর ﷺ যে কাজটি করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার যে আলোচনা-পর্যালোচনা এটি কিন্তু নবীজির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান নয়। যেহেতু আবু হুরায়রা ﷺ-কে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন এটি উম্মতকে সান্ত্বনা দেয়া ও তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওমর ﷺ মনে করলেন এটি গোপন থাকাই উম্মতের জন্য অধিক কল্যাণকর। যাতে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে না থাকে এবং তা এই তাৎক্ষণিক সুসংবাদের চেয়ে তাদের জন্য অধিক কল্যাণবহ। তাই তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষয়টি পেশ করলেন, তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন।

হাদিসের শিক্ষা :

- এতে আলেমের জন্য তার শিষ্য ও অন্যান্য প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বসা, তাদেরকে শিক্ষা দেয়া, উপকৃত করা, তাদেরকে ফতোয়া দেয়া ইত্যাদির বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- তিনি যখন অনেকগুলো দলের আলোচনা করতে চাইলেন, তখন কেবল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ট দলের বা শ্রেষ্ঠদের কিছু লোকের আলোচনা করে বললেন এবং অন্যান্যরা।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দায়িত্ববোধ কেমন ছিল, তাঁর হক আদায়ে, তাঁর সম্মান রক্ষায় তারা কেমন তৎপর ছিলেন তার

---

৫৫৯. সহিহ মুসলিম : হা : ৫৩।

বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রতি তাদের মমত্ববোধ কেমন ছিল, তাঁকে ঘিরে যে কোনও বিপদের শঙ্কা তাদেরকে কেমন উদ্বিগ্ন করত এ হাদিস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

- অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের অনুসারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা, তাদের কল্যাণ সাধনে ব্রত থাকা, তাদের অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূরীকরণে সচেষ্ট থাকার বিষয়টিও হাদিসে বিধৃত হয়েছে।
- অন্যের মালিকানাধীন বাগান বা ক্ষেতে মালিকের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ আছে যদি মালিকের সন্তুষ্টির বিষয়টি অবগত থাকে। আর এটি সাধারণত হয়ে থাকে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার কারণে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বাগানে প্রবেশ করেছেন। নবীজি ﷺ তাকে সমর্থনও করেছেন। এমন কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না যে নবীজি ﷺ আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর এ প্রবেশকে অপছন্দ করেছেন।
- এটি কেবল বাগানে প্রবেশের সাথে বিশেষায়িত নয়, বরং এর পরিধি আরো বিস্তৃত। যেমন তার বিভিন্ন জিনিস পত্র থেকে উপকার গ্রহণ, তার খাবার খাওয়া, নিজ গৃহে তার খাবার নিয়ে যাওয়া, তার বাহনে চড়া ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকা। তবে তা কেবল তখনই করা বৈধ হবে যখন মালিকের সন্তুষ্টির ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনরূপ মনে কষ্ট নিবে না।
- জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদানকারী ঈমানের জন্য বিশ্বাস ও স্বীকৃতি উভয়টি আপরিহার্য্য।
- কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ রোধে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সাধারণের প্রয়োজন নেই সেগুলো গোপন রাখার বৈধতাও হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়।
- অনুসরণীয় ব্যক্তি কর্তৃক অনুসরণকারীকে এমন বিষয়ে ইশারা করা যেটাকে তিনি কল্যাণকর মনে করেছেন এবং অনুসরণকারী সেটিকে উপযুক্ত বিবেচনা করলে সে ইঙ্গিতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা এবং তার কারণে নির্দেশ থেকে ফিরে আসা।
- 'আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক' অন্যকে এমনভাবে বলার বৈধ্যতা এ থেকে বোঝা যায়।

সাহাবির পরামর্শে চাউনি স্থাপন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরে পৌঁছলেন এবং সেখানে অবতরণ করলেন।

তখন হুবাব ইবনুল মুনজির বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ স্থানটি কি আপনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে বাছাই করছেন যার থেকে আমরা একটুও এদিক ওদিক সরাতে পারি না? নাকি এটা আপনার নিজের রণকৌশলগত অভিমত? তিনি বললেন, "এটা নেহায়েত একটা রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব অভিমত।" হুবাব ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি লোকদের নিয়ে এগিয়ে চলুন। যেখানে অপেক্ষাকৃত কম পানি আছে সেখানে তাবু ফেলুন। অতঃপর আমরা সেই জায়গার আশে পাশে যে কূপ আছে বন্ধ করে দেবো। তার ওপর চৌবাচ্চা তৈরী করে সেটা পানি দিয়ে ভরে রাখব। এরপর শত্রু পক্ষের সাথে লড়াই করবো। ফলে আমরা পর্যাপ্ত খাবার পানি পাব। কিন্তু ওরা পাবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে উঠলেন এবং কওমের জলাশয়ের নিম্নভূমিতে এসে উপনীত হলেন। সেখানে অবতরণ করে পানির কূপ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হল। অতঃপর কূপের ওপর একটা চৌবাচ্চা তৈরী করে তাতে পানি ভরে রাখা হল। এরপর সেখান থেকে পাত্রভরে পানি নেয়া হল।[৫৬০]

সাহাবিদের পরামর্শে নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার 'জুলফিকার' তরবারিটি বদর যুদ্ধে গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন। উহুদের দিন এ তরবারির ব্যাপারেই নবীজি ﷺ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা যখন আসল, তখন নবীজি ﷺ-এর রায় ছিল মদিনায় অবস্থান করা এবং সেখানে থেকেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তখন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন কিছু লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আামাদের নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন আমরা উহুদের প্রান্তরে

---

৫৬০. আস সিরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে হিশাম: ৩/১৬৭, সনদ যয়িফ।

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমরা আশা করছি আহলে বদর যে মর্যাদা ও ফযিলত লাভ করেছে আমরাও তেমনি ফযিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারব।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই ছিল, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য যুদ্ধ পোশাক পরিধান করলেন। কিন্তু নবীজি যখন যুদ্ধ-পোশাক পরিধান করে ফেললেন, তখন তারা লজ্জিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অবস্থান করুন, আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তখন তিনি বললেন,

مَا يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ

'কোনও নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর তা আবার খুলে ফেলবে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তার মাঝে ও তার শত্রুর মাঝে ফায়সালা করে দেন।'[৫৬১]

ইফকের ঘটনায় সাহাবিদের সাথে পরামর্শ

আয়েশা ﵂ বলেন, যখন আমার বিষয়ে চর্চা হচ্ছিল যে বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত সুনাম ও গুণাগুণ করার পর বলেন,

أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَأَبَنُوا بِمَنْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلاَ دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا حَاضِرٌ وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ غَابَ مَعِي.

তারপর তোমরা আমাকে ওইসব ব্যক্তির বিষয়ে পরামর্শ দাও, যারা আমার সহধর্মিণীর ব্যাপারে অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবারের (স্ত্রীর) মধ্যে কখনো কোন দোষ দেখিনি। এসব ব্যাক্তি যার ব্যাপারে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে, আল্লাহর কসম আমি এ ধরনের দুষ্কর্ম তার মধ্যে কখনও দেখিনি। সে (সাফওয়ান) আমার অনুপস্থিতিতে কখনও আমার ঘরে ঢুকেনি,

---

৫৬১. হাকেম, হা : ২৫৮৮, ইমাম হাকেম সহিহ বলেছেন, আল্লামা যাহাবি সহমত পোষণ করেছেন। ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল ইতিসামে কুরআনুল কারিমের আয়াত وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অধ্যায়ে তালিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি যখন উপস্থিত থাকতাম তখনই সে আমার ঘরে ঢুকতো। আমি যখন সফরের কারণে ঘরে অনুপস্থিত থাকতাম তখন সেও আমার সঙ্গেই থাকতো।[৫৬২]

নানা বিষয়ে গুরুত্ব দান, সমবেদনা জ্ঞাপন ও দুঃখ প্রকাশ

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-যে কষ্ট-মসিবত বরদাশত করেছেন তা কারো অজ্ঞাত নয়। বিশেষ করে যে সকল সাহাবি ইসলামপূর্ব যুগে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করেছেন তাদের কষ্ট তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যে, মুসআব বিন উমাইর ﷺ পুরো দুনিয়াকে লাথি মেরে আপন মা ও পরিবারকে ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে এসেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরাযি ﷺ বলেন, আলী ﷺ বলেন, আমি এক শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর হতে বের হলাম। শীত আমাকে কাবু করে ফেলেছিল। এর পূর্বে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকালাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাধলাম। এদ্বারা আমি উষ্ণতা গ্রহণ করলাম। আমি তখন খুব বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে কোনও খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা অবশ্য খেয়ে ফেলতাম। আমি খাদ্যের খোঁজে বের হয়ে গেলাম। তারপর জনৈক ইয়াহূদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার বাগানে (কপিকল জাতীয়) চরকির সাহায্যে কুয়া হতে পানি তুলছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে প্রশ্ন করল, হে বেদুঈন! কী চাও? তুমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে, আমার বাগানের পানি তুলে দিবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, দরজা খোল, আমি ভেতরে আসি। সে দরজা খুললে আমি ভেতরে গেলাম। তারপর সে একটি বালতি এনে দিল। আমি বালতি ভরে পানি ওঠাতে লাগলাম আর সে প্রতি বালতিতে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। অবশেষে খেজুরে আমার হাতের মুঠি ভরে গেল। আমি তখন বালতি রেখে দিয়ে বললাম, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করলাম এবং মসজিদে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেখানে পেলাম।

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে মুসআব ইবনে উমাইর ﷺ এসে

---

৫৬২. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩১৮০।

আমাদের সামনে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার পূর্বের স্বচ্ছল অবস্থার কথা মনে করে কেঁদে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ.

'সে সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অন্যটি উঠিয়ে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলো এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গেলাফে ঢেকে রাখা হয়।

সাহাবিগণ আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক স্বচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হতে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদাত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট অবসর পাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ

বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো।[৫৬৩]

অনুদান না দিলেও মনে প্রশান্তি আনয়ন

আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওই দান থেকে কুরাইশদেরকে ও আরবের বিভিন্ন কবিলাকে যা দেয়ার দিলেন, তাতে আনসারদের কোনও কিছুই ছিল না। তাতে আনসারদের এ মহল্লাটি নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ অনুভব করল এমনকি তাদের মাঝে সমালোচনা বেড়ে গেল।

এমনকি তাদের মধ্যে কেউ এমন কথা বলে ফেলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কওমকে পেয়ে গেছেন। তখন সাদ বিন ওবাদাহ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মালে গনিমত যা আপনি লাভ করেছেন, তাতে যা করেছেন, এতে এ মহল্লাবাসী আপনার ওপর তাদের নিজেদের মনে ক্ষোভ লালন করছে। আপনি আপনার কওমের

---

৫৬৩. সুনানে তিরমিযি, হা : ২৪৭৩,২৪৭৬।

লোকদেরকে তা বণ্টন করে দিয়েছেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রকে বিরাট দান দিয়েছেন। এতে এ মহল্লাবাসীদের জন্য কোন কিছুই রাখলেন না।

তিনি বললেন, সাদ! এ ঘটনায় তোমার মতামত কী?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার সম্প্রদায়েরই একজন, এর বাইরে তো নই!

তিনি বললেন, তবে আমার জন্য এ ডেরায় তোমার সম্প্রদায়কে একত্র কর।

তিনি বলেন, সাদ বেরিয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে ওই ডেরায় একত্র করলেন।

তিনি বলেন, তখন কয়েকজন মুহাজির সাহাবি এলে তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হল, অন্যরা এলে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল।

লোকেরা যখন একত্র হল তখন সাদ ﵁ তার কাছে এলেন, বললেন, আনসারদের এ সম্প্রদায় আপনার জন্য একত্র হয়েছে।

তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এসে আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা পড়লেন। এরপর বললেন,

يا مَعشرَ الأنصارِ مَا قالةٌ بلغَتْني عنكُم، وجِدةٌ وجدتُموها في أنفسِكُم، ألَم آتِكُم ضُلّالًا فَهداكمُ اللّهُ، وعالةً فأغناكمُ اللّهُ، وأعداءً فألَّفَ اللّهُ بينَ قلوبِكُم؟

'হে আনসারগণ! তোমাদের সম্পর্কে কী কথা আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা অন্তরে নাখোশ হয়েছ? আমি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিলেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করলেন? তোমরা কি পরস্পরে শত্রু ছিলে না, আল্লাহ তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন?

তারা সকলে বলল, আল্লাহ ও তার রাসূলই আমাদের ওপর ইহসানকারী ও শ্রেষ্ঠ।

তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কী আমার প্রশ্নের জবাব দিবে না?

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কী বলে আপনার প্রশ্নের জবাব দিব? সকল অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহ ও তার রাসূলের! তিনি বললেন

أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟



أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ.

হ্যাঁ, তোমরা চাইলে অবশ্যই বলতে পার এবং তোমরা সত্যই বলবে এবং তোমাদের কথাকে সত্যায়ন করা হবে, আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছেন যখন আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল আমরা আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। আপনি ছিলেন অপমানিত, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনি ছিলেন বিতাড়িত, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃস্ব আমরা আপনাকে অভাবমুক্ত করেছি।

হে আনসারগণ! তোমরা কি দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসের জন্য নাখোশ হয়েছ? যা দ্বারা আমি এমন এক সম্প্রদায়ের মনতুষ্টি করতে চেয়েছি যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে? এবং তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের ওপর সঁপে দিয়েছি। তোমরা কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা বকরি-উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের গৃহে ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে? ওই সত্তার কসম, যার কুদরতি কব্জায় মুহাম্মদের প্রাণ! যদি হিজরত না হত, তবে আমি হতাম আনসারদেরই একজন। লোকেরা যদি একটি উপত্যকা দিয়ে চলাচল করতো আর আনসারগণ ভিন্ন উপত্যকা দিয়ে চলতো, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়ে চলাচল করতাম। হে আল্লাহ! আপনি আনসারদের ওপর রহম করুন, আনসারদের সন্তানদের ওপর রহম করুন, আনসারদের সন্তানদের সন্তানের ওপর রহম করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সকলে কাঁদতে শুরু করল এমনকি তাদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা বলল, رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا

আমরা বন্টন ও হিসসা হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেয়ে সন্তুষ্ট।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্থান করলেন, লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।[৫৬৪]

---

৫৬৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ১১৩২২, আল্লামা হাইছামি رحمه الله বলেন, ইমাম আহমদের প্রথম বর্ণনার রাবিগণ সহিহ এর বর্ণনাকারী, কেবল মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ব্যতীত

সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ গুণাবলী উল্লেখ

সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকে বিশেষ যে গুণের মাধ্যমে অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেন, নবীজি ﷺ তা অনুধাবন করতেন, তাই তো নবীজি ﷺ-বলেছেন,

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضاهُمْ عَلِيٌّ بن أَبِيْ طالِب، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

আমার উম্মাতের মাঝে আবু বকর আমার উম্মাতের প্রতি সবচাইতে বেশি দয়ালু। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রয়োগে ওমর তাদের মাঝে সবচাইতে বেশি কঠোর। তাদের মাঝে উসমান ইবনে আফফান সবচাইতে বেশি লাজুক। তাদের মধ্যে আলী বিন আবি তালিব হলেন বিচারে পারদর্শী। তাদের মাঝে হালাল ও হারাম প্রসঙ্গে মুআয ইবনে জাবাল সবচাইতে বেশি ওয়াকিফহাল। তাদের মাঝে ফারায়িয (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান) সম্বন্ধে যায়েদ ইবনে ছাবিত সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে অধিক উত্তমরূপে কুরআন পাঠকারী উবাই ইবনে কাব। আর প্রত্যেক উম্মতের একজন সবচাইতে বেশি বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক আবু উবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ্।৫৬৫

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ অর্থাৎ এ উম্মতের সবচেয়ে বেশি দরদি হলেন আবু বকর رضي الله عنه; কারণ তার শানই হল ছোটবড় সকলের সাথে সদাচার, দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন করা।

وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ অর্থাৎ, কঠোরতায় এ উম্মতের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, শারীরিক গঠনে সবচেয়ে পুরু। দীনের ক্ষেত্রে ওমর رضي الله عنه-এর বৈশিষ্ট্য হল তিনি শক্তিশালী। তাই ওমর رضي الله عنه যে পথে চলেন শয়তান সে পথ পরিহার করে চলে। যেমনটি নবী ﷺ বলেছেন,

---

তিনি স্পষ্টভাবে শোনা কথা বলে দিয়েছেন-মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/৩০, শায়খ শুআইব আরনাউত হাসান বলেছেন।

৫৬৫. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৭৯০, সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৫৪, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সিলসিলাহ-১২২৪]

إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ.

হে ইবনে খাত্তাব! সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, যখনই শয়তান পথ চলতে চলতে তোমার সামনে আসে, তখনই সে তোমার রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে।[৫৬৬]

وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ

তিনি আল্লাহর কাছে ও মানুষের কাছে এ উম্মতের সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ব্যক্তি। এমনকি তিনি তার স্ত্রীদের সামনেও একান্ত একাকিত্বেও লজ্জাশীল ছিলেন। ফলশ্রুতিতে রহমানের ফেরেশতারাও তাকে লজ্জা করতো।

وَأَقْضاهُمْ عَلِيُّ بن أَبِيْ طالِب

অর্থাৎ, আলী ইবনে আবি তালেব বিচারসম্পর্কিত বিষয়াবলী সবচেয়ে বেশি জানতেন।

وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

অর্থাৎ, মুআয ইবনে জাবাল তিনি হালাল-হারাম সম্পর্কিত বিধান সবচেয়ে বেশি জানতেন।

وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

মিরাসের মাসআলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এটিকে ইলমুল ফরায়েয বলা হয়।

وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

অর্থাৎ উবাই বিন কাব رضي الله عنه ছিলেন কুরআনুল কারিমের ক্বেরাতে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কুরআন তেলাওয়াত ও হিফজে অভিজ্ঞ মানুষ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

এ উম্মতের সবচেয়ে আমানতদার ব্যক্তি। সবচেয়ে বেশি আস্থাশীল মানুষ। আমানত গচ্চা যাওয়ার কোন আশংকা নেই। তিনি তাদের মধ্যে আমানত

---

৫৬৬. সহিহ বুখারী : হা : ৬০৮৫,সহিহ মুসলিম : হা : ২৩৯৭, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

সংরক্ষণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল এবং খেয়ানতের সমস্ত শঙ্কা থেকে দূরে তার অবস্থান।[৫৬৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় বড় সাহাবাদেরকে বিশেষ এক একটি বৈশিষ্ট্যের সাথে উল্লেখ করলেন। এর মাধ্যমে তাকে অন্যের তুলনায় বিশেষ মর্যাদায় অভিসিক্ত করলেন। যেমন ওসমান رضي الله عنه-এর জন্য লজ্জাশীলতা, আলী رضي الله عنه-এর জন্য বিচারের প্রাজ্ঞতা ইত্যাদি।[৫৬৮]

আবু যর গিফারী رضي الله عنه-সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلاَ أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٍّ شِبْهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ : نَعَمْ فَاعْرِفُوهُ لَهُ.

বাচনিক সত্যবাদিতায় ও সত্য প্রকাশে আবু যরের তুলনায় উত্তম কাউকে আকাশ ছায়াদান করেনি এবং দুনিয়া তার বুকে আরোহন করেনি। সে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম অনুরুপ। ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه হিংসুটে লোকের মত বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এটা তাকে জানাবোনা? (তাকে জানানো হবে?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও।[৫৬৯]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى تَوَاضُعِ عِيْسَى ابنِ مرْيَم ، فلْيَنْظُرْ إِلى أَبِيْ ذَرٍّ.

তোমাদের কেউ যদি ঈসা বিন মারইয়ামের বিনয় দেখতে চাও, তবে আবু যরকে দেখে নাও।[৫৭০]

ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক আচরণ

ওমর رضي الله عنه-এর সম্ভ্রমবোধের খেয়াল রেখেছেন। যেমনটি আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

---

৫৬৭. ফয়যুল কাদির : ১/৫৮৮-৫৮৯.
৫৬৮. ফাতহুল বারি : ১১/৪৪.
৫৬৯. সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৮০২
৫৭০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা : ৩২৯৩৩, আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আলবানি সহিহ বলেছেন [সহিহুল জামে-৬৩৯২]

তিনি বলেন, 'এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন,

" بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا.

'আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক নারী একটি দালানের পাশে উযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দালানটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদার কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে এলাম।'

একথা শুনে ওমর رضي الله عنه কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার কোনও মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?[৫৭১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবির প্রতি যে খেয়াল রাখতেন তার একটি বিবরণ এ হাদিস থেকে পাওয়া যায়।

এতে ওমর رضي الله عنه-এর মর্যাদা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র অনুযায়ী তাকে চিহ্নিত করা হবে।[৫৭২]

উসমান رضي الله عنه-এর লজ্জাশীলতা

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন, তার উরু কিংবা পায়ের নলা উন্মুক্ত ছিল। আবু বকর رضي الله عنه এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থাতেই কথোপকথন করলেন। তারপর ওমর رضي الله عنه অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থায়ই কথাবার্তা বললেন। উসমান رضي الله عنه অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে বসলেন এবং তার কাপড় ঠিক করলেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, এ বিষয়টি একই দিনে ঘটেছে বলে আমি দাবী করি না। এরপর উসমান رضي الله عنه এসে কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়েশা رضي الله عنها বললেন, আবু বকর رضي الله عنه আসলেন, আপনি তাকে কোনও গুরুত্ব দিলেন না ও ভ্রুক্ষেপও করলেন না, ওমর رضي الله عنه এলেন আপনি তাকেও কোনও গুরুত্ব দিলেন না ভ্রুক্ষেপও করলেন না। উসমান

---

৫৭১. সহিহ বুখারী : হা : ৩২৪২, সহিহ মুসলিম : হা : ২৩৯৫।

৫৭২. ফাতহুল বারি : ৭/৪৫, শরহু ইবনে বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারী : ৯/৫৪৪।

ﷺ প্রবেশ করতেই আপনি উঠে বসলেন এবং জামা ঠিক করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ"
'আমি কি সে লোককে লজ্জা করবো না, ফেরেশ্তারা পর্যন্ত যাকে দেখলে লজ্জা পান'।[৫৭৩]

এতে উসমান ؓ-এর প্রকাশ্য মর্যাদা, ফেরেশতাদের কাছে তার সম্মানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। লজ্জাশীলতা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য।[৫৭৪]

সুন্দর পরিনামের সুসংবাদ দান

যেমনটি আনাস বিন মালেক ؓ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবীজি ﷺ আবু বকর, ওমর ও উসমান ؓ উহুদ পাহাড়ে আরোহন করলেন। তখন উহুদ পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নড়ে উঠল। তখন নবীজি ﷺ বললেন,

أُثْبُتْ أُحُدا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ ، وَشَهِيْدَانِ.

'উহুদ! স্থির হয়ে যাও। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহিদ রয়েছেন।[৫৭৫]

হাদিসের মর্ম হলো : তোমার ওপর একজন নবী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। একজন সিদ্দিক অর্থাৎ আবু বকর ؓ দু'জন শহিদ অর্থাৎ ওমর ؓ ও উসমান ؓ। উহুদ পাহাড়ের নড়া ছিল আনন্দের কারণে।[৫৭৬]

জান্নাতের সুসংবাদ দান

আবু মুসা আশআরি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা ঘরে উযু করে বের হলেন এবং বললেন, আমি আজ সারাদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কাটাব, তার হতে পৃথক হব না।

তিনি মসজিদে গিয়ে নবী ﷺ-এর খবর নিলেন, সাহাবিগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন।

---

৫৭৩. সহিহ মুসলিম : হা : ২৪০১।
৫৭৪. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ৮/১৪১।
৫৭৫. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৭৫।
৫৭৬. আওনুল মাবুদ : ১০/১৬৮।

আমিও ওই পথ ধরে তার অনুসরণ করলাম। তার খোঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরিস কূপে[৫৭৭] গিয়ে পৌঁছুলেন। আমি কূপের দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুর শাখা দিয়ে তৈরি ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন তার প্রয়োজন সেরে উযু করলেন।

তখন আমি তার নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরিস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দু'টি খুলে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

আমি তাকে সালাম করলাম এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করব।

এ সময় আবু বকর رضي الله عنه এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবু বকর! আমি বললাম থামুন, আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর رضي الله عنه ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন, ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ভেতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

আমি ফিরে এসে আবু বকর رضي الله عنه-কে বললাম, ভেতরে আসুন। আল্লাহর রাসুল ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

আবু বকর رضي الله عنه ভেতরে এলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ডানপাশে কূপের ধারে বসে দু'পায়ের কাপড় হাটু পর্যন্ত উঠিয়ে নবী ﷺ-এর মত কূপের ভেতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন।

আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে উযুরত অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিল। তাই আমি বলতে লাগলাম, আল্লাহ্ যদি তার কল্যাণ চান তবে তাকে নিয়ে আসুন।

এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে?

---

৫৭৭. এটি কূবার কাছাকাছি মদিনার প্রসিদ্ধ একটি বাগান। এর মাঝে পানির একটি কূপ রয়েছে। এ কূপের মধ্যেই উসমান রা.-এর হাত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটিটি পড়ে গিয়েছিল।

তিনি বললেন, আমি ওমর ইবনে খাত্তাব।

আমি বললাম, অপেক্ষা করুন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট সালাম পেশ করে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ওমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন।

তিনি বললেন, ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ তাকে ভেতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

আমি এসে তাকে বললাম, ভেতরে আসুন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কূপের ভেতর পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন।

আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ্ যদি তার কল্যাণ চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন।

এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে?

তিনি বললেন, আমি উসমান ইবনে আফফান।

আমি বললাম, থামুন। নবী ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে জানালাম।

তিনি বললেন, ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ তাকে ভেতরে আসতে বল এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে কঠিন পরীক্ষা হবে।[৫৭৮]

---

৫৭৮. এ কঠিন পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তার খেলাফতের শেষ দিকে যে ফিতনার শিকার হয়েছিলেন এবং নিজ গৃহে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও স্পষ্ট করে তার শাহাদাতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ رحمه الله তার মুসনাদে [৫৯১৭] ইবনে ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার আলোচনা করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন এ ফিতনায় এ ব্যক্তি সেদিন জুলুমের শিকার হয়ে নিহত হবে। বর্ণনাকারী বলেন আমি দেখলাম সে লোকটি ছিল উসমান رضي الله عنه-এর সনদ সহিহ। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেছেন [৭/৩৮]

আমি এসে বললাম, ভেতরে আসুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে।

তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এরপর বললেন, আল্লাহই সাহায্যকারী।

তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কূপের ধারে খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী ﷺ-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব رحمه الله বলেছেন, আমি এর দ্বারা তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।[৫৭৯]

ফায়দা

- যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা করা বৈধ রয়েছে।
- আবু বকর, ওমর ও উসমান رضي الله عنهم-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তারা জান্নাতী। এতে আবু মূসা رضي الله عنه-এর মর্যাদাও বর্ণিত হয়েছে।
- উসমান رضي الله عنه যে অবস্থার শিকার হয়েছেন এমন পরিস্থিতিতে والله الْمُسْتَعَان বলা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়।
- এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিযার বিবরণ রয়েছে। যেহেতু তিনি উসমান رضي الله عنه-এর ফিতনার শিকার হওয়ার আগাম সংবাদ প্রদান করেছেন এবং তারা তিনজন ঈমান ও হিদায়াতের ওপর বিদ্যমান থাকবেন।

জান্নাতের সুসংবাদ দান

এক হাদিসে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি আশারা মুবাশ্‌শারাহ বিল জান্নাহ নামে সমধিক খ্যাত। নবীজি ﷺ বলেছেন,

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ.

৫৭৯. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৭৪।

'আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, ত্বালহা জান্নাতী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতী, সাদ জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী ও সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী।'[৫৮০]

অন্যত্র বলেন,

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

হাসান ও হুসাইন ﷺ প্রত্যেকেই জান্নাতী যুবকদের সরদার।[৫৮১]

অপর এক হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন,

أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ.

আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। তখন (সেখানে) আমি আবু তালহার সহধর্মিণীকে দেখতে পেলাম। তারপর আমার সম্মুখে পদধ্বনি শুনতে পেলাম, লক্ষ্য করে দেখি তিনি বেলাল।[৫৮২]

রাসূলের যবানিতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবির সংখ্যা অনেক। এখানে সকলের নাম উল্লেখ করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

فِدًى لِصَحَابَةِ الْمُخْتَارِ نَفْسِيْ + وَإِنَّ أَحِبَّتِيْ لَهُمْ فِدَاءُ.

نُوَقِّرُهُمْ ، وَنَتْبَعُهُمْ وَفَاءً + وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ عُرِفَ الْوَفَاءُ.

يَحْشُرُهُمْ مَنْء يُحِبُّ الْقَوْمَ مَعَهُمْ + وَلَوْ مَنْ بَعْدِ عَصْرِ الْقَوْمِ جَاءُوْا.

لَقَدْ صَحِبُوْا النَّبِيَّ وَتَابَعُوْه + فَكَانَ لَهُمْ بِصُحْبَتِهِ الْعَلَاءُ.

وَقَدَّرهُمْ رَسُوْلُ اللهِ حَتَّى + أَشَادَ بِهِمْ ، وقَدْ طَابَ الثَّنَاءُ.

وَأَعْلَنَ حُبهُمْ، والحُبُّ يَبْدُو + فَمَا فِيْ قَدْرِهِمْ فِيْنَا خَفَاءُ.

---

৫৮০. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৪৬৪৯, সুনানে তিরমিযি, হা : ৩৭৪৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ১৩৪. সায়িদ ইবনে যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণিত।

৫৮১. সুনান তিরমিযি, হা : ৩৭৬৮, আবু সায়িদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত।

৫৮২. সহিহ বুখারী : হা : ৩৬৭৯, সহিহ মুসলিম : হা : ৬২১৫, জাবের বিন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত।

وَلَا يَرْضَى بِذِكْرِهِمْ بِسُوْءٍ + فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ لَهُمْ أَسَاءُوا.

وَيغْضِيْ عَنْهُمْ مَا لَيْسَ يَغْضِيْ + لِغَيْرِهِمْ لَهُ بِهِمْ اعْتِنَاءُ.

وَقَدْ كَانُوْا سَوَاعِدُه اعْتِمَادًا + لَهُمْ فِيْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مَضَاءُ.

يُشَاوِرُهُمْ، يَقْبَلُ مَا أَشَارُوْا + وَآرَاءُ الْحَكِيْمِ لَهُ سَنَاءُ.

بِرَقَّتِه مَشَاعِرُهُمْ يَرَاعِيْ + فَرَحْمَتُه لِخَاطِرِهِمْ دَوَاءُ.

وَإِنْ غَابُوْا تَفَقَّدَ غَائِبَهُمْ + فَمَا مِنْ أَخْلَاقِهِ يَوْمًا جَفَاءُ.

وَيَرْعى أَهْلَ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنْهُمْ + كَذَلِكُمْ الْمَحَبَّةُ وَ الوَفَاءُ.

لَمَوْتِهِمْ بَكَى حُزْنًا عَلَيْهِمْ + لِيَهْنَهُمْ التَّرَحُّمُ وَالدُّعَاءُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত। আমার প্রিয়জনরাও তাদের জন্য উৎসর্গিত।

আমরা তাদেরকে সম্মান করি। ওয়াফাদারির জন্য আমরা তাদের অনুসরণ করি। তাদের চরিত্র থেকেই ওয়াফাদারির সবক হাসিল করি।

যারা তাদেরকে মহব্বত করেছে তারা তাদের সাথে হাশর ময়দানে উঠবে যদিও তারা তাদের যুগের পর পৃথিবীতে এসেছে।

তারা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগ দিয়েছেন, তার অনুসরণ করেছেন। তার সহচর্যের কারণে তাদের সম্মান অর্জিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্মান দিয়েছেন। এমনকি তাদের প্রশংসা করেছেন। তার প্রশংসা অবশ্যই মনঃপুত হয়েছে।

তাদের প্রতি ভালবাসার ঘোষণা দিয়েছেন। ভালবাসা প্রকাশ্য। আমাদের মাঝে তাদের সম্মানের ক্ষেত্রে কোন গোপনীয়তা নেই। দেরকে মন্দভাবে আলোচনা করবে এটা তিনি পছন্দ করতেন না। সুতরাং যারা তাদের ব্যাপারে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করেছে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

তাদের অনেক আচরণ এড়িয়ে যেতেন যা অন্যদের ক্ষেত্রে করতেন না। তাদের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল।

তারা ছিল তার সাহায্যকারী তাদের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর করা হত।

তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তারা যা পরামর্শ দিতেন তা গ্রহণ করতেন। বিজ্ঞ ব্যক্তির মতামতে আলোর ঝলকানী রয়েছে।

তার স্নেহ-মমতায় তারা তাদের অনুভূতিকে প্রতিপালন করতেন। তাদের অন্তরের জন্য তার দয়া ছিল ঔষধতুল্য।

তারা যদি অনুপুস্থিত থাকতেন তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির খবর নিতেন। তাঁর চরিত্রের মাঝে কোনওদিনই রুক্ষতা দেখা যায়নি।

তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। ভালবাসা ও ওয়াফাদারি এমনই ছিল ।

তাদের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে কেঁদেছেন। তার দয়া ও দু'আ তাদেরকে সহজ করুক।



দশম পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الْخَدَمِ وَالْإِمَاءِ

খাদেম ও দাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাস-দাসী, খাদেম ও পরিচারকের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের সুন্দর ও উত্তম চরিত্রের স্বীকৃতি দেয়া, উম্মতকে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবীজির আদর্শ অতুলনীয়।

খাদেম ও দাসদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করত তাদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরন ছিল পুত্রের সাথে স্নেহপরায়ন পিতার আচরণের মতই। ভাইয়ের সাথে মমতাময় ভাইয়ের আচরণের অনুরূপ। তিনি কে স্বেচ্ছাশ্রম দিল, আর কে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দিল, আর কে দাসত্বের কারণে শ্রম দিল এর মাঝে কোনও তফাৎ করতেন না। যার কারণে যয়েদ বিন হারেসা رضي الله عنه নিজের পিতা-মাতা, স্বজন-পরিজনের তুলনায় রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

সিয়ার প্রণেতাগণ বলেন, যায়েদ বিন হারেসা رضي الله عنه- এর মাতা সু'দা বিনতে ছালাবা পুত্র যায়েদকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদল অশ্বারোহী বনু মাআন গোত্রের ওপর আক্রমণ করে। তারা

শিশু যায়েদকে বন্দি করে নিয়ে যায়। এরপর উকাজের বাজারে এনে তাকে বিক্রির জন্য উপস্থাপন করে। তখন হাকিম বিন হিযাম তাকে তার ফুফু খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের জন্য চারশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাদিজা ؓ-কে বিয়ে করলেন, তখন খাদিজা ؓ তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপঢৌকন হিসেবে দান করলেন।

তার পিতা হারেসা বিন শারাহিল তাকে হারিয়ে বিভিন্ন স্থানে তালাশ করতেন আর বলতেন,

بكيت على زيد ولم ادر ما فعل + أحيّ فيُرجى؟ أم أتى دونه الأجل

فوالله ما أدري، وإني لسائل + أغالك بعدي السهل؟ أم غالك الجبل

আমি কাঁদছি যায়েদের বিরহে, অথচ জানি না সে আছে কেমন?
সে কি জীবিত? যাতে আমি আশায় বুক বাঁধব?
নাকি তার মৃত্যু হয়েছে?
আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, তবে জানতে চাই, সমতল ভূমি তোমাকে ধ্বংস করেছে নাকি সুউচ্চ পাহাড়?

ইতিমধ্যে বনু কালব গোত্রের কিছু লোক হজ আদায় করল। তখন তারা যায়েদ ؓ-কে দেখতে পেয়ে চিনতে পারল। তিনিও তাদেরকে চিনতে পেরে বললেন, এ কবিতা পংক্তিটি আমার পরিবারকে পৌঁছে দিবে।

أَحِنُّ إلى أَهْلِيْ وَإِنْ كُنْتُ نَائِيًا + فَإِنِّيْ قَطِيْنُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ

فَكَفُّوْا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِيْ قَدْ شَجَاكُمْ + وَلا تَعْمَلُوْا فِيْ الأَرْضِ نَصَّ الأَبَاعِرِ

আমি আমার পরিবারের প্রতি আগ্রহ অনুভব করি, যদিও আমি অনেক দূরে। আমি মাশআরের কাছে বাইতুল্লাহর অধিবাসী।

যে ভালবাসা তোমাদেরকে আনন্দিত করে তা তারা পূর্ণ করেছে। তোমরা জমিনে উটের দাগ তৈরী করো না।

তারা চলে গেল এবং তার পিতাকে জানাল। তারা তাকে তার অবস্থানের বিবরণ দিল। তখন হারেসা ও তার ভাই কাব মক্কায় আসল। তারা উভয়ে নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞেস করল। তখন তাদেরকে বলা হল তিনি মসজিদে আছেন। তখন তারা উভয়ে নবীজির সাথে সাক্ষাত করে বললো,

হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র! হে আপন কওমের সরদার-পুত্র! আপনারা হারামের অধিবাসী। আপনারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে মুক্তি দান করেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান করেন। আমরা আমাদের সন্তানের বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তার মুক্তিপণের ক্ষেত্রে উত্তম ফায়সালা করুন।

তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?

তারা বলল, সেটা কী?

যায়েদকে ডাকুন। তাকে ইখতিয়ার দিব। সে যদি আপনাদেরকে গ্রহণ করে তবে বিনা মুক্তিপণেই সে আপনাদের। আর সে যদি আমাকে গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এমন লোক নই, যে আমাকে চায় আমি তার বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করব।

তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতি কেবল ইনসাফই করেননি বরং তার চেয়ে বেশি করেছেন।

এরপর নবীজি ﷺ যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ আসার পর নবীজি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এদেরকে চেন?

যায়েদ رضي الله عنه বললেন, জ্বি হ্যাঁ, ইনি আমার পিতা হারেসা বিন শারাহিল, আর ইনি আমার চাচা কাব বিন শারাহিল।

তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে এখতিয়ার দিলাম, তুমি চাইলে তাদের সাথে যেতে পার, আর চাইলে আমার সাথে থাকতে পার।

তিনি বললেন, বরং আমি আপনার সাথে থাকব।

তখন তার পিতা তাকে বলল, তুমি তোমার দেশ, তোমার সম্প্রদায়, তোমার পিতা-মাতা ও স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে দাসত্ব গ্রহণ করে নিচ্ছ?

তখন তিনি বললেন, এ লোকটির মাঝে এমন কিছু বিষয় আমি দেখেছি যা ছেড়ে আমি কখনও যেতে পারি না।

তখন নবীজি ﷺ যায়েদের হাত ধরে কাবার চত্বরে এলেন যেখানে কুরাইশরা সমবেত ছিল। নবীজি ﷺ ঘোষণা করলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, যায়েদ আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে আমিও তার উত্তরধিকারী হব।

তার পিতা খুশি হল। তখন থেকে তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকা হত। অবশেষে কুরআনুল কারিমের আয়াত–

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ' অবতীর্ণ হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেম ও গোলামদের সাথে কেমন আচরণ করলেন যে, তারা তাকে এ পরিমাণ ভালবাসল, নিজের পরিবার পরিজনের পরিবর্তে তার সাথে থেকে যাওয়াকে প্রাধান্য দিল?

খাদেম বা দাসীর সাথে অকৃত্রিমতা

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন, মদিনাবাসীদের কোনও এক দাসীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেদিকে চাইত নিয়ে যেত।[৫৮৩]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মদিনার কোনও দাসী নিজ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে তাঁকে মদিনার কোনও স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না।[৫৮৪]

ইবনে হাজার আসকালানী রহঃ বলেন, হাদিসে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার যে কথা উল্লেখ রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ ব্যবহার। এমনকি কোনও দাসী যদি মদিনার বাইরে তার কোন প্রয়োজন দেখা দিত আর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইত তবে নবীজি ﷺ তার সাহায্যের জন্য মদিনার বাইরে পর্যন্ত চলে যেতেন। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চূড়ান্ত বিনয় ও সব ধরণের অহংকার থেকে মুক্ত থাকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৫৮৫]

ফায়দা : এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে নারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরেছেন। অথচ অন্য হাদিসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও নারীর হাত স্পর্শ করেননি। তবে এ দু'হাদিসের মধ্যে সামাঞ্জস্য বিধান কীভাবে হতে পারে?

---

৫৮৩. মুসনাদে আহমদ, হা : ১১৫৩০, সহিহ বুখারী : হাদিস নং ৬০৭২, তা'লিক হিসেবে।
৫৮৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ১২৩৬৯, সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ৪১৭৭, আলবানি সহিহ বলেছেন [মুখতাসারুশ শামায়েল-২৮৫]
৫৮৫. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।

উলামায়ে কেরাম এর অনেকগুলো উত্তর দিয়েছেন, এর মধ্যে কয়েকটি হল-

- ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানে হাত ধরা বলতে বাস্তবিক হাত ধরা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল ওই দাসীর আহবানে সাড়া দেয়া, এটি বিনয়। তার অনুগমন করা।[৫৮৬]
- দাসীরা সাধারণ নারীর হুকুমে নয়। কারণ দাসীদেরকে বেচা-কেনা করা হয়। এ কারণে দাসীদের জন্য বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করার বিধান নেই।
- হতে পারে দাসীটি ছোট ছিল। এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি।[৫৮৭]
- ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর মতে বর্ণনাটি উপরোক্ত তিনটি সম্ভাবনাই রাখে।

খাদেমের সাথে খাওয়া : উম্মতকে উৎসাহিতকরণ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُه بِطَعَامِه فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْه مَعَه فَلْيُنَاوِلْه أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّه وَلِيَ حَرَّه وَعِلاَجَهُ.

তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে যদি সাথে না বসায় তাহলে সে যেন তাকে এক লুক্‌মা বা দু'লুক্‌মা খাবার দেয়, কেননা সে তার গরম ও কষ্ট সহ্য করেছে।[৫৮৮]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ.

যখন তোমাদের কোনও গোলাম খাদ্য তৈরী করে তার মনিবের কাছে নিয়ে আসে যাতে তার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করেছে, তখন তার উচিত হবে তাকে কাছে বসিয়ে তা থেকে কিছু খাবার প্রদান করা। আর যদি খাবারের পরিমাণ অতি অল্প হয়, তবে সে যেন তার হাতে অন্ততঃ এক লোকমা অথবা দু'লোকমা খাবার প্রদান করে।[৫৮৯]

---

৫৮৬. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।
৫৮৭. শায়খ আবদুল আযিয আর রাজেহি, ইসলাম ওয়েব।
৫৮৮. সহিহ বুখারী : হা : ৫৪৬০, সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৬৩।
৫৮৯. সহিহ মুসলিম : হা : ৪২০৯।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, এ হাদিসে উত্তম চরিত্রের ওপর অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, খাবারের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা প্রদর্শনের ওপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি খাবার নিয়ে আসল বা প্রস্তুত করল তার বিষয়ে। কারণ সে রান্না করতে গিয়ে এর আগুনের তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে। এর সাথে তার মন লেগে আছে। সে এর ঘ্রাণ পেয়েছে।[৫৯০]

দাস-দাসীর খাবার ও পরিধানে সমতা বিধান

মা'রুর বিন সুওয়াইদ বর্ণনা করেন, আমি একবার রাবাযা[৫৯১] নামক স্থানে আবু যর ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তখন তার পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তার ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একবার আমি জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম।[৫৯২] তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

'আবু যার! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়।

---

৫৯০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১১/১৩৫

৫৯১. হিজাযের পথে যাতু ইরকের কাছাকাছি তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত মদিনার একটি গ্রাম। (মুজামুল বুলদান: ৩/২৪)

৫৯২. সহিহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে [৬০৫০] وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا তার মা ছিল জনৈকা অনারব মহিলা। আমি তার মা তুলে গালি দিলাম। বায়হাকির বর্ণনায় রয়েছে, قُلْتُ لَه يا ابْنَ السَّوْدَاء "হে কৃষ্ণমহিলার ছেলে"। বলা হয় এখানে উল্লিখিত ব্যক্তিটি ছিলেন বেলাল ﷺ।

তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে।[৫৯৩]

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ খাওল বলা হয় খাদেম বা দাস-দাসী। দাস-দাসীকে এ নামে বলার কারণ হল, যেহেতু তারা বিভিন্ন কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

এখানে إِخْوَانُكُمْ শব্দের পূর্বে خَوَلُكُمْ শব্দটি উল্লেখ করার মধ্যে তাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ অর্থাৎ তোমরা যে ধরণের বা যে মানের খাবার খাবে তাদেরকেও সে ধরণের ও মানের খাবার খাওয়াবে।[৫৯৪]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, মনিব যে ধরণের খাবার খাবে, যে ধরণের কাপড় পরিধান করবে অনুরূপ খাবার ও পোশাক দাস-দাসীর জন্য প্রদান করার নির্দেশটি ওয়াজিব নির্দেশ নয়, বরং এটি মুস্তাহাব পর্যায়ের নির্দেশ। এটি মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

আবু যর গিফারি رضي الله عنه কর্তৃক নিজ গোলামকে নিজের অনুরূপ কাপড় পরিধান করানো মুস্তাহাবের ওপর আমল করার প্রমাণ বহন করে। তবে মনিবের ওপর ওয়াজিব হল, দাস-দাসীর জন্য ন্যায় সংগত পন্থায় তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা করা। হতে পারে সেটি মনিবের খোরপোশের মানের কিংবা তার চেয়ে উন্নত অথবা নিম্নমানের। এটি নির্ভর করবে ব্যক্তি ও পরিবেশের ওপর।

এমনকি মনিব যদি কৃপণ হয়, সাধারণ নিয়মের চেয়ে অধিক বেশি ব্যয় কুণ্ঠ হয়, দুনিয়া বিমুখতার কারণে কিংবা কৃপণতার কারণে তবে তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার দাস-দাসীর ওপরও তা চাপিয়ে দিবে। হ্যাঁ খাদেম বা গোলাম যদি তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয় তবে ভিন্ন কথা।[৫৯৫]

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ এমন কোন কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দিওনা যা তারা করতে অক্ষম। কাজটি কঠিন কিংবা বিশাল হওয়ার কারণে।

---

৫৯৩. সহিহ বুখারী : হা : ৩০, সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৬১।

৫৯৪. ফাতহুল বারি: ৫/১৭৪।

৫৯৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১১/১৩৩।

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ অর্থাৎ, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীকে এমন কাজের দায়িত্ব দেয়া যা তার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, যদি সে একাই সেটি সম্পন্ন করতে পারে তবে ভাল, নতুবা তাকে অন্যের মাধ্যমে কাজে সহায়তা করা ।[৫৯৬]

হাদিসের শিক্ষা

- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় দাস-দাসীকেও গালি দেয়া নিষেধ । তাদের পিতা-মাতা নিয়ে তাদেরকে মন্দ বলাও নিষেধ ।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, পিতা-মাতার দোষক্রটি উল্লেখ করে তাদেরকে হেয় করা নিষেধ এবং এটি জাহেলি যুগের আচরণ ।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় মুসলমানের মধ্যে জাহেলি সমাজের কোনও চরিত্র থাকা শোভনীয় নয় ।
- এ হাদিসে দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর প্রতি অনুগ্রহ করা, তাদের প্রতি সদয় আচরণ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে । এখানে দাস-দাসীর পর্যায়ে যারা রয়েছে, যেমন চাকর-চাকরানী, দিনমজুর সকলেই এ হাদিসের আওতায় রয়েছে ।
- এ হাদিসে মুসলমানের ওপর বড়াই করা, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা নিষেধ করা হয়েছে ।
- এ হাদিসে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি যত্নশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহ রয়েছে ।
- এ হাদিসে গোলামদেরকেও ভাই বলে সম্বোধন করার বৈধতা প্রমাণ রয়েছে ।[৫৯৭]

সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে না দেয়া

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

দাসদাসীকে ঠিকমত খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে । তার দ্বারা এমন কোনও কাজ নেয়া যবে না, যা ক্ষমতা বহির্ভূত (অর্থাৎ তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ সে করবে, সাধ্যাতীত কাজ দেয়া বৈধ নয়) ।[৫৯৮]

---

৫৯৬. ফাতহুল বারি: ৫/১৭৫ ।
৫৯৭. ফাতহুল বারি: ৫/১৭৫, শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১১/১৩৩ ।

ইমাম নববি রহ. বলেন, সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয়, যদি দেয় তবে তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হল নিজে বা অন্যের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করা।[৫৯৯]

অমুসলিম হলেও অসুস্থকে দেখতে যাওয়া

আনাস রা. বলেন, এক ইয়াহূদি বালক নবী ﷺ-এর খেদমত করত, সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, সে তার নিকটেই ছিল, পিতা তাকে বলল, আবুল কাসেম -নবী ﷺ-এর কুনিয়াত-এর কথা মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ﷺ সেখান হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ।

যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।[৬০০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেমদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা, তাদের হাত ধরে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন ।

জানাযায় শরিক হতে না পারলে,
পরে তা আদায় ও দু'আ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদে নববিতে ঝাড়ু দিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে না দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সাহাবিগণ বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? সাহাবিগণ যেন তার ব্যাপারে তেমন কোনও গুরুত্ব দেননি। তিনি বললেন, আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারা কবরটি দেখিয়ে দিলেন।

---

৫৯৮. সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৬২।
৫৯৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১১/১৩৩।
৬০০. সহিহ বুখারী : হা : ১৩৫৬।

এরপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

'এ কবরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তায়ালা আমার সালাত তথা জানাযা পেশ করার কারণে তাদের কবরগুলোকে আলোকোজ্জ্বল করে দেন।'[৬০১]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার সাহাবিগণকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকবির দিয়ে নামায পড়লেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। লোকেরাও তার পেছনে দাঁড়িয়ে (নামাযে অংশগ্রহণ করল)। এরপর তিনি ফিরে আসলেন।[৬০২]

মসজিদ ঝাড়ু দিত এমন একজন নারীর অবস্থা জানতেও এ মহান নবী বিরত থাকেননি। কত মহান এ নবী! কত চমৎকার তার আচরণ?

হাদিসের শিক্ষা :

- এ হাদিসে নবীজি ﷺ-এর উম্মতের প্রতি বিনয়-নম্রতা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের হক আদায় করা, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কল্যাণকর কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার বিবরণ রয়েছে।
- এ হাদিসে মসজিদ ঝাড়ু দেয়া ও পরিচ্ছন্ন করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।
- এ হাদিসে বন্ধু বা খাদেম অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার বিবরণ রয়েছে।
- দু'আর মাধ্যমে তার বিনিময় দেয়ার বিষয়টিও এতে বর্ণিত হয়েছে।
- ভাল ও নেক মানুষের জানাযায় উপস্থিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।
- উপস্থিত মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর জানাযা পড়া মুস্তাহাব, যদি জানাযা না পড়ে থাকে।
- মৃত্যু সংবাদ দেয়ার বিবরণ রয়েছে।[৬০৩]

---

৬০১. সহিহ মুসলিম : হা : ৯৫৬।

৬০২. সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৫৩৩, আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সহিহ সুনান ইবনে মাজাহ-১২৪৪]

৬০৩. ফাতহুল বারি : ১/৫৫৩, শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম :.৭/২৫।

খাদেমদের জন্য দু'আ

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন সেখানে শুধু আমি, আমার মা এবং আমার খালা উম্মে হারাম ছিলেন। তিনি [আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,] ওঠো, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করব। তখন কোনও ফরয নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। তিনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। জনৈক ব্যক্তি (হাদিস বর্ণনাকারী) সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আনাসকে তার কোন পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন? তিনি (সাবিত) বললেন, তিনি তাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন। এরপর তিনি আমাদের পরিবারের সবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সব রকম কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আমার মাতা তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ ক্ষুদ্র খাদেমের (আনাসের) জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি আমার জন্য সব রকমের কল্যাণের দু'আ করলেন। দু'আর শেষভাগে তিনি যা বললেন তা হলো :

«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».

'হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং এতে তাকে বারাকাত দান করো।'

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন, আমি আনসারগণের মধ্যে অধিক সম্পদশালীদের একজন এবং আমার কন্যা উমায়না আমাকে জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ বসরায় আসার পূর্ব পর্যন্ত আমার নিজের একশত বিশজনের অধিক সন্তান মারা গেছে।[৬০৪]

খাদেমদের তত্ত্ব-তালাশ : প্রয়োজনের খোঁজ খবর

বনু মাখযুম গোত্রের গোলাম যিয়াদ বিন আবি যিয়াদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন পুরুষ কিংবা নারী খাদেম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেমদেরকে যা বলতেন তার মধ্যে রয়েছে, أَلَكَ حَاجَةٌ؟ তোমার কি কোনও প্রয়োজন আছে?।[৬০৫]

---

৬০৪. সহিহ বুখারী : হা : ১৯৮২, সহিহ মুসলিম : হা : ৬৬০।

৬০৫. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৫৬৪৬।

চাওয়ার আদেশ : দেওয়ার ইচ্ছে

রাবিআহ ইবনে কাব আল-আসলামি ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তার ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন, কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন,

«فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»

'তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদা করে তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।'[৬০৬]

রাবিআহ ﷺ থেকে অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতাম। এশার নামায আদায় করা পর্যন্ত সমগ্র দিন তার প্রয়োজন পূরণে প্রস্তুত থাকতাম। অবশেষে তিনি গৃহে প্রবেশ করলে তার গৃহের দরজায় বসে থাকতাম। মনে মনে বলতাম হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু বরাবর আমি শুনতে পেতাম তিনি বলছেন,

سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

অবশেষে একসময় আমার বিরক্তি এসে যেত আমি ফিরে যেতাম, অথবা আমার ঘুম চাপত আর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

তিনি বলেন, তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ ও তাঁর খেদমতে আমার নিয়োজিত থাকা দেখে একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রাবিআহ! আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দিব।'

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছুটা ভেবে তারপর আপনাকে জানাব।

তিনি বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং এতে আমার জন্য এতটুকু রিযিক রয়েছে যা আমার জন্য যথেষ্ঠ এবং তা আমার কাছে আসবেই। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার আখেরাতের জন্য দুআ করবেন। কেননা, আল্লাহর কাছে তাঁর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

---

৬০৬. সহিহ মুসলিম : হা : ৪৮৯।

তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন; 'রাবিআ! কী করেছ?

আমি বললাম, জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আপনার রবের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রেহাই দান করেন।

তিনি বললেন, হে রাবিআ! তোমাকে এটা কে নির্দেশ দিয়েছে?

তিনি বলেন, আমি বললাম, কেউ না! ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! কেউ আমাকে তার নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু আপনি যখন বললেন, 'আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব' আর আল্লাহর কাছে আপনার বিশেষ একটি অবস্থানও রয়েছে, তখন আমি আমার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলাম। এতে বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল এবং এতে আমার জন্য রিযিক নির্ধারিত আছে যা আমার কাছে আসবেই। তখন আমি বললাম যে, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার আখেরাতের জন্য কিছু চাবো।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন, এরপর বললেন,

إِنِّيْ فَاعِلٌ، فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

'নিশ্চয়ই আমি তা করব, তবে তোমার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাজদার আধিক্যের মাধ্যমে সহায়তা কর।'[৬০৭]

কাজ শেষ : পারিশ্রমিক শোধ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

'শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরি দাও।'[৬০৮]

أَعْطُوا الأَجِيرَ : অর্থাৎ কাজ শেষ করার সাথে সাথে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া, বিলম্ব না করা।

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ : অর্থাৎ ওই কাজ সম্পাদনের কারণে যে ঘাম নির্গত হয়েছে, তা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে।

---

৬০৭. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৬১৪৩, আলবানি رحمه الله হাসান বলেছেন [ইরওয়া-২/২০৯]

৬০৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ২৪৪৩।

শ্রমিকের প্রতি যুল্‌মে নিষেধাজ্ঞা, পারিশ্রমিকে সতর্কতা

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোনও মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।[৬০৯]

ইবনুত তিন ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা তো সকল যালেমের বিরুদ্ধে বাদী হবেন। তবে এ তিনজনের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করার জন্য এভাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ : অর্থাৎ কোনও অঙ্গীকার করল এবং সে অঙ্গীকারের ওপর আল্লাহর নামে কসম খেল এরপর সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ এটি কোনও স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করারই নামান্তর। কেননা সে কোনোরূপ বিনিময় ছাড়াই তার পূর্ণ উপকার ভোগ করেছে যেন সে তা ভক্ষণ করেছে, এবং সে কোনও রূপ পারিশ্রমিক ছাড়া তার থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যেন সে তাকে দাসে পরিণত করেছে।[৬১০]

দাস-দাসী ও খাদেমদের কিসাস নিয়ে সতর্কতা

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সম্মুখে বসে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কয়েকটি গোলাম আছে। আমার নিকট এরা মিথ্যা কথা বলে, আমার সম্পদে ক্ষতি সাধন (খেয়ানত) করে এবং আমার অবাধ্য হয়। এ কারণে তাদেরকে আমি বকাঝকা ও মারধর করি। তাদের সাথে এমন ব্যবহারে আমার অবস্থা কী হবে? তিনি বললেন,

---

৬০৯. সহিহ বুখারী : হা : ২২২৭।

৬১০. ফাতহুল বারি : ৬/৩৪৯।

يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ.

'তারা যে তোমার সাথে খেয়ানত করে, তোমার অবাধ্য হয় এবং তোমার নিকট মিথ্যা বলে, আর এ কারণে তাদের সাথে তুমি যেমন আচরণ কর, এ সবেরই হিসাব-নিকাশ হবে। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয় তবে ঠিক আছে। তোমারও কোনও অসুবিধা হবে না তাদেরও কোন অসুবিধা হবে না। যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তোমার জন্য অতিরিক্ত (সাওয়াব) রয়ে গেল। তোমার প্রদত্ত শাস্তি যদি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত অংশের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে লোকটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আলাদা হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলার কিতাবে তুমি কি এ কথা পড় না :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.

'আমরা কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। সুতরাং কোন লোকের ওপর কোন যুলুম করা হবে না। কারো বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম থাকলে আমরা তাও হাযির করব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট'।[৬১১]

লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! তাদের মাঝে এবং আমার মাঝে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আমার ও তাদের কল্যাণের আর কোন পথ দেখছি না। আপনাকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি, তাদের সবাই এখন হতে মুক্ত।[৬১২]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

---

৬১১. সূরা আম্বিয়া : ৪৭।

৬১২. সুনান তিরমিযি, হা : ৩১৬৫।

'কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল। অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে। কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনি হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।[৬১৩]

ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ﵄ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিছু কাজের লোক রয়েছে তারা অন্যায় করে, যুলুম করে। আমি কি তাদেরকে প্রহার করব?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা কাজের লোককে প্রতিদিন কতবার মাফ করব? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন,

"اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

প্রতিদিন তাকে সত্তর বার মাফ করে দাও।[৬১৪]

'তিনি চুপ থাকলেন' অর্থাৎ তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। এ উত্তর না দেয়ার কারণ সম্ভবত তিনি ওহির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অথবা হতে পারে, প্রশ্নটি তিনি অপছন্দ করেছেন তাই উত্তর দেননি। কেননা, তাদেরকে সর্বদা সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেয়া মুস্তাহাব। এতে সংখ্যা নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

'প্রতিদিন তাকে সত্তর বার মাফ করে দাও' এর দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যা 'সত্তর' উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল আধিক্য।[৬১৫]

আহবানে কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ

দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ-মমতা এতটুকু পর্যায়ে পৌছেছে যে, তিনি তাদেরকে 'গোলাম, বাঁদী' ইত্যাদি শব্দে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এর পরিবর্তে কোমল ও দরদমাখা শব্দ বলে দিয়েছেন। সে শব্দ হল 'ফাতাইয়া-ফাতাতি' আমার 'সেবক-সেবিকা'।

---

৬১৩. সহিহ বুখারী : হা : ৬৮৫৮।

৬১৪. সুনানে আবু দাউদ, হা : ৫১৬৪।

৬১৫. তুহফাতুল আহওয়াযি : ৬/৬৯।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي . كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلاَمِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي.

'তোমাদের কেউ যেন আমার 'আব্দ ও আমাত' তথা আমার বান্দা, আমার বান্দি' না বলে। কারণ তোমাদের সকল পুরুষই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই আল্লাহর বান্দি। সুতরাং বলবে, গোলামি, ওয়া জারিয়াতি, ওয়া ফাতাইয়া, ওয়া ফাতাতি' অর্থাৎ আমার সেবক, আমার সেবিকা।'[৬১৬]

মনিবের জন্য তার দাস-দাসীকে 'আমার দাস বা আমার দাসী' ইত্যাদি শব্দে ডাকাকে অপছন্দ করেছেন। বরং সে বলবে, 'গুলামি-জারিয়াতি' বা 'ফাতাইয়া ও ফাতাতি'। কারণ দাসত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। এতে মাখলুকের জন্য শোভনীয় নয় এমন জিনিস নিজের জন্য ব্যবহার করার মধ্যে এক ধরণের অহংকার রয়েছে।

খাদেমদের কাজে দেরী : রাগ বা ভর্ৎসনা নেই

আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদা তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার আদেশ করলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি যাব না; কিন্তু আমার মনে এ বিশ্বাস ছিল, যে কাজে আমাকে নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন আমি সে কাজে যাব। এরপর আমি বের হয়ে ছেলেদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলাধূলায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ পশ্চাৎ দিকে এসে আমার ঘাড় ধরলেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি তার প্রতি দৃষ্টি দিলাম তখন তিনি হাসছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উনায়স! তুমি কী সেখানে গিয়েছিলে যেখানে তোমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি বললাম হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমি যাচ্ছি।[৬১৭]

---

৬১৬. সহিহ বুখারী : হা : ২৫৫২, সহিহ মুসলিম : হা : ২২৪৯।

৬১৭. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩১০।

খাদেমদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর আচরণ

আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মদিনায় এলেন, তখন তার কোনও খাদেম ছিল না। আবু তালহা ﷺ আমার হাত ধরে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।' এরপর সফরে ও আবাসে আমি তার খেদমত করেছি। আমার কোনও কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এরকম কেন করলে না?'[৬১৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনও কাজ বর্জন করলে, তিনি বলেননি, তুমি কেন বর্জন করলে?

দশ বছর কোনও চাট্টিখানি কথা নয়। কয়েক দিন বা মাস নয়। এটা জীবনের দীর্ঘ পরিসর। যার মধ্যে মনের কত পরিবর্তন কত ওলটপালট! কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাকে ধমক দেননি, রাগতস্বরে কথা বলেননি।

হাদিসের শিক্ষা

- এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের পূর্ণতা, তার উত্তম আচরণ, তার ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় রয়েছে।
- এ হাদিসে যা কিছু হারিয়ে ফেলেছে সে ব্যাপারে তাকে ভর্ৎসনা না করা কথা রয়েছে, কারণ প্রয়োজন হলে তাকে আবার নির্দেশ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।
- খাদেমকে ভর্ৎসনা না করার মাধ্যমে তার মনোরঞ্জন করা। এর সব কেবল মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে শরিয়তের কোনও বিষয়ে কোনওরূপ ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। কারণ এটি আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্তর্ভূক্ত।'[৬১৯]

ভুল হওয়া সত্ত্বেও সাফাই

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে যখনই কোনও নির্দেশ দিয়েছেন আমি দেরি করেছি কিংবা সেটি নষ্ট করে ফেলেছি, তিনি আমাকে সে জন্য ভর্ৎসনা করেননি।

---

৬১৮. সহিহ বুখারী : হা : ২৭৬৮।
৬১৯. ফাতহুল বারি : ১০/৪৬০, শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/৭১।

তার পরিবারের কেউ যদি আমাকে ভর্ৎসনা করত, তবে তিনি তাকে বলতেন,

دَعُوْهُ ، فَلَوْ قَدَّرَ أو قَالَ : لَوْ قَضَى أَنْ يَكُوْنَ كَانَ.

'তাকে ছেড়ে দাও। সে যদি পারত, অথবা বলেছেন, যদি এটি হওয়ার ফায়সালা থাকত তবে হয়ে যেত।'[৬২০]

মনিবের মানসিকতার সাথে সংঘাত : পরিবর্তনে নির্দেশ

আবু যর رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"مَنْ لاَءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ.

'তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা তোমাদেরকে খুশি করে তাদেরকে তোমরা যা খাও তা-ই খেতে দাও এবং তোমরা যা পরিধান করো তা-ই পরতে দাও। আর যে সকল দাস তোমাদের খুশি করে না তাদেরকে বিক্রি করো। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে শাস্তি দিও না।'[৬২১]

এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যদি কারো গাড়িচালক, কিংবা চাকর-চাকরানী এমন থাকে যার সাথে স্বভাবগত দিক থেকে মিল হচ্ছেনা তবে তার উচিত তাকে বাদ দিয়ে দেয়া। যাতে এ অমিলের কারণে যুলুম ও ক্ষতির শিকার না হয়।

খাদেমকে প্রহার না করা

আয়েশা رضي الله عنها বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনও খাদেমকে এবং কোনও মহিলাকে মারধর করেননি এবং তিনি নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি।[৬২২]

খাদেমদেরকে প্রহার করতে নিষেধাজ্ঞা

আবু মাসউদ বদরি رضي الله عنه বলেন, একদা আমি আমার ক্রীতদাসকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম। হঠাৎ আমার পেছন থেকে একটি শব্দ শোনলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রেখো! রাগের কারণে আমি শব্দটি স্পষ্ট বুঝতে

---

৬২০. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৩০০৫, আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [সহিহুল জামে-৫২৭৫]
৬২১. সুনানে আবু দাউদ, হা : ৫১৬১ আলবানি رحمه الله সহিহ বলেছেন [ইরওয়া-৭/২৩৫]
৬২২. সহিহ মুসলিম : হা : ২৩২৮।

পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি আমার কাছাকাছি এলেন তখন দেখতে পেলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তিনি বলছেন, হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো, হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি চাবুকটি আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম। এরপর তিনি বললেন,

«اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ.»

'হে আবু মাসঊদ! তুমি জেনে রেখো যে, এ গোলামের ওপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে তোমার ওপর আল্লাহ তা'আলা অধিক ক্ষমতাবান।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এরপর কখনও কোন কৃতদাসকে আমি প্রহার করবো না।[৬২৩]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.»

'সাবধান! যদি তুমি তা না করতে তাহলে অবশ্যই দোযখ তোমাকে গ্রাস করতো। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) দোযখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো।'[৬২৪]

اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى এর অর্থ হল গোলামের ওপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি।[৬২৫]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, এ হাদিসে গোলাম-বাদীর প্রতি কোমল আচরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমা ও রাগ হজম করার প্রতি নসিহত ও সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি যেরূপ নির্দেশ দেন তেমন নির্দেশ দিতে নিষেধ করেছেন।

নিজের অধিনস্ত গোলাম-বাদী, চাকর-চাকরানী, শ্রমিক-দিন মজুরদের প্রতি যুল্‌ম করা, যে প্রয়োজন ও অভাব তাদেরকে তাদের দেশ থেকে টেনে এনেছে তাদের সে প্রয়োজন পূরণের অনুগ্রহের ওপর ভিত্তি করে হাত দ্বারা কিংবা কথার মাধ্যমে তাদেরকে অপমান করা কোনও বীরত্ব বা শক্তিমত্তা

---

৬২৩. সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৫৯।
৬২৪. সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৫৯।
৬২৫. আউনুল মাবুদ: ১৪/৪৭।

কিংবা বদান্য নয়। আপনার ক্ষমতা যদি আপনাকে তাদের ওপর যুল্ম করার প্রতি আহবান করে, তখন আপনি আপনার ওপর আল্লাহর ক্ষমতার কথা স্মরণ করুন।

বর্তমান সময়ে সমাজ সেবক-সেবিকা, শ্রমিক ও দিনমজুরদের সাথে যুল্ম ও অপমানজনক আচরণের চিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ। এমন অসংখ্য চিত্র সমাজে বিরাজ করছে যা ইনসাফ ও ন্যায় থেকে যোজন যোজন দূরে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বীরত্ব ও বাহাদুরী সত্ত্বেও কাউকে অপমান করেননি, সংগত কারণ ছাড়া কাউকে প্রহার করেননি। নিজের অধিনস্ত দুর্বলদের প্রতি যেমন স্ত্রী ও খাদেমদের প্রতি নিজের ক্ষমতা ফলাননি।

দাস-দাসীকে প্রহার : কাফফারা তাকে আযাদ করে দেয়া

যাজান আবু ওমর রহ. বলেন, আমি ইবনে ওমর رضي الله عنهما এর কাছে আগমন করলাম, ইতোমধ্যে তিনি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মাটি থেকে একটি কাঠি অথবা অন্য কোনও বস্তু নিয়ে বললেন, তাকে আযাদ করার মধ্যে তার সমতুল্য পূণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

«مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.»

যে ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফ্ফারা হল তাকে মুক্ত করে দেয়া।[৬২৬]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ হাদিসে গোলাম-বাঁদীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, তাদের কষ্ট দূর করে দেয়ার বিবরণ রয়েছে।

তবে ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কেবল প্রহার করার কারণে তাকে আযাদ করে দেয়া ওয়াজিব নয়। এটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। কেবল এ আশায় যে এর মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ হবে, তার ওপর থেকে যুল্মের গুনাহের শাস্তি অপসারিত হবে।[৬২৭]

---

৬২৬. সহিহ মুসলিম : হা : ৪৯১০।

৬২৭. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১১/১২৭।

মুআবিয়া ইবনে সুওয়াইদ ﷺ বলেন যে, একদা আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি পালিয়ে গেলাম এবং যোহরের নামাযের আগে ফিরে এলাম। আমি আমার পিতার পেছনে নামায আদায় করলাম। তিনি তাকে এবং আমাকে ডাকলেন। গোলামকে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে বদলা নাও। অবশেষে সে ক্ষমা করে দিল। এরপর তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কালে বনী মুকাররিন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি গোলাম ছিল। একদা আমাদের কোনও একজন তাকে চপেটাঘাত করল এবং এ সংবাদ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছুল। তখন তিনি বললেন, أَعْتِقُوهَا তাকে আযাদ করে দাও। তারা বলল, সে ব্যতীত তাদের কোনও খাদেম নেই। তখন তিনি বললেন,

فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا.

'তোমরা তার কাছ হতে সেবা গ্রহণ করতে থাক, যখনই তার প্রয়োজন মিটে যাবে তখনই তোমরা তাকে মুক্ত করে দিবে।'[৬২৮]

'তুমি তার কাছ থেকে বদলা নাও' কথাটি প্রহৃত গোলামের মনতুষ্টির জন্য বলা হয়েছে। নতুবা গোলামকে চপেটাঘাত ইত্যাদির কারণে কেসাস ওয়াজিব হয় না। এখানে কেবল 'তাযির' ওয়াজিব হয়। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ দেখালেন এবং তাকে কেসাস গ্রহনের সুযোগ করে দিলেন।

এ হাদিসে গোলাম-বাঁদীদের প্রতি কোমল আচরণ করা, তাদের জন্য বিনয় ব্যবহার করার বিবরন রয়েছে।[৬২৯]

দেখুন সন্তান কীভাবে আগে থেকে জানতে পারল যে, খাদেমকে প্রহার করার কারণে কিংবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে তার পিতা এ কারণে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আর এ কারণে প্রহার করে পালিয়ে যাওয়া এবং কেবল নামাযের সময় ফিরে আসা। হতে পারে নামায তার জন্য তার পিতার কাছে সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

হিলাল ইবনে ইয়াসাফ ﷺ বলেন, এক বৃদ্ধ তার চাকরকে তড়িঘড়ি করতে গিয়ে চপেটাঘাত করল। সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন ﷺ তাকে বললেন, আপনি তার মূল্যবান চেহারা ছাড়া আর কোনও স্থান পেলেন না। আপনি আমাকে

---

৬২৮. সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৫৮

৬২৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম: ১১/১২৮

বনী মুকাররিন গোত্রের সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে সপ্তম লোক হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের একজন গোলাম ব্যতীত অন্য কোনও গোলাম ছিল না। একদা আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি তাকে চপেটাঘাত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তাকে আযাদ করে দিতে।[৬৩০]

শেষ অসিয়ত : সাবধান! নামায ও দাস-দাসী

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম মুহূর্তে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার ওসিয়ত এই ছিল যে,

الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

'নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে'।[৬৩১]

الصَّلَاةَ অর্থাৎ, নামাযকে আঁকড়ে ধর, নামাযের প্রতি গুরুত্ব দাও। নামায থেকে গাফেল থেকো না।

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ দাস-দাসীর ব্যাপারে অসিয়ত। অর্থাৎ, তাদের হক যথাযথ আদায় কর। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ কর।[৬৩২]

আলী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ উপদেশ ছিল,

«الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

'নামায, নামায এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করা।'[৬৩৩]

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ আন নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল দাস-দাসীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন, তাদের ওপর কাজের দায়িত্ব হালকা করে দেয়া। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাকাত আদায় করা। নিজের সম্পদ থেকে তা বের করে দেয়া।

তবে এটা স্পষ্ট যে এর দ্বারা মূলত দাস-দাসীই উদ্দেশ্য। তবে নামাযের সাথে দাস-দাসীর কথা একসাথে উল্লেখ করার হেকমত হল, নামায যেমন আদায়

---

৬৩০. সহিহ মুসলিম : হা : ১৬৫৮।
৬৩১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ২৬৯৭।
৬৩২. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানে ইবনে মাজাহ্ : ৩/৩৯৭।
৬৩৩. সুনানে আবু দাউদ : হা : ৫১৫৬।

করা আবশ্যক এবং বর্জন করার কোন সুযোগ নেই, তেমনি দাস-দাসীর প্রয়োজন অনুপাতে তাদের খোরপোশ দেয়া, খাবার-পোশাকের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কোন সুযোগ নেই। অনেক ওলামায়ে কেরাম এর সাথে মালিকানাধীন গবাদি পশুকেও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন।[৬৩৪]

إخوَانُنَا العُمَّالُ والخَدَمُ + والدِّيْنُ فيْمَا بَيْنَنَا رحمُ

حَوَّا وآدَمُ والِدَانِ لَنَا + وَتُقى الإله الفَضْلُ والكَرَمُ

শ্রমিক ও খাদেমগণ আমাদের ভাই।
আমাদের মাঝে দীন হল পরস্পর বন্ধন।
হাওয়া ও আদম আমাদের মাতা-পিতা।
আল্লাহর ভয় হল অনুগ্রহ ও মর্যাদা।

فِيْمَ التَّكَبُّرُ يَا أَحِبَّتَنَا + وَجَمِيْعُنا للطِّيْنِ بَعدُ نَمَوْا؟

هذَا النَّبِيُّ أَبٌ لِخَادِمِه + بتَعَطُّفِ الآبَاءِ مُتَّسِمُ

হে বন্ধু! গর্ব কিসের? আমরা সবাই তো মাটির সৃষ্টি,
তারপর বিকশিত হয়েছি।
এ নবী তার খাদেমদের জন্য পিতৃতুল্য।
পিতার স্নেহে তিনি ভাস্বর।

مُتَوَاضِعٌ، كَمْ قَدْ مَشى مَعَهُ + وَمَعًا بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ طَعِمُوا

باللُّطْفِ يَسْأَلُ عَنْ حَوَائِجِهِمْ + أَكْرِمْ بِهِ مُتَفَقِّدًا لَهُمْ

বিনয়ী। তাদের সাথে কত হেঁটেছেন,
কোনওরূপ লৌকিকতা ছাড়াই একসাথে খেয়েছেন।
স্নেহ-মমতা নিয়ে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন,
তাদেরকে না দেখে তালাশ করে তাদের প্রতি কত অনুগ্রহ করেছেন!

بِسَمَاحَةٍ تُعْطى حُقُوْقَهُمْ + أَوْصى بِهِمْ بِالْخَيْرِ أُمَّتَه

وَيَظِلُّ يَعْفُوْا عَنْ إِسَائَتِهِمْ + لا كَالَّذِيْ لِلنَّفْسِ يَنْتَقِمُ

---

৬৩৪. আউনুল মাবুদ : ১৪/৪৪।

উদার মনে তাদের অধিকার আদায় করেছেন।
আপন উম্মতকে তাদের প্রতি কল্যাণের অসিয়ত করেছেন।
তাদের ভুল ও অপরাধ বরাবর মার্জনা করেছেন, তিনি তাদের মত নন
যারা নিজেদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

يَوْمًا تَكَاسَلَ عَنْه خَادِمُه + فَيُعِيْدُ حَاجَتَه، وَيَبْتَسِمُ
وَإِذَا وَنَى فِيْ فِعْلِ حَاجَتِه + مَا هَاجَه غَضَبٌ، وَلَا سَأْمُ

একদিন তাঁর খাদেম অলসতা দেখাল,
তিনি মুচকি হেসে দ্বিতীয়বার তাকে নিজের প্রয়োজনের কথা বললেন।
কোনও কাজ সম্পাদনে যদি বিলম্ব করত,
তবে তার রাগ বেড়ে যেতো না, তিনি বিরক্ত হতেন না।

مَا كَانَ فِيْ يَوْمٍ لِيَضْرِبَهُمْ + فَلَهُمْ لَدَيْه الصَّفْحُ والكَرَمُ
بَلْ كَفُّه بِالْخَيْرِ جَارِيَةٌ + فَكَمَا تَجُوْدُ بِمَائِهَا الدِّيَمُ

কোনও দিন কাউকে প্রহার করেননি।
তাদের জন্য তাঁর কাছে ছিল ক্ষমা ও অনুগ্রহ।
বরং তার হাত ছিল কল্যাণের ফল্গুধারা।
বৃষ্টি যেমন তার পানি অবারিত দান করে।



তৃতীয় অধ্যায়

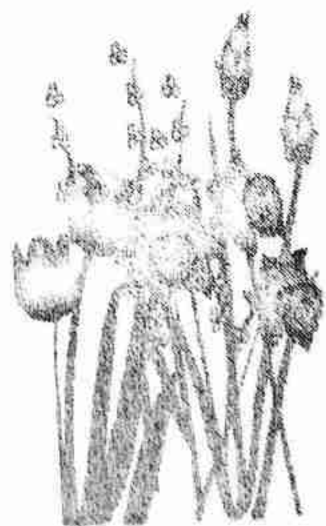
تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ شَرَائِحَ اِجْتِمَاعِيَّة مَخْصُوْصَة

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

How the Prophet of Allah ﷺ dealt with s pecific social group

এক নজরে
তৃতীয় অধ্যায়

- প্রতিবন্ধীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- বিপদ গ্রস্থদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- দরিদ্র্যদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- ধনীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ
- বাদী-বিবাদির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ



প্রথম পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النبي ﷺ مَعَ ذَوِي الْعَاهَاتِ

প্রতিবন্ধীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আচরণ

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। শারীরিক শক্তি ও অবকাঠামো, দেহের বর্ণ ও রূপে তিনিই পার্থক্য করেছেন। যেমনিভাবে আকার আকৃতিতে এক জনের সাথে অন্যজনের পার্থক্য করেছেন।

অনেক মানুষ রয়েছে যারা এমন অনেক শারীরিক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। যে নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ অন্যদেরকে সিক্ত করেছেন।

এই বঞ্চনা নানাবিধ। কাউকে বঞ্চিত করেছেন দৃষ্টিশক্তি থেকে। আবার কাউকে শ্রবণ শক্তি থেকে। কেউ আবার চলৎশক্তি হারিয়েছে, অন্যজন কোন অঙ্গের অবসাদ গ্রস্থ। কেউ আবার মস্তিষ্কের সুস্থতা বঞ্চিত যার কারণে সুস্থ সাধারণ মানুষদের তুলনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে।

সমাজে এমন অসংখ্য প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতা নানা স্তরের। আপেক্ষিকতার বিচারে কারো প্রতিন্ধকতা কঠিন কারো বা হালকা। অন্ধের তুলনায় কানা ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা লঘু। পক্ষাঘাত গ্রস্থের তুলনায় ল্যাংড়ার প্রতিবন্ধকতা গুরু। সুতরাং যার প্রতিবন্ধকতা অন্যের তুলনায় লঘু সে ওই ব্যক্তি থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে যার প্রতিবন্ধকতা গুরু। আর সুস্থ ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করবে সকল থেকে।

প্রতিটি মানুষের উপর (সুস্থ কিংবা প্রতিবন্ধী) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ অপরিসীম। তার দান-অনুদান অগণিত। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর-ই প্রশংসা করা উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.

যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না।
নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।

এ সকল প্রতিবন্ধী-বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তারা কোন না কোন নেয়ামত বঞ্চিত, তবে আল্লাহ তায়ালা এই বঞ্চনার কারণে তাকে অন্য একটি নেয়ামত সাধারণ সুস্থ মানুষের তুলনায় বাড়িয়ে দেন। যেমন, আল্লাহ যদি কাউকে দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত করেন, তবে আপনি দেখবেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দান করেছেন যা সাধারণ সুস্থ মানুষকে দান করেন নি।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতের রহস্য বুঝতে না পেরে অনেকে প্রশ্ন করে, এ জাতীয় প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করার তাৎপর্য কী? তাদের দেখ ভাল করা, তাদের পেছনে অর্থ ব্যয় করার ফায়দা কী?

আসলে এটি মূলত নাস্তিক্য চিন্তা-চেতনা প্রসূত প্রশ্ন। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, যারা পরকালের হিসাব নিকাশের তোয়াক্কা করে না, আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখে না, তারাই কেবল এ জাতীয় প্রশ্ন করতে পারে। বরং এ জাতীয় প্রশ্ন মানবতা বিবর্জিত প্রশ্ন? এ জাতীয় চিন্তা-চেতনার সামনে মানবতা প্রশ্নবিদ্ধ!

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের ভয় করে, তারা বিশ্বাস করে, আমাদের মাঝে এ জাতীয় প্রতিবন্ধীদের অবস্থানের মাঝে কুদরতের মহা রহস্য লুকিয়ে আছে। তাদের অবস্থানের মাঝে তাদের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ লাভের অবারিত সুযোগ। সুস্থদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সমূহ উপাদান রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা ও স্থায়ী অসুস্থতায় পরীক্ষা করেছেন, তাদের সাথেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রয়েছে শিক্ষণীয় আচরণ।

সবরের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জান্নাতের সুসংবাদ দান

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবীজি ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُه مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.

আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে সবর করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব।[৬৩৫]

بِحَبِيبَتَيْهِ প্রিয় দু'টি বস্তু দ্বারা চক্ষু উদ্দেশ্য। কারণ এ দুটি অঙ্গ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান অঙ্গ। এ দু'টি অঙ্গ হারিয়ে ফেলার অর্থই হল পৃথিবী তার সামনে আলোহীন হয়ে যাওয়া। যে সব কল্যাণকর বস্তু দেখে সে আনন্দিত হতো, কিংবা অকল্যাণকর বস্তু দেখে তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো, তা যখন দেখতে পায় না, তখন তার মাঝে পরিতাপের সৃষ্টি হয়। তার মনে হাহাকার তৈরী হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে-

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ

فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি যে ব্যক্তির দুটি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি; অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়েছে বলে মনে করেছে এবং সাওয়াবের আশা করেছে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রতিদান দিয়ে সন্তুষ্ট হব না।[৬৩৬]

فَصَبَرَ ধৈর্য ধারণ করার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এর বিনিময়ে যে প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন, সে প্রতিদানের আশায় ধৈর্য ধারণ করা। এর অর্থ এটা নয় যে, সে সৃষ্টির কাছে অপরাগ হয়ে ধৈর্য ধরল। পরকালের

---

৬৩৫. সহিহ বুখারী : হা : ৫৬৫৩।

৬৩৬. জামে আত-তিরমিযি : হা : ২৪০১।

কোন প্রতিদানের আশা করল না। কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভর করে।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা কোন বান্দাকে পরীক্ষা করার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা ওই বান্দার প্রতি ক্রোধান্বিত। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে বিপদ-মুসিবত দ্বারা বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও তার থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য, কখনও পাপ মোচনের জন্য, কখনও আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য।

যদি সে সন্তুষ্ট চিত্তে সে পরীক্ষাকে কবুল করে নেয়, তবে উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। পক্ষান্তরে যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তা কবুল না করে তার পরিনাম তাই হবে যা সালমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এ হাদিসে উল্লেখ হয়েছে।

فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَا يَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ.

আল্লাহ মুমিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফফারা ও অনুশোচনাস্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপাচারীর রোগ হলো এমন উটতুল্য যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো, অতঃপর ছেড়ে দিলো। অথচ সে জানে না যে, তারা কেন তাকে বাঁধলো এবং কেনই বা তাকে ছেড়ে দিলো।[৬৩৭]

عَوَّضْتُه مِنْهُمَا الْجَنَّةَ এটিই হল উত্তম প্রতিদান। কারণ দুনিয়া ধ্বংসের সাথে সাথে ধৈর্যের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত যতদিন থাকবে, তার স্বাদ ও আস্বাদন তত দিন থাকবে।

প্রতিদান লাভের আশায় যারাই আল্লাহর পরীক্ষাকে হাসি-মুখে গ্রহণ করে নিবে, সওয়াব ও প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারন করবে, সকলেই এ প্রতিদানে ধন্য হবে।[৬৩৮]

ইবনু বাত্তাল رحمه الله বলেন, এ হাদিসটি এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান হল জান্নাত।

দুনিয়াতে যদিও দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্ তায়ালার অপার নেয়ামত, কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে যে জান্নাত দান করবেন, সেটি দুনিয়ার এ নেয়ামতের

৬৩৭.আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪৯৫।

৬৩৮. ফাতহুল বারি : ১০/১১৬।

তুলনায় অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ, চাক্ষুসমানতার এ নেয়ামত দুনিয়া যতদিন আছে ততদিনই ভোগ করা যাবে। কিন্তু জান্নাতের স্বাদ! যে স্বাদের কোন সীমা পরিসীমা নেই। এর ভোগের সময়ের কোন অন্ত নেই।[৬৩৯]

জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন-

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ.

কিয়ামত দিবসে বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) মানুষদের যখন প্রতিদান দেয়া হবে, তখন (পৃথিবীতে) বিপদমুক্ত মানুষরা আকাংখা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হতো।[৬৪০]

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দু'আ

আয়েশা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন, অথবা তাঁর কাছে কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন-

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।[৬৪১]

ফায়দা :

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী ﷺ বলেন, অসংখ্য হাদিসে অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হওয়া, বিশাল ছওয়াব অর্জন হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ,

৬৩৯. শরহু ইবনে বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারী : ৯/৩৭৭।
৬৪০. সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং : ২৪০২।
৬৪১. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫৭৪৩। হাদিসের মান : সহিহ।

এ হাদিসে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ করার বিষয়টি উল্লেখ হল, বাহ্যত দেখা যায় যে, একটি আরেকটির বিপরীত।

উত্তর : বাহ্যত বিপরীত মনে হলেও এখানে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ, দু'আ একটি ইবাদাত। সুতরাং কোনভাবেই তা ছওয়াব ও গুনাহ মাফ হওয়ার বিপরীত হতে পারে না। কারণ, অসুস্থতার কারণে যে ছওয়াব ও গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে তা অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে কিংবা অসুস্থতার উপর ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আকারীর দু'টি অবস্থা রয়েছে। (ক) যে উদ্দেশ্যে দু'আ করেছে তা অর্জিত হল। (খ) অথবা দু'আ করার মাধ্যমে তার অন্য কোন উপকার সাধিত হল, কিংবা ক্ষতি দূরভিত হল। আর উভয়টিই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দান।[৬৪২]

আতা ইবনু রাবাহ رحمه الله বলেন, ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما আমাকে বললেন,

আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এক কৃষ্ণকায় মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে পড়ি। অতএব আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

«إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ.»

তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পার, বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি চাও তাহলে আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্যতা দান করেন।

তখন সে বলল, আমি ধৈর্য ধারণ করব। তবে আমি যে সে অবস্থায় সতর খুলে ফেলি। কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি সতর খুলে না ফেলি। তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।[৬৪৩]

---

৬৪২. ফাতহুল বারি : ১০/১৩২।

৬৪৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং ৫৬৫২। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৪৬৫। হাদিসের মান : সহিহ।

أُصْرَعُ বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া সাধারণত দু'কারণে হতে পারে। মৃগী রোগের কারণেও হতে পারে। এটি মস্তিষ্কের বিদ্যুত প্রবাহের বিভ্রাটের কারণে সৃষ্ট একটি রোগ। এর যেমন চেনা-পরিচিত অনেকগুলো কারণ রয়েছে, তেমনি অনেক কারণ এখনও অনুদঘাটিত রয়েছে।

দ্বিতীয় হল, জ্বিনগ্রস্থ হওয়ার কারণেও হয়ে থাকে। জ্বিন যখন মানুষের উপর ভর করে তখন বিভিন্ন রকমের বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড করে থাকে।

যাইহোক এটি একটি কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য রয়েছে বিরাট ছওয়াব ও মহা প্রতিদান।

فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ **(আমার সতর খুলে যায়)** : মুসলিম রমণীর জন্য পরপুরুষের সামনে তার সতর খুলে যাওয়া কঠিন বিষয়। কারণ, যে কোন স্থানে-পথে, ঘাটে, বাজারে বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি তখন নিজেকে কোনরূপ নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। সে যেমন জানে না, কখন এ রোগটি তাকে আক্রমন করবে তেমনি জানে না কোথায় তাকে আক্রমন করবে।

ওই মহিলা আক্রান্ত হওয়ার যে কষ্ট তা সহ্য করতে তো রাজি হয়েছে কিন্তু তার সতর খুলে যাবে এটা মেনে নিতে পারেনি। অথচ সে অক্ষম। কারণ, এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পিছনে তার কোন হাত নেই।

قَالَتْ أَصْبِرُ (আমি ধৈর্য ধারণ করব) রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই মহিলাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। একটি হল নবীজি ﷺ তার জন্য দু'আ করবেন, আর আল্লাহ তাঁর নবীর দু'আর বরকতে তাকে পরিত্রাণ দিবেন। দ্বিতীয়টি হল, সে ধৈর্য ধারণ করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। মহিলাটি ক্ষণস্থায়ীর উপর চিরস্থায়ীটিকে প্রাধান্য দিল। ধৈর্য ধারণের পথ ইখতিয়ার করল। তার এই গ্রহণ কিন্তু তাৎক্ষণিক ঘটেছিল। কোনরূপ পূর্ব চিন্তা ভাবনা কিংবা দ্যোদুল্যমনতা ছাড়াই সে ধৈর্য ধারণের বিষয়টি গ্রহণ করেছিল। এটি তার মজবুত ঈমান ও দৃঢ় ইয়াকিনের প্রমাণ। আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান রয়েছে তার প্রতি আস্থাশীলতার স্বাক্ষ্য বহন করে।

পক্ষান্তরে বহু মানুষ এমন রয়েছে, যাদের সামনে জান্নাতের নেয়ামতের কথা আলোচনা করা হলেও, তার ভাবটা এমন থাকে যেন, এর প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। কিংবা বিষয়টির সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন, হাদিসের ভাষ্য থেকে মৃগীরোগের কারণে বেহুশ হয়ে যাওয়ার ফযিলত প্রমাণিত হয়। দুনিয়াতে এ জাতীয় বিপদ-মুসিবতের ধৈর্য ধারণের বিনিময় হল জান্নাত।

সহজতার পরিবর্তে কাঠিন্যকে গ্রহণ করে নেয়ার শ্রেষ্ঠত্বও এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়। তবে তা ওই ব্যক্তির জন্য যিনি কাঠিন্যের উপর ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা রাখেন। কাঠিন্য তার ঈমান ও ইয়াকিনকে দুর্বল করে দিবে না।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর কাছে দু'আ মুনাজাত ও ঝাড় ফুঁক মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা ঔষধ-পথ্যের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করার চেয়ে অধিক কার্যকরী ও শ্রেয় এবং শরীরের উপর এর প্রভাবও অষুধের প্রভাবের চেয়ে সুদূর প্রসারী ও গভীর। তবে ঝাড় ফুঁক ও দু'আ মুনাজাতের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ দু'টি বিষয়ের পূর্ণতার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

একটি হল অসুস্থ ব্যক্তির সদিচ্ছা ও দৃঢ় ইয়াকিন। দ্বিতীয়টি হল, ঝাড় ফুঁক ও দু'আ মুনাজাতকারির তাওয়াজ্জুহের শক্তি ও তার হৃদয়ের তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের ক্ষমতা। এ দু'টি বিষয় যদি পাওয়া যায় তবে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং ঝাড় ফুঁক ও দু'আ মুনাজাত দ্বারা আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়।[৬৪৪]

উছমান বিন হুনাইফ রা. বর্ণনা করেন- এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি আরোগ্য দান করেন। তিনি বললেন ঃ

«إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.»

তুমি কামনা করলে আমি দুআ করব, আর তুমি চাইলে ধৈর্য্য ধারণ করতে পার, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম।

সে বলল, তাঁর নিকটে দুআ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে উত্তমভাবে অযু করার হুকুম করলেন এবং এই দুআ করতে বললেন,

---

৬৪৪. ফাতহুল বারি : ১০/১১৫।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি এবং তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি তোমার নবী, দয়ার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর (দু'আর) মাধ্যমে। আমি তোমার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, আমার প্রয়োজনের জন্য আমার প্রভুর দিকে ধাবিত হলাম, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া হয়। হে আল্লাহ! আমার প্রসঙ্গে তুমি তাঁর সুপারিশ কবুল কর"।[৬৪৫]

সতর্কতা : হাদিসের অর্থ এটা নয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্ত্বাকে উসিলা করে দু'আ করেছেন। বরং হাদিসের মর্ম হল, রাসূলের দু'আর উসিলায় আরোগ্য কামনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, অন্ধ ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার জন্য দু'আ করার আবেদন করেছিল যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন করেছিলেন।

وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ.

তোমার নবী, দয়ার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। কথার অর্থ হল, তার দু'আর মাধ্যমে, আমার জন্য তার সুপারিশের মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করছি। এ কারণেই হাদিসের পরিসমাপ্তি" اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ হে আল্লাহ! আমার প্রসঙ্গে তুমি তাঁর সুপারিশ কবূল কর" কথাটির উল্লেখ রয়েছে।[৬৪৬]

অনুভূতির প্রতি দৃষ্টিপাত ও সম্বোধনে উপযুক্ত শব্দ চয়ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল প্রতিবন্ধীদের অনুভব ও অনুভূতির প্রতি সবিশেষ খেয়াল রাখতেন। এমন শব্দ ও বাক্যে তাদের আলোচনা করতেন যাতে

---

৬৪৫. সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩৮৫)। জামে আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৭৮। হাদিসের মান : সহিহ।

৬৪৬. কাইদাতুন জালিলাতুন ফিত তাওয়াস্‌সুলি ওয়াল ওয়াসিলাহ : ২/৩০০।

তাদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। তারা যেন মর্মবেদনা অনুভব না করে। বরং এমন শব্দ চয়নে আনন্দ ও খুশী অনুভব করে।

জাবের رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُهُ قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى.

আমাদেরকে বনী ওয়াকিফের চাক্ষুসমান লোকটির নিকট নিয়ে চল, তার শুশ্রূ করে আসি। অথচ লোকটি ছিল অন্ধ।[৬৪৭]

সুফিয়ান বলেছেন, বনু ওয়াকিফ হল আনসারদের একটি গোত্র।[৬৪৮]

এ হাদিসে আমরা দেখতে পেয়েছি যে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীকে বোঝাতে গিয়ে নবীজি তাকে অন্ধ না বলে চাক্ষুসমান বলেছেন। যাতে তার অনুভূতিতে আঘাত না লাগে।

অন্ধকে চক্ষুসমান বলার রহস্য

ইমাম আবু জাফর তাহাবি رحمه الله বলেন, আমরা এ হাদিসটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। নবীজি কেন ওই ব্যক্তিকে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও চক্ষুসমান বলেছেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলাম। অথচ কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদেরকে অন্ধ বলেই উল্লেখ করেছেন। সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (অন্ধের জন্যে দোষ নেই)

সূরা আবাসায় ইরশাদ হয়েছে- عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।

অনুরূপ আমরা এটাও দেখতে পেয়েছি কুরআনুল কারিমের অন্য জায়গায় এমন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীকে ভিন্ন অভিধায়ও উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

---

৬৪৭. আস সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকি, হাদিস নং ২১৩৭২।

৬৪৮. শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৯১৯৪।

এতে প্রতিয়মান হয় যে, অন্ধ ব্যক্তিকেও চাক্ষুসমান বলার সুযোগ রয়েছে। কারণ, সে যদিও চর্মচক্ষু থেকে বঞ্চিত কিন্তু অন্তরচক্ষু থেকে বঞ্চিত নয়। চর্মচক্ষু দিয়ে না দেখলেও অন্তরচক্ষু দিয়ে সে ঠিকই দেখতে পায়। এতে প্রতিয়মান হয় যে, বাহ্যিক চক্ষুর দৃষ্টিহীনতার কারণে তাকে অন্ধ বলা যেমন বৈধ তেমনি, অন্তরচক্ষুর কারণে তাকে চাক্ষুসমান বলাও বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুটি বিষয়ের উত্তমটি দিয়েই তাকে সম্বোধন করেছেন। যদিও বিপরীতটি দিয়ে তাকে সম্বোধন করার সুযোগ ছিল।[৬৪৯]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারায় এ জাতীয় আরো কিছু সম্বোধন আমরা দেখতে পাই। যেমন, তারা সাপ-বিচ্ছু দংশিত ব্যক্তিকে তার সুস্থতার শুভ কামনা করে لَدِيْغ না বলে سَلِيْم বলতেন।[৬৫০]

صَحْرَاء মরুভূমিকে مَفَازَة বলতেন। فَوْزٌ-শব্দমূল থেকে, যার অর্থ হল সফলতা। এ শব্দ দ্বারা মূলত তারা মরুভূমিতে বিচরণশীল ব্যক্তির সফলতা ও মুক্তির শুভ কামনা করতেন।[৬৫১]

শারীরিক সক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আভ্যন্তরীন প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তাদের সুপ্ত যোগ্যতাকে বিকশিত করার চেষ্টা করতেন। তাদেরকে বোঝাতেন যে, শারীরিক সক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়। শারীরিক সক্ষমতা দিয়ে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় না। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয় নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়ে।

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه মেসওয়াক বানানোর জন্য আরাক গাছের ডাল নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। তার পায়ের জঙ্ঘাদয় ছিল খুবই সরু। তাই বাতাস তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লাগল। এ দেখে লোকজন হাসাহাসি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা হাসছ কেন?

---

৬৪৯. শরহু মুশকিলিল আছার : ১০/২১৯।

৬৫০. ইবনু দুরাইদ রচিত, আল ইশতিকাক : ১/৩৬।

৬৫১. ইবনুল আম্বারি বিরচিত 'আয যাহের ফি মাআনি কালিমাতিন নাস' : ১/৩৩১।

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তার পায়ের জঙ্ঘাদয়ের সরুতা দেখে হাসছি।

তখন নবীজি ﷺ বললেন,

«لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ.»

অবশ্যই এ দুটি পা মিযানের পাল্লায় উহুদের চেয়ে ভারি।[৬৫২]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদের শারীরিক দুর্বলতা ও শীর্ণতা তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। ওই শীর্ণ দু'টি পায়ের জঙ্ঘার মর্যাদা হল, কেয়ামতের দিবসে মিযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারি প্রমাণিত হবে। ইবনু মাসউদ رضي الله عنه-এর মাঝে সমাহার ঘটেছিল চরিত্রের সৌন্দর্যের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ নির্মলতার।

আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ বলেন- আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী ﷺ-এর সঙ্গে সবচেয়ে মিল আছে, আমরা তাঁর হতে শিক্ষা গ্রহণ করব। তখন তিনি বললেন-

مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

তিনি বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী ﷺ-এর সঙ্গে মিল আছে এমন লোক আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'ঊদ رضي الله عنه ছাড়া অন্য কাউকেও আমি জানি না।[৬৫৩]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- হুযায়ফা رضي الله عنه বলেন-

كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلًّا وَسَمْتًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى يَتَوَارَى مِنَّا فِي بَيْتِهِ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هُوَ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.

---

৬৫২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৩৯৮১।

৬৫৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং ৩৭৬২। হাদিসের মান : সহিহ।

আচার-আচরন ও চাল-চলনে ব্যাক্তিদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক নিকটবর্তী হলেন ইবনু মাস'ঊদ رضي الله عنه। তিনি আমাদের মাঝ হতে অন্তরাল হয়ে তাঁর ঘরে অবস্থান করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বস্ত সাহাবিগণ ভালভাবে অবগত আছেন যে, ইবনু উম্মি আব্‌দ ('আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ) তাদের প্রত্যেকের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলার বেশি নৈকট্যলাভকারী।[৬৫৪]

কেয়ামতের ময়দানে শারীরিক সক্ষমতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে কারো পরিমাপ হবে না, সেদিন পরিমাপ হবে অভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্য ও আমল দিয়ে। ইবনু মাসউদ رضي الله عنه ছিলেন খুবই হালকা পাতলা গড়নের মানুষ।

যায়েদ বিন ওয়াহাব رضي الله عنه বলেন আমি ওমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه সেখানে এলেন। তার খাটো হওয়ার কারণে বসা মানুষদের মধ্যেও তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর ওমর رضي الله عنه যখন তাকে দেখতে পেলেন হেসে দিলেন।

এরপর ওমর رضي الله عنه তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তার চেহারা দীপ্তিতে ভরে উঠছিল। তাকে হাসাচ্ছিলেন। আর ইবনু মাসউদ তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপর তিনি পিছনে ফিরে চলে যেতে লাগলেন। তখন ওমর رضي الله عنه যতক্ষণ দেখা যায় তাকে পিছন থেকে দেখতে থাকলেন। এরপর বললেন, كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا অর্থাৎ, ইবনু মাসউদ হলেন ইলমে পরিপূর্ণ একটি গৃহ।[৬৫৫]

প্রতিবন্ধীদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদের আহবানে সাড়া দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবন্ধীদের দেখতে যেতেন। তাদের আহবানে সাড়া দিতেন। তাদের প্রয়োজনে নিজেকে পেশ করতেন।

মাহমুদ ইবনুর রবি আনসারী বর্ণনা করেন, আনসারদের যে সকল ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন ইতবান বিন মালিক رضي الله عنه। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলেনঃ হে

---

৬৫৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং ৩৮০৭। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৫৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/৪৩৬।

আল্লাহর রাসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকায় পানি প্রবাহিত হয়। তখন আমি তাদের মসজিদে আসতে পারি না যে, তাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। তাই হে আল্লাহর রাসূল! আমার আকাংখা, আপনি এসে যদি আমার ঘরে সালাত আদায় করতেন, তাহলে আমি সে স্থান সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তিনি বললেন ঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ আমি শীঘ্রই তা করব।

ইতবান رضي الله عنه বলেন, পূর্ণরূপে সূর্য কিছু উপরে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর رضي الله عنه আসলেন। {ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে- তার সাহাবিদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ চাইলেন তারাও আসলেন}

নবী ﷺ অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে প্রবেশ করে আমাকে বললেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে আমার সালাত আদায় করা তোমার পছন্দ? আমি ঘরের এক দিকে ইশারা করলাম। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবির বললেন। আমরা কাতার বাঁধলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। আমরা যে 'খাযিরা' প্রস্তুত করেছিলাম তা খাওয়ার জন্য তাঁকে বসালাম।

তাঁর মহল্লার বহু সংখ্যক লোক প্রবেশ করতে লাগল। তারপর তারা সমবেত হলে তাদের একজন বলল, মালিক ইবনু দুখশান কোথায়? আরেকজন বলল : সে মুনাফিক?

অন্য একজন বলল : সে মুনাফিক, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসে না।

নবী ﷺ বললেন : এমন কথা বলো না। তুমি কি জান না, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে?

লোকটি বলল : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন।

সে আবার বলল : কিন্তু আমরা যে মুনাফিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তাদের প্রতি শুভ কামনা দেখতে পাই? তিনি বললেন,

فَقَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.»

আল্লাহ্ তো জাহান্নামকে ওই লোকের জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করবে।[৬৫৬]

خَزِيرَةٌ (খযিরাহ) এক প্রকার খাদ্য। ইবনু কুতাইবাখি বলেন, এ খাবারটি গোশত দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। তারপর তাতে প্রচুর পরিমানে পানি দিয়ে উনুনে চড়িয়ে দেয়া হয়। গোশত সেদ্ধ হয়ে আসার পর তাতে আটা মিশানো হয়। যদি এ খাবারটি গোশত ছাড়া প্রস্তুত করা হয়, তবে তাকে 'আসিদাহ' বলা হয়।[৬৫৭]

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করতে পারি-

- এতে অন্ধ ব্যক্তির ইমামত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- অভিযোগ ও অনুযোগের দৃষ্টিতে না হয়ে স্বাভাবিকভাবে নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও অসুস্থতার কথা অন্যকে জানানোর বৈধতা বোঝ যায়।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, মদিনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববি ব্যতিত আরো মসজিদ ছিল, যেখানে জামাত অনুষ্ঠিত হতো।
- প্রবল বর্ষণ, গাঢ় অন্ধকার ইত্যাদি কারণে জামাতে অনুপুস্থিত হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- উচ্চ পর্যয়ের ব্যক্তির জন্য নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির আহবানে সাড়া দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।
- ওয়াদা করার সময় ইনশাআল্লাহ বলা।
- ওয়াদা পূর্ণ করা।
- ঘরের কোন একটি স্থান নামাযের জন্য নির্ধারন করার ক্ষেত্রে সেটিকে ওয়াকফ করা জরুরি নয়। সাধারণ মসজিদের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি। যদিও সেটিকে মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়।
- কখনও কখনও জামাতে নফল নামায আদায় করার বৈধতা বোঝা যায়।

---

৬৫৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫৪০১। হাদিসের মান : সহিহ।

৬৫৭. ফাতহুল বারি : ১/৫২১।

- মেজবান যদি অপছন্দ না করে তবে মেহমান নিজের সাথে নিজের সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে যাওয়ার বৈধতাও বোঝা যায়।
- সাধারণ অবস্থায় নবাগত ব্যক্তির ইমামত মাকরূহ, কিন্তু নবাগত ব্যক্তি যদি বড় কোন আলেম হন তবে তার ইমামত মাকরূহ নয়। অনুরূপ যদি মেজবান অনুমতি দেন তবে তার জন্য ইমামত মাকরূহ নয়।
- কোন বড় আলিম কারো গৃহে মেহমান হলে সে মহল্লার লোকজন তার সাথে দেখা করা, তার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ওই ব্যক্তির গৃহে একত্রিত হওয়া।
- অজ্ঞাত কারণে জামাতে অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ খবর নেয়া।
- অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া কেবল মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।
- তাওহিদের বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।
- আল্লাহর তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে আমল করা হয়, সেটি যদি আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়, তবে ওই আমল আমলকারীর জন্য নাজাতের উসিলা সাব্যস্ত হয়।
- যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তাকে যদি কেউ ব্যক্তিগত প্রমাণের ভিত্তিতে মুনাফিক আখ্যায়িত করে তবে এজন্য ওই ব্যক্তিকে কাফের কিংবা ফাসেক কোনটাই বলা হবে না। বরং তার এই আখ্যাদানের উপযুক্ত কারণ বর্ণনা করা হবে।[৬৫৮]

হাদিসের শিক্ষা :

ঘরের কোন একটি স্থানকে নামাজের জন্য নির্ধারন করা, সেটিকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে নামায আদায় করা কি আবদুর রহমান বিন শিবলির বর্ণিত হাদিসের বিপরীত? যেখানে নবীজি ﷺ তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: «عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ.»

৬৫৮. ফাতহুল বারি : ১/৫২৩।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। কাকের ন্যায় ঠোকর মারা থেকে, চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হাত বিছিয়ে দেয়া থেকে এবং কোন ব্যাক্তির একস্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে যেরূপ উট কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।[৬৫৯]

এর উত্তর হল, মূলত উভয় হাদিসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। নামাযের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করার যে নিষেধাজ্ঞা উপরের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেটি মসজিদে কোন স্থান নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেয়া সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে ইতবান ﷺ-এর হাদিসে যে নির্ধারণের কথা আলোচিত হয়েছে সেটি গৃহের অভ্যন্তরে কোন স্থান নামাযের জন্য নির্ধারণ করা সম্পর্কিত। সুতরাং দুই হাদিসে দু'টি বিষয়ের আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে।

মসজিদের নিজের জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করে রাখায়, অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। অন্যকে সে স্থানে বসতে না দেয়া, কেউ বসে গেলে তার উপর যুদ্ধ হওয়া, এমনটি এটি নিয়ে ঝগড়ায় হওয়ার মত ঘটনা ঘটে। অনেক সময় মৌখিক কথা কাটাকাটি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়।

কল্যাণের নসিহত করা

রাসূলুল্লা ﷺ সমাজের এ সকল প্রতিবন্ধী লোকদেরকে বিভিন্ন কল্যাণকার কাজ ও আমলের উপদেশ দিতেন। যে সব কাজে ওই ব্যক্তির কল্যাণ রয়েছে সে কাজের নির্দেশ দিতেন।

আবু হুরায়রাহ ﷺ বর্ণনা করেন- এক অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই'। অতঃপর তাকে বাড়ীতে নামায আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানাল।

তিনি ﷺ তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন?

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.

---

৬৫৯. সুনান আন-নাসায়ী, হা : ১১১২। হাদিসের মান : হাসান।

তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি মসজিদে আসবে।[৬৬০]

এ হাদিস থেকে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। জামাতে নামায আদায় করা যদি সুন্নাত হত, তবে দুর্বল ও প্রতিবন্ধী জামাতে অনুপুস্থিত থাকার অধিক হকদার। ইবনু উম্মে মাকতুমের মত লোকদের জন্য জামাতে অনুপস্থিত হওয়ার অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হত।[৬৬১]

ইবনু রজব হাম্বলি ﷺ বলেন, ইতবান বিন মালেকের হাদিস ও ইবনু উম্মে মাকতুমের হাদিসের মধ্যে বাহ্যত বৈপরিত্য দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতবান ﷺ কে গৃহে নামায আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন, অথচ ইবনু উম্মে মাকতুমকে অনুমতি দেননি।

আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের গৃহটি মসজিদের সন্নিকটে ছিল। কিন্তু ইতবানের গৃহটি মসজিদ থেকে দূরে ছিল। এ কারণে দেখা যায় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের বর্ণনাটির বিভিন্ন সূত্রে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি নিজ গৃহ থেকে ইকামত শুনতে পেতেন।

এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতবান ﷺ-এর গৃহের যে স্থানটিতে নামায আদায় করেছিলেন সে স্থানটিকে জামাতের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন এবং আযান দিয়ে সেখানে পরিবার ও আশপাশের লোকদের নিয়ে জামাতে নামায আদায় করতেন। এতে তার নামাযটি মসজিদে আদায়ের মতই হতো। হোক সেটি গৃহের কোন মসজিদ।

পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ নিজ গৃহে একাকী নামায আদায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন। তাই নবীজি ﷺ তাকে অনুমতি দেন নি। এ মতটি উভয় হাদিসের সংশয় নিরসনের যথার্থ ব্যখ্যা।[৬৬২]

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা নিয়ে প্লাবিত উপত্যকা ডিঙ্গিয়ে ইতবান ﷺ-এর জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া নিজেকে ধ্বংসের হাতে ঠেলে দেয়ার শামিল। বরং

---

৬৬০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৩৭২। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৬১. আওনুল মা'বুদ-২/২৫৭।
৬৬২. ইবনুল আম্বারি, ফাতহুল বারি : ২/৩৯২।

তার জন্য কোন অবস্থাতেই উপত্যকা পার হয়ে আসা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের ব্যাপারটা এমন জটিল ছিল না। তার জন্য মসজিদে আসা, জামাতে উপস্থিত হওয়া সহজ ছিল।

প্রয়োজন পূরণে সাড়া দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণে সদা তৎপর থাকতেন। তাদের যে কোন প্রয়োজন পূরণে উদারভাবে এগিয়ে যেতেন। আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন এক মহিলার মস্তিষ্কে (জ্ঞানে) কিছু বিকৃতি ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ

يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِي أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ.

হে অমুকের মা! তোমার ইচ্ছামত কোন রাস্তায় তুমি অপেক্ষা কর যাতে করে আমি তোমার প্রয়োজন পুরো করতে পারি। তারপর তিনি কোন একটা জনপথে তার সাথে আলাপ করেন এবং মহিলাটি প্রয়োজনমুক্ত হয়।[৬৬৩]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, (কোন একটা জনপথে) এ কথার অর্থ হল, মানুষের চলাচলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার কথা শুনলেন। যাতে সে একাকি তার বিষয়টি জেনে নিতে পারে।

এটি আজনবি মহিলার সাথে একাকিত্বে মিলন নয়। কারণ ওই মহিলার সাথে কথা বলার বিষয়টি ছিল জনপথে দাঁড়িয়ে। লোকজনের সামনে। লোকজন নবীজি ﷺ-কে যেমন দেখতে পেয়েছে, তেমনি ওই মহিলাকেও দেখতে পেয়েছে। তবে তারা উভয়ের কথা শুনতে পায়নি। কারণ বিষয়টি তাদের একান্ত।[৬৬৪]

সমাজের একজন প্রয়োজন গ্রস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন পুরণে এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তম সহনশীলতা, বিনয় ও ধৈর্যের পরিচায়ক।

---

৬৬৩. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৫৯৩৮। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৬৪. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/৮৩।

নবীজির প্রতি আল্লাহ তায়ালার তাম্বিহ

জনৈক অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনোযোগ না দেয়ায় আল্লাহ তাকে মিষ্টি মধুর ভর্ৎসনা করলেন। আপন হাবিবকে সতর্ক করলেন।

বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন কুরাইশের কোন এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। নবীজি চাচ্ছিলেন কুরাইশের ওই লোক যাতে ইসলাম গ্রহণ করে। এ আশায় নবীজি ﷺ তাকে ইসলামের বড়ত্ব বুঝাচ্ছিলেন। তার সামনে তাওহিদের মর্মবাণী তুলে ধরছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাঃ- যিনি ইতিমধ্যে ইসলাম গুরুত্ব করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। এবং বিষয়টি জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নবীজি চাচ্ছিলেন তিনি যদি ওই সময় চুপ থাকতেন, যাতে কুরাইশের ওই নেতার সাথে আলোচনাটি অব্যহত রাখতে পারেন। যাতে ওই ব্যক্তি হেদায়াতের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। তাই নবীজি ﷺ আবদুল্লাহর প্রতি চেহারায় একটু বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুললেন। তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। এবং ওই ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী থাকলেন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করলেন-

عَبَسَ وَ تَوَلّٰى، اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى، وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّه يَزَّكّٰى، اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى، اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى، فَاَنْتَ لَه تَصَدّٰى، وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى، وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى، وَ هُوَ يَخْشٰى، فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.

১. তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
২. কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।
৩. আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত।
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত।
৫. পরন্তু যে বেপরোয়া।
৬. আপনি তার চিন্তায় মশগুল।
৭. সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই।

৮. যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো।

৯. এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে।

১০. আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

এ সূরা নাযিলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি কাউকে বিশেষভাবে সতর্ক না করেন। বরং ব্যাপকভাবে সকলকে সতর্ক করবেন। সবল-দুর্বল, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত, ধনী-গরিব, দাস-মনিব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকে সমানভাবে সমান দৃষ্টিতে সতর্ক করবেন। এরপর আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দিবেন। তাকে সঠিক পথের দিশা দিবেন। এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে মহান রব্বে কারিমের বিশেষ হিকমত ও প্রজ্ঞা।[৬৬৫]

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন-

"আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম ﵁ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দ্বীনের সঠিক পথ বলে দিন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে মুশরিকদের এক নেতৃস্থানীয় লোক হাযির ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এড়িয়ে চলেন এবং উক্ত নেতার প্রতি মনোযোগ দেন। ইবনু উম্মে মাকতুম বলেন, আপনি কি মনে করেন- আমি যা বলছি তা মন্দ? তিনি বলতে থাকেন না। এ প্রসঙ্গে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।[৬৬৬]

কষ্ট লাঘব করা, সহজতার পথ অবলম্বন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবন্ধীদের কষ্ট লাঘব করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাদের জন্য তাদের কাজগুলোকে সহজ করে দিতেন। যেভাবে আমল করলে তাদের জন্য সহজ হবে, কোনরূপ বেগ পেতে হবে না, সেভাবে আমল করার সুযোগ করে দিতেন।

---

৬৬৫. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৫৬৮।

৬৬৬. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৩৩১। হাদিসের মান: সহিহ।

যায়েদ বিন ছাবেত رضي الله عنه বর্ণনা করেন-

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে দিয়ে কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়েছিলেন।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"মুসলিমদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়"।[৬৬৭]

যখন তাকে দিয়ে লেখাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর অহি নাযিল করেন।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার নিকট এতই ভারি মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাবার আশংকা করছিলাম। অতঃপর ওয়াহি অবতীর্ণ হবার অবস্থা দূর হল, এ সময় {غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ} অংশটুকু আল্লাহ নাযিল করেন।[৬৬৮]

আল্লাহ তায়ালা সমাজের এ সকল প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহজতার জন্য ও তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বভার লঘু করে দিয়ে অবতীর্ণ করলেন-

«لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا»

অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।[৬৬৯]

---

৬৬৭. আন-নিসা : ৯৫।

৬৬৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৮৩২। হাদিসের মান : সহিহ।

৬৬৯. সূরা ফাতহ : ১৭।

এ আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এ সকল প্রতিবন্ধীদের উপর জিহাদের ময়দানে লড়াই করার বিধানকে লঘু করে দিলেন। তাদের উপর অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করেন নি। জেহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়াকেও আবশ্যক করেন নি।

তবে কেউ যদি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে জেহাদের ময়দানে অংশ গ্রহণ করতে চায় তার জন্য সুযোগ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিষেধ করেননি। বাধাও দেন নি।

বনু সালামার কতিপয় বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমর ইবনুল জুমুহ رضي الله عنه ছিলেন খঞ্জ। সিংহের মত তার চারজন পুত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইসলামের প্রতিটি জেহাদে অংশ গ্রহণ করতেন। উহুদের দিন তারা তাদের পিতাকে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে চাইল। তারা তাকে বলল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দিয়েছেন।

তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুত্ররা আমাকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে দিতে চাইছে না। আপনার সাথে জেহাদের ময়দানে যেতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমি চাই আমি আমার এই খঞ্জত্ব নিয়ে জান্নাতে ঘুরে বেড়াব।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ তো তোমাকে অক্ষম হিসেবে ছাড় দিয়েছেন। তোমার উপর তো জেহাদ ফরজ নয়।

তার সন্তানদেরকে বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না। আশা করছি আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

তখন তিনি তার সন্তানদের সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন এবং শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হলেন।[৬৭০]

কাতাদা رضي الله عنه বলেন, আমর ইবনুল জুমুহ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি এবং শহিদ হই তবে কি আমি আমার এ পা নিয়ে জান্নাতে সুস্থ অবস্থায় হাঁটতে পারব? (তার পা ছিল খঞ্জ)

---

৬৭০. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৪/৪০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

তিনি, তার ভাতিজা ও তাদের আযাদকৃত এক গোলাম উহুদের যুদ্ধের দিন লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে বললেন, আমি যেন তোমাকে জান্নাতে তোমার এ পা নিয়ে সুস্থ অবস্থায় হাঁটতে দেখেছি।[৬৭১]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক সকল সংকীর্ণতাকে দূর করে দিয়েছেন; বরং তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে মেলামেশা করার ব্যপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কারণ মানুষ যদি খাবার-দাবার, আচার-আচরণে, তাদের সাথে মেলামেশা করা থেকে দূরে থাকে তবে এটি তাদের মানসিকতার উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করবে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে মেশার জন্য, তাদের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

«لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.»

অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের

৬৭১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৬০৬। হাদিসের মান : হাসান।

গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনের কন্যাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ননা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

ইবনে জারির ﷺ বলেন, তাফসিরকারকদের মধ্যে এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের অনেকে বলেন, এ আয়াতটি অন্ধ, খঞ্জ, অসুস্থ লোকদের সাথে পানাহারের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, কুরআনুল কারিমে সূরা নিসার এ আয়াত-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।

এ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ এ জাতীয় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সাথে তাদের খাদ্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা থেকে এ আশংকায় বিরত থাকতেন যাতে উল্লিখিত আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তার মধ্যে পড়ে না যান।[৬৭২]

ইমাম যাহ্হাক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পূর্বে মদিনাবাসী অন্ধ ও অসুস্থদেরকে নিজেদের সাথে খাবারে শরিক করতো না। তাদের কেউ কেউ বলতো, তাদের সাথে ময়লা ও অপরিচ্ছনতা রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ বলতো, সুস্থ ব্যক্তি যেমন পরিপূর্ণভাবে খাবার গ্রহণে সক্ষম অসুস্থ ব্যক্তি তেমন সক্ষম নয়। খঞ্জ ব্যক্তি খাবারের উপর ভীড় জমাতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি ভাল ও উপাদেয় খাবার বাছাই করে খেতে পারে না।

---

৬৭২. তাফসিরে ইবনে জারির : ১৯/২১৯।

তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ অসুস্থ, অন্ধ, খঞ্জদের সাথে খাবার গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।[৬৭৩]

প্রতিবন্ধীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জাতীয় শারিরিক প্রতিবন্ধীদের অনেককে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন সকলের পরামর্শক্রমে মদিনার বাইরে গিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হল, তখন নবীজি ﷺ এক হাজার সাহাবিকে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম — কে তখন মদিনায় অবস্থানকারীদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বেশ কয়েকবার মদিনার দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। মদিনার শাসক বানিয়ে ছিলেন। মুসলমানদের নামায পড়ানোর জন্য যিম্মাদারী অর্পণ করেছেন।

আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন- নবী ﷺ ইবনু উম্মে মাকতুমকে দুইবার মদিনা হতে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৭৪]

আজানের দায়িত্ব অর্পণ

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম رضي الله عنه-কে রমযান মাসে ফজরের দ্বিতীয় আজানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه বলেন- আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

---

৬৭৩. তাফসিরে ইবনে জারির : ১৯/২১৯।

৬৭৪. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ২৯৩১। হাদিসের মান : সহিহ।

বিলাল ﷺ রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইব্‌নু উম্মে মাকতূম ﷺ আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহরির) পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইব্‌নু উম্মে মাকতূম ﷺ ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হত যে, 'ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে' ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।[৬৭৫]

• আয়েশা ﷺ বর্ণনা করেন-

আবদুল্লাহ ইবনু মাকতূম ﷺ রাসূল্লাহ ﷺ-এর সম্মতিতে আযান দিতেন। তখন তিনি ছিলেন অন্ধ।[৬৭৬]

সুতরাং হে পাঠক! লক্ষ্য করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে এ সকল প্রতিবন্ধীদের শক্তি ও প্রতিভাকে মূল্যায়ন করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন। এই যে, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ একজন অন্ধ সাহাবি। অথচ তিনি আযান দিচ্ছেন, মুসলমানদের ইমামত করছেন। মদিনার শাসকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের এ সকল প্রতিবন্ধীদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তাদের প্রতি কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন-

مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

---

৬৭৫. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬১৭। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৭৬. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৭৩১। হাদিসের মান : সহিহ।

ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার পিতাকে গালি দিল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার মাতাকে গালি দিল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে অন্ধকে পথহারা করল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে গবাদি পশুর সাথে অপকর্ম করল। ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে কাওমে লুতের কর্মে (সমকামিতা) লিপ্ত হল।[৬৭৭]

প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতা পুরো জাতির সহযোগিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন যারা জাতিকে সাহায্য করতে চায় তারা যেন সমাজের এ সকল প্রতিবন্ধীদেরকে সহায়তা করে।

সা'দ رضي الله عنه-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন নবী ﷺ বললেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ.

'তোমরা দুর্বলদের (দু'আয়) ওয়াসিলায়ই সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিযিকপ্রাপ্ত ও।[৬৭৮]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্র নবী ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِم.

আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দু'আ, সালাত এবং ইখলাসের কারণে।[৬৭৯]

সুতরাং মুসলিম সমাজে দরিদ্র, দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থান ওই সমাজের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ। তারা হলেন ওই সমাজের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দুয়া যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের জন্য রিযিক অবারিত করে দেন। যাতে সমাজে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের প্রতিযোগীতা তৈরী হয়। তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও সহযোগীতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়। যাতে ওই সকল দুর্বল মানুষগুলোর দুআ-মুনাজাত মুসলমানদের

৬৭৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৮৭৮।
৬৭৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৮৯৬। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৭৯. সুনান আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ৩১৭৮। হাদিসের মান : সহিহ।

জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমতের লাভের উপায় হিসেবে পরিগণিত হয়। মুসলমানদের সম্মান ও ইজ্জতের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

নির্বোধদের প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নির্বোধ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। তাদের কর্ম-কাণ্ডকে ক্ষমার্হ মনে করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনী নিয়ে যখন উহুদের ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি এক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মুনাফিক মারবা' বিন কাইজের বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার বাগান অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন সে নবীজি ﷺ কে সম্বোধন করে বলল, হে মুহাম্মদ তুমি যদি নবী হও তবে তোমাকে আমি আমার বাগান অতিক্রম করে যেতে দিব না। এ বলে সে হাতে কিছু মাটি তুলে নিল। তারপর বলল, আমি যদি বুঝতে পারতাম যে এ মাটি কেবল তোমার শরীরেই লাগছে তবে তা তোমার গায়ে ছুড়ে মারতাম।

সাহাবায়ে কেরাম তখন তাকে হত্যা করতে এগিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন–

دَعُوْه، فهذا الأَعْمى، أَعْمى الْقَلْبِ، أَعْمى الْبَصِيْرَةِ.

তাকে ছেড়ে দাও। এ অন্ধ হৃদয়েরও অন্ধ। দৃষ্টিরও অন্ধ।[৬৮০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি। এমনকি তাকে কষ্ট দেয়ারও অনুমতি দেননি। অথচ মুসলিম বাহিনী তখন লড়াইয়ের পথে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সঙ্কটপূর্ণ। সময়টা সম্পূর্ণ বিপদজনক।

এখান থেকে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হল, দুর্বল প্রতিবন্ধীদের উপর আক্রমন করা মুসলিম বাহিনীর বৈশিষ্ট্য নয়। মুসলিম বাহিনী সর্বদা দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের উপর হাত তোলা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।

---

৬৮০. ইবনে কাসির, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/২৪৪। ইবনে হিশাম, আস্ সিরাতুন নববিয়্যাহ : ৩/৫৭। যাদুল মাআদ-৩/১৭২

প্রতিবন্ধীদের সুস্থতার দুআ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাদের রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

কোন অসুস্থ বা প্রতিবন্ধীকে দেখে নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়ের তালিম দিয়েছেন।

ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ লোককে দেখে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে, সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযতে থাকবে । তা যে কোন বিপদেই হোক না কেন। দু'আটি হল

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, তিনি যে বিপদে তোমাকে জড়িত করেছেন তা হতে আমাকে হিফাযতে রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন"[৬৮১]

«وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً»

অর্থাৎ শরীর ও হৃদয়ে, দীন ও দুনিয়ার বহুবিধ বিষয়ে আমাকে তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।[৬৮২]

উলামায়ে কেরাম বলেন, তবে এ দু'আটি মনে মনে পড়বে, যাতে নিজে শুনতে পায়। আক্রান্ত ব্যক্তি যেন শুনতে না পায়। হ্যা, এ বিপদ যদি দীনের ব্যাপারে হয়, যেমন কোন ব্যক্তিকে পাপাচারে লিপ্ত দেখতে পেল- তবে এ দু'আ আওয়াজ করে তাকে শুনিয়ে পড়বে। যাতে তা তার জন্য একদিকে হুশিয়ারী হয়, অপরদিকে পাঠকারীর জন্য আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার হিসেবে গণ্য হয়।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হল যে প্রকৃত প্রতিবন্ধী ওই ব্যক্তি যে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে নি। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে মেনে নেয় নি।

---

৬৮১. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪৩১। হাদিসের মান : হাসান।

৬৮২. তুহফাতুল আহওয়াযি : ৯/২৭৫।

কারণ আল্লাহ তায়ালা তো তাকে দেখার জন্য দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন। তেমনি তাকে দিয়েছেন শোনার জন্য শ্রবণ শক্তি, চিন্তা-গবেষণার জন্য বিবেক-বুদ্ধি ও বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য অন্তর। যাতে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। তার দাসত্ব করে। তাঁরই ইবাদাত করে। সিরাতে মুসতাকিমের উপর চলে। কিন্তু সে তার কোন অঙ্গকেই সঠিক ও যথাযথ কাজে লাগায় নি। বরং প্রতিটি অঙ্গকে বেকার ও কর্মহীন রেখেছে। উপরন্তু যে মহান রব তাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে এত সুন্দর একটি আকৃতি দিয়েছেন, তাকে চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় দিয়েছেন, তাকেই সে অস্বীকার করেছে। এ বাস্তবতাই তো আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।
–সূরা আরাফ, আয়াত-১৭৯

এ হল কাফেরদের অবস্থা। যে তার চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়কে অযথা ফেলে রেখেছে। যথাযথ ব্যবহার করেনি। সেগুলো থেকে যথার্থ উপকার গ্রহণ করেনি। পশু যেমন তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল পানাহার ও যৌনতার জন্য ব্যবহার করে সেও তাই করেছে।

পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ মুল্যায়ন করেছে। তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফায়দা উঠিয়েছে। আল্লাহ তাকে যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেটিকে যথাযথ কাজে খাটিয়েছে।

সুতরাং ওই ব্যক্তি প্রকৃত অন্ধ নয় যে ব্যক্তি কেবল চর্মচক্ষু থেকে বঞ্চিত; বরং প্রকৃত অন্ধ ওই ব্যক্তি যে অন্তরদৃষ্টি ও ঈমান থেকে বঞ্চিত। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

«فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.»

চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।[৬৮৩]

অর্থাৎ, দীনের ব্যাপারে যে দৃষ্টিহীনতাই মূলত হৃদয়ের অন্ধত্ব। যার ফলে সে সত্য গ্রহণ করতে পারে না। চর্মচক্ষুহীন ব্যক্তি যেমন দৃশ্যমান কোন বস্তু দেখতে পায় না, তেমনি হৃদয়ের অন্ধ ব্যক্তিও দীনের কোন বিষয় দেখতে পায় না। অন্ধ ব্যক্তির সর্বোচ্চ চাহিদা থাকে পার্থিব সম্পদ ও দুনিয়ার ভোগ-উপভোগ।

إِذَا أَبصَرَ الْقَلْبُ الْمَرُوْءَةَ و التُقى + فَإِنَّ عَمى الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ يَضِيْرُ.

হৃদয় যদি মানবিকতা ও তাকওয়া দেখতে পায়

তবে দু'চোখের দৃষ্টিহীনতা কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সুস্থ সবল কর্মক্ষম হাত-পা নিয়ে যে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত এবং সেগুলোকে অন্যায় ও পাপাচারে ব্যবহার করছে, তারচেয়ে ওই ব্যক্তি ভাল যে তা থেকে বঞ্চিত।

একজন মুসলিম শরীরের কোন অঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়া, কিংবা সেটিকে আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ঢের ভাল সে অঙ্গ পাওয়ার পরে সেটিকে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতায়, শয়তানের সেবায় ব্যবহার করা থেকে।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সুস্থ সবল পাওয়ার পর সেগুলোকে শয়তানের আনুগত্যে ব্যবহার করার চেয়ে কোন অঙ্গ বঞ্চিত হওয়া একজন মুসলিমের জন্য হাজারগুণ শ্রেয়।

উদাহারণ স্বরূপ আমরা যদি একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ও মর্যাদাহীন ব্যক্তির মাঝে তুলনা করি, যদি একজন হাত-পা বঞ্চিত ব্যক্তি ও চরিত্রহীন ব্যক্তির মাঝে তুলনা করি তবে অবশ্যই উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য দেখতে পাব।

এ তুলনা অবশ্যই ওই শারিরিক প্রতিবন্ধীকে আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা আদায়ে, আল্লাহর প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশে বাধ্য করবে যার হৃদয় সত্য গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদ রয়েছে।

---

৬৮৩. সূরা হজ, আয়াত-৪৬।

اصْبِرْ على غُصَصِ البَلَايَا ولِيَكُنْ + لَكَ فِيْ ثَوْابِ اللهِ خَيْرُ عَزَاءِ.

وَإِذَا ابْتُلِيْتَ فَلَسْتَ أَوَّلَ مُبْتَلى + فَلِكُلِّ حَيٍّ خَصَّ نَوْعُ بَلاءِ.

১. বিপদ-মুসিবতের যন্ত্রনায় ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদানে যেন তুমি সান্তনা গ্রহণ কর।

২. তুমি যদি বিপদে পতিত হও, মনে করো না যে তুমিই প্রথম বিপদগ্রস্থ। প্রতিটি জনপদের জন্য নির্ধারিত বিপদ রয়েছে।

إِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْبِرْ لَرَبِّكَ رَاضِيًا + أَلْجَئْتَ بَعْدَ العِجْزِ والإِعْيَاءِ.

وَعَظَ النَّبِيُّ ذَوِيْ البَلاءِ مُصَبِّرًا + وَمُبَشِّرًا بالجَنَّةِ الْعَلْيَاءِ.

৩. তুমি যদি তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে ধৈর্য ধারণ করতে না পার, তবে অক্ষমতা ও ব্যর্থতার পর অবশ্যই তুমি ধৈর্য ধারণ করবে।

৪. বিপদগ্রস্থদেরকে নবীজি ﷺ ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। আর দিয়েছেন সুউচ্চ জান্নাতের সুসংবাদ ।

حَتّى تَمَنَّوْا حِيْنَ نَالُوْا أَجْرَهُمْ + لَوْ نَالَهُمْ مِنْ قَبْلُ ضَعْفُ الدَّاءِ.

وَيَزُوْرُهُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ عائِدًا + يَدْعُوْ لَهُمْ وَدُعَاهُ خَيْرُ دُعَاءِ.

৫. অবশেষে তারা যখন তাদের প্রতিদান লাভ করবে, তখন তারা অবশ্যই কামনা করবে, যদি ইতঃপূর্বে তারা রোগ-ব্যাধির দুর্বলতা ভোগ করতো!!

৬. সৃষ্টির সেরা মানব তাদের দেখতে যেতেন। তাদের জন্য দুআ করতেন। আর তার দু'আতো শ্রেষ্ঠ দুআ।

فَإِذا رَأَوْا وَجْهَ النَّبِيِّ اسْتَبْشَرُوْا + مِنْ حُسْنِ طَلْعَتِه بِقُرْبِ شِفَاءِ.

وَيَكُوْنُ فِيْ حَاجَاتِهِمْ مُتَوَاضِعًا : وَمُبَادِرًا فِيْهَا بِحُسْنِ قَضاءِ.

৭. তারা যখন নবীজির চেহারা দেখতো, তাঁর চেহারা সৌন্দর্যে রোগমুক্তির আসন্নতার শুভাষিশ গ্রহণ করতো।

৮. বিনয়াবনত হয়ে তিনি তাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতেন। সুন্দর ফায়সালার মাধ্যমে তা সম্পাদন করতেন।

مَا مَلَّ مِنْهُمْ لا، وَلَمْ يَضْجَرْ بِهِمْ : بَلْ سَرَّهُمْ بِالطَّلْعَةِ السَّمْحَاءِ.

مَا بَالُ أَهْلِ ذَوِيْ الحَوَائِجِ، والبَلَا : أَقْصُوْهُمْ هَرْبًا مِنَ الأَعْبَاءِ.

৯. কখনও তাদের আচরণে বিরক্ত হন নি, তাদের প্রতি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন নি। বরং তাদেরকে সহৃদয় চেহারায় তাদেরকে আনন্দ দিয়েছেন।

১০. প্রয়োজন ও বিপদগ্রস্থদের কী হলো!? আমি কষ্টের কারণে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি।

وَلَرُبَّمَا غَدَرَ الشَّقِيُّ بِأُمِّه : وَرَمى بِهَا كَالنَّاقَةِ الْجَرْبَاءِ.

لَا تَعْجَلَنَّ، فَفِيْ غَدٍ لَكَ مِثْلُهَا : شَرُّ الدُّيُوْنِ أَذِيَّةُ الآبَاءِ.

১১. অনেক সময় ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি তার মায়ের সাথে গাদ্দারি করে এবং তাকে খোসপাচড়াযুক্ত উটনীর ন্যায় ফেলে চলে যায়।

১২. তাড়াহুড়ো করো না। আগামী কাল তোমারও তেমন অবস্থা হতে পারে। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া নিকৃষ্ট পাওনা।

كُنْ لِلضِّعَافِ، وَلِلْعَجَائِزِ خَادِمًا : بِالبِرِّ صَبِيْحَةٍ وَمَسَاءِ.

لَا تُؤْذِيَنَّ، وَلا تُصَاحِبْ مُؤْذِيًا : إِنَّ الْخَسَارَ مُقَارِنُ الإِيْذَاءِ.

১৩. অবশ্যই কষ্ট দিওনা। কষ্ট যারা দেয় তাদেরও সঙ্গ দিও না। কারণ, ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থতা কিন্তু কষ্টের সাথী।

১৪. সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হও।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النبي ﷺ مَعَ أَصْحَابِ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ

বিপদগ্রস্থদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

পৃথিবীতে কোন মানুষই বিপদ মুসিবত মুক্ত নয়। প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন কষ্ট ও যন্ত্রনায় নিপতিত। এটি আল্লাহ তায়ালার কুদরতেরই একটি রহস্য। তিনি চাননি কাউকে নিরঙ্কুশ নিরাপদ রাখতে।

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ، وأَنْتَ تُرِيْدُهَا + صَفْوًا مِنَ الأَقْذَارِ والأَكْدَارِ

জীবনটা সৃষ্টি হয়েছে ক্লেদাক্ততার উপর,
অথচ তুমি চাও সেটিকে ক্লেদ মুক্ত পেতে।

সুতরাং যিনি চিরস্থায়ী সুস্থতা ও নিরাপত্তা কামনা করেন, তার না আছে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি। আর না আছে সমর্পণের উপলব্ধি।

এ পৃথিবীতে মানুষকে অবশ্যই কোন না কোন মুসিবত সহ্য করতে হবে। কোন না কোন বিপদে তাকে পড়তেই হবে। কষ্ট যাতনা তাকে ভোগ করতেই হবে। এ বিপদ-মুসিবত আসতে পারে তার জীবনের উপর কিংবা সম্পদের উপর, অথবা পরিবার-পরিজনের উপর।

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য তার বিপদের দহনকে নির্বাপিত করার সবচেয়ে উপকারী মাধ্যম হল, অন্য আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেখে সান্তনা লাভের শীতলতা। এ কথা উপলব্ধি করা যে প্রতিটি গৃহেই কোন না কোন বিপদগ্রস্থ রয়েছে। কেউ না কেউ কষ্ট যাতনায় রয়েছে। সে যদি অনুসন্ধান চালায় তবে কাউকেই সে বিপদ মুক্ত পাবে না। কেউ হয়ত প্রিয়জনকে হারিয়েছে। আবার কেউ হয়ত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার।

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا ، وَيَوْمٌ لَنَا + وَيَوْمٌ نُسَاءُ، وَيَوْمٌ نُسَرُّ.

একদিন আমাদের বিপক্ষে গেলেও আরেক দিন আমাদের পক্ষে আসবে। একদিন দুঃখিত হলে, আরেকদিন আনন্দিত হবে।

এ কারণে আমাদের জন্য অপরিহার্য হল বিপদ-মুসিবতগ্রস্থ মানুষের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ কেমন ছিল তা অনুধাবন করা।

আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে নিপতিত করেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাকে কোন না কোন বিপদে আক্রান্ত করেন। এ বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে তার ব্যাপারে যে কল্যাণের ফায়সালা করেছেন তাতে সামাসীন করেন।

- আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি দুঃখকষ্টে পতিত করেন।[৬৮৪]

বাযি বলেন, তাকে এমন অসুস্থতা দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার সুস্থতায় প্রভাব বিস্তার করে। কিংবা এমনভাবে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেন যা তার স্বচ্ছলতায় প্রভাব বিস্তার করে। কিংবা এমন দুঃখ-বেদনা চাপিয়ে দেন যা তার হাসি-আনন্দ কেড়ে নেয়। অথবা এমন কঠিন অবস্থায় নিপতিত করেন যা তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে এর বিনিময় প্রত্যাশা করে, তবে এটি তার জন্য আল্লাহ যে কল্যাণ চেয়েছেন সেটি লাভের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৬৮৫]

৬৮৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৪৫। হাদিসের মান : সহিহ।
৬৮৫. আল মুনতাকা শরহুল মুআত্তা : ৪/৩৫৭।

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সে বিপদে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি বিদ্যমান।[৬৮৬]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ে পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তাতে সন্তুষ্ট, তার জন্যও আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার এ পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি; বরং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, আল্লাহর ফায়সালার উপর নারাজি প্রকাশ করেছে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি ও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। যে মন্দ কাজ করে সে তো ওই মন্দের অনুরূপ সাজা ভোগ করবে।

হাদিসের উদ্দেশ্য হল বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত হওয়ার পর ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা।[৬৮৭]

আল্লামা হেরাওয়ি رحمه الله বলেন, নেক কাজের সৌন্দর্য হল বিপদ-মুসিবতকে লুকিয়ে রাখা। যাতে মনে হয় যেন তুমি কখনও বিপদে পড়নি।[৬৮৮]

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, নির্বোধ বিপদে পড়ার বহুদিন পর যে কাজটি করে বুদ্ধিমান সে কাজটি প্রথম দিনেই করেন। যে ব্যক্তি আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তির ন্যায় ধৈর্য ধরে না, সে অবশ্যই পশুর মত সহ্য করতে বাধ্য হয়।[৬৮৯]

---

৬৮৬. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৯৬।

৬৮৭. তুহফাতুল আহওয়াযি : ৭/৬৬।

৬৮৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা : ১৭।

৬৮৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা : ২৯।

أَتَصْبِرُ لِلْبَلْوى عَزَاءً وَحِسْبَةً ÷ فَتُؤْجَر، أم تَسْلُوْ سَلوَّ الْبَهَائِمِ؟

তুমি কি বিপদ-মুসিবতে সান্তনা ও ছওয়াব লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে যাতে প্রতিদান প্রাপ্ত হও। নাকি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সান্তনা লাভ করবে?

ধৈর্যের প্রতি আহবান ও দুঃখিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধারণের আহবান করতেন। তাদেরকে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করার নির্দেশ দিতেন। নিজেও তাদের দুঃখে দুঃখিত হতেন। কখনও অন্যের বিপদে কাঁদতেনও।

- **উসামা ইব্‌নু যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের অপেক্ষায় থাকে।

তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যাওয়ার জন্য দন্ডায়মান হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্‌নু উবাদা, মুআয ইব্‌নু জাবাল, উবাই ইব্‌নু কা'ব, যায়েদ ইব্‌নু সাবিত رضي الله عنهم এবং আরও কয়েকজন।

শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তুলে দেয়া হল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারনা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (শব্দ হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ-এর দু' চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একি?[৬৯০]

---

৬৯০. সা'দ رضي الله عنه মনে করেছিলেন সব ধরনের কান্নাই হারাম। চোখের পানি বের হওয়াও হারাম। এবং তিনি মনে করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ভুলে গিয়েছেন, তাই তাকে

তিনি বললেন,

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।[৬৯১]

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ **(যা কিছু আল্লাহ নিয়ে যান তা তারই অধিকারে)** দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাকে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহর ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোমাদের কাছ থেকে যা নিয়ে গেছেন তা তারই, তোমাদের নয়। তিনি কেবল তাঁর জিনিসই নিয়েছেন। সুতরাং এ নিয়ে তোমাদের হতাশা হওয়া উচিত নয়, কারো আমানত ফিরিয়ে নিলে আমানতদার যেমন এর জন্য দুঃখ করে না, তেমনি তোমাদেরও দুঃখ করা উচিত নয়।

وَلَهُ مَا أَعْطَى **"তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন"** অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তার মালিকানার বাইরে নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা তাতে যা চান করেন।

وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى **(তাঁর নিকট সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে।)** -এর অর্থ হল, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, অধৈর্য হয়ো না। যারই মৃত্যু হয়েছে মনে করবে যে তার নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। যে সময়ের ব্যত্যয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই। অগ্র-পশ্চাত কোনটি ঘটা অসম্ভব।

সুতরাং উপরে বর্ণিত বিষয়টি যদি আপনার বুঝে আসে তবে ধৈর্য ধরুন। আপনার উপর যে বিপদ-মুসিবত এসেছে এর জন্য আল্লাহার কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশা করুন।

স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জানিয়ে দিলেন যে কেবল কান্না করা, চোখ থেকে পানি বের হওয়া হারাম নয়, অপছন্দনীয়ও নয়; বরং এটি রহমত ও ফযিলত। বরং এ ক্ষেত্রে হারাম হল, বিলাপ করা, চিৎকার করা, বিলাপের সাথে কান্নাকাটি করা।

৬৯১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১২৮৪। হাদিসের মান : সহিহ।

হাদিসের শিক্ষা

এ হাদিস থেকে বেশ কিছু শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি। যথা-

- মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির জন্য দুআর আশায় সম্মানীত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আহবান করার বৈধতা বোঝা যায়।
- এ জন্য তাদের উপর কসম করার বৈধতাও বোঝা যায়।
- অনুমতি ছাড়াই রোগী দেখতে যাওয়া অথবা কাউকে সান্তনা দিতে যাওয়ার বৈধতা বোঝা যায়। তবে ওলিমায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন।
- কসম পূর্ণ করা মুস্তাহাব।
- বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বেই ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া, যাতে সে ধৈর্যের মাধ্যমে বিপদকে অতিক্রান্ত করে সন্তুষ্টচিত্তে মৃত্যু বরণ করতে পারে।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় কাউকে কোন উদ্দেশ্যে আহবান করা হলে তাকে ওই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেয়া।
- কথা বলার পূর্বে সালাম দেয়া।
- রোগী যদি মর্যাদায় নিম্ন পর্যায়ের কিংবা ছোটও হয় তবুও তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত।
- কোন আলেমের অনুসারী ব্যক্তির কোন বিষয় বুঝে না আসলে তার অনুসরণীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে নেয়া।
- প্রশ্ন করার সময় বড়দের প্রতি আদব রক্ষা করা। যেহেতু সাহাবি জিজ্ঞেস করার পূর্বে নবীজিকে সম্বোধন করেছিলেন। এ সম্বোধন থেকে নবীজির প্রতি তার আদব প্রকাশিত হয়েছে।
- এতে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহের উৎসাহ।
- হৃদয়ের কঠোরতা, চক্ষু অশ্রুসিক্ত না হওয়ার সতর্কতা।
- বিলাপ ছাড়া ক্রন্দন করার অনুমতি।[৬৯২]

---

৬৯২. ফাতহুল বারি : ৩/১৫৮

ধৈর্যধারণের পদ্ধতি শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থকে কেবল ধৈর্য ধারণ করার কথাই বলতেন না; বরং তাদেরকে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাও হাতে কলমে শিখিয়ে দিতেন।

- **আনাস ইব্‌নু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ এক মহিলার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পার্শ্বে ক্রন্দন করছিলেন। তখন নবী ﷺ বুললেন–

اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي.

তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর বরং ধৈর্য ধারণ কর।[৬৯৩]

মহিলাটি বললেন, আমার নিকট থেকে প্রস্থান করুন। আপনার উপর তো আমার মত বিপদ উপস্থিত হয়নি। মহিলাটি নবী ﷺ-কে চিনতে পারেননি।[৬৯৪]

পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী ﷺ।[৬৯৫]

তখন মহিলাটি নবী ﷺ-এর দরজায় উপস্থিত হলেন, তাঁর কাছ কোন প্রহরী ছিল না।[৬৯৬]

---

৬৯৩. আবু নুআইমের বর্ণনায় রয়েছে, নবীজি ﷺ বলেছেন- يَا أَمَةَ اللهِ اتَّقِيْ اللهِ হে আল্লাহর বান্দি, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, এটা স্পষ্ট যে, মহিলাটি ক্রন্দন করতে গিয়ে বিলাপের মত কিংবা তার চেয়ে বেশী হাহুতাশ করে কাঁদছিল। তাই নবীজি সা. তাকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারি : ৩/১৪৯)

৬৯৪. অর্থাৎ নবীজি ﷺ কে চিনতে না পারার কারণে এভাবে সম্বোধন করেছে।

৬৯৫. সহিহ্ বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে (হাদিস নং : ৭১৫৪) তখন তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল। সে ব্যক্তি ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে বলেছিল 'ইনি রাসূলুল্লাহ' ﷺ তখন মহিলাটি বলেছিল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারি নি। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে- فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ এ কথা শুনে মহিলার অবস্থা মৃতবৎ হয়ে গেল। অর্থাৎ সে যখন জানতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তার বিপদের ভয়াবহতার কারণে এমন একটি আচরণ করেছে, তখন লজ্জায় ও ভয়ে তার অবস্থা মৃত্যুর মত হয়ে গেল।

তিনি নিবেদন করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন-

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.

ধৈর্য তো বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই ধারণ করতে হয়।[৬৯৭]

ইমাম খাত্তাবি رحمه الله বলেন, বিপদে ধৈর্য ধারণের কারণে যে প্রশংসা করা হয় তা মূলত বিপদের প্রাথমিক অবস্থায় ধৈর্য ধারণের কারণে করা হয়। পক্ষান্তরে যদি বিপদের প্রথম লগ্নে ধৈর্য ধারণ না করে, তবে সময়ের সাথে সাথে তাকে পরবর্তীতে ধৈর্য এমনিতেই ধরতে হয়।[৬৯৮] এ কারণে বলা হয়, প্রতিটি জিনিস ছোট থেকে বড় হয়, কিন্তু বিপদ প্রথমে বড় থাকে তারপর ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়।

لا تجزعنَّ إذا بليت بشدة + إن الشدائد لا يدوم مقامها.

বিপদে পড়ে অধৈর্য হয়ো না। বিপদের অবস্থান কিন্তু স্থায়ী হয় না।

كم شدة نام الفتى لورودها + ما هبَّ حَتَّى أدبرت أيامها.

কত বিপদ এমন আছে যা আসার কারণে যুবক ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বিপদের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সে আর জাগেনি।

فاصبر على نوب الزمان فإنها + تمضي ويبقى بردها وسلامها.

সুতরাং কালের বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তা অপসৃত হবে আর তার শীতলতা ও নিরাপত্তা অবশিষ্ট থাকবে।

যাইন ইবনুল মুনির رحمه الله বলেন, মহিলার ওই উত্তরের ফায়দা হল, তাকে ধৈর্য ও তাকওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে যখন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

---

৬৯৬. এ বাক্যটি বলার উদ্দেশ্য হল, মহিলাটিকে যখন বলা হল ইনি আল্লাহর রাসূল' তখন সে ভয় পেয়ে গেল। এবং মনে মনে ধরে নিল তিনি হয়ত রাজা-বাদশাহদের মত হবেন তার দরজায় প্রহরা থাকবে। দারওয়ান থাকবে যে লোকদেরকে তার কাছে পৌঁছতে বাধা দিবে। কিন্তু সে যা ধারণা করেছিল তার বিপরীত পেল। (ফাতহুল বারি : ৩/১৪৯)

৬৯৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১২৮৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৯২৬।

৬৯৮. ফাতহুল বারি : ৩/১৫০।

করল এবং দুঃখ-বেদনার কারণে তার যবান থেকে যে বাক্য প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আগমন করল, তখন নবীজি ﷺ তাকে বলে দিলেন যে এ সবরের হক হল সূচনাতেই সবর করা এবং এর ভিত্তিতে ছওয়াব দেয়া হয়।[৬৯৯]

হাদিসের **শিক্ষা :**

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়ের একটা পরিচয় এতে স্পষ্ট হয়েছে। অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের সাথে নবীজি কোমল আচরণের একটি দৃষ্টান্ত এতে উপস্থাপিত হয়েছে।
- বিপদ গ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ ও তার অভিযোগ গ্রহণ করে নেওয়া।
- প্রতিটি ব্যক্তির সাথে আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সম্পর্ক বজায় রাখা।
- সম্মানীত ব্যক্তির প্রতি শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ প্রকাশ পাওয়ার পর তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- কাযি বা বিচারকের জন্য এমন কোন প্রহরি রাখা সংগত নয়, যে মানুষকে তার পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিবে।
- যাকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার কর্তব্য হল সে নির্দেশ মেনে নেয়া, যদিও সে নির্দেশ দাতাকে চিনতে না পারে।
- উপদেশ প্রদানকালে যদি কোন কষ্ট আসে তা সহ্য করা।

বিপদের প্রতিদান ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি তার বিপদের প্রতিদানের সুসংবাদ দিতেন। ছওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণের কারণে যে বিনিময় আল্লাহর কাছে লাভ করবে তা বর্ণনা করতেন।

---

৬৯৯. ফাতহুল বারি : ৩/১৫০।

• **কুররা বিন ইয়াস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন তখন সাহাবিদের অনেকে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অল্প বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি তাঁর ছেলেটিকে পেছনের দিক থেকে নিজের সামনে এনে বসাতেন। অতঃপর ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলের কথা মনে করে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না? সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! আপনি তাঁর ছোট ছেলেটিকে দেখেছিলেন সে মৃত্যুবরণ করেছে। পরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছোট ছেলেটির কি হয়েছে? সে ব্যক্তি বললো, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে সান্তনা দিয়ে ধৈর্য ধারন করতে বললেন। তারপর তিনি বললেন যে,

يَا فُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ، أَوْ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ.

হে অমুক! তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয় "তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা; না কাল কিয়ামতে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে তাকে তথায়ই পাওয়া, তোমার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে তোমার জন্য দরজা খুলে দেওয়া? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য খুলে দেবে এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। তিনি বললেন, তাহলে তা-ই তোমার জন্য হবে। তখন কোন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়টিকি তার খাস নাকি আমাদের সকলের জন্য? নবীজি ﷺ বললেন, বরং তোমাদের সকলের জন্য।[৭০০]

• **আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন,

مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

৭০০. সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ২০৮৮। হাদিসের মান : সহিহ।

আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয় বস্তু দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই।[৭০১]

إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (প্রিয় বস্তু উঠিয়ে নেই) এখানে প্রিয় বস্তু বলতে সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন ও এ জাতীয় প্রিয় ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হল মৃত্যু দান করা।

ثُمَّ احْتَسَبَهُ অর্থ হল, সে তার আপনজনকে হারিয়ে এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করল। ইহতিসাব' শব্দের অর্থ হল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট বিনিময়ের আশা করা।[৭০২]

• **আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ.

পৃথিবীর কোন প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর যখন মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট হন না। তিনি আরো বলেছেন, জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সওয়াবের নির্দেশ দেওয়া হয় না।[৭০৩]

• **মুআজ বিন জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ.

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! গর্ভপাত হওয়া সন্তানের মাতা তাতে সওয়াব আশা করলে ঐ সন্তান তার নাভিরজ্জু দ্বারা তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[৭০৪]

---

৭০১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪২৪। হাদিসের মান : সহিহ।
৭০২. ফাতহুল বারি : ১১/২৪২।
৭০৩. সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং : ১৮৭১। হাদিসের মান : হাসান।
৭০৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৬০৯। হাদিসের মান : সহিহ।

سَرَر সীন ও রা-বর্ণে যবর যোগে। অর্থ হল নাভীর ওই অংশ যা কেটে ফেলা হয়। السُرَّةُ হল ওই অংশ যা রেখে দেয়া হয়।[৭০৫]

শুরাইহ ﷺ বলেন, আমি যখনই কোন বিপদে আক্রান্ত হই তখন এর জন্য চারবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি-

১. যখন এর চেয়ে বড় কোন বিপদ দেখতে না পাই, তখন শুকরিয়া আদায় করি।
২. যখন এ বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দেয়া হয়, তখন শুকরিয়া আদায় করি।
৩. যখন আমাকে এ বিপদে ইন্নালিল্লাহ বলার তাওফিক দেয়া হয়, যেহেতু আমি এ বিপদে ছওয়াবের আশা করি।
৪. আমি তখনও শুকরিয়া আদায় করি, যখন বিপদটি আমার দীনের ব্যাপারে না হয়।[৭০৬]

বিপদ-মুসিবত গুনাহ মাফের কারণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে জানিয়েছেন যে কোন বিপদ-মুসিবত মুমিন বান্দার জন্য কল্যাণকর। এতে তার গুনাহ মাফ হয়। মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

- **আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সব বিপদ-আপদ আসে তা দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপ দূর করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে ফুটে তা দ্বারাও।[৭০৭]

- **উম্মুল আলা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন,

---

৭০৫. হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানি ইবনে মাজাহ-১/৪৮৯।
৭০৬. বায়হাকি শুআবুল ঈমান, হাদিস নং : ৯৯৮০।
৭০৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৪০। হাদিসের মান : সহিহ।

أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

হে আলার মা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আগুন যেভাবে সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয় তদ্রূপ মহান আল্লাহ্ কোন মুসলিমের রোগের দ্বারা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন।[৭০৮]

ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিপদেও প্রতিদান রয়েছে

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে মুমিনের বিপদ যত ছোট কিংবা তুচ্ছই হোক না কেন, এর বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে ছওয়াব ও প্রতিদান।

- **আবূ সা'ঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেছেন,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফুটে, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৭০৯]

- **আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম, এটি এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন,

---

৭০৮. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ২৬৮৮। হাদিসের মান : সহিহ।
৭০৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৪১। হাদিসের মান : সহিহ।

أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

হ্যাঁ তাই। কেননা যে কোন মুসলিম দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তা একটা কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যেমন গাছ থেকে তার পাতাগুলো ঝরে পড়ে।[৭১০]

বিপদে ধৈর্য ধরার উপদেশ : বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন। বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করতেন। তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে তবে তাদেরকে জান্নাত লাভে প্রতিশ্রুতি দিতেন।

- **জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-**

আম্মার ও তার পরিবারকে যখন নির্যাতন করা হচ্ছিল এমনই এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন

أَبْشِرُوْا آلَ عَمَّارٍ وَآلَ يَاسِرٍ [وَفِيْ رِوَايَةٍ : صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ] فإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ.

হে আম্মার পরিবার! হে ইয়াসির পরিবার! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ কর) জান্নাতই হল তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান।[৭১১]

- **আতা ইবনু আবূ রাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবী ﷺ -এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ

---

৭১০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৪৮। হাদিসের মান : সহিহ।
৭১১ .হাকেম, হাদিস নং : ৫৬৬৬

করুন। নবী ﷺ বললেন, তুমি যদি চাও ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। সে বলল, ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন।[৭১২]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ার বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারনের বিনিময়ে জান্নাত লাভ হয়।[৭১৩]

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সান্তনা ও জান্নাতের খোশখবরি প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ ও মহান প্রতিদান লাভের আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে তাকে সান্তনা দিতেন।

- **আবূ সা'ঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, এক মহিলা নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার হাদিস তো কেবল পুরুষেরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ্ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্রিত হবে। সে মোতাবেক তারা একত্রিত হলেন এবং নবী ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন,

مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً، إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হয়ে যাবে।

---

৭১২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৫২। হাদিসের মান : সহিহ।
৭১৩. ফাতহুল বারি : ১০/১১৫।

তখন তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি দু'দুবার জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।[৭১৪]

- **আবূ হাসসান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা رضي الله عنه-কে বললাম, আমার দুটি ছেলে সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে একটি হাদিস উল্লেখ করবেন, যাতে আমাদের মৃতদের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের মনে শান্তি দিতে পারেন।

তিনি বললেন, হ্যা, তাদের জন্যে তাদের ছোটশিশুরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের মাঝে কেউ তার পিতার সাথে মিলিত হবে, অথবা তিনি বলেছেন বাবা-মা দুজনের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তার পরিধানের কাপড় কিংবা বলেছেন, হাত ধরবে, যেমনটি আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর তারা তাদের ছাড়বে না, কিংবা রাবি বলেছেন, ধরে থাকা শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তার বাবা-মাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৭১৫]

- **আবু মূসা আশআরি رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে

---

৭১৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৭৩১০। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৬৩৩। হাদিসের মান : সহিহ।

৭১৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৬৫৯৫। হাদিসের মান : সহিহ।

আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হাম্‌দ" বা প্রশংসালয়।[৭১৬]

ক্ষুদ্র বিপদে বড় বিপদের কথা স্মরণ করে সান্তনা গ্রহণের নির্দেশ

যে ব্যক্তি কোন বিপদে আক্রান্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার বিপদের চেয়ে বড় বিপদের কথা স্মরণ করে সান্তনা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। আর সেই বড় বিপদটি হল তাঁর তিরোধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করার চেয়ে উম্মতের জন্য বড় কোন বিপদ নেই।

- **আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও লোকেদের মাঝখানের দরজা খুলে অথবা পর্দা তুলে দেখেন যে, লোকজন আবূ বকর رضي الله عنه-এর পিছনে সালাত পড়ছে। তিনি তাদেরকে উক্ত অবস্থায় দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে, আল্লাহ্ যেন আবূ বকরকে তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন, যেভাবে তিনি তাদেরকে দেখতে পেয়েছেন। এরপর তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي.

হে লোকসকল! কোন লোকের উপর অথবা কোন মু'মিন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আসলে সে যেন অপরের উপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, বরং আমার উপর আপতিত বিপদের কোন কথা স্মরণ করে প্রশান্তি

---

৭১৬. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১০২১। হাদিসের মান : হাসান।

লাভ করে। কেননা আমার পরে আমার কোন উম্মতের উপর, আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না।[৭১৭]

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ وَتَجَلَّد + واعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّد.

فإذَا ذَكَرَتَ مُصِيْبَةً تَسْلُوْ بِهَا + فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّد.

প্রতিটি মুসিবত ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ কর।

জেনে রাখ, মানুষ চিরস্থায়ী নয়।

তুমি যদি কোন বিপদের কথা স্মরণ করে সান্তনা লাভ করতে চাও,

তুমি, নবী মুহাম্মদ ﷺ এর ব্যাপারে যে বিপদে পড়েছ তা স্মরণ কর।

বিপদ মুসিবতে পাঠ করার দুআ

কেউ যদি বিপদ মুসিবতে পতিত হয়, তবে সে কি দু'আ পড়বে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে তাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (১৫৬) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (১৫৭) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াত প্রাপ্ত।[৭১৮]

---

৭১৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৫৯৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৭১৮. সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৫-১৫৭।

- **উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কোন মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তা বলে-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।

তবে মহান আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন।

উম্মু সালামা ﷺ বলেন, এরপর যখন আবূ সালামা ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন্ মুসলিম আবূ সালামা থেকে উত্তম? তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌছে গেছেন। এতদসত্ত্বেও আমি এ দুআগুলো পাঠ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবূ সালামার স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো স্বামী দান করেছেন।[৭১৯]

নিজের জন্য বদ দু'আ করা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে বিপদ মুসিবতে পড়ে নিজের জন্য বদ দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। নিজের জন্য ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য সাধারণ অবস্থায় বদ দুআ করা হারাম।

- **জাবির বিন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করে,

لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ.
لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

---

৭১৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০১১। হাদিসের মান : সহিহ।

তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপর এবং নিজের ধন-সম্পদের উপরও বদ-দু'আ করো না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এমন মুহূর্তে বদ-দু'আ করবে যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয় এবং তা কবুল হয়।[৭২০]

বিশেষ করে বিপদ মুসিবতে নিজের জন্য ও পরিবার-পরিজনের বদ-দুআ করা হারাম।

- **উম্মু সালামা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ সালামাকে দেখতে এলেন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে।

তখন আবূ সালামা এর পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিল।

রাসূল ﷺ বললেন,

لا تَدْعُوا على أَنْفُسِكُمْ إلَّا بخَيْرٍ، فإنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ على ما تَقُولونَ.

তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভাল কথা ছাড়া কোন খারাপ কিছু বলাবলি করো না। কেননা, তোমরা যা কিছু বল তার স্বপক্ষে ফিরিশতাগণ আমিন' বলে থাকে।

এরপর তিনি এভাবে দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، واخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغابِرِينَ، واغْفِرْ لَنا وَلَهُ يا رَبَّ العالَمِينَ، وافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ.

হে আল্লাহ আবূ সালামা কে ক্ষমা কর এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উচু করে দাও, তুমি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামিন তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা জ্যোতির্ময় করে দাও।[৭২১]

---

৭২০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৭৪০৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৭২১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৯২০

হাদিসের শিক্ষা :

- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর চক্ষু খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দেয়া মুস্তাহাব। এ বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃত ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করে দেয়ার রহস্য হল যাতে চক্ষু বন্ধ না করে দেয়ার কারণে তার দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু না হয়।
- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মৃত্যু অত্যাসন্ন ব্যক্তির জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার দু'আ করা মুস্তাহাব।

বিলাপ করা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে বিপদে মুসিবতে বিলাপ করে কান্না করতে নিষেধ করেছেন।

জাবির ইবনু আতিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু সাবিতের رضي الله عنه মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে দেখতে যান। তিনি দেখলেন, সে বেহুঁশ অবস্থায় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সশব্দে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলেন। তিনি বললেন, হে আবুর রাবি! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাজিত। এতে মহিলারা চিৎকার করলো এবং কাঁদতে লাগলো।

ইবনু আতিক رضي الله عنه তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ.

তাদেরকে ছেড়ে দাও। ওয়াজিব হয়ে গেলে কোন ক্রন্দনকারিণীই কাঁদবে না। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াজিবের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, মৃত্যু।

আবদুল্লাহ ইবনু সাবিতের কন্যা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করেছিলাম, (হে আমার পিতা) তুমি শহিদ হবে। কারণ তুমি জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মহামহিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তোমরা কাকে শহিদ বলে গণ্য করো? তারা বললেন, আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) নিহত ব্যক্তিকে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ.

আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী ব্যতীত আরো সাত প্রকার লোক শহিদ, পানিতে ডুবে নিহত ব্যক্তি শহিদ, চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহিদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে নিহত নারী শহিদ। আবূ দাউদ رحمه الله বলেন, আল-জুমউ অর্থ গর্ভবতী মহিলা।[৭২২]

- **আবদুল্লাহ্ ইব্নূ মাস'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যারা শোকে গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে ও জাহেলি যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।[৭২৩]

- **আবূ মালিক আল আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ.

---

৭২২. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩১১১। হাদিসের মান : সহিহ।
৭২৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১২৯৭। হাদিসের মান : সহিহ।

আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলি যুগের চারটি কু-প্রথা রয়ে গেছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করতে চাইবে না। (১) বংশের গৌরব, (২) অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া, (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা, (৪) মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা।

তিনি আরও বলেন, বিলাপকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে আল-কাতরার (চাদর) খসখসে চামড়ার ওড়না থাকবে।[৭২৪]

রোগের তীব্রতায় বিরক্ত না হওয়া গালিগালাজ না করা

অনেক সময় রোগের তীব্রতায় মানুষ অসহ্য হয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়ে রোগ-ব্যাধিকেই গালিগালাজ শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ জাতীয় বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন উম্মু সায়িব رضي الله عنها-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে হে উম্মু সায়িব! কাঁদছ কেন?

তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, একে আল্লাহ বর্ধিত না করুন।

তখন তিনি বললেন,

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

তুমি জ্বরকে গালমন্দ করো না। কেননা জ্বর আদম সন্তানের পাপরাশি মোচন করে দেন, যেভাবে হাঁপর লোহার মরিচিকা দূরীভূত করে।[৭২৫]

লোহাকে যখন আগুনে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তার গায়ে লেগে থাকা মরিচা ঝরে যায় এবং পরিস্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জ্বর মানুষের পাপরাশিকে পরিস্কার করে দেয়।

---

৭২৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০৪৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৭২৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৬৪৬৪। হাদিসের মান : সহিহ।

• ইব্‌নু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত-

নবী ﷺ একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। রাবি বলেন, নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ্ গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন। চিন্তা করো না গুনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

বেদুঈন বলল, আপনি বলেছেন গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তা নয়। বরং এতো এমন এক জ্বর যা বয়োঃবৃদ্ধের উপর প্রভাব ফেলছে। তাকে কবরের সাক্ষাৎ করাবে।

তখন নবী ﷺ বললেন, তাই হোক।[৭২৬]

মা'মার যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, ওই বেদুঈন এরপর মারা গেল।

হাদিসের শিক্ষা :

- একজন শাসকের জন্য একজন সাধারণ প্রজাকে (হোক সে কোন গোঁয়াড় বেদুঈন) অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে যাওয়ায় কোন অসম্মান নেই। অনুরূপ কোন আলেম যদি কোন অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তির অসুস্থায় তাকে দেখতে যায়, তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, তার করণীয় বাতলে দেয়ার জন্য, তাকে ধৈর্যের তালকিন দেয়ার জন্য যাতে সে আল্লাহর ফায়সালার উপর অসন্তুষ্ট না হয় যা তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, তাতে ওই আলেমের মর্যাদাও কমবে না।
- অসুস্থ ব্যক্তির জন্য উচিত ওয়াজ ও নসিহত কবুল করে নেয়া। যিনি তাকে উপদেশ দিবেন তার প্রতি উত্তম সাড়া দেয়া।

---

৭২৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৬১৬। হাদিসের মান : সহিহ।

- সুন্নাত হল অসুস্থ ব্যক্তিকে এমন সব কথা বলা যা তাকে তার অসুস্থতায় সান্তনা দিবে। তার যন্ত্রনার তীব্রতা সহ্য করায় তাকে সহায়তা করে। এ অসুস্থতার কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, তার পাপ থেকে তাকে পবিত্র করে দেয়া হবে এ জাতীয় সান্তনার বাণী শোনানো। তাকে এ বলে সান্তনা দেয়া যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন। তোমার বিপদ দূর করে দিবেন। তোমাকে সুস্থও করবেন এবং এ অসুখের কারণে সওয়াব দিবেন।
- তাকে শয়তানের ধোকায় যেন ছেড়ে না আসে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে যেন ফেলে না আসে। অনেক সময় এমনও হতে পারে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার অসন্তুষ্টি ও মন্দধারণার কারণে মন্দ পরিণামও দিতে পারেন।[৭২৭]

ইবনুল জাওযি ﷺ বলেন, বহু মানুষ তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় লজ্জিত হয়েছে। তাদের অনেকে নিজের কাপড় ছিড়েছে কেউ বা নিজ গালে চপেটাঘাত করেছে। আবার কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এক বৃদ্ধকে আমি জানি। নামায ও জামাতের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তার মেয়ের ঘরের এক নাতি মৃত্যু বরণ করল। তখন সে বলল, কারো জন্যই দু'আ করা উচিত নয়। কারণ দু'আ কবুল হবে না।

এরপর বলল, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছেন। আমাদের কোন সন্তানকেই জীবিত রাখছেন না।

লোকটির এমন অবস্থা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, যে তার এ দীনদারী যথার্থ কোন দীনদারী ছিল না। এটি ছিল তার অভ্যাস, যা ঈমান ও মা'রেফাত থেকে সৃষ্টি হয় নি।

এরাই মূলত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে।[৭২৮]

রোগের তীব্রতা মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

বিপদ-মুসিবত ও রোগ-শোকে বিরক্ত হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। পার্থিব বিপদ-আপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা হারাম।

---

৭২৭. ফাতহুল বারি : ১০/১১৯। শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারি : ১৭/৪৭৭।

৭২৮. আছ ছাবাতু ইনদাল মামাত : ১/৪১।

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَه فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়।[৭২৯]

مِنْ ضُرٍّ أَصَابَه পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামে একটি দল এটিকে পার্থিব বিপদ মুসিবত হিসেবে ব্যখ্যা করেছেন। কারণ তাতে এক ধরণের অসন্তুষ্টি রয়েছে। তাকদিরের ফায়সালার প্রতি এক ধরণের অনাস্থা প্রকাশ।

হ্যাঁ, বিপদ মুসিবত যদি আখেরাতের বিষয়ে হয়, যেমন, দীনের বিষয়ে কোন ফিতনায় নিপতিত হল, তবে সেটি নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোন ফিতনায় পতিত হয়ে যদি মৃত্যু কামনা করে তবে তা বৈধ।

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, এ হাদিসে শত্রু আক্রান্ত হওয়া, ক্ষুধা-দারিদ্র ইত্যকার পার্থিব কোন বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা হারাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে যদি দীনের ব্যাপারে কোন বিপদ ও ফিতনার আশংকা করে, তবে মৃত্যু তামান্না করা বৈধ। হাদিসের মর্ম এমনই প্রমাণ বহন করে।[৭৩০]

আমাদের অনেক পূর্বসূরী এমন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه তার জীবনের অন্তিম সময়ে এমন কামনা করেছিলেন। ওমর رضي الله عنه বলেন,

اللهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.

---

৭২৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৬৭১। হাদিসের মান : সহিহ।

৭৩০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৭/৮।

হে আল্লাহ্! আমার অনেক বয়স হয়েছে। শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে, প্রজাবৃন্দ অনেক হয়ে গিয়েছে। এ সময় আপনি আমাকে আপনার সন্নিধানে নিয়ে নিন, যাতে আমার দ্বারা আপনার কোন আদেশ অমান্য না হয়ে যায় এবং আপনার ইবাদতে অনিচ্ছা প্রকাশ না হয়ে পড়ে।[৭৩১]

আবু সালামা বিন আবদুর রহমান ﵁ বর্ণনা করেন-

আমি আবু হুরায়রা ﵁ কে দেখতে গেলাম। তখন আমি তাকে আমার বুকের সাথে তুলে ধরলাম। এরপর বললাম, হে আল্লাহ আবু হুরায়রাকে সুস্থ করে দিন।

তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ এ দু'আটি কবুল করো না। এরপর বললেন, হে আবু সালামা, তুমি যদি মৃত্যু বরণ করতে পার, তবে মৃত্যু বরণ কর।

তখন আমি তাকে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা তো বেঁচে থাকতে চাই।

তিনি তখন বললেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! উলামায়ে কেরামের সামনে এমন একটি সময় অবশ্য আসবে যখন তাদের অনেকের নিকট লাল স্বর্ণের চেয়ে মৃত্যুই অধিক কাম্য হবে। তোমাদের কেউ কেউ অবশ্য তার ভাইয়ের কবরের পাশে এসে আফসোস করে বলবে! আহ্। আমি যদি তার স্থানে হতাম![৭৩২]

এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস ﵄-এর মারফূ হাদিসটি স্পষ্ট প্রমান বহন করে।

তাতে রয়েছে- وَإِذَا أَرَدْتَ بِعَبَادِكَ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা কর, তখন আমাকে এ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার নিকট উঠিয়ে নাও।[৭৩৩]

দীর্ঘ হায়াত মুমিনের জন্য কল্যাণকর

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এটাও জানিয়েছেন মুমিনের দীর্ঘ জীবন মুমিনের জন্য কল্যাণকর। যদিও সে হায়াত রোগ-ব্যাধিতে জর্জিত। কারণ জীবন

---

৭৩১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং : ১৫৬০

৭৩২. হাকেম, হাদিস নং : ৮৫৮১। ইমাম হাকেম ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

৭৩৩. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩২৩৩। হাদিসের মান : সহিহ।

যত দীর্ঘ হবে মুমিনের নেক আমলের পাল্লা তত ভারি হবে। তার নেক আমল তত বৃদ্ধি পাবে।

- **আবূ বাকরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন,

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে।
সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে কে নিকৃষ্ট? তিনি বললেন,

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.

যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে।[৭৩৪]

মুসলিম যখন কোন বিপদে পতিত হয়, কিংবা কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে মৃত্যু কামনা না করে। যাতে তার নেক আমল অব্যহত রাখা বাধা গ্রস্থ না হয়।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে যদি সৎ হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে নেক কাজ বৃদ্ধি করবে। আর যদি পাপী হয়, তাহলে হয়তো সে তওবা করবে।[৭৩৫]

- **সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْرًا

৭৩৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৩০। হাদিসের মান : সহিহ। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদিসটি হাসান সহিহ্।
৭৩৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৭২৩৫। হাদিসের মান : সহিহ।

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুর জন্য দুআ না করে। কেননা তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিন লোকের বয়স তার কল্যাণই বাড়িয়ে থাকে।[৭৩৬]

ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, নেক আমলকারীকে তার নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং বদ আমলকারীকে তার বদ আমলের জন্য সতর্ক করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন বলেছেন, যে নেক আমল করে সে যেন মৃত্যু কামনা ত্যাগ করে এবং তার নেক আমল অব্যাহত রাখে। নেক আমলের মাধ্যমে পরকালের পাথেয়কে সমৃদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি বদ আমলে নিমজ্জিত, সেও যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মন্দ আমল থেকে বিরত থাকে। যাতে মন্দের উপর তার মৃত্যু না হয়। আল্লাহ না করুন যদি মন্দের উপর মৃত্যু হয়, তবে বিপদের আর শেষ নেই।[৭৩৭]

মৃত ব্যক্তিকে দেখতে বাধা দেয়া

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সাহাবিকে তার মৃত আত্মীয়কে দেখতে বাধা দিয়েছেন। তার বিপদ আশংকায় তাকে দূরে রেখেছেন।

বিষয়টি হামযা ﷺ-এর শাহাদাতের পর তার বোন সাফিয়্যা ﷺ-এর ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

উরওয়াহ ﷺ বর্ণনা করেন, আমার পিতা যুবাইর ﷺ আমাকে জানিয়েছেন, উহুদের দিন এক নারী দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। নারীটি প্রায় নিহতদের কাছাকাছি চলে এল।

বর্ণনাকারী বলেন, নারীটি তাদেরকে দেখুক নবীজি ﷺ এটি অপছন্দ করলেন। তাই বললেন, মহিলাটিকে থামাও। মহিলাটিকে থামাও।

যুবায়ের ﷺ বলেন, মহিলাটিকে দেখে আমি চিনতে পারলাম, তিনি আমার মাতা সাফিয়্যা। আমি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি নিহতদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই আমি তাকে ধরতে পারলাম। তখন তিনি আমার বুকে

---

৭৩৬. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৬৭১২। হাদিসের মান : সহিহ।
৭৩৭. ফাতহুল বারি : ১৩/২২২

সজোরে আঘাত করলেন। তিনি ছিলেন শক্তি-সামর্থ নারী এবং বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। দূরে সরে যাও। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আটকাতে বলেছেন।

তখন তিনি থেমে গেলেন। নিজের সঙ্গে করে আনা দুটি কাপড় বের করলেন। এ দু'টি কাপড় আমার ভাই হামযার জন্য এনেছি। আমি তার নিহত হওয়ার খবর শুনেছি। এ দু'টি কাপড় দিয়ে তার কাফন দিও।

আমরা কাপড় দুটি নিয়ে এলাম হামযা رضي الله عنه -কে তাতে কাফন দেয়ার জন্য। তখন দেখতে পেলাম তার পাশে আনসারের একজন শহিদ পড়ে আছেন। তার সাথেও ওই একই আচরণ করা হয়েছে যা হামযা رضي الله عنه-এর সাথে করা হয়েছে। আমরা তখন লজ্জিত হলাম। হামযা رضي الله عنه কে দুই কাপড়ে কাফন দিব অথচ আনসারি সাহাবিকে কাফন দেয়ার জন্য কোন কাপড়ের ব্যবস্থা নেই বিষয়টি আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দিল।

আমরা তখন বললাম, হামযা رضي الله عنه-কে একটি কাপড় দিয়ে কাফন দিব এবং আনসারিকে আরেকটি কাপড়ে কাফন দিব। আমরা তখন উভয়কে মেপে দেখলাম। দেখলাম, তাদের একজন অপরজনের চেয়ে লম্বা। তখন আমরা উভয়কে তাদের উপযুক্ত কাপড়ে কাফন দিলাম।[৭৩৮]

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন হামযা رضي الله عنه-এর লাশের নিকটে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেন,

لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا.

(হামযার বোন) সাফিয়্যা তাঁর মনে আঘাত পাবে এমন ভয় যদি না হতো তাহলে আমি এই অবস্থায়ই তাঁর লাশ ছেড়ে যেতাম। তাকে হিংস্র জীবজন্তু খেয়ে ফেলত এবং সে এদের পেট হতেই কিয়ামাতের দিন বেরিয়ে আসত।

---

৭৩৮. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৪২১। শুআইব আল আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি সাদা-কালো ডোরাযুক্ত চাদর নিয়ে আসতে বললেন এবং সেটা দিয়ে তার কাফন পরালেন। তা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দু'পা বেরিয়ে যেত, আবার তার পায়ের দিকে টানলে তার মাথা বেরিয়ে যেত। তখন তার মাথার দিক ঢেকে দিলেন।[৭৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযা رضي الله عنه-এর লাশকে ওই অবস্থায় রেখে দেয়ার যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, যাতে তার প্রতিদান পরিপূর্ণ হয়। যাতে তার পুরো শরীর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার হওয়া নিশ্চিত হয়। অথবা এ কথা বোঝার জন্য বলেছেন, যে তার নাক-কান কেটে তার সাথে যে নৃশংস আচরণ করা হয়েছে, এরপর এর চেয়ে যন্ত্রনাদায়ক আর কোন আযাব নেই। সুতরাং তাকে দাফন করা আর না করা উভয়টি সমান।[৭৪০]

বিপদগ্রস্থকে সান্তনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থকে সান্তনা প্রদান করতেন। তাদের বিপদের যন্ত্রনা হালকা করার চেষ্টা করতেন।

- **আসমা বিনতে উমাইস رضي الله عنها বর্ণনা করেন-**

জা'ফর তাইয়ার رضي الله عنه ও তার সাথী-সঙ্গিরা শহিদ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহে প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে আমি চল্লিশটি চামড়া দাবাগত করেছি, আমরা আটার খামির প্রস্তুত করেছি। আমার সন্তানদেরকে গোসল দিয়েছি। তাদেরকে তেল লাগিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে জাফরের সন্তানদেরকে নিয়ে এসো।

আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের ঘ্রান নিলেন। তার দু'চোখ অশ্রু প্লাবিত হল।

আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হোক! আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর ও তার সাথীদের ব্যাপারে আপনার কাছে কোন সংবাদ পৌঁছেছে?

---

৭৩৯. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১০১৬। হাদিসের মান : সহিহ।
৭৪০. তুহফাতুল আহওয়াযি : ৪/৮৩।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আজ তারা শহিদ হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিবারের কাছে গেলেন। বললেন,

لَا تَغْفُلُوْا آلَ جَعْفَر مِنْ أَنْ تَصْنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَغَلُوْا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ.

তোমরা জাফর পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে ভুলে যেয়ো না। কেননা, তারা তাদের সঙ্গীর বিষয়ে ব্যস্ত।[৭৪১]

আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

জাফর তাইয়ার رضي الله عنه-এর মৃত্যু সংবাদ যখন এল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। কারণ তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে।[৭৪২]

শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরি رحمه الله বলেন, হাদিসের মর্ম হল, জাফর পরিবারের নিকট এমন এক সংবাদ পৌছেছে, দুঃখ বেদনার কারণে যা তাদেরকে নিজেদের জন্য খাবার প্রস্তুত করা থেকে বিরত রাখবে। ফলে তাদের অজান্তেই তারা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

আল্লামা তিবি رحمه الله বলেন, হাদিস থেকে বোঝা যায় যে প্রতিবেশীদের জন্য মুস্তাহাব হল মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করা।[৭৪৩]

বিপদগ্রস্থদের দায়িত্ব গ্রহণ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বিপদগ্রস্থদের দায়িত্ব গ্রহন করতেন। ইয়াতিম অসহায়দের ভরণ-পোষণ নিজের কাঁধে তুলে নিতেন।

- **আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رضي الله عنه বলেন,**

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। যায়েদ ইবনে হারেছা رضي الله عنه -কে তার আমির নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, যায়েদ যদি নিহত বা শহিদ

---

৭৪১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৬৫৪৬।
৭৪২. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩১৩২। হাদিসের মান : হাসান।
৭৪৩. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৬৭।

হয়ে যায় তবে তোমাদের আমির হবে জাফর। সেও যদি নিহত বা শহিদ হয়ে যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ হবে তোমাদের আমির।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তাদের সংবাদ এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুর মুখোমুখী হয়েছে, যায়েদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সে লড়াই করে অবশেষে নিহত হয়েছে অথবা শহিদ হয়েছে। এরপর জাফর ইবনে আবি তালিব ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সেও নিহত বা শহিদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করেছে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। সেও লড়াই করে নিহত বা শহিদ হয়েছে। এরপর আল্লাহর তরবারিসমূহ থেকে একটি তরবারি, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করেছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা করলেন, এরপর জাফর رضي الله عنه-এর পরিবারের কাছে আসতে তিন দিন অপেক্ষা করলেন। এরপর তাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন, আজকের পর বা আগামী দিনের পর আমার ভাইয়ের শোকে তোমরা কেঁদো না। আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে পাখির ছানার মত তার কাছে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি বললেন, আমার জন্য নাপিত ডেকে নিয়ে আস।

নাপিত আনা হল এবং সে আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দিল।

এরপর বললেন, মুহাম্মদ হল আমাদের চাচা আবু তালেবের মত, আর আবদুল্লাহ হল আমার আকৃতি ও চরিত্রের মত।

এরপর তিনি আমার হাত ধরে চাপ দিলেন, এবং বললেন,

اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِيْ أَهْلِه، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِه.

'হে আল্লাহ জাফর-পরিবারের জন্য তার প্রতিনিধি বানিয়ে দিন। আবদুল্লাহর কেনা-বেচায় বরকত দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিন বার বললেন।

তখন আমাদের মা এলে তাকে আমাদের পিতৃহীন হওয়ার কথা জানানো হল। তখন তিনি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

তখন তিনি বললেন,

الْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ؟

'দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তাদের অভিভাবক হওয়ার পরও কি তুমি তাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার আশংকা করছো?'[৭৪৪]

ইয়াতিম ও বিধবাদের দায়িত্ব পালন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মতকে ইয়াতিম ও বিধবাদের দেখভাল করার জন্য উৎসাহিত করতেন। ইয়াতিমের লালন-পালনের ব্যাপারে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করতেন। এর বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

- **সাহ্ল ﷺ থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

আমি ও ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবো। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দুটির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।[৭৪৫]

- **আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أحسبُه قال ـ وكَالقَائِمِ لا يفتُرُ وَكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ.

যে লোক বিধবা ও মিস্কিনদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে চেষ্টা করে, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর মত। আমার ধারণা, তিনি বলেছেন- সে রাতভর দাঁড়ানো ব্যক্তির মত যে (ইবাদাতে) ক্লান্ত হয় না এবং সিয়াম পালনকারীর মত যে সিয়াম ভঙ্গ করে না।[৭৪৬]

---

৭৪৪. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৭৫৩, আলবানি ﷺ সহিহ বলেছেন [আহকামুল জানাইয-১৬৬]

৭৪৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৩০৪। হাদিসের মান : সহিহ।

৭৪৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৩৫৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৮২।

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সম্পদ দান করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় অনেক বিপদগ্রস্থকে ধন-সম্পদ দান করতেন যাতে তার বিপদের যন্ত্রনা লাঘব হয়। পেরেশানী দূর হয়। মন হালকা হয়। তায়েফ বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে দান করেছিলেন। এমনকি এতে মদিনার আনসার সাহাবিদের মনেও কিছুটা দাগ কেটেছিল।

• **আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন,

إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيْبَةٍ وَإِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ.

কুরাইশরা সবেমাত্র জাহেলি যুগ ছেড়েছে আর তারা দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি।[৭৪৭]

সমূদয় সম্পদ হারানো ব্যক্তিকে নবীজির সান্তনা

সুহাইব বিন সিনান رضي الله عنه যখন তার সমূদয় সম্পদ মক্কার কাফের মুশরিকদের হাতে তুলে দিয়ে শূন্য হাতে মদিনায় পৌঁছলেন, তখন নবীজি ﷺ তাকে সান্তনা দিলেন। তার এ বিপদে তাকে সাহস যোগালেন।

• **সুহাইব رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করলেন। তাঁর সাথে আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه ও হিজরত করলেন। আমিও তাঁর সাথে হিজরত করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু কুরাইশের কিছু যুবক আমাকে বাধা দিল। আমি আমার সে রাতটি দাঁড়িয়ে পার করলাম। তখন তারা বলল, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার পেটের পীড়ার মাধ্যমে তোমাদের থেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

অথচ আমি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলাম না। তখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমি যখন চলতে শুরু করলাম তখন তাদের কিছু লোক আমাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমার পিছু নিল।

---

৭৪৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৩৩৪। হাদিসের মান : সহিহ।

আমি তাদেরকে বললাম, আমি যদি তোমাদেরকে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ দেই তবে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিবে এবং আমার সাথে ওয়াদা করবে?

তারা রাজি হল। আমি তাদেরকে নিয়ে মক্কায় গেলাম।

তাদেরকে বললাম, দরজার চৌকাঠের নিচে খোদাই কর। সেখানে স্বর্ণের পাত্রগুলো লুকানো আছে। এবং অমুক মহিলার কাছে যাও এবং তার থেকে অলংকার দু'টি নিয়ে নাও।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোবা পল্লী থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে আমি তার কাছে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখে বললেন,

يَاأَبَا يَحي رَبحَ الْبَيْعُ.

হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভ জনক হয়েছে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আগে তো কেউ আপনার কাছে আসে নি। তবে জিবরিলই আপনাকে তা জানিয়েছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা সুহাইবের ব্যাপারে অবতীর্ণ করলেন-

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।[৭৪৮]

সম্পদ হারানো ব্যক্তিকে দান করার নির্দেশ

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হারিয়ে রিক্ত হয়েছে। নিজের সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে বিপদগ্রস্থ তাদেরকে দান করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

- **আবূ সাঈদ খুদরি ؓ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক ঋণী হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে

---

৭৪৮. আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন, হাদিস নং : ৫৭০৬।

সাহায্য কর। লোকজন তাকে সাহায্য করল, কিন্তু প্রাপ্ত সাহায্য ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হলো না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন, যা তোমরা পেয়েছ তা গ্রহণ কর; এর অতিরিক্ত আর পাবে না।[৭৪৯]

(**যা তোমরা পেয়েছ তা গ্রহণ কর; এর অতিরিক্ত আর পাবে না**) এ কথার অর্থ হল, এ মুহূর্তে আর কিছু পাবে না। তার অস্বচ্ছল অবস্থা কেটে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে পাওনা চাবে না। তার স্বচ্ছল অবস্থা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে।[৭৫০]

হাদিসের শিক্ষা :

- সৎ ও নেক কাজে একে অপরের সহায়তা করা।
- প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তিকে সান্তনা দেয়া।
- ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়া।
- তাকে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।
- অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণের জন্য চাপ দেয়া যাবে না। এ জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না। আটকেও রাখা যাবে না।
- ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার কাপড় ব্যতীত অন্য সমূদয় মাল দিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ না ঋণ আদায় হয়।[৭৫১]

সুসংবাদের মাধ্যমে বিপদের যন্ত্রনা লাঘব করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে তার বিপদের যন্ত্রনা লাঘব করতেন। তার মনোস্তাপ দূর করতেন।

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

হারিস ইব্‌নু সুরাকার মা উম্মু রুবাঈ বিনতে বারা, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হারেসা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারেসা বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত লাভ

---

৭৪৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৩৮৭৩। হাদিসের মান : সহিহ।
৭৫০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১০/২১৭।
৭৫১. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ১০/২১৮।

করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকবো।'

وَيْحَكِ أَو هَبِلْتِ؟ أَو جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ.

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কী হল? তুমি কি অজ্ঞান হয়ে গেছ? জান্নাত কি একটি? জান্নাত অনেকগুলি। সে তো জান্নাতুল ফেরদাউসে রয়েছে।[৭৫২]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, এটি 'বিলাপ' হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কারণ উহুদ যুদ্ধের পর বিলাপ করে কান্না হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের পরের।[৭৫৩]

- **জাবির ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে বললেন, হে জাবির! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্নহৃদয় দেখছি কেন?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আব্বা (উহুদের যুদ্ধে) শহিদ হয়েছেন এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ও কর্জ রেখে গেছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তোমার আব্বার সাথে মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কখনো কারো সাথে তাঁর পর্দার অন্তরাল ব্যতীত (সরাসরি) কথা বলেননি। কিন্তু তিনি তোমার বাবাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট (যা ইচ্ছা) চাও, আমি তোমাকে তা দান করব।

সে বলল, হে প্রভু! আপনি আমাকে জীবনদান করুন, যাতে আমি আবার আপনার রাহে শহিদ হতে পারি।

রব্বে কারিম বললেন, إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ

আমার পক্ষ থেকে আগে হতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা আবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাবে না।

৭৫২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৫৭৬।

৭৫৩. ফাতহুল বারি : ৬/২৭।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

"যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিকপ্রাপ্ত"[৭৫৪] ।[৭৫৫]

বিপদলাঘবকারী খাবারের উপদেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে এমন কিছু খাবার গ্রহণের উপদেশ দিতেন যে খাবার বিপদ-মুসিবতের যন্ত্রনা ও দহন লাঘবে সহায়তা করে।

• আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-

তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা এসে জড় হলো। তারপর তাঁর আত্নীয়রা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলারা ব্যতীত বাকী সকলেই চলে গেলে, তিনি পাতিলে 'তালবিনা' রান্না করতে বললেন। তা পাকানো হলো। এরপর সারিদ' (গোশতের মধ্যে রূটির টুকরো দিয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করা হলো এবং তাতে তালবিনা ঢালা হলো। তিনি বললেন, তোমরা এ থেকে খাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তালবিনা' রুগ্ন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং শোক দুঃখ কিছুটা দূর করে।[৭৫৬]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, অবসাদ ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য 'তালবিনা' খাওয়া মুস্তাহাব।

'তালবিনা' হল যবের ভূসিসহ আটা, মধু ইত্যাদি দিয়ে তৈরী একধরনের খাবার।[৭৫৭]

তালবিনার ঔষধী গুণাগুণ

প্রফেসর ডাক্তার যগলুল নাজ্জার বলেন, যবের তরকারি পিপাসা নিবারণ করে। পেশাব ক্লিয়ার করে। হযমে সহায়তা করে। সর্দির জন্য উপকারী।

---

৭৫৪. সূরা আলে ইমরান ১৬৯।
৭৫৫. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩০১০। হাদিসের মান : হাসান।
৭৫৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৪১৭। হাদিসের মান : সহিহ।
৭৫৭. যাদুল মা'আদ : ৪/১২০।

কণ্ঠের খুশখুশে ভাব দূর করে। শাস কষ্ট প্রশমন করে। পাকস্থলীর পরিপাক তন্ত্রে সহায়তা করে। কিডনি ও মুত্রথলির রোগ উপশমে উপকার করে। সার্বিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে। শরীরের এন্টিবায়োটিকের কাজ করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যব শরীরের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রন করে।

১৯৮৫ সালে (Lipid) লিপিড পত্রিকায় কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রনে যব ও এ জাতীয় উদ্ভিদের উপকারিতা নিয়ে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমেরিকার কতিপয় শস্যবিশেষজ্ঞ যবের উপর একটি গবেষণা চালান। এ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যবের মধ্যে এমন তিনটি উপাদান রয়েছে যার প্রতিটি উপাদান মানুষের শরীরের রক্তে মিশে থাকা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রন করে।

প্রফেসর ডক্টর যগলুল নাজ্জার বলেন, আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে যবের মধ্যে এ রাসায়নিক উপাদানগুলো শরীরের জয়েন্টের নিউরনের মধ্যে দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার করে। যা ডিপ্রেশন হ্রাস করতে সহায়তা করে। মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। হৃদয় প্রফুল্ল করে।

হতাশাকে বর্তমানে মানুষের শরীরের রাসয়নিক ভারসম্যহীনতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ রাসয়নিক ভারসম্যহীনতার মুল চিকিৎসা হল ফুডসাপ্লিমেন্ট দ্বারা। বিশেষ করে ওই জাতীয় মানসিক ভারসম্যহীনতার ক্ষেত্রে যবের স্যুপ খুবই উপকারী।[৭৫৮]

বিপদগ্রস্থদেরকে দেখতে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদগ্রস্থদেরকে দেখতে যেতেন। তাদেরকে সান্তনার বাণী শোনাতেন। তাদের অবস্থার উপর তাদেরকে প্রশান্তি দিতেন।

- **আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন স্ত্রীদের ব্যতীত অন্য কোন নারীর গৃহে ঢুকতেন না। কিন্তু উম্মু সুলাইমের নিকট যেতেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي

৭৫৮. http://www.almanhaj.com.

এর উপর আমার বড় মায়া হয়। আমার সাথে থেকে তাঁর ভাই নিহত (শহিদ) হয়েছে।[৭৫৯]

উম্মু সুলাইম : তার নাম সাহ্লাহ্। অথবা, রমিলাহ্। অথবা, মুলাইকাহ বিনতু মিলহান আনসারি। তিনি আনাস বিন মালিক ﷺ-এর মাতা। তিনি তার কুনিয়াত বা উপনাম দ্বারা পরিচিত। তার নামের ক্ষেত্রে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে।

তার ভাই হারাম বিন মিলহান বি'রে মাউনার যুদ্ধে শহিদ হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কওল **(আমার সাথে শহিদ হয়েছে)** এর অর্থ হল, আমার সৈন্য বাহিনীর সাথে। অথবা, আমার নির্দেশে। অথবা, আমার আনুগত্যে শহিদ হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বি'রে মাউনার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি; বরং সাহাবায়ে কেরামের একটি দল পাঠিয়েছিলেন।

হাদিসের শিক্ষা :

- সাথী-সঙ্গীদের ওয়াদা পুরণ করা। তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবার-পরিজনের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সুলাইমের নিকট গমন করে তার মর্ম যাতনা লাঘব করতেন। এর কারণ হিসেবে বলতেন, তার ভাই তাঁর সাথে থেকে নিহত হয়েছেন।
- হারাম বিন মিলহানের মৃত্যুর পর তার পরিবারের জন্য তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে রেখে গেলেন। আর এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবিদের প্রতি তার ওয়াদা পূরণের উত্তম নমুনা।[৭৬০]

সতর্কতা : ইমাম নববি ﷺ বলেন, ইতঃপূর্বে কিতাবুল জিহাদে উম্মু সুলাইমের বোন উম্মু হারামের আলোচনায় উল্লেখ করেছি, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খালা ছিলেন। ফলে তারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহরিম। দুধ সম্পর্কের কারণে কিংবা রক্তের সম্পর্কের কারণে। ফলে তাঁর জন্য তাদের সাথে দেখা

৭৫৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৬২১৩। হাদিসের মান : সহিহ।।
৭৬০. ফাতহুল বারি : ৬/৫১।

করা জায়েজ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রী ব্যতীত কেবল এ দু'জনের গৃহে প্রবেশ করতেন।

উলামায়ে কেরাম বলেন, এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, মুহরিম পুরুষের জন্য মুহরিম নারীর গৃহে প্রবেশ করা বৈধ। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে বেগানা পুরুষের জন্য বেগানা নারীর গৃহে প্রবেশ নিষেধ, যতই বুযুর্গ হোন না কেন।

বিপদ মুসিবতে একে অন্যকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন একে অন্যকে তার বিপদ মুসিবতে সমবেদনা জ্ঞাপন করি। অন্যের বিপদ-মুসিবতের যন্ত্রনাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

- **আমর বিন হাযম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেন,

قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন।[৭৬১]

সমবেদনা জ্ঞাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এও শিক্ষা দিয়েছেন কী ধরনের বাক্য দিয়ে আমরা অন্যকে সমবেদনা জ্ঞাপন করব। সমবেদনা জ্ঞাপনের সময় কোন ধরণের কথা বলব।

- **উসামা ইব্‌নু যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন,

---

৭৬১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৬০১। হাদিসের মান : হাসান।

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

(তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে, আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের অপেক্ষায় থাকে।[৭৬২]

আঘাতপ্রাপ্ত সাহাবিকে ঝাড়-ফুঁক করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের কেউ যদি আঘাত প্রাপ্ত হতেন, তাকে ঝাড়-ফুঁক করতেন।

- **ইয়াযিদ বিন আবু উবায়দ ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন আমি সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাতটি আমি খায়বার যুদ্ধে পেয়েছিলাম। লোকজন বলাবলি করল, সালামা মারা যাবে। আমি নবী ﷺ এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতটিতে তিনবার ফুঁক দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত এসে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।[৭৬৩]

- **আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।[৭৬৪]

---

৭৬২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১২৮৪।
৭৬৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪২০৬।
৭৬৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৭৪৩।

• **মুহাম্মদ বিন হাতেব رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**
আমার হাতের মধ্যে ঝোল পড়ল। এতে তা পুড়ে গেল। তখন আমার মা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। আমরা তাঁর কাছে আসলাম তিনি তখন রাহবায় অবস্থান করছিলেন। আমরা মনে আছে, তিনি বলেছেন, أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ (হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর) আমার যতটুকু জানা তিনি বলেছেন, أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ আপনিই শিফা দানকারী। আপনি ব্যতীত কোন শিফাদানকারী নেই।[৭৬৫]

কবিতা

كَمَا الأَرْزَاقُ وُزِّعَتْ البَلَايَا + فَمَنْ ذَا لا يَرى يَوْمًا مُصَابًا.

রিযিকের মতই বিপদ মুসিবত সকলের তরে বণ্টিত। এমন কে আছে যে কোনদিন কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি দেখেনি?

فَمِنْهُمْ جَازِعٌ يَشْكُوْ الرَّزَايَا + وَمِنْهُمْ صَابِرٌ يَرْجُوْ الثَّوابَا.

তাদে মধ্যে কেউ আছে অধৈর্য, কষ্ট-যাতনার শেকায়েত করে। আর কেউ আছে ধৈর্যধারনকারী ছওয়াবের আশা করে।

تَجَرَّعهَا، ولَكِنَّ الحَشَايَا + مِنَ الأَحْزَانِ تَلْتَهِبُ الْتِهَابَا.

বিপদ-মুসিবতকে সহ্য কর! তবে দুঃখ-যাতনার বিছানা খুবই উত্তপ্ত।

لَقَدْ وَصَّى النَّبِيُّ ذَوِيْ الْبَلايَا + إِذا كَرِبُوْا اصْطِبَارًا وَاحْتِسَابَا.

নবী ﷺ বিপদগ্রস্থকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করার ও প্রতিদানের আশা করার উপদেশ দিয়েছেন।

يُبَيِّنُ مَا تَحُتّه مَنَ الخَطَايَا + فَدَعْ عَنْكَ العَبُوْسَ والاكْتِئَابَا.

বিপদ মুসিবত যে সব পাপ মোচন করে দেয় তা তিনি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তুমি অবসাদ ও ভ্রুকুঞ্চন ছেড়ে দাও।

وكَمْ مُسْتَدْرِجٍ بالخَيرِ حَتَّى + يُلاقِيَ حِيْنَ غَفْلَته الْعَذَابَا.

---

৭৬৫. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ২৯৭৬।

বহু মানুষ এমন রয়েছে যাকে কল্যাণ ভোগের সুযোগ দিয়েছে। অবশেষে তার গাফলতের মধ্যে তাকে আযাবে গ্রেফতার করেছে।

وَأَجْرُ الصَّابِرِيْنَ بِلا حِسَابٍ + فَكَيْفَ تَظُنُّ مَا فَاقَ الْحِسَابَا؟

ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে অগণিত প্রতিদান। যে প্রতিদান হিসাবের ঊর্ধ্বে তার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

تُحَيِّيْهِمْ مَلائِكَةٌ كِرَامٌ + إِذَا دَخَلُوْا عَلَى الأَبْرَارِ بَابَا.

সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভিবাদন জানায়। যখন তারা নেকলোকদের গৃহে প্রবেশ করে।

يُعَلِّمُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ قَوْلًا + كَرِيْمًا حِيْنَ يَلْقَوْنَ الْمُصَابَا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিতেন যখন তারা বিপদে পতিত হত।

بِغَيْرِ تَسَخُّطٍ، وبِلا اعْتِرَاضٍ + عَلَى الْقَدْرِ الَّذِيْ يَمْضِيْ كِتَابَا.

ভাগ্যের ফায়সালার উপর কোনরূপ অসন্তুষ্টি ছাড়া ও কোনরূপ অভিযোগ ব্যতীত।

وَمَنْ يَعْتَبْ عَلَى الْأَقْدَارِ يَحْرِمْ + فَدَعْ عَنْكَ التَّبَرُّمَ وَالعِتَابَا.

যে ব্যক্তি তাকদিরের উপর ভৎসনা করে সে বঞ্চিত হয়। সুতরাং তুমি ভৎসনা ও অসন্তুষ্টি বর্জন কর।

وَيَنْهَى عَنْ تَمَنِّيْ الْمَوْتِ سَخَطًا + فَطُوْلُ الْعُمْرِ فُرْصَةُ مَنْ أَنَابَا.

বিরক্ত হয়ে মৃত্যু কামনা করা থেকে নিষেধ করেছেন। দীর্ঘ জীবন তো ওই ব্যক্তির জন্য সুবর্ণসুযোগ যে আল্লাহর নৈকট্য পেতে চায়।

جِرَاحَ الْقَوْمِ يَأْسُوْهَا، وَيَدْعُو + لَهُمْ، وَيُذَكِّرُ الْقَوْمَ الثَّوَابَا.

সম্প্রদায়ের লোকদের দুঃখ-বেদনা তাকে সান্তনা দিবে। সে তাদের জন্য দু'আ করবে। লোকদেরকে সওয়াবের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

وَيُخْلِفُ رَبُّنَا خَيْرًا عَلَيْهِمْ + إِذَا مَا أَحْسَنُوْا فِيْهِ الْجَوَابَا.

আমাদের রব তাদের জন্য উত্তম বিনিময় দান করবেন, যদি তারা সেক্ষেত্রে উত্তম জবাব দেয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النبِي ﷺ مَعَ الْفُقَرَاءِ

দরিদ্র্যদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইসলামি শরিয়তে দারিদ্র বলতে বোঝায় জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম অবস্থা। যার কাছে নিজের জীবন ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের মত আর্থিক ব্যবস্থা নেই, তাকেই ফকির ও মিসকিন বলা হয়। সমাজের এ জাতীয় দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদের সাথে রাসূলুল্লহ ﷺ-এর আচরণে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

নিজের ও পরিবারের উদ্বৃত্ত খাবার নিস্বঃ-দরিদ্রদের প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর যা অতিরিক্ত হত তা দরিদ্র ও অসহায়দেরকে প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতেন না।

- **ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পদ থেকে নিজ পরিবারের জন্য খরচ করতেন এবং বাকী অংশ দান করতেন।[৭৬৬]

খায়বার বিজয়ের পর যখন তার কাছে মালে গণিমত আসল, সেখান থেকে নিজের অংশ গ্রহণ করার পর সে সম্পদও তিনি নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। মালে গণিমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অংশ ছিল এক পঞ্চমাংশ।

---

৭৬৬. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ২৯৭৫।

ওমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বর্ণনা করেন-

খায়বার এলাকার আয়কে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ভাগে ভাগ করেছেন। দুই অংশ মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং অপর অংশ দ্বারা তাঁর পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা হতো। আর অবশিষ্ট অংশ গরিব মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করা হতো।[৭৬৭] নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন।

كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ إِنَّا لاَ نُورَثُ.

নবীর সম্পদ সাদাকা হিসেবে গণ্য, কেবলমাত্র তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতটুকু ব্যয় হয় তা ব্যতীত। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নাই।[৭৬৮]

নিজের চেয়ে অভাবীকে প্রাধান্য দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো চেহারায় যদি অভাব অনটনের আলামত দেখতে পেতেন, তাকে নিজের তুলনায় প্রাধান্য দিতেন। নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও তার প্রয়োজনকে বড় করে দেখতেন। তার প্রয়োজন পুরণে নিজের কাছে যা থাকতো তা দিয়ে দিতেন।

- **জারির বিন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেছেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার অথবা আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষন্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলাল ﷺ-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল ﷺ আযান ও ইকামাত দিলেন। সালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন,

---

৭৬৭. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ২৫৭৭।

৭৬৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৯০৪, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৫৭।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীণিকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।[৭৬৯]

অতঃপর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।[৭৭০]

অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দিনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা' খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন, অন্ততঃ এক টুকরা খেজুর হলেও নিয়ে আসো।

বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে যাচ্ছিল।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দুটি স্তূপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ

---

৭৬৯. সূরা আন্ নিসা : ১।
৭৭০. সূরা আল হাশর : ১৮।

ﷺ-এর চেহারা মুবারক খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এ কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সাওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে গ্রহণ করতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না।[৭৭১]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনন্দের কারণ হল, আল্লাহর আনুগত্যের দিকে মুসলমানদের দ্রুত ধাবিত হওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পদ খরচ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পালন করা। ওই সকল অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের অভাব মোচনে এগিয়ে আসা। মুসলমানদের পরস্পরের সহযোগীতাপূর্ণ আচরণ করা। একে অন্যকে নেক আমল ও তাকওয়ার উপর সাহায্য করা।

এ জাতীয় কাজ দেখলে উচিত হল, খুশি হওয়া। আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশ করা। তবে আনন্দের কারণ হবে উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা।

ফায়দা :

- এ হাদিসে রয়েছে কল্যাণপূর্ণ কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা।

৭৭১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০১৭।

- উত্তম ও নেক কাজের ধারা চালু করার প্রতি উৎসাহ।
- এতে উচ্চারিত হয়েছে মন্দ ও বাতিল কাজের ধারা চালু করার প্রতি সতর্কতা।[৭৭২]

নেক কাজ দু'ধরণের :

এক. ওই নেক কাজটি শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছিল কিন্তু সেটির উপর মানুষ আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে কেউ সেটিকে আবার নতুন করে আমলে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

দুই. শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন কাজের নির্দেশ আসার সাথে সাথে সবার আগে ওই কাজ সম্পাদনে এগিয়ে আসা। যেমন, কেউ সকলের আগে সদকা করল, তার এই সদকা করা দেখে সকলে সদকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হল এবং কর্মের মাধ্যমে তার এ কাজকে সমর্থন যোগালো।[৭৭৩]

দরিদ্র ও অভাবীকে মূল্যায়ন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কারো মাঝে অভাব অনটনের চিহ্ন দেখতে পেতেন তবে তাকে অবমূল্যায়ন করতেন না; বরং তাকে সম্মান করতেন। তার এ দুর্দশায় তাকে সান্তনা দিতেন।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কখনও পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।[৭৭৪]

---

৭৭২. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৭/১০৪।

৭৭৩. ইবনু উছাইমিন রহ. শরহু রিয়াযিস সালেহিন : ১/১৯৯ [কিছুটা সংক্ষেপিত]

৭৭৪. উলামায়ে কেরাম বলেন, পেটে পাথর বাধার উপকারিতা হল, এতে শরীরের ভারসম্যতা ঠিক থাকে। অথবা পেটের খাবার বেশী পরিমানে হজম হতে বাধা প্রদান করে। পাথরটি পেটের সমপরিমাণ হওয়ার দরুন এতে শারীরিক দুর্বলতা কম অনুভব হয়। অথবা এ কারণে পাথর বাধতেন যাতে পাথরের শীতলতা দ্বারা ক্ষুধার উষ্ণতাকে শীতল করা যায়। ফাতহুল বারি : ১১/২৮৪।

• সহিহ বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে-

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আমার অবস্থা এমনও ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর ও আয়িশা ﷺ এর হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। আগমনকারী আসতো, তার নিজ পা আমার গর্দানে রাখতো, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার তিলমাত্র পাগলামি ছিল না। আমার ছিল একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা।

একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে) নবী ﷺ ও সাহাবিগণের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবু বকর ﷺ যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু করলেন না। অতঃপর ওমর ﷺ যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। কিছু করলেন না।

এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার প্রচন্ডতায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথার কাছে দাড়ানো।

তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণের এবং আমার চেহারার অবস্থা কী তিনি তা আঁচ করতে পারলেন।

অতঃপর বললেন, হে আবু হির!

আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাযির

তিনি বললেন ঃ তুমি আমার সঙ্গে চল।

এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। তিনি বললেন ঃ এ দুধ কোত্থেকে এসেছে?

তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন।

তিনি বললেন ঃ হে আবু হির!

আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্র রাসূল!

তুমি সুফ্ফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।

বর্ণনাকারী বলেন, সুফ্ফাবাসীরা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাদের ছিল না কোন পরিবার, ছিল না কোন সম্পদ এবং কারো উপর ভরসা করার মত তাদের কেউ ছিল না। যখন তাঁর কাছে কোন সাদাকাহ আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরিক করতেন।

এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্ফাবাসীদের কী হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি আসত।

অথচ আমিই তাদেরকে ডেকে আনছি। আমাকেই নির্দেশ দিবেন, তাদেরকে পান করানোর জন্য। আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম।

তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে আসন গ্রহণ করলেন।

তিনি বললেনঃ হে আবু হির!

আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্র রাসূল!

তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও।

আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি আমি এভাবে দিতে দিতে সর্বশেষ নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হলেন।

তারপর নবী ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে মৃদু হাসলেন। আর বললেন ঃ হে আবু হির!

আমি বললাম, আমি হাযির, হে আল্লাহ্র রাসূল!

তিনি বললেনঃ এখন তো আমি আছি আর তুমি আছ।

আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঠিক বলেছেন।

তিনি বললেন, এখন তুমি বস এবং পান কর।

তখন আমি বসে পান করলাম।

তিনি বললেন, তুমি আরও পান কর।

আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমন কি আমি বললাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। আমার পেটে আর জায়গা পাচ্ছি না।

তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ্ বলে বাকীটুকু পান করলেন।

এরপর আমি ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানালাম এবং বললাম হে ওমর! আল্লাহ তা'আলা এমন একজন লোকের মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। আল্লাহর কসম! আমি তোমার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে তা ভাল পাঠ করতে পারি। ওমর ﷺ বললেন আল্লাহর কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করতে পারলে তা আমার নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হত।[৭৭৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্রদের অবস্থা বুঝতেন। তাদের চেহারায় ক্ষুৎ পিপাসার যে ছবি ফুটে উঠতো তা তিনি অনুধাবন করতে পারতেন। তখন তিনি সাধ্যমত তাদেরকে সান্তনা দিতেন। তাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করতেন।

ফায়দা :

- এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে একই পাত্র থেকে যদি অনেক মানুষকে পান করাতে হয়, তবে সেবক নিজেই মেহমানের কাছে পানপাত্র এগিয়ে দিবেন। এক মেহমান আরেক মেহমানের দিকে এগিয়ে দিবেন না। একজনের পান করা শেষ হলে সেবক তার থেকে পাত্রটি নিবেন এবং অন্যজনের দিকে এগিয়ে দিবেন।
- এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বরকতে খাবার-পানীয় বৃদ্ধি পাওয়া এটি তাঁর নবুওয়াতের একটি আলামত। এ জাতীয় আরো বহু উপমা রয়েছে।

---

৭৭৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৩৭৫, ৬৪৫২, সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং : ২৪৭৭।

- পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করার বৈধতাও এ হাদিস থেকে বোঝা যায়। যেহেতু আবু হুরায়রা رضي الله عنه (**যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। আমার পেটে আর জায়গা পাচ্ছি না**) বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।
- তবে এভাবে ভরপেট খাওয়াকে অভ্যাস না বানানো। যেহেতু এতে অলসতা ও ইবাদাত থেকে বিমুখতা সৃষ্টি হয়।
- নিজের প্রয়োজন অন্যের কাছে ব্যক্ত করার চেয়ে গোপন রাখাই উত্তম।
- এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঔদার্য ও মহানুবতা ফুটে উঠেছে। যেহেতু তিনি নিজের ও নিজ পরিবারের তুলনায় অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
- এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই দারিদ্র্য অবস্থায় ছিলেন।
- এতে আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর মর্যাদা ফুটে উঠেছে। তিনি স্পষ্টভাবে নিজের অভাবের কথা ব্যক্ত করেন নি; বরং এর জন্য কেবল ইঙ্গিত দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। নিজের তীব্র প্রয়োজন সত্ত্বেও রাসূলের ﷺ আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
- আমন্ত্রিত মেহমান যখন মেজবানের বাড়ী পৌঁছবেন তখন গৃহস্বামী থেকে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবেন।[৭৭৬]

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

একবার এমন হয়েছে যে, তিনদিন পর্যন্ত খাওয়ার মত কিছু পাইনি। আমি তখন সুফফার দিকে যেতে শুরু করলাম। হাঁটতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছিলাম। তখন বালকরা চিৎকার করে বলতে শুরু করল, আবু হুরায়রা পাগল হয়ে গেছে।

আমি তাদেরকে ডাক দিয়ে বলতে লাগলাম, বরং তোমরা পাগল। অবশেষে সুফ্ফায় এসে পৌঁছলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি এক পেয়ালা ছারিদ নিয়ে এলেন এবং সুফ্ফার সকলকে ডাকলেন। তারা সেখান থেকে খাচ্ছেন।

---

৭৭৬. ফাতহুল বারি : ১১/২৮৯।

আমি তখন বারবার গলা উঁচিয়ে দিচ্ছিলাম। যাতে তিনি আমাকে ডাকেন। অবশেষে সুফ্ফার সকলে খাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। বাটির চারপাশে কেবল সামান্য একটু খাবার লেগে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারগুলো এক জায়গায় জমা করলেন এক লোকমা পরিমাণ হল। এরপর সেগুলোকে আঙ্গুলের মধ্যে নিলেন এবং আমাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে খাও। ওই সত্ত্বার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ। আমি সেখান থেকে ভরপেট খেলাম।[৭৭৭]

আবু হুরায়রা ﷺ এ ঘটনার মাধ্যমে দরিদ্র সাহাবিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি আচরণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাছে যখন কোন সদকার মাল আসত তিনি তা সুফ্ফার সাহাবিদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি হাদিয়া আসত, তবুও তাদের জন্য পাঠাতেন তবে নিজেও সেখান থেকে গ্রহণ করতেন।

সালমান ফারসি ﷺ এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় রয়েছে- সালমান ফারসি ﷺ বলেন, আমার কাছে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল যেগুলো আমি বেশ কিছুদিন থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। সন্ধ্যা বেলায় সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কুবা পল্লীতে অবস্থান করছিলেন। আমি তার গৃহে প্রবেশ করলাম। তাঁকে বললাম, আমি শুনেছি যে আপনি একজন ভাল মানুষ। আপনার সাথে আপনার কিছু দরিদ্র অভাবী সাথী রয়েছেন। সদকার এ খাদ্যদ্রব্যগুলো আমার কাছে ছিল। আমি ভাবলাম, আপনারাই এগুলোর অধিক হকদার।

আমি খাবারগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা খাও। তবে নিজে হাত গুটিয়ে রাখলেন কোন কিছুই খেলেন না।

আমি মনে মনে বললাম, এটি প্রথম আলামত।

এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। এরপর আরো কিছু খেজুর সংগ্রহ করলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পৌঁছে গেলেন। এরপর আমি

---

৭৭৭. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৬৫৩৩।

সেগুলো নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, আমি দেখেছি আপনি সদকার জিনিস গ্রহণ করেন না। এগুলো হাদিয়া হিসেবে আপনার খেদমতে পেশ করছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সেখান থেকে নিজেও খেলেন সাহাবিদেরকেও তাঁর সাথে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে খেলেন।
আমি মনে মনে বললাম, এটি দ্বিতীয় আলামত।[৭৭৮]

দরিদ্র সাহাবিদের মেহমানদারির জন্য অন্য সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের মধ্যে দরিদ্রদেরকে অন্যান্য স্বচ্ছল সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। যাতে তারা তাদের মেহমানদারি করেন।

- **ইবনু সিরিন রহ. বলেন,**

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা সুফ্ফার অধিবাসী অনেক সাহাবিকে তাঁর অন্য সাহাবিদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তাদের কেউ একজন কেউ দু'জন, কেউ তিনজন করে নিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি দশজনের কথাও উল্লেখ করেন।[৭৭৯]

- **হাসান বসরি রহ. বলেন,**

সাহাবিদেরকে ভাগ করে দেয়ার পর যারা থেকে যেতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদেরকে নিজে গৃহে নিয়ে যেতেন এবং গৃহে যা থাকতো তা দিয়ে তাদের মেহমানদারি করতেন।[৭৮০]

- **ইয়াঈশ ইবনু তিখফাহ ইবনু কায়স আল-গিফারি রা. থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমার পিতা আস্হাবে সুফ্ফার সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন কেউ একজন, কেউ দু'জন করে নিয়ে গেলেন। অবশেষে আমরা পাঁচজন অবশিষ্ট রইলাম।

---

৭৭৮. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৩২২৫।
৭৭৯. মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বাহ, হাদিস নং : ২৭১৫৪।
৭৮০. বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং : ১০৩৩৩।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আয়েশা ﷺ-এর ঘরে যেতে বললেন। আমরা সেখানে গেলে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাদের আহারের ব্যবস্থা করো। তিনি হাশিশা পরিবেশন করলেন এবং আমরা খেলাম। তারপর তিনি কূতাত পাখির মত সামান্য কিছু 'হিসাহ' পরিবেশন করলেন। আমরা খেলাম। তারপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাদেরকে পান করাও।

অতঃপর তিনি এক গামলা দুধ আনলেন এবং আমরা পান করলাম।

পুনরায় তিনি আয়েশা ﷺ-এর নিকট পানীয় চাইলে তিনি ছোট এক পেয়ালা পরিবেশন করলেন এবং আমরা তা পান করলাম।

এবার তিনি বললেনঃ ইচ্ছা করলে তোমরা এখানে ঘুমাতে পারো নতুবা মসজিদে চলে যাও।

আমরা বললাম, আমরা মসজিদে চলে যাব।[৭৮১]

সাহাবিদেরকে মেহমানদারির জন্য উদ্বুদ্ধ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যেমন মেহমানদারি করতেন তেমনি তার সাহাবিদেরকেও মেহমানদারির জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। আসহাবে সুফ্ফার সাহাবিদেরকে খাবার দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।

- **আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণিত-**

সুফ্ফার অবস্থানকারীরা ছিলেন খুবই দরিদ্র কিছু মানুষ। (একদা) নবী ﷺ বললেন, যার নিকট দু'জনের আহার আছে, সে যেন (তাঁদের হতে) তৃতীয়জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজনকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ দশজন নিয়ে আসেন এবং আবু বকর ﷺ তিনজন সাথে নিয়ে আসেন।

আবদুর রহমান ﷺ বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবু বকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা, আমার স্ত্রী ও আবু বকর ﷺ-এর গৃহের একজন ভৃত্য।

---

৭৮১. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৫০৪০।

আমার আব্বা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথোপকথন করতেন। তাই তিনি যাওয়ার সময় বললেন, হে আবদুর রহমান! মেহমাদারির সব কাজ সুন্দরভাবে শেষ করবে।

আবদুর রহমান বলেন, রাত হলে আমি অতিথিদের আহার নিয়ে আসলাম। কিন্তু তারা খেতে সম্মত হলেন না। তারা বললেন, যতক্ষণ গৃহের মালিক এসে আমাদের সঙ্গে না খাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খাবো না।

আমি তাঁদের বললাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত লোক। আপনারা যদি খাওয়া-দাওয়া না করেন তাহলে আমার শঙ্কা হচ্ছে তার পক্ষ হতে আমাকে হয়তো বকাঝকা শুনতে হবে।

তিনি বলেন, তাঁরা কেউ সম্মত হলোই না।

আবদুর রহমান ؓ বলেন, আবু বকর ؓ আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ফিরে আসেন এবং নবী ﷺ-এর ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাকে বললেন, মেহমানদের নিকট আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল?

আবু বকর ؓ বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি?

তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি।

আবদুর রহমান ؓ বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম।

আবদুর রহমান বলেন, আমি তাঁর দৃষ্টি হতে আড়ালে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি আরও সরে গেলাম। তিনি আবার বললেন, ওরে নির্বোধ! আমি শপথ করে তোমাকে বলছি যদি তুমি আমার শব্দ শুনে থাকো তাহলে উপস্থিত হও।

তিনি বলেন, তখন আমি উপস্থিত হয়ে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমার কোন দোষ নেই। আপনার অতিথিদের প্রশ্ন করে দেখুন। আমি তাঁদের আহার নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাযি হলেন না।

তারা বললেন, সে সত্য বলছে।

তখন তিনি (অতিথিদের) বললেন, আপনাদের কি হয়েছে? আপনারা কেন আমাদের পরিবেশন কবুল করেননি। আল্লাহ্র শপথ! আমি আজ রাতে খাবো না।

অতিথিরাও শপথ করে বলল, যতক্ষণ আপনি না খাবেন ততক্ষণ আমরাও খাবো না।

তখন আবু বকর ﵁ বললেন, এটা শয়তানের কাজ। এরপর খাবার আনার নির্দেশ দিলেন। বিসমিল্লাহ বলে নিজেও খেলেন অতিথিরাও খেল।

আবদুর রহমান ﵁ বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা লোকমা উঠিয়ে নিতেই নীচ হতে তা অধিক পরিমানে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি খেলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে অধিক খাবার রয়ে গেলো।

আবু বকর ﵁ খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের সমপরিমান কিংবা তার চাইতেও বেশী।

তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, হে বনূ ফিরাসের বোন। একি?

তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

অতঃপর অবশিষ্ট খাবার নবি ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছেই ছিল।

আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো শপথ পূর্ণ করেছে। কিন্তু আমি শপথ ভেঙ্গে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বরং তুমি সবচেয়ে বেশী সৎকর্মশীল এবং উত্তম ব্যক্তি।

আবদুর রহমান ﵁ বলেন, এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে সন্ধি ছিলো তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদিনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কিছু কিছু লোক ছিলো। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য হতে আহার করেন।[৭৮২]

---

৭৮২. ঘটনাটি সহিহ বুখারীর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একত্র করা হয়েছে। হাদিস নং : ৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪১। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০৭৫। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৭১৪।

সর্বোপরি ওই সৈন্য বাহিনীর সকলে আবু বকরের رضي الله عنه পাঠানো ওই প্লেট থেকে খেলো।

হাদিসের শিক্ষা :

- অসহায় দরিদ্ররা যাতে ভরপেট খেতে পারে সে জন্য সুযোগ করে দেয়া, সে বিষয়ে তাদেরকে সান্তনা দেয়া মুস্তাহাব। তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনের খাবার থাকলে আরেকজন, চারজনের খাবার থাকলে পঞ্চমজন নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
- আল্লাহর বন্ধুদের সাথে আল্লাহর প্রেমময় আচরণের একটি পরিচয় এ হাদিস থেকে আমরা পেয়েছি।
- নিজের তুলনায় অন্যকে প্রধান্য দেয়া ও সান্তনা দানের ফযিলত এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কখনও অধিক সংখ্যক মেহমান এসে যায়, তবে দলের সকল সদস্যের জন্য উচিত হল নিজেদের মধ্যে মেহমানদেরকে বণ্টন করে নিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকে নিজের সাধ্য মাফিক মেহমানের আতিথেয়তা করা। সমাজপতি বা দলপতির জন্য উচিত হল অন্যদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা। তার জন্যও সাধ্য পরিমাণ সংখ্যক মেহমানের মেহমানদারি করা।
- দরিদ্রদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে যদি মসজিদে আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন অনুভত হয় তবে তারা মসজিদে অবস্থান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আবশ্যক হল মুসল্লিদের যেন কোন কষ্ট না হয়। নামাযীদের নামাযে যেন ব্যঘাত না ঘটে।
- পরিবার পরিজনের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকার বৈধতা বোঝা যায়।
- অতিথির জন্য যে খাবার পরিবেশন করবে মহিলা চাইলে তাতে যে কোন ধরণের পরিবর্তন আনতে পারে। স্বামী থেকে বিশেষ অনুমতি ছাড়াই অতিথির জন্য খাবার পরিবেশন করতে পারবে।
- শিষ্টাচার ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য, ভাল কাজের উপর সন্তানকে অভ্যস্ত করার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা জায়েজ।
- বৈধ বিষয় বর্জন করার ব্যপারে কসম করা জায়েয।
- সংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সত্যবাদী ব্যক্তির জন্য কসম করা বৈধ।
- কসম করার পর সেটি ভঙ্গ করাও জায়েজ।

- যে খাবারে বরকত জাহির হয় সে খাবার বড়দের সামনে পেশ করা ও তা কবুল করা।

  প্রবল ধারণার উপর আমল করা জায়েয। যেহেতু আবু বকর ﵁-এর প্রবল ধারণা হয়েছিল যে আবদুর রহমান অতিথির সেবায় কসুর করেছেন। তাই তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আর এক্ষেত্রে আবদুর রহমানের লুকিয়ে থাকা তার ধারণাকে প্রবলতর করেছে।

- এ হাদিস থেকে এটাও আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলে আকরাম ﷺ যে কোন কাজের উত্তমটি গ্রহণ করতেন। দানশীলতা ও বদান্যতায় সকলের আগে থাকতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের সদস্য সংখ্যাও মেহমানদের সমপরিমান ছিল।[৭৮৩]

নিজের খাবার ভাগ করে দিতেন

রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট যে খাবার থাকতো তা তিনি ভাগ করে সুফ্ফায় বসবাসকারী ওই সকল দরিদ্র সাহাবিদেরকে দিতেন।

- **মিকদাদ ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, প্রচুর খাদ্য সংকটে আমার ও আমার দু'সাথীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি কমে যায়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের নিকটে নিজেদের উত্থাপন করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদের কথা শুনলেন না। সবশেষে আমরা নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম। তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমরা লোকদের সামনে নিজেদেরকে পেশ করলাম, কিন্তু আমাদেরকে কেউ মেহমানদারি করল না। তাই আপনার কাছে এলাম।

তিনি আমাদের সাথে নিয়ে তার পরিবারের নিকটে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরি ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা বণ্টন করে পান করবো।

---

৭৮৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি : ৬/৬০০। ইবনু রজব হাম্বলি, ফাতহুল বারি : ৪/১৭৫। শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৪/১৮।

তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করতো। আর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম।

মিকদাদ رضي الله عنه বলেন, তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে নিদ্রারত লোক উঠে না যায় এবং জাগ্রত লোক শুনতে পায়।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন। প্রত্যাবর্তন করে দুধ পান করতেন।

একদা রাতে আমার নিকট শায়তান আগমন করলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, মুহাম্মাদ ﷺ আনসারিদের নিকটে গেলে তারা তাঁকে উপঢৌকন দিবে এবং তাদের নিকট তাঁর এ অল্প দুধের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। অতঃপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম।

দুধ যখন উত্তমভাবে আমার পেটে ঢুকে গেলে আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোন উপায় নেই তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একি করলে! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার উপর বদ-দু'আ করবেন এতে তুমি সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমার শরীরে একটা চাদর ছিল। আমি যদি তা আমার পদদ্বয়ের উপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহলে আমার পদদ্বয় বেরিয়ে পড়ে। কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। আমার সাথীদ্বয় তো নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি।

তিনি বলেন অতঃপর নবী ﷺ আগমন করে যেভাবে সালাম করতেন সেভাবেই সালাম করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি নিজ মাথা আকাশের দিকে তুললেন।

আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই হয়তো আমার উপর তিনি বদ-দু'আ করবেন, আর আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো।

তিনি বললেন, اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

হে আল্লাহ! যে লোক আমার খাবারের ব্যবস্থা করে তুমি তার খাদ্যের ব্যবস্থা কর। আর যে আমাকে পান করায় তাকে তুমি তাকে পান করাও।

মিকদাদ ﷺ বলেন, তখন আমি চাদরটি নিয়ে গায়ে বাঁধলাম এবং একটি চুরি নিলাম, অতঃপর (এ ভেবে) বকরিগুলোর কাছে গেলাম যে, এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা আমি সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যবেহ করবো। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব বকরিও দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতঃপর আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের একটি বাসন নিয়ে এলাম যার মধ্যে তাঁরা দুধ দোহন করতেন না। তিনি [মিকদাদ ﷺ] বলেন, আমি তার মধ্যেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি বাসনের উপরের অংশ ফেনা ভেসে উঠলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম।

তিনি বললেন, তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করেছো?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন।

আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন।

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবী ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর নেক দু'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি খুশীতে হাসতে হাসতে মাটিতে নুয়ে পড়লাম, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে মিকদাদ! এটা তোমার এক মন্দকাজ? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ ঘটনা ঘটে গেছে। কিংবা তিনি বলেছেন, আমার দ্বারা এরূপ কাজ হয়ে গেছে।

তখন নবী ﷺ বললেনঃ

مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا.

এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানি! তুমি কেন আমাকে জানালে না? আমরা আমাদের সঙ্গীদ্বয়কে জাগাতাম, তাহলে তারাও এর অংশ পেত।

তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান স্রষ্টা আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে ভাগ পেয়েছি, তখন ভিন্ন কোন ব্যক্তি পাওয়া না পাওয়ার আমি তোয়াক্কা করি না।[৭৮৪]

সালমান ফারেসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় রয়েছে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ খেদমতে হাদিয়া হিসেবে খাদ্য পেশ করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই খাবার থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সাহাবিদেরকে তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তারাও তাঁর সাথে খেয়েছেন।[৭৮৫]

অন্য কোন সাহাবির কাছে পাঠানো

রাসূলুল্লাহর ﷺ নিজের কাছে দরিদ্র ব্যক্তিকে দেয়ার মত কিছু না থাকলে অন্য কোন সাহাবির কাছে পাঠাতেন। তবুও তাকে খালি হাতে ফিরতে দিতেন না।

- **আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি চরম অনাহারে ভুগছি।

তিনি তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর নিকট লোক প্রেরণ করলে তিনি বললেন, যে স্রষ্টা আপনাকে সঠিক দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছু নেই।

তিনি অপর এক স্ত্রীর নিকট লোক প্রেরণ করলে তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সবাই একই কথা বললেন যে, সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছু নেই।

তখন তিনি বললেন, আজ রাত্রে লোকটিকে কে আপ্যায়ন করবে? আল্লাহ তার উপর দয়া করুন! তখন এক অনসারি লোক উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি।

---

৭৮৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০৫৫।

৭৮৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৩২২৫।

অতঃপর লোকটিকে নিয়ে আনসারি নিজ বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর সহধর্মিণীকে বললেন,

আল্লাহর রাসূলের মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর।

স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারি বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আর যখন অতিথি ঘরে ঢুকবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। আর তাকে বুঝাবে যে, আমরাও খাবার খাচ্ছি। সে (মেহমান) যখন খাওয়া আরম্ভ করবে তখন তুমি আলোর পাশে যেয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে।

সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরী ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তাঁরা উভয়েই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের গত রাতের কান্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশি হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন।

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতা প্রাপ্ত।"[৭৮৬]

• আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'ব্যক্তি আগমন করল, উভয়ের প্রয়োজন ছিল একই রকম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের একজনের সাথে কথা বললেন, তখন তিনি তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পেলেন। তাই তাকে বললেন, তুমি কি মেসওয়াক কর না?

৭৮৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৭৮৯। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০৫৪।

লোকটি বলল, জ্বি করি। কিন্তু আমি তিনদিন যাবৎ কিছু খাইনি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, সে তাকে নিয়ে গেল এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করলো।[৭৮৭]

দরিদ্রদের ন্যায় জীবন

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় দরিদ্রদের মত জীবন ধারণ করতেন। যাতে তিনি তাদের জন্যও ধৈর্য ও সহনশীলতায় আদর্শরূপে প্রতিভাত হতে পারেন।

- **সিমাক ইবনু হারব رحمه الله থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নুমান رضي الله عنه-কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি এ কথা বলতে শুনলাম যে, ওমর رضي الله عنه বলেছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করেছে। অথচ রাসূল ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির থাকতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না (যার মাধ্যমে পেটপূর্ণ করবেন)।[৭৮৮]

- **আবু হাযিম رحمه الله থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা رضي الله عنه-কে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা কয়েকবার ইঙ্গিত করতঃ এ কথা বলতে শুনেছি যে, ওই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আবু হুরায়রার জীবন, একাধারে তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবী ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দিয়ে কক্ষনো পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।[৭৮৯]

- **সহিহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে :**

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.

তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে তিন দিন পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পাননি।

---

৭৮৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৪০৫। আল্লামা হাইছামি রহ. মাযমাউয যাওয়ায়েদ (১০/৩২৪) গ্রন্থে এ সনদকে 'জায়্যিদ' বলেছেন। আহমদ শাকের মুসনাদে আহমদের (৪/১৩১) টীকায় এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

৭৮৮. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৭৮।

৭৮৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৩৭৪। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৭৬।

- **আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি একবার উরওয়াহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভাগ্নে!

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ، ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ.

আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হত না।

[উরওয়াহ ﷺ বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনারা তাহলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতো। কয়েক ঘর আনসার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশি ছিল। তাঁদের কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরি ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।[৭৯০]

- **আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নবী ﷺ ইন্তিকাল করলেন। তখন যৎ সামান্য যব ছাড়া কোন প্রাণী খেতে পারে এমন কিছু আমার তাকের উপর ছিল না। তা থেকে বেশ কিছুদিন খেলাম। একবার মেপে নিলাম, তখন তা শেষ হয়ে গেল।[৭৯১]

- **আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা খেলে একবেলা শুধু খুরমা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।[৭৯২]

- **জাবির ﷺ বর্ণনা করেন-**

খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে তারা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের

---

৭৯০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৫৬৭। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৭২।
৭৯১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩০৯৭। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৭৩।
৭৯২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৫৫।

ভিতর একটি শক্ত পাথর বেরিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। আর তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরা ও তিন দিন ধরে অনাহারি ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদই পাইনি। তখন নবী ﷺ একখানা কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিকে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল।[৭৯৩]

- **আবু তালহা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনাহারের অভিযোগ করলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উঠিয়ে একটা পাথর (বাঁধা) দেখালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর পেটের কাপড় উঠিয়ে আমাদেরকে দু'টি পাথর বাঁধা দেখালেন।[৭৯৪]

দরিদ্রদের সাথে বসা, তাদের উপর বড়াই না করা

দরিদ্রদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ উত্তম আচরণের আদর্শ হল, তিনি তাদের সাথে বসতেন, তাদেরকে নিজের কাছে ডাকতেন। নিজেও তাদের কাছে যেতেন। তাদের উপর বড়াই করতেন না।

- **ওসমান ইবনুল ইয়ামান رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

মদিনায় যখন মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে গেল কিন্তু তাদের থাকার জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা হল না, আশ্রয় নেয়ার মত কোন স্থানের ব্যবস্থা হল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করলেন। আর তাদেরকে আসহাবুস সুফ্ফা হিসেবে নামকরণ করলেন। তিনি তাদের সাথে বসতেন। তাদের ঘনিষ্ঠ হতেন।[৭৯৫]

তাদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ এ ঘনিষ্ঠতার মধ্যে তাদের জন্য সমবেদনা ও সান্তনা ছিল। এতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের প্রতি আনুগত্য ছিল। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

---

৭৯৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪১০১।
৭৯৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৭১।
৭৯৫. সুনান আল বায়হাকি, হাদিস নং : ৪১৩৫।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُه فُرُطًا.

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।

তাফসিরকারক সা'দি ﷬ বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে সরাসরি এবং অন্যদেরকে আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ অনুসরণের- নির্দেশ দানের মাধ্যমে, ওই সকল ইবাদতগুজার মুমিনদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ **–যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে-** অর্থাৎ দিবসের শুরুতে ও শেষে ইবাদাতে লিপ্ত থাকে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। ইবাদাত ও ইখলাসের মাধ্যমে তাদের প্রশংসা করলেন। এ নির্দেশের মধ্যে রয়েছে নেক লোকদের সোহবত গ্রহণের আদেশ। তাদের সোহবত গ্রহণে চেষ্টা মোজাহাদা করা। যদিও তারা দরিদ্র হোন না কেন। তাদের সোহবতের মধ্যে রয়েছে অগণিত কল্যাণ, যার হিসেব করা দূরহ।

وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ অর্থাৎ, তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।

تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ, আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করেন।

এটি ক্ষতিকর। কোন উপকার বয়ে আনে না। দীনের কল্যাণকে ব্যহত করে। কারণ, এতে অন্তর দুনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সব চিন্তা দুনিয়াকে ঘিরে আবর্তিত হবে। এতে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পাবে। কারণ পার্থিব দুনিয়ার মোহ দৃষ্টিকে প্রতারিত করে। বিবেককে যাদুগ্রস্ত করে। ফলে অন্তর আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় এবং দুনিয়ার

ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এতে যেমন তার সময় বিনষ্ট হয় তেমনি এ বিষয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়। ফলে সে চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্থতা, ও অনন্ত লজ্জায় নিপতিত হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।

وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। অর্থাৎ সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার প্রবৃত্তি তাকে যা করার নির্দেশ দেয় অবলীলায় সে তা করে যায় যদিও এতে তার ধ্বংস ও ক্ষতি নিহিত রয়েছে। সে নিজের প্রবৃত্তিকেই নিজের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ অর্থাৎ আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?)

وَ كَانَ اَمْرُه (যার কার্যকলাপ) অর্থাৎ, তার দীন ও দুনিয়ার সব কর্মকাণ্ড।

فُرُطًا (সীমা অতিক্রম করা) অর্থাৎ, সীমা অতিক্রমের কারণে তার সব কর্মকাণ্ড বিনষ্ট ও বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা নফসের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। কারণ নফসের আনুগত্য তার অনুসরণের পথে আহবান করে। আর এ জাতীয় নফস তো ওই সব বিষয়ের প্রতি আহবান করে যে বিষয়ে সে নিজেই আক্রান্ত।[৭৯৬]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَیْءٍ

আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদাত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি

৭৯৬. তাফসিরুস সা'দি : ১/৪৭৫

তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন|

সা'দি ﷺ বলেন, অর্থাৎ অন্যদেরকে আপনার মজলিশে স্থান দেয়ার জন্য এবাদতগুজার ও ইখলাস সম্পন্ন এ সকল ব্যক্তিদেরকে আপনার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিবেন না। আপনার মজলিশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ তায়ালার এবাদাতে ও জিকিরে মশগুল থাকেন। সকাল সন্ধ্যা তাদের এবাদাতের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাদের নেই।

এরা আপনার মজলিশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মত নয়। নয় তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মত। বরং তারা আপনার ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পাওয়ার হকদার। তারা আপনার নৈকট্য লাভের যোগ্য। কারণ, এরাই সৃষ্টির পবিত্র মানুষ। যদিও তারা দরিদ্র। মানুষের দৃষ্টিতে এরা অসম্মানীত হলেও আল্লাহর কাছে ও বাস্তবে এরাই সম্মানীত।

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন|

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশের পুরো অনুসরণ করেছেন। যখনই তিনি দরিদ্র সাহাবিদের সাথে বসতেন তবে দীর্ঘ সময় তাদের সাথে কাটাতেন। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। তাদের প্রতি নিজের বিনয় প্রকাশ করতেন। বরং তারাই ছিলেন তাঁর অধিকাংশ মজলিশের সাথী।[৭৯৭]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো, আরবের একদল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে উন্মাষিকতা প্রকাশ করল। কারণ মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট সুহাইব, বেলাল, আম্মার, খাব্বাব, সালমান, ইবনু মাসউদ প্রমুখদের মত দরিদ্র ও সমাজের দুর্বলতম মানুষগুলোর সমাদর ছিল। তারা তার মজলিশে

৭৯৭. তাফসিরে সা'দি : ১/২৫৭

বসতেন। তাদের গায়ে এমন পোশাক ছিল যা থেকে দারিদ্রের ঘ্রাণ ছড়াতো। তাদের সমাজিক অবস্থান এমন পর্যায়ের যে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের সাথে বসা অপছন্দ করতো।

তাই এ সকল নেতৃস্থানীয় লোকগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবদার করলো, তিনি যেন এ লোকগুলোকে তার মজলিশ থেকে উঠিয়ে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এহেন দাবী মেনে নিলেন না। বরং তাদের মুখের উপর বলে দিলেন-

وَ مَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ.

আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরকেই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি।

তখন তারা ভিন্ন প্রস্তাব দিল। তিনি যেন তাদের জন্য একদিন এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একদিন নির্ধারণ করে দেন। যে মজলিশে এ সকল দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে না। যাতে এ সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। জাহেলি সমাজে যেন তাদের প্রতিপত্তি বলবৎ থাকে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি প্রত্যাশী হয়ে মনে মনে তাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ইরাদা করলেন। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল আমিন এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন-

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদাত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ বলেন-

কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকগুলো নবীজির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিশে সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব ﵃ প্রমুখ দরিদ্র সাহাবি বসা ছিলেন।

তখন তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়ের এ লোকগুলো পেয়েই কি তুমি খুশি? এ লোকগুলো দিয়েই কি আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন? আমরা কি এ লোকগুলোর অনুসরণ করবো? এদেরকে যদি তোমার মজলিশ থেকে উঠিয়ে দিতে পার, তবে হয়তো আমরাও তোমার অনুসরণ করবো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ، وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদাত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন[৭৯৮]।

- **সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত-**

আমরা ছয়জন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা বলল, আপনি এসব লোকদেরকে আপনার নিকট হতে বিতাড়িত করুন। যাতে তারা আমাদের মাঝে আগমনের সাহস না পায়।

সা'দ ﵁ বলেন, তন্মধ্যে আমি, ইবনু মাস'ঊদ, বনু হুযায়লের এক লোক, বিলাল এবং আরও দু'জন লোক ছিলাম, যাদের নাম আমি নিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে আল্লাহ যা চাইলেন তা জাগল। তিনি মনে মনেই কথা বললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন–

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه.

---

৭৯৮. তাফসিরে তাবারি : ১১/৩৭৪

যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আহ্বান করে তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না।[৭৯৯]

–সূরা আল আন'আম : ৬ : ৫২

নেক আমল ও কল্যাণকর কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত কর

এ সকল দরিদ্র অসহায় লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ আচরণ ছিল খুবই মধুর। তিনি তাদেরকে কল্যাণকর কাজের কথা বলতেন। নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যে নেক আমল তাদেরকে ওই সকল নেককার ধনী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ে উন্নীত করবে, যারা আল্লাহর রাস্তায় অবারিত দান করেন।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন ঃ একদিন গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, সম্পদশালী লোকেরা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী নি'আমাতসমূহ লুটে নিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কিভাবে?

তারা বললেন ঃ আমরা সালাত আদায় করি তারাও সালাত আদায় করে। আমরা সিয়াম পালন করি তারাও সিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না। আর তারা দাস মুক্ত করে আমরা দাস মুক্ত করতে পারি না।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব যা করলে তোমরা তাদের চেয়ে অগ্রসর লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে? আর যারা তোমাদের পিছনে পড়ে আছে তাদের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে? আর তোমাদের মতো কাজ না করে কেউ তোমাদের মতো উত্তম হতে পারবে না।

তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তা অবশ্যই বলবেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক সালাতের পর তোমরা তেত্রিশ বার করে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) তাকবির (আল্লহু আকবার) ও তাহমিদ (আলহাম্‌দু লিল্লাহ) বলবে।

---

৭৯৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৪১৩

আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন এরপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় রাসূলুল্ল হ ﷺ-এর কাছে এসে বললেনঃ আমরা যা করেছি আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা তা জেনে ফেলেছে। সুতরাং এখন তারাও এ কাজ করতে শুরু করেছে।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ তো আল্লাহর মেহেরবানী। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।[৮০০]

আল্লাহর কাছে দরিদ্রদের ভালোবাসা কামনা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্রদেরকে মূল্যায়ন করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে তাদেরকে ভালবাসার জন্য দু'আ করতেন। তাই তিনি নামাযের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং গরীব-নিঃস্বদের ভালবাসার মনোষ্কামনা চাই। তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা কর, তখন আমাকে এ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার নিকট উঠিয়ে নাও।[৮০১]

দরিদ্র অসহায়দেরকে ভালোবাসার জন্য সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যেমন দরিদ্র অসহায়কে ভালবাসতেন তেমনি সাহাবিদেরকেও নির্দেশ দিতেন তারা যেন তাদেরকে ভালবাসেন।

- **আবু জর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

আমাকে আমার বন্ধু সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন; ১. আমি যেন মিসকিনদেরকে ভালোবাসি, তাদের নিকটবর্তী হই (বসি), ২. আমার থেকে যারা নিম্নমানের তাদের প্রতি লক্ষ্য (করে উপদেশ বা সান্তনা গ্রহণ) করি ও আমার থেকে যে উর্ধ্বে তার প্রতি লক্ষ্য না করি, ৩. আমার প্রতি অন্যায়

---

৮০০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৮৪৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৫৯৫।
৮০১. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩২৩৩।

করা হলেও আমি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখি, ৪. তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি, ৫. আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা-ভয় যেন আমাকে না ধরে, ৬. এবং লোকদের কাছে যেন কিছু না চাই। ৭. বেশী বেশী لا حول ولا قوة الا بالله বলি। কারণ এ বাক্যগুলো আরশের নিচের ধনভান্ডারের সম্পদ।[৮০২]

অসহায় দরিদ্রদের খোঁজ-খবর নেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসহায় দরিদ্র সাহাবিদের খোঁজ-খবর নিতেন। তাদের হাল পুরসি করতেন।

- **আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

এক অসহায় মহিলা অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসহায়দের সেবা শুশ্রুষা করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সে (অসহায় মহিলা) মারা যায় তবে আমাকে সংবাদ দিও।

রাত্রে তার জানাযা পড়া হলো আর সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না।

যখন সকাল হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘটনা জানানো হল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের আমাকে সংবাদ দিতে বলিনি?

তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আপনাকে রাত্রে জাগানো সমীচীন মনে করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে লোকজন নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবির বললেন।[৮০৩]

---

৮০২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২০৯০৬।

৮০৩. সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ১৯০৭। মুআত্তা মালেক, হাদিস নং : ৫৩১। সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৫৮। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৯৫৬।

অসহায়দের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ

অসহায় দরিদ্র সাহাবিদের মধ্যে যারা নিজেদের সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন তাদের প্রতি নবীজি ﷺ বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। বিশেষভাবে তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। এ সকল সাহাবিদের মধ্যে রয়েছেন জুল বাজাদাইন رضي الله عنه।

• **আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

মধ্য রাতে আমি জেগে উঠলাম। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাবুকে অবস্থান করছিলাম। তখন আমি সেনা ছাউনির এক পাশে আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। বিষয়টা কি দেখার জন্য আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর রাযি ও ওমর رضي الله عنهما সেখানে রয়েছেন।

আবদুল্লাহ জুল বাজাদাইন মুযানি ইন্তেকাল করেছেন। তারা তার জন্য কবর খনন করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরে দাঁড়ানো। আর আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما তাকে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর নবীজি ﷺ বলছেন, তোমাদের ভাইকে আমার কাছে এগিয়ে দাও। তারা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। এরপর যখন তিনি ডান কাধে শোয়ালেন, তখন বললেন,

اللهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ، فَارْضَ عَنْهُ.

হে আল্লাহ আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه তখন বললেন, হায়! আমি যদি এ কবরবাসী হতাম।[৮০৪]

ইবনু হিশাম رحمه الله বলেন, তাকে 'জুল বাজাদাইন' বলার কারণ হল, ইসলামের কারণে তিনি টানাহেচড়ায় পতিত হয়েছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার কওম তাকে বাধা প্রদান করত। এমনকি তার জন্য তার পৃথিবীকে সঙ্কীর্ণ করে তুললো। অবশেষে তিনি এক চাদরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

---

৮০৪. ইবনে হিশাম, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৫২৭। ইবনু হাজার رحمه الله ইসাবাহ (৪/১৬২) গ্রন্থে বলেন এর বর্ণনাকারীগণ সকলে সিকাহ। তবে এর সনদে ইনকিতা রয়েছে।

কওমের লোকদের থেকে পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। নবীজির কাছাকাছি আসার পর নিজের সে চাদরটি দুভাগে ভাগ করলেন। এর এক ভাগ লুঙ্গির মত পরিধান করলেন আরেকভাগ চাদরের মত পরিধান করলেন। আর এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তাই তাকে 'জুল বাজাদাইন' বলা হয়।[৮০৫]

অসহায় দরিদ্রের প্রয়োজন পুরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ওই সকল দরিদ্র অসহায় সাহাবিদের মধ্যে যারা প্রয়োজনগ্রস্থ তাদের প্রয়োজন পুরা করতেন।

- **আসমা বিন্‌তে আবু বকর رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, যখন যুবায়ের رضي الله عنه আমাকে বিয়ে করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোন স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধুমাত্র কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না।

ঘোড়াটির দেখাশুনা করার চেয়ে কোন কর্ম আমার নিকট ভারী ছিল না। আমি তার জন্যে ঘাস যোগাড় করতাম, তার দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যা করতে থাকতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী এলে তিনি তাকে একজন খাদেম দিলেন। তিনি [আসমা رضي الله عنها] বলেন, সে (খাদিম) ঘোড়ার দেখাশুনায় আমার জন্যে যথেষ্ট হলো এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হলাম।[৮০৬]

- **সহিহ বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে-**

এরপর আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه ঘোড়ার দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যের নিমিত্ত একজন খাদেম পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই আমি যেন মুক্ত হলাম।[৮০৭]

---

৮০৫. ইবনে হিশাম, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৫২৭

৮০৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৮২৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২১৮২

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন যুদ্ধবন্দী এল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ﵁ কে একজন খাদেম দিলেন যাতে তিনি তার কন্যা আসমা ﵂ এর নিকট পৌঁছে দেন। সূতরাং মূলদাতা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু তা আবু বকর ﵁-এর হাত হয়ে তার কাছে পৌঁছেছে।

দরিদ্র অসহায়দের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র অসহায়দেরকে তাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন। যাতে তাদের প্রয়োজন পুরা করতে পারেন।

- **রাসূলুল্লাহর ﷺ জনৈক খাদেম বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেমদের প্রায় বলতেন তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে?

এমনই একদিন ওই খাদেম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি প্রয়োজন ছিল।

নবীজি ﷺ বললেন, কী প্রয়োজন?

খাদেম বলল, আমার প্রয়োজনটি হল, আপনি আমার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন।

নবীজি ﷺ বললেন, বিষয়টি কে তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে?

খাদেম, বলল, আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

নবীজি ﷺ বললেন, তুমি যদি আমার সুপারিশ চাও, তবে বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে আমার সহায়তা কর।[৮০৮]

খাদেমদেরকে যে বিষয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় তাঁর খাদেমদেরকে বলতেন তোমাদের যা মন চায় আমার কাছে চাইতে পার। এরপর খাদেমরা কিছু চাইলে তা পুরা করতেন। বিষয়টি যত বড়ই হোক না কেন।

---

৮০৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫২২৪। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২১৮২।
৮০৮. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৫৬৪৬।

রাবি'আ ইব্‌নে কা'ব আল আসলামি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তাঁর ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন ঃ এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।[৮০৯]

- **রাবিআ رضي الله عنه থেকে অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে**

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতাম। এশার নামায আদায় করা পর্যন্ত সমগ্র দিন তার প্রয়োজন পূরণে প্রস্তুত থাকতাম। অবশেষে তিনি গৃহে প্রবেশ করলে তার গৃহের দরজায় বসে থাকতাম। মনে মনে বলতাম হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু বরাবর আমি শুনতে পেতাম তিনি বলছেন,

سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

অবশেষে একসময় আমার বিরক্তি এসে যেত আমি ফিরে যেতাম, অথবা আমার ঘুম চাপত আর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

তিনি বলেন, তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ ও তাঁর খেদমতে আমার নিয়োজিত থাকা দেখে একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রাবিআ! আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দিব।'

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছুটা ভেবে তারপর আপনাকে জানাব।

তিনি বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং এতে আমার জন্য এতটুকু রিযিক রয়েছে যা আমার জন্য যথেষ্ঠ এবং তা আমার কাছে আসবেই। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার আখেরাতের জন্য চাব। কেননা, আল্লাহর কাছে তাঁর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'রাবিআ! কী করেছ?

---

৮০৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৪৮৯।

আমি বললাম, জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আপনার রবের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন যেন তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রেহাই দান করেন।

তিনি বললেন, হে রাবিআ! তোমাকে এটা কে নির্দেশ দিয়েছে?

তিনি বলেন, আমি বললাম, কেউ না! ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! কেউ আমাকে তার নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু আপনি যখন বললেন, 'আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব' আর আল্লাহর কাছে আপনার বিশেষ একটি অবস্থানও রয়েছে, তখন আমি আমার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলাম। এতে বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল এবং এতে আমার জন্য রিযিক নির্ধারিত আছে যা আমার কাছে আসবেই। তখন আমি বললাম যে, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার আখেরাতের জন্য কিছু চাব।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন, এরপর বললেন,

إِنِّيْ فَاعِلٌ، فأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بَكَثْرَةِ السُّجُوْدِ. 'নিশ্চয়ই আমি তা করব, তবে তোমার ব্যাপারে তুমি আমাকে সিজদার আধিক্যের মাধ্যমে সহায়তা কর।'[৮১০]

অসহায় দরিদ্রদের মর্যাদাকে তুলে ধরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসহায় দরিদ্রদের মর্যাদাকে তুলে ধরতেন। তাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। যাতে কোন মানুষ তাদেরকে অবমূল্যায়ন করতে না পারে। তাদের দারিদ্রের কারণে তাদেরকে যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে না পারে।

- **সাহ্ল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি (সাহাবিদেরকে) বললেন, এর সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?

তারা উত্তর দিলেন, ইনি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। যদি কোথাও কোন মহিলার প্রতি এ লোকটি বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায়। যদি সে সুপারিশ করে, তাহলে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, যদি কথা বলে, তবে তা শোনা হয়।

---

৮১০. মুসনাদে আহমদ, হা : ১৬১৪৩, আলবানি رحمه الله হাসান বলেছেন [ইরওয়া-২/২০৯]

রাবি বলেন, অতঃপর নবী ﷺ চুপ করে থাকলেন। এরপর সেখান দিয়ে একজন গরীব মুসলিম অতিক্রম করতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?

তারা জবাব দিলেন, ইনি একজন দরিদ্র মুসলিম। যদি এ ব্যক্তি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব করে, তার সাথে বিয়ে দেয়া হয় না। যদি কারও জন্য সুপারিশ করে, তবে তা গ্রহণ করা হয় না। যদি কোন কথা বলে, তবে তা শোনা হয় না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দুনিয়া ভর্তি ঐ ধনীদের চেয়ে এ দরিদ্র লোকটি উত্তম।[৮১১]

ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কেবল দুনিয়ার নেতৃত্বে বস্তুত কোন প্রভাব নেই। এ ক্ষেত্রে আখেরাতই হল মূল বিষয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হল আখেরাতে সে তার উত্তম বিনিময় লাভ করবে।[৮১২]

- **আবু যার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন হে আবু যার! তুমি কি বিষয়-সম্পদের আধিক্যকে ধনাঢ্যতা মনে কর?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি ধন-মালের স্বল্পতাকে দরিদ্রতা মনে কর?

আমি বললাম, "হ্যাঁ।

তিনি বললেন, إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ

বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হল অন্তরের ধনাঢ্যতা। আর প্রকৃত দরিদ্রতা হল অন্তরে দরিদ্রতা।"

এরপর আমাকে কুরাইশের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেন, তুমি কি অমুককে চিন?

আমি বললাম, জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল!

৮১১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫০৯১।
৮১২. ফাতহুল বারি : ১১/২৭৮।

তাকে তুমি কেমন মনে কর?

আমি বললাম, তার কাছে কেউ চাইলে তাকে সে দান করে। তার দরজায় কেউ উপস্থিত হলে তাকে গৃহে স্থান দেয়।

এরপর আমাকে সুফ্ফার এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেন, তুমি কি অমুককে চিন?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ আমি তাকে চিনি না।

তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিচয় বলতে শুরু করলেন। তার গুণাগুণ বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে চিনতে পেরেছি।

তিনি বললেন, তাকে তুমি কেমন মনে কর?

আমি বললাম সুফফায় বসবাসকারী একজন দরিদ্র মানুষ।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, আখেরাতের বিবেচনায় সে সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আখেরাতে তাকে যা দেয়া হবে তা থেকে কি তাকে কিছু দেয়া হবে না?

নবীজি ﷺ বললেন, তাকে যদি কোন কল্যাণ দেয়া হয়, তবে সে এর উপযুক্ত। আর যদি না দেয়া হয়, তবে তাকে উত্তমটি দেয়া হবে।[৮১৩]

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ.

এলোমেলো কেশ ও দেহে ধূলিমলিন দু'খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যাক্তি রয়েছে যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করেনা। অথচ সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে ওয়া'দা করলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। বারা ইবনু মালিক তাদের দলভুক্ত।[৮১৪]

---

৮১৩. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৬৮৫।

৮১৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৫৪।

আখেরাতে দরিদ্রদের মর্যাদা

রাসুলুল্লাহ ﷺ আখেরাতে দরিদ্র লোকদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে তাদের আন্তরিক প্রশান্তি দিতেন।

- **আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা কি জানো আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে?

তারা বলল ঃ আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে অভাবী মুহাজির, যাদের দ্বারা সীমান্তের ঝুঁকিপূর্ণ স্থান পূর্ণ করা হয় ও যাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাদের কেউ মারা যায় কিন্তু তার ইচ্ছা তার অন্তরেই থাকে পূর্ণ করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতাদের থেকে যাকে ইচ্ছা বলবেন ঃ তাদের কাছে যাও, তাদেরকে সালাম কর।

অতঃপর ফেরেশতারা বলবে ঃ আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী, আপনার সর্বোত্তম মাখলুক, আপনি আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের কাছ যাব এবং তাদেরকে সালাম করব?!

তিনি বলবেন ঃ তারা এমন বান্দা যারা আমার ইবাদত করত আমার সাথে কাউকে শরিক করত না। তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে রাখা হত, তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হত, তাদের কেউ মারা যেত কিন্তু তার প্রয়োজন তার অন্তরেই থাকত সে তা পূর্ণ করতে পারত না।

তিনি বলেনঃ অতঃপর তখন তাদের নিকট ফেরেশতাগণ আসবেন, প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবেনঃ তোমাদের ওপর সালাম, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ, আখেরাতের প্রতিদান খুবই সুন্দর![৮১৫]

ধনীদের পূর্বে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দরিদ্র সাহাবিদেরকে খোশ খবরি শোনাতেন। বলতেন ধনীদের বহু পূর্বে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

৮১৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৬৫৩৪।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই ইয়াহূদিদের এক আলেম এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো!

সে বলল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?

আমি বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ্! বলতে পারব না।

ইয়াহূদি বলল, আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন যে নাম রেখেছে সে নামেই ডাকি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নাম মুহাম্মাদ। আমার পরিবারের লোকই আমার এ নাম রেখেছে।

এরপর ইয়াহূদি বলল, আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার কী লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি?

সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনবো।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে যে খড়িটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকাঝোকা দাগ কাটতে ছিলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞেস কর।

ইয়াহূদি বলল, যেদিন এ জমিন ও আকাশমন্ডলি পাল্টে গিয়ে অন্য জমিন ও আকাশমন্ডলিতে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামাত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে?

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে।

সে বলল, কে সর্বপ্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে?

তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ![৮১৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত-

এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি মুহাজির ফকিরদের দলভুক্ত নই? এ কথা শুনে আবদুল্লাহ তাকে বললেন, তোমার কি সহধর্মিণী নেই, যার কাছে তুমি গিয়ে থাকো?

---

৮১৬. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৩১৫।

উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ আছে।

অতঃপর তিনি বললেন, বসবাস করার জন্য তোমার কি আবাসস্থল নেই? সে বলল, হ্যাঁ আছে।

তখন তিনি বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের পর্যায়ভুক্ত।

তারপর সে বলল, আমার একজন খাদেমও আছে।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ।[৮১৭]

- **আবু আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত-**

একদিন তিন লোক আবদুল্লাহ ইবনু আম্‌র ইবনুল আস رضي الله عنهما-এর কাছে আসলেন। তখন আমি তার কাছে বসা ছিলাম। তারা এসে বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! আমাদের কোন কিছুই নেই, আমাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই, সওয়ারীও নেই, কোন আসবাবপত্রও নেই। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা চাও আমি তাই করব। তোমরা যদি ইচ্ছা কর আমার কাছে চলে এসো। আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যলিপিতে যা রেখেছেন আমি তোমাদেরকে তা প্রদান করব। তোমরা চাইলে বাদশাহের নিকট আমি তোমাদের আলোচনা করব। আর তোমাদের মনে চাইলে তোমরা সবর করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

কিয়ামাতের দিন দরিদ্র মুহাজির ব্যক্তিগণ বিত্তবানদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

এ কথা শুনে তারা বললেন, আমরা ধৈর্য ধারণ করবো, কারো কাছে কিছুই চাইবো না।[৮১৮]

- **আবদুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنهما বর্ণনা করেন-**

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার উম্মতের কোন দলটি সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে?

তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

---

৮১৭. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৭৩৫২।
৮১৮. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৭৯।

নবীজি ﷺ বললেন, মুহাজিরগণ। তারা কেয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইবেন। তখন প্রহরী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কি হিসেবে নেয়া হয়েছে? তখন তারা বলবেন, কোন বিষয়ে আমাদের হিসেব নেয়া হবে? আল্লাহর রাস্তায় আমাদের তরবারিগুলো আমাদের ঘাড়েই ছিল। এ অবস্থায় আমরা মৃত্যু বরণ করেছি।

তিনি বলেন, তখন তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা সেখানে অন্যান্য লোকজন জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে চল্লিশ বছর দিবানিদ্রায় বিভোর থাকবে।[৮১৯]

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ.

দরিদ্র মুসলমানগণ জান্নাতে যাবে সম্পদশালীদের চেয়ে অর্ধদিন পূর্বে। এই অর্ধদিন হলো পাঁচ শত বছরের সমান।[৮২০]

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর رضي الله عنه -এর বর্ণিত হাদিস থেকে জানা গেল দরিদ্র মুহাজিরগণ চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদিসে পাঁচশ' বছরের উল্লেখ রয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য কয়েকভাবে হতে পারে-

১. দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনী মুহাজিরদের তুলনায় চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সাধারণ দরিদ্র মুসলমান ধনী মুসলমানের তুলনায় পাঁচশ' বছর আগে প্রবেশ করবে।

ইবনে হিব্বান رحمه الله আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه-এর হাদিসটি যে অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন সেটির শিরোনাম হল-

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمَدَدٍ مَعْلُومَةٍ.

ধনীদের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে দরিদ্র মুহাজিরদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের আলোচনা।[৮২১]

---

৮১৯. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস নং : ২৩৮৯।
৮২০. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৫৪।

পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি যে অধ্যায়ে আলোচনা করেন তার শিরোনাম হল-

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعُلَا عَلَى فُقَرَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ الصَّابِرِيْنَ عَلَى أُوْتُوْا بِإِدْخَالِهِمْ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمَدَدٍ مَعْلُوْمَةٍ.

ধনীদের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে এ উম্মতের ওই সকল দরিদ্র ব্যক্তি যারা প্রাপ্ত নেয়ামতের উপর ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের আলোচনা।[৮২২]

২. ইমাম বায়হাকি رحمه الله বলেন, ধনীদের পূর্বে দরিদ্রদের জান্নাতের প্রবেশের সময় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যদি প্রতিটি বর্ণনা সহিহ হয়ে থাকে, তবে এ ভিন্নতা দরিদ্রদের মর্যাদাগত ভিন্নতার উপর বর্তাবে। আল্লাহর আনুগত্যে তাদের মর্যাদাগত তারতম্যের উপর নির্ভর করবে।[৮২৩]

৩. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম رحمه الله বলেন, সহিহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থে তাদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের যে বক্তব্য রয়েছে হতে পারে এটিই সঠিক। আবার এমনও হতে পারে উভয়টি সঠিক। যদি উভয়টিকে সঠিক ধরে নেয়া হয়, তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হবে, দরিদ্রদের মধ্যে কেউ চল্লিশ বছর পূর্বে, কেউ পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি নির্ভর করবে তাদের আমলের উপর। যেমনি তাওহিদ পন্থি পাপীরা জাহান্নামে তাদের পাপ অনুপাতে অবস্থান করবে।[৮২৪]

৪. পাঁচশ' বছর প্রথম প্রবেশকারী দরিদ্র ব্যক্তি ও সর্বশেষ প্রবেশকারী ধনী ব্যক্তির মধ্যকার সময়ের পার্থক্যের হিসেবে।[৮২৫]

- **আবদুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হল। তখন নবীজি ﷺ বললেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন এমন একটি গোষ্ঠীকে উপস্থিত করবেন যাদের ঔজ্জ্বল্য হবে সূর্যের আলোর ন্যায়।

৮২১. সহিহ ইবনু হিব্বান : ২/৪৫২।
৮২২. সহিহ ইবনু হিব্বান : ২/৪৫১।
৮২৩. আল বা'ছু ওয়ান নুশুর, পৃষ্ঠা-৪২৬।
৮২৪. হাদিউল আরওয়াহ, পৃষ্ঠা-৮১।
৮২৫. আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম-১/২৭৩।

তখন আবু বকর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরাই কি তারা? নবীজি ﷺ বললেন, না, তবে তোমাদের অনেক কল্যাণ রয়েছে। তারা হলো দরিদ্র মুহাজির যাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাশরের ময়দানে ওঠানো হবে।

নবীজি ﷺ বললেন,

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

শুভ সংবাদ গুরাবাদের জন্য। শুভ সংবাদ গুরাবাদের জন্য। শুভ সংবাদ গুরাবাদের জন্য।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'গুরাবা' কারা? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন,

نَاسٌ صَالِحُونَ فِي نَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ.

"যারা বহু অসৎ লোকের মাঝে অল্পসংখ্যক সৎলোক। তাদের অনুগত লোকের চেয়ে অবাধ্য লোকের সংখ্যা অধিক।[৮২৬]

জান্নাতে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের সংখ্যা অধিক

দরিদ্র অসহায়দের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের একটি মহৎ দিক হল, দরিদ্ররা যদিও পার্থিব সম্পদ থেকে বঞ্চিত কিন্তু তাদের মনে যেন এ বঞ্চনার কোন দহন না থাকে তাই তিনি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে দরিদ্ররাই জান্নাতে বেশী যাবে।

- **ইমরান ইব্‌নু হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্রলোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগ অধিবাসী নারী।[৮২৭]

এটা স্পষ্টতই দরিদ্র মনোতুষ্টি জোগানো। পার্থিব সম্পদ না পাওয়ার যে দহন তাদের হৃদয়ে রয়েছে সে দহনের শীতল পরশ।

৮২৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৭০৩২।
৮২৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩২৪১। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৭৩৭।

ইবনু বাত্তাল ﷺ (জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র লোক) এ থেকে ধনীদের উপর দরিদ্রদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বরং এর অর্থ হল, দুনিয়াতে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যাই বেশী। সে হিসেবে জান্নাতে দরিদ্রদের সংখ্যাও বেশী হবে। এটা যেন এ কথারই ভিন্নরূপ, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই দরিদ্র।

নিরেট দরিদ্রতা জান্নাতের প্রবেশের কোন কারণ নয়। তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হল, দরিদ্রতার সাথে সাথে তাদের ঈমান ও নেক আমল। কারণ ব্যক্তি যতই দরিদ্র হোক না কেন, যদি ঈমান ও আমল না থাকে তার কোন মূল্য নেই।[৮২৮]

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অনুগ্রহকে অস্বীকার-সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের অস্বীকার দ্বারা তাদের স্বামীদের হককে অস্বীকার করা বুঝিয়েছেন। এতে অবশ্যই তাদের ঈমানের মধ্যে ঘাটতি তৈরী হয়। এ থেকেও এটা বোঝা যায় যে, স্বামীর কৃতজ্ঞতার কারণে, অন্যান্য নেক আমলের কারণে যদি তাদের ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি হয়, তবে কৃতঘ্নতার কারণে সেখানে হ্রাস ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং বোঝা গেল যে, আমল ঈমানেরই একটি অংশ। কারণ ঈমান হল কওল ও আমল। মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের বহিঃপ্রকাশ। নেক আমলের মাধ্যমে ঈমানের বৃদ্ধি সাধিত হয়। আর বদ আমলের মাধ্যমে তাতে ঘাটতি আসে।

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, পুরুষও যদি কারো অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, কারো অনুকম্পার কৃতঘ্ন হয়, তবে সেও শাস্তির মুখোমুখী হবে।

উসামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকিন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। অন্যদিকে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম যে, অধিকাংশই নারী।[৮২৯]

---

৮২৮. শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারি-১০/১৭৩।
৮২৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫১৯৬।

ইবনু হাজার আসকালানি ﵀ বলেন, (ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে) এ কথার অর্থ হল, তারা দরিদ্র ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের সম্পদের হিসেবের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধার সম্মুখীন। যেন সেটি পুলসিরাত পার হওয়ার পর পুলের কাছে পরস্পরের দেনাপাওনা বুঝে নেয়ার মত।[৮৩০]

মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, আমি আমার কোন এক সফর থেকে ফিরে এলাম। আমি যখন পুলের কাছে পৌঁছলাম তখন টেক্স আদায়কারী বলল, কেউ জাহাজ থেকে নামবে না। নিজের জায়গা থেকে নড়বে না। আমি তখন আমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিলাম। তারপর ঘাড়ে নিয়ে লাফ দিলাম। এক লাফে আমি পাড়ে এসে পড়লাম।

তখন সে বলল, তুমি বেরিয়ে এলে কেন?

আমি বললাম, আমার কাছে কিছুই নেই।

সে বলল, তবে যাও।

তখন আমি মনে মনে বললাম, আখেরাতের বিষয়টাও ঠিক এমনই হবে।[৮৩১]

দরিদ্রদের মাধ্যমে সাহায্য লাভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র অসহায়দের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় তাদেরকে উপস্থিত হওয়ার আবেদন করতেন। তাদের দু'আর মাধ্যমে রিযিক কামনা করার জন্য তাদের উপস্থিতি কামনা করতেন। তাদের নৈকট্য চাইতেন। তিনি চাইতেন তারা যেন তার সাথে থাকে।

- **আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ

ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ.

আমার জন্য তোমরা নিঃস্ব-দুর্বলদেরকে খুঁজে আন। কেননা তোমরা রিযিক এবং সাহায্য-সহযোগীতা প্রাপ্ত হয়ে থাক অসহায়-দুর্বল লোকদের ওয়াসিলায়।[৮৩২]

---

৮৩০. ফাতহুল বারি : ১১/৪২০।

৮৩১. অর্থাৎ দরিদ্রদের হিসাবটা সহজ হবে। কারণ তার তো এমন কোন সম্পদ নেই যার হিসাব দেয়ার জন্য তাকে অপেক্ষা করা লাগবে। সিফাতুস সফওয়াহ-৩/২৭৭

• **মুস'আব ইব্‌নু সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন সা'দ ﷺ-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা দুর্বলদের (দুআর) ওয়াসিলায় সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিযিক প্রাপ্ত।[৮৩৩]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ.

আল্লাহ্ তাআলা এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দুআ, সালাত এবং ইখলাসের কারণে।[৮৩৪]

হাদিসের মর্ম হল, দুর্বল অসহায়দের দুআ তাদের অন্তরের নির্মলতার কারণে অধিক ইখলাসপূর্ণ হয়ে থাকে। যেহেতু তাদের হৃদয়ে দুনিয়া সম্পদের কোন মোহ থাকে না। তাই তারা একাগ্রতার সাথে দু'আয় মশগুল হয়। ফলে তাদের দু'আ কবুল হয়। তাদের আমলও বৃদ্ধি পায়।[৮৩৫]

দরিদ্র অসহায়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র অসহায়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করার আদেশ করেছেন। জীবনের বহু ক্ষেত্রে তাঁর এই নির্দেশের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করা যায়।

গরিব মিসকিনকে ওই খাবার না দেয়া যা নিজেরা খেতে অপছন্দ করে

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি গুইসাপ হাদিয়া এলো। কিন্তু তিনি সেটি খেলেন না। আয়েশা ﷺ বললেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এটা মিসকিনদের দিয়ে দিব? তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা নিজেরা যে খাবার খাওনা, তা তাদেরকেও খাওয়াবে না।[৮৩৬]

---

৮৩২. সুনান আবু দাউদ ২৫৯৫। জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১৭০২।
৮৩৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৮৯৬।
৮৩৪. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং : ৩১৭৮।
৮৩৫. ফাতহুল বারি : ৬/৮৯। শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারি-৫/৯০। আওনুল মা'বুদ-৭/২৫৬।
৮৩৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৪২১৫।

এ হাদিসে মূলত কুরআনুল কারিমের এ আয়াতের নির্দেশেরই প্রতিফলন হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাব মুক্ত, প্রশংসিত।

- **বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা করবে না"। আয়াতটি আমাদের আনসারদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুর বাগান হতে বেশী বা স্বল্প পরিমাণ খেজুর নিয়ে আসতো। কেউ বা এক দুই ছড়া খেজুর এনে মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো।

সুফফাবাসী সাহাবিগণের খাদ্য সংস্থানের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উৎস ছিল না। তাদের কারো ক্ষুধা পেলে তিনি উক্ত খেজুরের ছড়ার নিকট এসে তাতে লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। ফলে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত এবং তিনি তা খেতেন।

কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের কল্যাণকর কাজের প্রতি খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তাদের কেউ নিকৃষ্ট ও পচা খেজুরের ছড়াও নিয়ে আসতো, আবার কেউ ভেঙ্গে পড়া ছড়াও নিয়ে আসতো এবং তা (মসজিদে) ঝুলিয়ে রাখতো। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ. وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা জমিন হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা হতে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক"[৮৩৭]

তিনি বলেন, অর্থাৎ দাতা যেরূপ দান করেছে, অনুরূপই যদি তাকে উপহারস্বরূপ দেয়া হয়, তাহলে সে কখনো তা গ্রহণ করবে না, চক্ষু লজ্জায় পড়া বা দৃষ্টি এড়িয়ে রাখা ব্যতীত।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে আমাদের কেউ কিছু আনলে তার নিকট যা আছে তার মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্টগুলো নিয়ে আসতো।[৮৩৮]

পূর্বসূরীদের একটি দৃষ্টান্ত :

মুনযির সাওরি রহ. বলেন, রবি বিন খাছইয়াম একজন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত গ্রস্ত এক ব্যক্তিকে খাওয়াচ্ছিলেন, তখন কেউ তাকে বলল, সে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে এতে তার কি কোন খবর আছে?

তখন তিনি বললেন, তার খবর থাকুক বা না থাকুক। আল্লাহ ঠিকই খবর রাখছেন।[৮৩৯]

ওয়ালিমায় গরিবদেরকে ভুলে না যাওয়ার নির্দেশ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ওয়ালিমায় কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত প্রদান করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালিমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে অবাধ্যতা করে।[৮৪০]

ইমাম নববি রহ. বলেন, হাদিসের মর্ম হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মানুষের মধ্যে যে অভ্যাস গড়ে উঠবে সে সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা। তারা কেবল

৮৩৭. সূরা বাকারা : ২৬৭।
৮৩৮. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ১৮২২। জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৯৮৭।
৮৩৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/২৯০।
৮৪০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫১৭৭। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৪৩২

ওয়ালিমা ইত্যাদিতে ধনীদেরকে মূল্যায়ন করবে, তাদেরকেই বিশেষভাবে দাওয়াত করবে। তাদের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করবে। তার আসন শানদার করবে। সাধারণত ওয়ালিমায় যা যা করা হয়।[৮৪১]

কাউকে যদি ওয়ালিমায় দাওয়াত করা হয়, তবে তার উচিত সে দাওয়াত কবুল করা। যদি সেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন ব্যাপার না থাকে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে আমরা আফসোসের সাথে প্রত্যক্ষ করি ওয়ালিমায় কেবল ওই সকল লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়, খাবারের যাদের খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। অথবা ওই সকল দরিদ্র অসহায়দেরকে বাদ দেয়া হয় যারা এক মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করে। একটু ভালমানের খাবারের জন্য লালায়িত থাকে।

হে আয়োজনকারী! দরিদ্রদের ভুলে যেয়ো না। তোমার ভোজ ও আপ্যায়নে দরিদ্রদের অংশ যেন থাকে।

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভাবে পড়ে কেউ যদি কিছু চাইতো তিনি তাকে তা দান করতেন। কিন্তু একই ব্যক্তি যদি বারবার চাইতে থাকে তবে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়ার জন্য নসিহত করতেন। বলতেন, ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেয়া উত্তম।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রশংসায় যে সব গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল ভিক্ষাবৃত্তি না করা। যা তার জন্য শোভনীয় নয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে নিবৃত থাকা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

---

৮৪১. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম-৯/২৩৭

খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।

- **ইমাম তাবারি رحمه الله বলেন-**

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ অজ্ঞ লোকেরা তাদের অবস্থা দেখে, তাদেরকে ধনী ও স্বচ্ছল মনে করে। যেহেতু তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে না। মানুষের হাতে যা রয়েছে তার প্রতি নির্মোহতা প্রদর্শন করে। দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার উপর ধৈর্য ধারণ করে।

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি তাদের আলামত দেখে চিনতে পারবেন। যেমন তার শুষ্ক বিমল চেহারা, বিনয় বিনম্র আচরণ, চেহারায় দারিদ্রের ছাপ, গায়ে ছিন্ন মলিন বসন ইত্যাদি দেখে তাদেরকে চিনতে পারবেন।

এর অর্থ হল পীড়াপীড়ি করে চাওয়া। যদি কেউ বলেন, তবে তারা কি পীড়াপীড়ি না করে চাইতেন?

তবে এর উত্তর হল, বরং তারা মূলত কারো কাছে কোন অবস্থাতেই চাইতেন না। মূলত এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে না। তাদের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আলামত দেখে। যদি ভিক্ষাবৃত্তি তাদের অভ্যাস হত তবে এভাবে তাদের প্রশংসা করতেন না। বরং তাদের প্রশংসা করার অর্থ হল, যারা পীড়াপীড়ি করে চায় তাদের মধ্যে যে চাহিদা থাকে তা অস্বীকার করা।[৮৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এ উত্তম ও সুন্দর গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন।

- **হাকিম ইবনু হিযাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন,

---

৮৪২. তাফসিরে তাবারি : ৫/৫৯৩-৬০০ [সংক্ষেপিত]

আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ হে হাকিম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।

হাকিম ﷺ বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্থ করবো না।

এরপর আবু বকর ﷺ হাকিম ﷺ-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ হতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন।

অত:পর ওমর ﷺ (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ হতেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ওমর ﷺ বললেন, মুসলিমগণ! হাকিম (রহঃ)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর এই গনিমত হতে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পর হাকিম ﷺ মৃত্যু অবধি কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।[৮৪৩]

ইবনু হাজার ﷺ বলেন, হাকিম ইবনু হিযাম ﷺ অনুদান গ্রহণ করতে রাজি হন নি যদিও তা তার প্রাপ্য ছিল। এ জন্য যে, তিনি আশংকা করেছিলেন যে তাতে আবার কারো থেকে কিছু গ্রহণ করা হয়ে যায় কিনা এবং এতে তার মধ্যে কারো থেকে গ্রহণের অভ্যাস তৈরী হয়ে যায় কিনা? ফলে তার আত্মা তাকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাবে যা তিনি চান না। তাই তিনি অনুদান গ্রহণ করেন নি। যা তাকে সন্দেহে নিপতিত করতে পারে এমন জিনিস থেকে বিরত থেকেছেন। যা সন্দেহমুক্ত তাই গ্রহণ করেছেন।

ওমর ﷺ তার ব্যাপারে লোকদেরকে স্বাক্ষী রাখার উদ্দেশ্য হল, যাতে কেউ এ সন্দেহে নিপতিত না হয় যে একজন প্রশাসক হিসেবে হয়তো তিনি হাকিম বিন হিযামের প্রাপ্য দেন নি।

---

৮৪৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৪৭২।

দরিদ্র অসহায়দেরকে সুন্দর কথার মাধ্যমে অপরাগতা প্রকাশ করা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যদি দরিদ্র অসহায়কে দেয়ার মত কিছু না থাকতো তবে সুন্দর কথার মাধ্যমে তাদের কাছে অপারগতা প্রকাশ করতেন। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ.

নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।

- **আবু সা'ঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

কিছু সংখ্যক আনসারি সাহাবি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল।

এরপর তিনি বললেন ঃ

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি।[৮৪৪]

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে, মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে অপমান থেকে হেফাজত করবেন এবং তার অভাব দূর করে দিবেন।

وَمَنْ يَسْتَغْنِ -যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

يُغْنِهِ اللَّهُ -তাকে এ পরিমান দান করবেন যা তাকে অভাব মুক্ত করে দিবে। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে।

৮৪৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৪৬৯।

দরিদ্র অসহায়দেরকে কিছু দেয়ার মত না থাকা অবস্থায় সুন্দর কথার মাধ্যমে তাদের কাছে অপারগতা প্রকাশের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছে বাহন চাইলেন, যাতে সে বাহনে চড়ে তারা জিহাদ করতে পারেন, তখন নবীজি ﷺ তাদের কাছে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, আমার কাছে তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضٰى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم وَّ لَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ.

দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।

- **আবু মূসা رضي الله عنه বললেন-**

আমি কয়েকজন আশআরি ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার নিকট তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই।

এ সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশআরী লোকেরা কোথায়? অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা তিনটি উট আমাদের দিতে বললেন।

যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা দিলাম, বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের কল্যাণ হবে না। আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন তিনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। এরপর তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। তাই তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং বিষয়টি তাকে অবগত করলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি কল্যাণকর মনে করি, তখন সেই কল্যাণকর কাজটি আমি করি এবং কাফ্‌ফারা দিয়ে শপথ হতে মুক্ত হই।[৮৪৫]

নিজ পরিবারের চেয়ে দরিদ্রদের বিষয় প্রাধান্য দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পরিবারের তুলনায় দরিদ্র অসহায়দের বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন। তাদের বিষয়টি সর্বাগ্রে পূরণ করার চেষ্টা করতেন।

- **আলী রাঃ থেকে বর্ণিত-**

একবার গম পেষার যাঁতা ঘুরানোর কারণে ফাতেমা রাঃ-এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন তিনি একজন খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী (ﷺ) -এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি 'আয়েশা রাঃ-এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন গৃহে ফিরলেন তখন আয়েশা রাঃ এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন।

তারপর নবী (ﷺ) আমাদের কাছে এমন সময় আগমন করলেন যখন আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করেছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন ঃ নিজ স্থানেই অবস্থান কর।

তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনিভাবে বসে গেলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতল স্পর্শ আমার বুকে অনুভব করলাম।

---

৮৪৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১৩৩।

তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন একটি 'আমল বলে দেব না, যা তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়েও অনেক অধিক উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল্‌হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়েও অনেক অধিক কল্যাণকর।[৮৪৬]

মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لَا أُعْطِيْكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّيْ بُطُنهُمْ مِنَ الْجُوْعِ.

ক্ষুধার তাড়নায় সুফফাবাসীর পেট জ্বলছে এ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে কোন খাদেম দিতে পারি না।

আরেক বার বললেন, لَا أُخْدِمُكُمَا، وأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تُطوى

সুফ্‌ফাবাসী ক্ষুধার তাড়নায় কুকড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় আমি তোমাদেরকে খাদেম দিতে পারি না।[৮৪৭]

মুহাল্লাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যাকে এমন কিছু যিকির শিখিয়ে দিয়েছেন যা তার জন্য আখেরাতে, দুনিয়াতে খাদেম পাওয়ার চেয়ে উত্তম এবং তিনি তাঁর তুলনায় সুফ্‌ফাবাসীকে প্রাধান্য দিলেন। কারণ, তারা নিজেদেরকে জীবনকে ইলমের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। রসনা তৃপ্তির তুলনায় সুন্নাহর সংরক্ষণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। সম্পদ ও সন্তানের মোহে পড়েন নি। তবে তারা আল্লাহর কাছে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছেন।[৮৪৮]

দরিদ্রদের সম্পদ অর্জনের দিক নির্দেশনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসহায় দরিদ্রদেরকে কামাই রোজগারের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিতেন। মানুষের কাছে ভিক্ষা করা থেকে সতর্ক করতেন। নবীজি ﷺ উম্মতকে যে সব কাজের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে।

---

৮৪৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১১৩।
৮৪৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৫৯৭।
৮৪৮. ফাতহুল বারি : ১১/১২৪।

❖ চাষাবাদ

• আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়না ছাড়াই) নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বেড়ায় বস্তুতঃ সে আগুনের ফুলকি ভিক্ষা করছে। কাজেই এখন তার ভেবে দেখা উচিত সে বেশী নিবে না কম নিবে।[৮৪৯]

• আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।[৮৫০]

কাঠ কাটার পেশা ও এ পেশায় যে কষ্ট ও শ্রম রয়েছে, অবজ্ঞা ও অবহেলার যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এ থেকে যে সামান্য লাভ ও রোজগারের আশা রয়েছে তা মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে, ভিক্ষার লাঞ্ছনার চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়।

শ্রম ও পেশা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসহায় দরিদ্র সাহাবিদেরকে বিভিন্ন পেশা ও কাজ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। বিভিন্ন সম্মানজনক পেশার কথা বলে দিতেন।

• আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

---

৮৪৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০৪১।
৮৫০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৭০।

যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সদাকা বলে গণ্য হবে।[৮৫১]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, এ হাদিসে চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ওই গাছটি জীবিত থাকবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ওই গাছ থেকে যতগুলো গাছ জন্ম নিবে হবে ততদিন পর্যন্ত রোপনকারী সওয়াব পেতে থাকবে।[৮৫২]

- **আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত-**

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন,

إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ.

কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।[৮৫৩]

❖ **শিল্প :** মিকদাম ﷺ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত-

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[৮৫৪]

ইবনু হাজার আসকালানি ﵀ বলেন, এ হাদিসে বিশেষ করে দাউদ আ. এর কথা উল্লেখ করার হিকমত হলো, দাউদ ﷺ-এর নিজ হাতে উপার্জন তার রিযিকের প্রয়োজনে ছিল না। কারণ তিনি তো ছিলেন পৃথিবীতে আল্লাহর

---

৮৫১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৩২০।
৮৫২. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম-১০/২১৩।
৮৫৩. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১২৫৬৯।
৮৫৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৯৬৬।

খলিফা। বরং তিনি উত্তম উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করেছেন। এ কারণে নবী ﷺ প্রয়োজনের স্থানে তার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ কথা বোঝানোর জন্য যে, উত্তম উপার্জন হল নিজ হাতের কামাই।[৮৫৫]

❖ **ব্যবসা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-**

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।

• **ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, উকায, মাজিন্না ও যুল-মাজায জাহিলিয়্যাতের যুগে বাজার ছিল। ইসলামের আগমনের পরে লোকেরা ঐ সমস্ত বাজারে যেতে গুনাহ মনে করতে লাগল। ফলে অবতীর্ণ হলো ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ.

"তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।[৮৫৬]

বি. দ্র. ইবনু আব্বাস رضي الله عنه (আয়াতের সঙ্গে) হজ্জের মওসুমে কথাটুকুও পড়লেন। এটি একটি শাজ বর্ণনা। এর হুকুম হল তাফসিরের হুকুম।[৮৫৭]

• **উরওয়া বারিকি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ একটি বকরি কিনে দেয়ার জন্য তাকে একটি দিনার দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দু'টি বকরি কিনলেন। অতঃপর এক দিনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী ﷺ -এর খিদমতে একটি বকরি ও একটি দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হবার জন্য দু'আ করে দিলেন। তাকে বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ.

---

৮৫৫. ফাতহুল বারি : ৪/৩০৬।
৮৫৬. সূরা আল-বাকারা : ১৯৮।
৮৫৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৫১৯

আল্লাহ্ তোমার ডান হাতের ব্যবসায় বরকত দান করুন।[৮৫৮]

অতঃপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি কিনতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।[৮৫৯]

নবীদের কাজ ও পেশা

নবীগণও পৃথিবীতে বিভিন্ন পেশা ও কাজে জড়িত ছিলেন। তারাও নিজেদের হাতে উপার্জন করতেন। এ সব পেশা ও কাজের মধ্যে রয়েছে-

❖ মেষ চরানো

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-

নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী না চরিয়েছেন। তখন তাঁর সাহাবিগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।[৮৬০]

❖ কর্মকার :

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاودَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَه وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। এবং তাকে আমি বলে ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি।

❖ সুত্রধরের কাজ :

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাকারিয়া ﷺ কাঠমিস্ত্রী ছিলেন।[৮৬১]

---

৮৫৮. ফাতহুল বারি : ৩/৫৯৫।
৮৫৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৬৪৩। জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১২৫৮।
৮৬০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২২৬২।

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে বিভিন্ন শিল্প কর্মের বৈধতা বোঝা যায়।

- ছুতারগিরির কারণে কারো ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। বরং এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা।
- যাকারিয়্যা আ. এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে যে তিনি নিজের হাতের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।
- নবীগণের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামও এ জাতীয় পেশা কর্মকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাইতো দেখা উলামায়ে কেরামের এমন অসংখ্য নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যা কোন কোন পেশার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, «البَزَّازُ» বস্ত্র ব্যবসায়ী, «الجَصَّاصُ» চুন-কামকারী, «الجَزَّار» কসাই, «الزَجَّاج» কাঁচ ব্যবসায়ী, «الحَدَّاد» কর্মকার, «الحَذَّاء» জুতা ব্যবসায়ী।
- পক্ষান্তরে কাজের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসতা ও কর্মহীনতা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এ কারণে রাসূলে কারিম ﷺ কাজের সক্ষম অলস ও কর্মহীন ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের সদকায় কোন অংশ রাখেন নি। তার কারণ, যাতে সক্ষম ব্যক্তি কাজে আত্ম নিয়োগ করে। হালাল রিযিকের অন্বেষায় ছুটে বেড়ায়। তাই নবীজি ﷺ বলেছেন-

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

অবস্থাপন্ন সচ্ছল ও সুস্থ-সবল লোকের জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়।[৮৬২]

- **আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বলেন-**

আমি কর্মহীন ব্যক্তিকে অপছন্দ করি। যে ব্যক্তি না পার্থিব কোন কাজে ব্যস্ত, না আখেরাতের কোন কাজে মশগুল।[৮৬৩]

সুফিয়ান ছাওরি رحمه الله বলেন, তোমার উচিত বীরদের ন্যায় কাজ করা। হালাল রিজিক অন্বেষণ করা। পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা।[৮৬৪]

---

৮৬১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৩৭৯।
৮৬২. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৬৫২।
৮৬৩. মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা, হাদিস নং : ৩৪৫৬২।

একটি আরবি প্রবাদ বাক্য এমন রয়েছে-

احْفِرْ بِئْرًا وَطَمَّ بِئْرًا، ولا تُعَطِّلْ أجِيْرًا

এ প্রবাদটির অর্থ হল, যুবকদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। তাদেরকে কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। নতুবা তারা পরিশ্রম ও বিনিময় ছাড়াই সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। এমনকি যদি অনর্থক ও উপার্জনহীন কোন কাজেও যদি তাদেরকে ব্যস্ত রাখতে হয়, তবুও ভাল। কারণ, কাজে ও শ্রমে ব্যস্ত রাখা, অলসতা ও কর্মহীনতা থেকে দূরে রাখার উপকারীতা অপরসীম।

কবি বলেন-

أهجُرِ النَومَ في طِلابِ العَلاءِ + وَصلِ الصُبحَ دائِباً بِالمَساءِ.

وَالتَمِس بِالمسير في كل قُطرٍ + رُتبةَ العارِفين وَالحُكماءِ.

উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য ঘুম ত্যাগ কর এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে লিপ্ত থাক। প্রতিটি পথে ও উপায়ে আরেফ ও বিজ্ঞজনদের মর্যাদা অনুসন্ধান কর।

إنَّ أَمضى الرِجال مَن كانَ سهماً + نافِذاً في حُشاشَةِ الغَبراءِ.

إنما الأَرضُ وَالفَضاءُ كِتابٌ + فَاِقرَأوهُ معاشِرَ الأَذكِياءِ.

ওই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে জীবনের অন্তিমমুহূর্তের প্রাণের স্পন্দনেও লক্ষ্যভেদী তীরের মত। যমিন ও আকাশ হল কিতাবের মত। হে বুদ্ধিমানের দল! এ কিতাব পাঠ কর।

প্রকৃত মিসকিন কে?

প্রকৃত মিসকিন কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে তাও বলে দিয়েছেন। প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তির পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ.

৮৬৪. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৬/৩৮১।

প্রকৃত মিসকিন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু' লুকমা অথবা এক-দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায়।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তবে প্রকৃত মিসকিন কে?

নবীজি ﷺ বললেন,

الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

বরং প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায় না।[৮৬৫]

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ এ কথার অর্থ হল, পরিপূর্ণ মিসকিন। অর্থাৎ যে দরিদ্রতার কারণে সে সদকার হকদার হয়, বরং সদকার প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী সেই দরিদ্র ওই ব্যক্তি নয় যে মানুষের কাছে হাত পাতে। বরং ওই ব্যক্তি প্রকৃত হকদার যার কাছে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার মত সম্পদ নেই। তার অবস্থাও এরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায় না। হাদিসের মর্ম এটা নয় যে ভিক্ষার কারণে তার দরিদ্রতা অস্বীকার করা। বরং উদ্দেশ্য হল দরিদ্রতার পূর্ণতাকে অস্বীকার করা।[৮৬৬]

ভিক্ষুককে ফিরিয়ে না দেয়ার নির্দেশ

একদিকে রাসূলে কারিম ﷺ উম্মতের সামনে প্রকৃত মিসকিনের পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সাথে সাথে আবার ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন। সামান্য হলেও যেন ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেই সে নির্দেশ দিয়েছেন।

ধনীর সম্পদে রয়েছে দরিদ্র ব্যক্তির অধিকার। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ فِیْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

৮৬৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৪৭৬। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০৩৯।
৮৬৬. শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম : ৭/১২৯।

এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।

وَ الَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের।

তাফসিরকারক সা'দি ﷺ বলেন, (নির্ধারিত হক) বলতে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব হক উদ্দেশ্য। (যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের) বলতে প্রয়োজনগ্রস্থ সকলই এর অন্তর্ভূক্ত। চাই মানুষের কাছে হাত পাতুক আর না পাতুক।[৮৬৭]

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। সামান্য হলেও যেন দান করে। কাউকে যেন খালি ফিরিয়ে না দেয়। তাই উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

• **আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ ﷺ তার দাদী উম্মু বুজাইদ থেকে বর্ণনা করেন-**

তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণকারী (নারী)-দের অন্যতমা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন যে, কখনো কোন মিসকিন আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার মত তখন কিছুই থাকে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন যে, তাকে দেয়ার মতো কিছু না পেলে অন্তত রান্না করা পশুর একখান পায়া হলেও তার হাতে তুলে দাও।[৮৬৮]

পোড়া খুর বা আগুনে জ্বলে গিয়েছে এমন খুর বলতে মামুলি বস্তুকে বুঝায় অর্থাৎ মিসকিনকে উল্লেখযোগ্য কিছু দান করতে সামর্থ না হলে অন্তত যৎকিঞ্চিৎ বস্তুও যদি দিতে পারা যায়, তবে তাই দাও। তবুও খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।[৮৬৯]

• **আমর বিন মুআজ আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত-**

এক ভিক্ষুক তাদের দরজায় এসে হাঁক দিল। তখন তার দাদি হাওয়া বললেন, তাকে কিছু খেজুর খাইয়ে দাও।

---

৮৬৭. তাফসিরুস সা'দি : ১/৮০৮

৮৬৮. সুনান আবু দাউদ : হাদিস নং : ১৬৬৭। সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ২৫৭৪

৮৬৯. তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/২৬৮



তারা বললো, আমাদের কাছে খেজুর নেই।

তখন তিনি বললেন, তবে তাকে কিছুটা যবের ছাতু খাইয়ে দাও।

তারা বললো, আশ্চর্য! আমাদের কাছে তাকে খাওয়ানোর মত কিছুই নেই।

তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- নবীজি ﷺ বলেছেন-

لا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ.

ভিক্ষুককে (যা কিছু সম্ভব হয়) দাও। ফিরিয়ে দিওনা, যদিও পোড়া খুর হোক না কেন।[৮৭০]

অসহায় দরিদ্রদের বিবাহের ব্যবস্থা করতেন

সাহাবায়ে কেরামের যারা দরিদ্র অসহায় ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অনেকের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন।

- **আবু বারযাহ আসলামি رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

আনসারদের মধ্যে কারো প্রতিপালনে যদি কোন বিবাহ উপযুক্ত বিধবা কন্যা থাকতো তবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চান কিনা এ বিষয়টি না জেনে তাকে বিবাহ দিতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারিকে বললেন, তোমার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দাও।

ওই সাহাবি বললেন, এতো আমার সৌভাগ্য। এর চেয়ে আর বড় কী চাই?

তখন নবীজি বললেন, তবে তাকে আমি আমার নিজের জন্য চাচ্ছি না।

তিনি বললেন, তবে কার জন্য চাচ্ছেন হে আল্লাহর রাসূল!

নবীজি ﷺ বললেন, জুলাইবিবের জন্য।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার মায়ের সাথে পরামর্শ করে দেখি।

তিনি তার মায়ের কাছে এলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

---

৮৭০. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৬৬০৭।

তিনি বললেন, এটা তো চমৎকার। এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে!?

আনসারি বললেন, তবে তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন না। তিনি জুলাইবিবের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।

তিনি বললেন, জুলাইবিব কি তার সন্তান!! জুলাইবিব কি তার পুত্র!! জুলাইবিব কি তার ছেলে!! নাহ্। আল্লাহর কসম! তার কাছে বিয়ে দিও না।

আনসারি যখন তার স্ত্রীর কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানোর জন্য রওয়ানা দিচ্ছেন, ঠিক তখন ওই মেয়েটি বলল, আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনাদের নিকট প্রস্তাব নিয়ে কে এসেছেন?

তার মা তাকে জানাল।

মেয়েটি তখন বলল, আপনারা কি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন? আমাকে তার কাছে বিয়ে দিন। তিনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

তার পিতা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বিষয়টি তাঁকে জানালেন।

নবীজি বললেন, তবে তার বিষয়টি তুমি মীমাংসা করে নাও।

তখন তিনি মেয়েটিকে জুলাইবিবের নিকট বিয়ে দিয়ে দিলেন।

ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধে বের হলেন। যুদ্ধে যখন আল্লাহ তায়ালা নবীজি ﷺ-কে বিজয় দিলেন, তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? (তোমাদের মধ্যে কেউ কি শহিদ হয়েছে?) তারা বললেন, আমরা অমুককে পাচ্ছি না। অমুককে পাচ্ছি না।

নবীজি ﷺ বলেন, ভালো করে দেখ, আর কাউকে হারিয়েছ কিনা?

তারা বললেন, জ্বি না। আমরা কাউকে হারাইনি।

নবীজি ﷺ বললেন, আমি তো জুলাইবিবকে পাচ্ছি না। তোমরা নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজে দেখ।

অবশেষে তাকে সাতজন নিহত ব্যক্তির মাঝে খুঁজে পাওয়া গেল। ওই সাতজনকে তিনি হত্যা করেছেন, অবশেষে তারা তাকে হত্যা করেছে। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে এখানে তিনি সাতজনকে হত্যা করে তাদের মাঝে নিহত হয়ে পড়ে আছেন।

তখন নবীজি ﷺ তার কাছে এগিয়ে গেলেন, তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوْه، هَذا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْه، هذا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْه.

সাতজনকে হত্যা করেছে। আর তারা তাকে হত্যা করেছে। সে আমার আর আমি তার। সে আমার আর আমি তার।

কথাটি নবীজি ﷺ দুইবার বা তিন বার বলেছেন।

এরপর নবীজি ﷺ তাকে নিজের দু'বাহুতে তুলে নিলেন। তার জন্য কবর খনন করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওই দুই বাহুই ছিল তার খাটিয়া। এরপর তাকে কবরে রাখলেন। তাকে গোসল দিয়েছেন কিনা? বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেন নি।

ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবু তালহা দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেন? তুমি কি জান নবীজি ﷺ ওই মেয়ের জন্য কী দুআ করেছেন?

নবীজি ﷺ বলেছেন, اللهُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا الخَيْرَ صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا

হে আল্লাহ তার উপর কল্যাণধারাকে অবারিত করে দাও। তার জীবিকাকে শ্রম সাধ্য করে দিও না।

সাবেত رضي الله عنه বলেন, আনসার নারীদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী ব্যায়কারী আর কোন বিধবা ছিল না।[৮৭১]

• আবদুল মুত্তালিব ইবনু রাবিআ ইবনু হারিস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, একদা রাবি'আ ইবনু হারিস ও আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه সম্মিলিতভাবে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এ ছেলে দু'টিকে অর্থাৎ আমি ও ফায্ল ইবনু আব্বাস-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যদি পাঠিয়ে দিতাম এবং তারা উভয়ে তার কাছে গিয়ে তাদেরকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করত। অতঃপর তারা অন্যান্য আদায়কারীদের ন্যায় যাকাত আদায় করে এনে দিতো এবং অন্যান্যরা যেভাবে পারিশ্রামিক পায় তারাও সেভাবে পারিশ্রামিক পেত।

৮৭১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৯২৮৫।

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় আলী ইবনু আবু তালিব ﷺ এসে তাঁদের মাঝে দাঁড়ালেন। তাঁরা এ প্রস্তাবটি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন।

আলী ﷺ বললেন, তোমরা এ কাজ করো না। আল্লাহর শপথ! তিনি এটা করবেন না (কারণ আমাদের জন্য যাকাত হারাম)।

তখন রাবি'আহ ইবনু হারিস ﷺ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! "তুমি শুধু বিদ্বেষের বশীভূত হয়েই আমাদের সাথে এরূপ করছো। অথচ তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো এজন্যে তো তোমার প্রতি আমরা কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করছি না!"

তখন আলী ﷺ বললেন, এদের দু'জনকে পাঠিয়ে দাও।

তারা চলে গেল।

আলী ﷺ তার চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এখান থেকে সরছি না। যতক্ষণ না তোমাদের সন্তান তোমরা যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠিয়েছ তাতে সফল হয়ে ফিরে না আসে।

আবদুল মুত্তালিব ইবনু রাবি'আ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তাঁর প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই তাঁর কামরার কাছে গিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দু'জনের কান ধরে (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে) বললেন, "কোন উদ্দেশ্যে এসেছো, আসল কথাটা সাহস করে বলে ফেলো।" তারপর তিনি ও আমরা হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যায়নাব বিনতু জাহাশ ﷺ-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এবার আমরা পরস্পরকে কথাটি তোলার জন্য বলছিলাম। অবশেষে আমাদের একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! "আপনি সর্বশ্রেষ্ট অনুগ্রহকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমাদের এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ আমরা বেকার। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, অন্যান্য যাকাত আদায়কারীদের মত আপনি আমাদেরকেও যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করুন; অন্যান্যরা যেভাবে যাকাত আদায় করে এনে দেয় আমরা তাই করবো এবং তাতে আমরাও কিছু পারিশ্রামিক পাব।"



এ কথার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা পুনর্বার কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়াল থেকে যায়নাব رضي الله عنها কথা না বলার জন্য আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজন তথা বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা।

বরং তোমরা গিয়ে খুমুসের কোষাধ্যক্ষ মাহ্মিয়্যাহ্ এবং নাওফাল ইবনে হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আনো।

রাবী বলেন, তারা দু'জনে উপস্থিত হলে প্রথমে তিনি মাহ্মিয়্যাহকে বললেন ঃ "তুমি তোমার কন্যাকে এ ছেলে অর্থাৎ ফায্ল ইবনে আব্বাসের সাথে বিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন।

অতঃপর তিনি নাওফাল ইবনু হারিসকে বললেন ঃ তুমি এ ছেলের (অর্থাৎ আমার) সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দাও। তিনি আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন।

অতঃপর তিনি মাহ্মিয়্যাকে বললেন, এ দু'জনের পক্ষ থেকে এত এত পরিমান মোহরানা খুমুসের তহবিল থেকে আদায় করে দাও।[৮৭২]

বিষয়টি ওই দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহের ঘটনায়ও প্রকাশ পেয়েছে যে ব্যক্তি স্ত্রীর মোহরানা দিতেও অক্ষম ছিল, যে নারীটি নিজেকে রাসূলুল্লাহর কাছে পেশ করেছিল।

- **সাহল ইব্নু সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নিচু করলেন।

মহিলাটি যখন দেখল যে নবী ﷺ কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল।

এমন সময় রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের একজন বলল, যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে ঐ মহিলাটির সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দিন।

---

৮৭২. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০৭২।

তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে?

সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম কিছুই নেই।

তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না!

এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিছুই পেলাম না।

নবী (ﷺ) বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও!

তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে।

সাহ্‌ল (রাঃ) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি।

এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কী হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না।

লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর সে উঠে দাঁড়াল। রাসূল (ﷺ) তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনলেন।

যখন সে ফিরে আসল, নবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে?

সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল।

তখন নবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সব সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার?

সে উত্তর করল, হ্যাঁ!

তখন নবী (ﷺ) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত রেখেছ, তার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম।[৮৭৩]

---

৮৭৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫০৩০।

হাদিসের শিক্ষা :

- হাদিসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, কোন নারী ইচ্ছা করলে নিজেকে নবীজির জন্য স্বেচ্ছায় পেশ করতে পারত। এটি নবীজির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদের জন্য তা বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

  وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

  কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়।[৮৭৪]
- যে নারীকে বিবাহ করতে চায় তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তাকে দেখা জায়েয।
- কোন নেককার পুরুষের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নারী নিজে ওই পুরুষকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা মুস্তাহাব।
- কোন ব্যক্তি যদি কারো নিকট কোন প্রয়োজন পুরণের আবেদন করে যা ওই ব্যক্তির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে এমনভাবে চুপ করে থাকা মুস্তাহাব যাতে ওই ব্যক্তি বুঝতে পারে। তাকে সরাসরি নিষেধ করে দেয়ার মাধ্যমে তাকে লজ্জিত করবে না। হ্যাঁ, যদি সরাসরি না বলা হয় তবে সে বুঝবে না, তাহলে স্পষ্টভাবে বলে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই।
- মোহরানা নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন না করা মুস্তাহাব। মোহরানা নির্ধারণ করার পর বিবাহ সম্পন্ন হলে ঝগড়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এতে মহিলার কল্যাণ নিশ্চিত হয়। কারণ যদি কোন কারণে বাসর হওয়ার পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে সে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাবে। যদি মোহরানা নির্ধারণ করা ছাড়াই বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বাসর হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে যায় তবে মেয়ে এ ক্ষেত্রে কোন মোহরানা পাবে না। এ ক্ষেত্রে কেবল খোরপোশ পাবে। মোহরানা নির্ধারণ করা ছাড়াও বিবাহের আকদ সম্পন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

  لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً

---

৮৭৪. সূরা আহযাব : ৫০।

স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই।

- স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে যে অল্প-বেশী যে কোন পরিমান মোহরানা নির্ধারণ করা বৈধ। কারণ হাদিসের শব্দ 'লোহার আংটি' থেকে এমনটি বোঝা যায়।
- লোহার আংটি পরিধান করা বৈধ।
- প্রয়োজন ছাড়াও কসম না চাইলেও কসম করা বৈধ।
- আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা বৈধ।
- সমাজপতির জন্য সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করা। তাদেরকে কোমলতা ও অনুগ্রহের প্রতি পথ প্রদর্শন করা।
- কুরআনুল কারিমের শিক্ষা দানের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ।

আর্থিক জিম্মাদারী গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে পরস্পরের আর্থিক জিম্মাদারী গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন।

- **আবু মূসা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদিনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।[৮৭৫]

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে অনেকগুলো শিক্ষা পাওয়া যায়।

- আশআরিদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।
- অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, পরস্পরে সহমর্মিতার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। সফরে সকলের পাথেয় এক জায়গায় জমা করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

৮৭৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৪৮৬। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৫০০।

- শহরে খাদ্য স্বল্পতার সময় যার যার কাছে যা আছে সেগুলো একত্রিত করে সকলে সমভাবে বণ্টন করে নেয়ার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।[৮৭৬]

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ একটি প্রচেষ্টা দেখা যায়। তারা একটি বাক্স নির্ধারণ করেন যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবার নিজেদের সাধ্যমতে দান করে। এ বাক্সটিকে 'সমবায় তহবিল' বলা হয়। এরপর এ সম্পদ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

দ্রষ্টব্য : অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এ জাতীয় সামাজিক 'সমবায় তহবিল' গঠন করা হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এ জাতীয় সমবায় তহবিলের দায়িত্বশীলগণ অনেক ক্ষেত্রে সুদি ব্যাংকে তাদের তহবিল সঞ্চয় করেন তারপর তার বিপরীতে যে মুনাফা লাভ হয় তা দিয়ে দরিদ্রদের সেবা করে। তারা মূলত সুদের অর্থ দিয়ে তাদের সেবা কার্যক্রম চালায়।

তাদের ব্যপারে আশংকা হল, তাদের এই সেবা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালার এ সতর্কবাণী তাদের উপর কার্যকর হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

বলুন আমি কি তোমাদেরকে সে সকল লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।

بَنَى مَسْجِدًا للهِ مِنْ غَيْرِ حَلِّه + فَصَارَ بِحَمْدِ اللهِ غَيْرَ مُوَفَّق.

كَمُطْعِمَةِ الأَيْتَامِ مِنْ كَدِّ فَرْجِهَا + لَكِ الْوَيْلُ لَا تَزْنِيْ، ولَا تَتَصَدَّقِيْ.

আল্লাহর জন্য মসজিদ বানালো হারামের উপার্জন দিয়ে। ফলে সে আল্লাহর প্রশংসার তাওফিক থেকে বঞ্চিত।

গণিকাবৃত্তি করে ইয়াতিম সন্তানকে লালন-পালনকারী নারীর মত। তোমার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। ব্যভিচার করো না। সদকাও করো না।

---

৮৭৬. শরহুন নববী আলা সহিহি মুসলিম : ১৬/৬২

দারিদ্র বিমোচনকারী আমলের উপদেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে ওই সব আমলের কথাও বলে দিতেন যেগুলোর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হয়। অস্বচ্ছলতা দূর হয়। স্বচ্ছলতা আসে। এ সব আমলের মধ্যে রয়েছে-

❖ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।[৮৭৭]

শিক্ষা : শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া رحمه الله-কে রিযিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, রিযিক কি বাড়ে কমে? রিযিক কোনটি? যা সে খেয়েছে নাকি যা সে মালিক হয়েছে?

তখন তিনি বললেন, রিযিক দুই প্রকার :

এক. আল্লাহ তাকে যা শিখিয়েছেন যে তিনি তাকে রিযিক দিবেন। এটা পরিবর্তন হয় না।

দুই. আল্লাহ তায়ালা যা ফায়সালা করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এটি বিভিন্ন কারণে বাড়ে ও কমে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে কোন বান্দার রিযিক লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তখন ওই বান্দা যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে তবে তাতে বাড়িয়ে দেয়া হয়।

যে সব কারণে রিযিক বৃদ্ধি করা হয়, তা মূলত আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা ও তাকদিরের অধিন। যদি তাকদিরের ফায়সালায় তার জন্য তার শ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে রিযিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত থাকে তবে তার হৃদয়ে শ্রম ও উপার্জনের প্রেরণা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সুতরাং যে রিযিক উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট তা উপার্জন ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যে রিযিক অন্যের মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট তা উপার্জন ব্যতীতই তার কাছে পৌঁছে যাবে।

---

৮৭৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২০৬৭।



রিযিকের জন্য শ্রম সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে :

এক. বিভিন্ন পেশা ও শ্রমের মাধ্যমে। যেমন, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা ইত্যাদি।

দুই. দু'আ, তাওয়াক্কুল ও সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচেষ্টা। কারণ বান্দা যখন অপর বান্দার প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত হয়, তখন আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন।[৮৭৮]

❖ গুনাহ বর্জন

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে রিযিকের প্রশস্ততার জন্য যে সব উপদেশ দিতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গুনাহ বর্জন করা। কারণ গুনাহ রিযিকের সংকীর্ণতা আনয়ন করে। গুনাহ বর্জন রিযিকের প্রশস্ততা আনয়ন করে।

• সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا.

কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দু'আ ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদির রদ হয় না। মানুষের অসৎ কর্মই তাকে রিযিক বঞ্চিত করে।[৮৭৯]

• আবদুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন : হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও।

যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারি আকারে প্লেগরোগের পাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন

---

৮৭৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৮/৫৪০-৫৪১।

৮৭৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৯০।

আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।[৮৮০]

• **ইবনুল মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেন,

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ.

যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই।[৮৮১]

❖ হজ ও ওমরাহ আদায় করা

যে সব আমলের মাধ্যমে রিযিকের প্রশস্ততা আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আমল হল হজ ও ওমরাহ একসাথে আদায় করা।

• **আমর ইবন দিনার رحمه الله থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন ঃ ইবন আব্বাস رضي الله عنهما বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরস্পর পালন (হজ্জ সমাপনের পর ওমরা এবং ওমরার পর হজ্জ) করবে, কেননা তা (এ দু'টি) অভাব অনটন ও পাপকে দূর করে দেয় যেমন (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে।[৮৮২]

❖ মানুষের কাছে হাত না পাতা

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের কাছে হাত না পাতে তবে আল্লাহ তার জন্য রিযিকের দুয়ার খুলে দেন। পক্ষান্তরে যদি ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করে তবে তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।

---

৮৮০. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪০১৯।
৮৮১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ২২৭৯।
৮৮২. সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ২৬৩০।



• **আবু কাবশা আল-আনমারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন, দান-খায়রাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দাহ ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাও তার অভাবের দরজা খুলে দেন।[৮৮৩]

❖ **আল্লাহর উপর ভরসা করা**

রিযিকের অন্বেষায় নিজের শ্রম বা কর্মের উপর কিংবা মানুষের দয়া বা দানের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তায়ালা উপর ভরসা করা উচিত। এতে রিযিকের মধ্যে বরকত হয়।

• **ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[৮৮৪]

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ (তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হতে) কথার অর্থ হল, হৃদয়ে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। তিনি ব্যতীত কেউ রিযিক দেয়ার নেই। তিনি যদি কাউকে রিযিক দেন কেউ তা প্রতিহত করারও নেই। এরপর উত্তম উপায়ে রিযিকের অন্বেষায় ছুটে চলা। শ্রমের উপরে নয়; বরং আল্লাহর উপরই হবে সব ভরসা।[৮৮৫]

---

৮৮৩. জামে' আত-তিরমিযি : হাদিস নং : ২৩২৫।
৮৮৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৪৪। সহিহ, ইবনু মাজাহ : ৪১৬৪।
৮৮৫. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৭।

দারিদ্রের তুলনায় স্বচ্ছলতায় প্রতিযোগীতার আশংকা

সাহাবায়ে কেরামের এমন দারিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম ﷺ উম্মতের ব্যাপারে দারিদ্রের তুলনায় স্বচ্ছলতা ও দুনিয়ার বিষয়ে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা করতেন।

- **আম্‌র ইব্‌নু আওফ আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ رضي الله عنه-কে বাহরাইনে জিযইয়াহ আদায় করার জন্য পাঠালেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইব্‌নুল হাযরামি رضي الله عنه-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেছিলেন।
আবু উবাইদাহ رضي الله عنه বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন।

আনসারগণ আবু উবাইদাহর আগমন বার্তা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সলাতে সবাই হাযির হলেন। যখন আল্লাহর রাসূল তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে হাযির হলেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদাহ رضي الله عنه কিছু নিয়ে এসেছেন।
তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন,

فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশি করে তাঁর আকাঙ্ক্ষা রাখ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের বিনাশ করবে, যেমন তাদের বিনাশ করেছে।[৮৮৬]

---

৮৮৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪০১৫।

ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার জৌলুস উন্মোচিত হয়েছে, তার জন্য উচিত তার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকা। তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা। দুনিয়ার ধোকা থেকে নিশ্চিন্ত না হওয়া। দুনিয়ার সম্পদে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত না হওয়া।[৮৮৭]

- **আবু-দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্য সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে শংকিত ছিলাম। তিনি বলেন, তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছো? সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমাদের উপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। আবূ-দারদা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই ছেড়ে গেছেন, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান।[৮৮৮]

هي الدنيا بأهليها تدور + بها الميسور يسعى والفقير

هي الأرزاق قد قسمت عليهم + يصيبهم القليل، أو الكثير

এটাই দুনিয়া, দুনিয়াবাসীদের উপর ঘুরে বেড়ায়। তাতে রয়েছে ধনী ও দরিদ্র।

এটাই রিযিক তা তাদের উপর বণ্টিত। কেউ কম পায় আবার কেউ বা বেশী।

وقسمت المصائب والبلايا + فلا يعفى الكبير، ولا الصغير

أبر الناس أرحمهم جميعا + رسول الله، وهو بها جدير

বিপদ মুবিসবত বণ্টিত। তা থেকে বৃদ্ধ যেমন নিরাপদ নয় তেমনি শিশুও

সকল মানুষের মধ্যে নেকদিল ও সকলের চেয়ে দয়াবান হলেন আল্লাহর রাসূল। আর তিনিই এর জন্য উপযুক্ত।

---

৮৮৭. শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারি : ১০/১৫৫।
৮৮৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৫।

يرى الفقرا، فيحزن إذ رآهم + وهم من حوله جم غفير

ويدعو للندى حتى إذا ما + كفوهم قام يعلوه السرور

দারিদ্র দেখেন। দুঃখিত হন যখন তাদেরকে দেখতে পান। অথচ তাঁর পাশে তাদের সংখ্যাও প্রচুর।

স্বচ্ছলতার জন্য দুআ করতেন। অবশেষে যখন তাদের জন্য যথেষ্ট হতো, তাঁর মাঝে আনন্দের প্রবাহ দেখা যেত।

يقاسمهم إذا جاءوا غذاه + ويؤثرهم به، وهو الأثير

ويبعثهم إذا لم يلق زادا + إلى أصحابه، وهم كثير

তাঁর খাবার যখন আসতো, তাদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। সে খাবারে তাদেরকে প্রাধান্য দিতেন। তিনিই প্রাধান্যদানকারী।

যদি দেয়ার মত কোন কিছু না পেতেন, তবে তাদেরকে তার সাহাবিদের কাছে পাঠাতেন। তাদের সংখ্যাও থাকতো অনেক।

ويصبر مثلهم ، ويزيد صبرا + إذا قل الطعام هو الصبور

تمر أهلة شهر، فشهر + وما في بيته نار تنير

له ولأهله تمر وماء + على هذا تتابعت الشهور

তাদের মত তিনিও ধৈর্য ধারণ করতেন। খাবার যদি অল্প হত তার ধৈর্যও বেড়ে যেত। তিনি মহা ধৈর্যশীল।

মাসের পর মাস পেরিয়ে যেত তার গৃহে আগুণ প্রজ্জলিত হতো না। তাঁর ও তাঁর পরিবারের খাদ্য ছিল কেবল খেজুর ও পানি। আর এ অবস্থায় পার হত মাসের পর মাস।

ونحن إذا مضى يوم علينا + بغير تفكه فيه نثور

تنوعت الصنوف، فهل شكرنا + وتلك على موائدنا تدور؟

অথচ আমাদের যদি একদিন খাবার না জোটে তবে আমরা ফেটে পড়ি।

বিভিন্ন খাবার আমাদের দস্তরখানে পরিবেশিত হয়। আমরা কি এর জন্য শুকরিয়া আদায় করি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

تعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الأَغْنِيَاء

ধনীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইতঃপূর্বে দরিদ্রদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরনের কিছু দিক আলোচিত হয়েছে। যেখানে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও তাদেরকে নিজের খাবার থেকে খাওয়াচ্ছেন।

কখনও তাদেরকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে যাচ্ছেন।

কখনও তাদেরকে দান করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

কখনও তাদেরকে আপ্যায়ন করানোর জন্য সাহাবিদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

কখনও আল্লাহর কাছে তাদের স্বচ্ছলতার জন্য দু'আ করছেন। তাদের দুনিয়ার জীবনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেয়ার আবেদন করছেন।

কখনও তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছেন। তাদেরকে সান্তনা দিচ্ছেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাত চিরস্থায়ী।

কখনও তাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকার উপকারিতা বর্ণনা করছেন। কখনও তাদেরকে দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতার উপর ধৈর্য ধারণের ফযিলত বর্ণনা করছেন। কখনও তাদেরকে উপার্জন ও কাজের উপদেশ দিচ্ছেন।

সমাজে ধনীদের অবস্থান

সমাজে ধনীদের অবস্থান হল, তারাও এ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সমাজে তাদেরও রয়েছে অসমান্য অবদান। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে অর্থ-সম্পদের

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরসীম। বরং এ অর্থ-সম্পদই হল জাগতিক জীবনের মূল চালিকা শক্তি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّ ارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَ اكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্তনার বাণী শোনাও।[৮৮৯]

(জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন) অর্থাৎ যে সম্পদের মাধ্যমে তোমাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়, যেমন ব্যবসার সম্পদ ইত্যাদি।[৮৯০]

সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারির পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৮৯১]

সুফিয়ান সাওরি ﵀ বলেন, এমন লক্ষ দিরহাম রেখে যাওয়ার চাইতে মানুষের কাছে হাত পাতা ঢের শ্রেয় যে দিরহামের কারণে পরকালে হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে।[৮৯২]

দরিদ্র সাহাবিরা যেমন রাসূলের ﷺ অনুসরণ করেছেন তেমনি ধনী ও স্বচ্ছল সাহাবিরাও তাঁর অনুসরণ করেছেন। চলেছেন তার দেখানো পথে। তাঁরই আদর্শে। আবু বকর, আবদুর রহমান বিন আউফ, উছমান বিন আফফান,

---

৮৮৯. সূরা নিসা : ০৫।
৮৯০. ইবনু কাছির : ২/২১৪।
৮৯১. সূরা আ'রাফ : ২৬।
৮৯২. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৬/৩৮১।

সা'দ বিন রবি, আবু তালহা رضي الله عنهم প্রমুখদের মত ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিও ছিলেন নবীজির সাহাবিদের মধ্যে।

সুতরাং বক্ষমান পরিচ্ছেদে আমরা ধনী সাহাবিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ কেমন ছিল তা আলোচনা করার প্রয়াস চালাবো।

ধনীদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান

ধনীদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থেই মর্যাদাবান, দীনের ক্ষেত্রে যাদের রয়েছে বিরাট অবদান, নবীজি ﷺ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদের মর্যাদা ঘোষণা করেছেন।

- **আবু দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

একদা আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما-এর মাঝে কিছুটা কথা কাটাকাটি হল। এতে আবু বকর ওমর رضي الله عنه কে রাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ওমর رضي الله عنه রাগান্বিত অবস্থায় সেখান থেকে চলে গেলেন। আবু বকর رضي الله عنه ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তার পিছু নিলেন কিন্তু ওমর رضي الله عنه ক্ষমা করলেন না। বরং তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তখন আবু বকর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

আবু দারদা رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর رضي الله عنه পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু' হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল।

নবী ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এই মাত্র কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।

তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং ওমর ইব্‌নু খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি।

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

অতঃপর ওমর رضي الله عنه লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর رضي الله عنه-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর কি বাড়িতে আছেন?

তারা বলল, না'।

তখন ওমর رضي الله عنه নবী ﷺ-এর নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবী ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বকর رضي الله عنه ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

তখন নবী ﷺ বললেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ؟

আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবু বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান মাল সবকিছু দিয়ে আমার সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথীকে অব্যাহতি দিবে? এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

অতঃপর আবু বকর رضي الله عنه -কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয়নি।[৮৯৩]

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

আবু বকর ছাড়া আর কারো যে কোন ধরনের দয়া আমার উপর ছিল আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। আমার উপর তার যে দয়া রয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রতিদান দিবেন। আর আমাকে কারো সম্পদ এতটা উপকৃত করেনি, যতটা আবু বকরের সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে।[৮৯৪]

---

৮৯৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৬৬১।

৮৯৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬৬১।

ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছে, এ কথায় আবু বকর رضي الله عنه কেঁদে দিলেন। এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ও আমার ধন-সম্পদ আপনারাই।[৮৯৫] এতে সিদ্দিকে আকবারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আদব প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। নিজেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একজন দাস হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেবল আমরা ধন-সম্পদই নয়, বরং আমিও আপনার জন্য উৎসর্গিত। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ, মুমিনদের নিকট তাদের জানের তুলনায় নবীজি অধিক কাছের।

এটি হল আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه-এর উত্তম আচরনের একটি নমুনা মাত্র। তিনি তো তার সমুদয় ধন-সম্পদ নবীজি ﷺ-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ সহায়তা করেছেন। আর তাই নবীজি ﷺ ও তার সেই প্রতিদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। উম্মতের সামনে সিদ্দিকে আকবরের সে অবদানের স্বীকৃতি ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ.

আমাকে কারো সম্পদ এতটা উপকৃত করেনি, যতটা আবু বকরের সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে।

হাদিসের শিক্ষা : এ হাদিসে আমাদের জন্য অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে :

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আদব ও বিনয় অবলম্বন করা।
- অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া ও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং তার জন্য দুআ করা উত্তম শিষ্টাচার ও সুন্দর চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত।[৮৯৬]

- **আবদুর রহমান ইবনু সামুরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, উসমান এক হাজার দিনারসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। তিনি তার জামার হাতার মধ্যে করে সেগুলো নিয়ে আসেন যখন

৮৯৫. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ৯৪।
৮৯৬. হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানে ইবনু মাজাহ-১/৮৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মুদ্রাগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে ঢেলে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেগুলো তাঁর কোলে ওলট-পালট করতে করতে লাগলেন। বললেন, مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ
আজকের পর হতে উসমান যে কার্যকলাপই করুক তা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি কথাটি কয়েকবার বললেন।[৮৯৭]

• আবু বকর رضي الله عنه-এর সম্পদ দাওয়াতের কাজে খরচ করার অভিপ্রায়

যদিও সকল সাহাবি আন্তরিকভাবে চাইতেন তার অর্থ-সম্পদ দাওয়াতের কাজে ব্যবহার হোক। এজন্য তারা সাধ্যমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে নিজেদের অর্থ-সম্পদ তুলেও দিতেন। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه-এর সম্পদকে আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্যে খরচ করাকে প্রাধান্য দিতেন।

• আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন- যেমনটি হিজরতের ঘটনায় রয়েছে-
তিনি বলেন, এমন দিন খুব কমই গিয়েছে, যে দিন সকালে বা বিকালে নবী ﷺ (আমার পিতা) আবু বকর رضي الله عنه-এর ঘরে আসেন নি।

যখন তাঁকে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) মদিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হল, তখন তিনি একদিন দুপুরের সময় আগমন করায় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আবু বকর رضي الله عنه-কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, নবী ﷺ বিশেষ কোন ঘটনার কারণেই অসময়ে আগমন করেছেন।

যখন নবী ﷺ প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবু বকর رضي الله عنه-কে বললেন, যারা তোমার কাছে আছে তাদের সরিয়ে দাও।
আবু বকর رضي الله عنه বললেন হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো আমার দুই কন্যা আয়েশা ও আসমা।

---

৮৯৭. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৭০১।

তিনি বললেন, তুমি কি জান আমাকে তো বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে?

আপনার সফরসঙ্গী হওয়া আমার কাম্য হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সফর সঙ্গী হবে।

আবু বকর رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে দু'টি উটনি রয়েছে, যা আমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এর একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলাম।[৮৯৮]

ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, ইবনু ইসহাক এখানে এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন- নবীজি ﷺ বললেন, আমি এমন কোন উটনিতে আরোহন করব না, যেটি আমার নয়।

তিনি বললেন, সেটি অপনার।

নবীজি ﷺ বললেন, না, তবে যে মূল্যে তুমি তা খরিদ করেছো, সে মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করতে পারি।[৮৯৯]

তাবারানি বর্ণিত আসমা বিনতে আবি বকর رضي الله عنها-এর হাদিসে রয়েছে- নবীজি ﷺ বললেন, بِثَمَنِهَا يَا أَبَا بَكْرٍ হে আবু বকর মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করতে পারি।

তখন তিনি বললেন, আপনি যদি চান তবে মূল্যের বিনিময়েই হবে!!

ফায়দা : কোন বিদ্যানকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন উটনিটি বিনা মূল্যে নিতে সম্মত হলেন না? যেখানে সারা জীবন আবু বকর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যা খরচ করেছেন তা এ উটনির তুলনায় অনেকগুণ বেশী। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সব অর্থ-সম্পদ তার থেকে কবুলও করেছেন। কখনও কোন প্রশ্ন তুলেন নি। অথচ হিজরতের এ লগ্নে মাত্র একটি উটনি তার থেকে মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত নিতে সম্মত হচ্ছেন না?

তিনি উত্তর দিলেন, হিজরতের এ লগ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর رضي الله عنه থেকে ওই উটনিটি নিতে সম্মত হননি, কারণ নবীজি ﷺ চেয়েছেন আল্লাহর পথে

---

৮৯৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২১৩৮।
৮৯৯. আস সিরাতুন নববিয়্যাহ লি ইবনে হিশাম : ৩/১৩। ফাতহুল বারি : ৭/২৩৫।

এ হিজরতে যেন তার জান-মাল উভয়টি ব্যবহৃত হয়। যাতে হিজরত ও জিহাদের পরিপূর্ণ মর্যাদা অর্জিত হয়।[৯০০]

ধনীদেরকে উত্তম সদকার উপদেশ প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনী ও স্বচ্ছল সাহাবিদেরকে দেখতে যেতেন। তাদের সাথে খাবার খেতেন। তাদেরকে সদকার উত্তম উপায় বাতলে দিতেন।

- **আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, মদিনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা رضي الله عنه সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববির নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে-এর সুপেয় পানি পান করতেন।

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।[৯০১]

তখন আবু তালহা رضي الله عنه আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ বলেছেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না"। (আল-ইমরান ঃ ৯২)

আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকা করে দিলাম, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে আশা করি। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করুন।

---

৯০০. আর রাওজুল উনুফ : ৪/১৩১ [সংক্ষেপিত]

৯০১. আলে-ইমরান : ৯২।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন

بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ.

তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও।

আবু তালহা রাঃ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব।

অতঃপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।[৯০২]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উপযুক্ত পাত্রে দান করার উপদেশ দিতেন।

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি, তা হল-

- নিজের পছন্দের জিনিস দান করা মুস্তাহাব।
- আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করে সদকা করা। তাদের সাথে পরামর্শ করে সদকার পদ্ধতি জেনে নেয়া, ইবাদাতের ধরণ অবগত হওয়া।
- আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্থ হলে অন্যদের তুলনায় তাদেরকে দান করা উত্তম।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। যদিও ওই আত্মীয় তার দূরতম কোন পিতৃপুরুষে গিয়ে মিলিত হোক না কেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আবু তালহা রাঃ কে বাগানটি নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি উবাই বিন কা'ব রাঃ হাস্‌সান বিন সাবেত রাঃ-কে দান করলেন। আর তারা উভয়ে আবু তালহা রাঃ-এর উর্ধ্বতন সপ্তম পূরুষে গিয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে মিলিত হন।
- বাগান ও খামার বাড়ী প্রস্তুত করা, মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সেখানে প্রবেশ করা, সেখানে ইলমের আলোচনা করা, বাগানের ছায়ায় বিশ্রাম করা,

৯০২. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৬১।

বাগানের ফলফলাদি ভক্ষণ করা, সেখানে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণ করা। এটা কখনও মুস্তাহাব হিসেবেও গণ্য হবে, যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইবাদাতে একাগ্রতা ফিরিয়ে আনা, একঘুয়েমী দূর করা। ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করা।

- বন্ধুর সম্মতি ও সন্তুষ্টি থাকলে তার অনুপুস্থিতিতেও তার গৃহ থেকে পান করা বৈধ।
- এ হাদিসে আবু তালহা ﵁-এর ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। কারণ, কুরআনুল কারিমের আয়াতটি প্রিয় জিনিস দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী। আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে তিনি নিজেও তার প্রিয় বাগানটি সদকা করে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ সিদ্ধান্তকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আপন রবের পক্ষ থেকে তার এ কাজের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন। এরপর তাকে এ দানে বিশেষভাবে আত্মীয়-স্বজনকে অংশীদার করার উপদেশ দিয়েছেন। তার এ দানের প্রতি بَخٍ বলে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।
- ইবাদাতের উদ্দেশ্যে উদ্যমতা গ্রহণ করা একটি নেক আমল। এর বিনিময়ে বান্দাকে প্রতিদান দেয়া হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচ্ছল নেক দিল সাহাবিদের বাগানে যেতেন, বাগানের শীতল ছায়ায় বসতেন, বাগানের ফল-মূল খেতেন, তাতে বিনোদন গ্রহণ করতেন।

বি. দ্র : নিকট আত্মীয়-স্বজন যদি অভাবী হয়, তবে অন্যদেরকে দান করার চেয়ে তাদেরকে দান করা উত্তম। কারণ অনেক মানুষ এমন আছে যারা যাকাত-সদকার অর্থ আত্মীয়-স্বজনকে দান করেন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়, যে ওই আত্মীয় মোটামুটি স্বচ্ছল, তার কাছে তার চলার মত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তারই পাশে আরেক নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছেন, যার কাছে চলার মত কোন ব্যবস্থা নেই। কেবল এ কারণে তাকে দান করেন না, যেহেতু সে তার আত্মীয় নয়। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। বৈধও নয়। কারণ, যাকাতের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার দিক লক্ষ করার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে দু'জন আভাবী মানুষ, তাদের একজনের সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, অপরজন আজনবি। উভয়েই যাকাতের হকদার। এ ক্ষেত্রে আপনি কাকে প্রাধান্য দিবেন?

এর উত্তর হল, আপনি আপনার ওই নিকটাত্মীয় অভাবীকে প্রাধান্য দিবেন এতে একদিকে যেমন যাকাত আদায়ের সওয়াব লাভ হবে অপর দিকে আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব অর্জিত হবে।

• সালমান ইবনু আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি আরো বলেছেন, গরীবদের দান-খায়রাত করা শুধু দান বলেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তা দানও হয় এবং আত্মীয়তাও রক্ষা করা হয় (তাই সাওয়াবও দ্বিগুণ)।[৯০৩]

রুগ্ন অবস্থায় দেখতে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ধনী সাহাবিদেরকেও অসুস্থ হলে দেখতে যেতেন। তাদেরকে নিজেদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে সদকা করার জন্য অসিয়ত করার প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন।

• সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, বিদায় হজে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলাম, এতে আমি প্রায় মৃত্যুর কাছে পৌঁছে গেলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন।

একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগের অবস্থা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন! আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সদকা করতে পারি?

তিনি বললেন, না।

আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক।

তিনি বললেন, না।

আমি আবার নিবেদন করলাম, এক তৃতীয়াংশ!

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে সা'দ এক তৃতীয়াংশ! আর এক তৃতীয়াংশও অনেক।

---

৯০৩. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৬৫৮।

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

তোমরা ওয়ারিসদের সম্পদশালী রেখে যাওয়া, তাদের খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)।

আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব?

তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবিগনের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইব্‌নু খাওলার জন্য।

ইমাম যুহরি বলেন (এ বলে) আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[৯০৪]

হাদিসের শিক্ষা : এ হাদিসে আমাদের জন্য অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে। যথা-

- রোগী দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব। সাধারণ মানুষের জন্য যেমন মুস্তাহাব তেমনি মুসলিমদের নেতার জন্যও তা মুস্তাহাব।
- নেক দু'আ, চিকিৎসা, অসিয়ত ও অবস্থা ইত্যাদি জানার জন্য রোগী নিজের অবস্থা সম্পর্কে অন্যকে জানানো জায়েয। তবে মাকরূহ হল রোগের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে কোন কিছু বলা। কারণ এটি রোগের কারণে যে প্রতিদান লেখা হয়, তা বিনষ্ট করে দেয়।
- উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হল, ওয়ারিস ও উত্তরাধিকার আছে এমন ব্যক্তির জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশী সদকার অসিয়ত করা বৈধ নয়।

---

৯০৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১২৯৫।

- এ হাদিসে রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, উত্তারাধিকারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে।
- দূরতমের প্রতি অনুগ্রহ করার চেয়ে নিকটতমের প্রতি অনুগ্রহ করা উত্তম।
- বিভিন্ন প্রকার কল্যাণকর কাজে খরচ করা মুস্তাহাব।
- নিয়তের উপর কর্মের ফলাফল নির্ভর করে। প্রতিটি আমলের ছওয়াব তার নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরিবার-পরিজনের জন্য খরচের বিনিময়েও ছওয়াব লাভ হয়।
- মুবাহ বা সাধারণভাবে বৈধ বিষয়ও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সম্পাদন করা হয়, তবে সেটি ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয় এবং তার বিনিময়ে ছওয়াব লাভ হয়। যেমন, খাবার খাওয়া একটি সাধারণ বৈধ বিষয়। কিন্তু যদি কেউ ইবাদাতে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে খাবার খায় তবে এ খাওয়া তার জন্য ইবাদাত হিসেবে গণ্য। অনুরূপ, নিদ্রা যাওয়া একটি সাধারণ বৈধ বিষয়। কিন্তু কেউ যদি এ নিয়তে ঘুমায় যে জাগ্রত হয়ে প্রফুল্ল চিত্তে, সতেজ শরীরে ইবাদাতে আত্ম নিয়োগ করবে, তবে এ নিদ্রা তার জন্য সাধারণ ঘুম না হয়ে, ছওয়াবের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপ, স্ত্রী সম্ভোগ একটি বৈধ বিষয়, কিন্তু কেউ যদি নিজের চরিত্র ও দৃষ্টিকে হারাম থেকে রক্ষা করার জন্য এবং স্ত্রীর হক আদায়ের উদ্দেশ্যে, কিংবা নেক সন্তান লাভের আশায় স্ত্রী সম্ভোগ করে, তবে এটিও তার জন্য ছওয়াবের কারণ।
- দীর্ঘ জীবন লাভের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু দীর্ঘ জীবনের মাধ্যমে নেক আমলও বেশী পরিমান করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।[৯০৫]

সন্তানদেরকে দান করার মধ্যে ইনসাফের উপদেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচ্ছল পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়েছেন, তারা যদি মৃত্যুর পূর্বে তার কোন সন্তানকে কোন কিছু দান করে যেতে চায়, তবে তাতেও

---

৯০৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১১/৭৬

যেন তারা ইনসাফের প্রতি খেয়াল রাখেন। এক সন্তানকে দিতে গিয়ে যেন অন্য সন্তানের উপর যুলুম না করেন। কারণ অনেক পিতা-মাতা এমন আছেন যাদের কাছে তার কোন সন্তান বিশেষ আদরের হয়ে থাকে। এই আকর্ষণ তাদেরকে ওই সন্তানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দানে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তারা অন্য সন্তানদের তুলনায় এ সন্তানকে বেশী পরিমান অর্থ-সম্পদ দান করেন। যা স্পষ্টতই জুলুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন দান থেকে নিষেধ করেছেন।

- **নুমান ইবনে বশির আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তার মাতা, রাওয়াহার কন্যা তার পিতার কাছে তার মাল হতে তার পুত্রের জন্য কিছু দান দাবি করলেন। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে টাল-বাহানা করতে লাগলেন। পরে ভাল মনে হলে তিনি তাকে দান করলেন। তিনি (নুমানের মা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না।

তখন আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি তখনও বালক- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর মা রাওয়াহার কন্যা আমি একে যা কিছু দান করেছি সে ব্যাপারে আপনাকে স্বাক্ষী রাখতে চায়।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে বশির! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি?

তিনি বললেন: হ্যাঁ।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: তুমি এই ছেলেকে যেরূপ দান করেছ, সেরূপ তাদের সকলকে দান করেছ?

তিনি বললেন : না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি আমাকে স্বাক্ষী রেখো না। কেননা আমি জুলুমের সাক্ষী হই না।[৯০৬]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন-

أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً.

---

৯০৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৫৮৭। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬২৩।

তুমি কি এটা চাও যে, তারা সবাই তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করুক?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এরূপ করো না।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন, اتَّقُوْا اللهَ، واعْدِلُوْا فِيْ أَوْلَادِكُمْ,

আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।

নু'মান ইবনে বশির رضي الله عنه বলেন, আমার পিতা তখন ফিরে গেলেন এবং ওই দানটিও ফিরিয়ে নিলেন।

সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ

إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ.

তোমার উপর তাদের হক রয়েছে যে, তুমি তাদের সাথে সমান ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করবে। যেমন অধিকার রয়েছে তাদের উপর তোমার; তারা সবাই তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।[৯০৭]

সুতরাং সন্তানদেরকে দান করার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

প্রকৃত মালিকানাধীন সম্পদ

সম্পদ আহরণ করলেই সব সম্পদের মালিক হওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃত সম্পদ সেটাই যা সে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মাধ্যমে পরকালের জন্য অগ্রে প্রেরণ করে।

- **আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিজের সম্পদ হতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (সৎ কাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) আগে পাঠিয়েছে। আর সে পিছনে যা রেখে যাবে তা তার ওয়ারিছের মাল।[৯০৮]

---

৯০৭. সুনান আবু দাউদ : হাদিস নং : ২৫৪২।
৯০৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬৪৪২

নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে- অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে সে আখেরাতের জন্য পাঠিয়েছে। সে তার জীবদ্দশায় কল্যাণকর কাজে খরচের মাধ্যমে সে তার সম্পদকে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে।

পিছনে যা রেখে যাবে তা তার ওয়ারিছের মাল- অর্থাৎ, সে মৃত্যুর সময় সদকা না করে যে সম্পদ রেখে যায়, তা তার ওয়ারিসদের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

ইবনু বাত্তাল ﷺ বলেন, এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যে অর্থ-সম্পদ মৃত্যুর পূর্বেই আখেরাতের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব তা কল্যাণ কর কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ যে সম্পদ রেখে মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তা তার মৃত্যুর সাথে সাথে উত্তরাধিকারীদের সম্পদে পরিণত হয়। যদি সে জীবদ্দশায় নেক কাজে খরচ করার মাধ্যমে নিজের কল্যাণে ব্যয় করে, তবে তার ছওয়াব তার জন্য অবধারিত। যে সম্পদের জন্য নিজের শ্রম-ঘাম ব্যয় করেছে, তা নিজের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। পক্ষান্তরে সে সম্পদ যদি আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় হয়, তবে প্রথম মালিকের জন্য তা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

যদি বলা হয়, এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা শ্রেয়। এ বোধ ও উপলব্ধিটি সা'দ ؓ-এর হাদিসের বিপরীত। যেখানে নবীজি ﷺ সা'দ ؓ-কে বলেছেন- **তোমরা ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।**

মূলত উভয় হাদিসের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ؓ-কে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কারণ, সা'দ ؓ তার অসুস্থ অবস্থায় সমূদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতে চেয়েছেন। তখন নবীজি ﷺ তাকে এক তৃতীয়াংশ সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বাকী দুই অংশ তার উত্তরাধীকাদের জন্য থাকে।

পক্ষান্তরে ইবনু মাসউদ ؓ-এর হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সকল সাহাবিকে সম্বোধন করেছেন তাদের সুস্থ অবস্থায়, যখন জীবনের বেঁচে থাকার আশা

রয়েছে। এর মাধ্যমে কৃপণদেরকে সতর্ক করেছেন। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। যাতে সমুদয় সম্পদ উত্তরাধীকারীদের জন্য না হয়ে যায় আর সে থেকে যায় বঞ্চিত। মৃত্যুর কারণে দুনিয়ার ভোগ থেকে বঞ্চিত। আর দান না করার কারণে পরকালের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত। তবে এ নির্দেশের মধ্যে সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেয়ার কথা নেই। যাতে সা'দের হাদিসের বিরোধী না হয়ে যায়।

সুতরাং সা'দের হাদিস হল যারা সমুদয় সম্পদ কিংবা সিংহভাগ সম্পদ অসুস্থ অবস্থায় সদকা করতে চায় তাদের জন্য। আর ইবনু মাসউদের হাদিস হল যারা সুস্থ অবস্থায় কোন দান করে না, বরং সম্পদের প্রতি কৃপণতা প্রদর্শন করে।[৯০৯]

• আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির رضي الله عنه বর্ণনা করেন-

একদা আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি (সূরা আত-তাকাছুর) পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন,

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي - قَالَ - وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.

আদম সন্তানগণ বলে, আমার মাল আমার সম্পদ। বস্তুতঃ হে আদম সন্তান! তোমার সম্পদ সেটা যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছ, পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ এবং দান করে খরচ করেছো।[৯১০]

অনুরূপ আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে-

এছাড়া অবশিষ্টগুলো তার থেকে চলে যাবে এবং তা মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।[৯১১]

কবি বলেন-

يا كَانِزَ الأَمْوَالِ سَوْفَ يَحُوزُهَا + زَوْجُ البَنَاتِ وَزَوْجَةُ الأَبْنَاءِ.
وَلَسَوْفَ تتْرُكُ فِي الْمَقَابِرِ مُفْرَدًا + مِنْ غَيْرِ مَا أَهْلٍ وَلا أَحْمَاءِ.
فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُنُوْزِكَ حِصَّةً + فِيْ سَاحَةِ الأَيْتَامِ والفُقَرَاءِ.

---

৯০৯. শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারী-১৯/২১৬।
৯১০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৫৮।
৯১১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৯৫৯।

হে সম্পদ কুক্ষিগতকারী! অচিরেই এ সম্পদ তোমার কন্যার স্বামী ও পুত্রের বধু দখল করে নিবে।

অচিরেই তুমি কবরে একাকি নিক্ষিপ্ত হবে। না কোন আত্মীয় থাকবে না কোন স্বজন।

সুতরাং ইয়াতিম ও দরিদ্রের মাঝে তোমার সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে তোমার সম্পদে তোমার অংশ নির্ধারণ করে নাও।

ধনীদের সমূদয় সম্পদ সদকা হিসেবে গ্রহণ না করা

কোন ধনী ও স্বচ্ছল সাহাবি যদি তার সমূদয় সম্পদ সদকা করে দিতে চাইতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করতেন না। বরং সেখান থেকে একটি অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাকে কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

এ কারণে কা'ব رضي الله عنه যখন নবীজি ﷺ -কে বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওবা হিসেবে আমার যাবতীয় মাল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে সদকা করে মুক্ত হতে চাই।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম।

আমি বললাম, তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।[৯১২]

• **জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট অবস্থান করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি ডিম পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ স্বর্ণ খনি থেকে পেয়েছি, এটি দান হিসেবে গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নেই।

রাসূলুল্লাহ তার মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি তাঁর ডান পাশ এসে আগের মতই বললো। এরপর সে তাঁর বাম পাশে এসেও তাই বললো। আর তিনিও তার

৯১২. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৭৫৮

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে তাঁর পিছনে এসে অনুরূপ বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে এমন জোরে তার দিকে ছুড়ে মারলেন যে, তার শরীরে লাগলে সে অবশ্যই যখম বা আহত হতো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ তার সমস্ত মাল আমার কাছে নিয়ে এসে বলে, এটা সাদাকা। পরে সে (সম্বলহীন হয়ে) লোকের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বস্তুত সর্বোত্তম সদাকা সেটাই যা অভাবমুক্ত থেকে দান করা হয়।[৯১৩]

কোন কোন সাহাবি থেকে সমুদয় সম্পদ সদকা হিসেবে গ্রহণ করা।

যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কেউ যদি তার সমূদয় সম্পদ সদকা করে দিতে চাইত তবে সমূদয় সম্পদ গ্রহণ করতেন না। তবে কোন সাহাবির মধ্যে যদি তাওয়াক্কুল ও দারিদ্রের উপর ধৈর্য ধারণের শক্তি ও মানুষের কাছে চাওয়ার মানসিকতা না থাকার আলামত দেখতে পেতেন, তবে তার থেকে গ্রহণ করতেন।

• যায়েদ বিন আসলাম رضي الله عنه তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদাকা করার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিল।

আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবু বকর رضي الله عنه থেকে অগ্রগামী হবো, যদিও আমি কোনো দিন দানে তার অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো?

আমি বললাম, এর সম-পরিমাণ।

ওমর رضي الله عنه বলেন, আর আবু বকর رضي الله عنه তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছো?

তিনি বললেন, আল্লাহ আর তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

---

৯১৩. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ১৬৭৩।

তখন আমি (ওমর) বললাম, আমি কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।[৯১৪]

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ যখন তার সমুদয় সম্পদ দান করে দিলেন, রাসূলুল্লাহ তা গ্রহণও করলেন, তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলেন না, যেমনটি অন্যদের ব্যাপারে করতেন। যেহেতু তিনি আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর সুন্দর নিয়ত ও আত্মিক শক্তি দেখতে পেয়েছেন। তার ব্যাপারে ফিতনারও আশংকা করতেন না। অন্যদের ব্যাপারে যে ফিতনার আশংকা করতেন তার ব্যাপারে তেমনটি করতেন না। এবং তিনিও যে রিক্ততার কারণে মানুষের কাছে হাত পাতবেন না এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।[৯১৫]

ইমাম তাবারি ﷺ বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, কয়েকটি শর্তে সমূদয় সম্পদ সদকা করা জায়েয।

- শরীর ও মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় সদকা করা।
- ঋণ মুক্ত অবস্থায় সদকা করা।
- দারিদ্রের উপর ধৈর্যধারণের সক্ষমতা থাকা।
- পরিবার পরিজন না থাকা। থাকলেও তাদের মাঝে দারিদ্রের কষাঘাতে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা থাকা।

যদি এ সব শর্তের কোন একটি না পাওয়া যায় তবে তার জন্য সমূদয় সম্পদ সদকা করা মাকরূহ।

আল্লাহর নেয়ামত প্রদর্শন করা

আল্লাহ তাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, নিজের কর্মকাণ্ডে ও বাহ্যিক আচরণে তা প্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন।

নিয়ামতের শুকরিয়া হল তা প্রদর্শন করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন|

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ধনী সাহাবিদেরকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন।

---

৯১৪. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ১৬৭৮। সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬৭৫।
৯১৫. শরহু আবি দাউদ লিল আইনি : ৬/৪৩২।

• **মালিক বিন নাদলাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

একদা আমি সাধারণ দামের পোশাক পরে নবী ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন ধরনের সম্পদ?

আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস ইত্যাদি সব সম্পদ দিয়েছেন।

তিনি ﷺ বলেন, যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, তাই তা তোমার মাঝে প্রকাশিত হওয়া উচিত। অপর বর্ণনায় রয়েছে-

«فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ»

কাজেই আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশিত হওয়া উচিত।[৯১৬]

হাদিসের মর্ম হল, তুমি ভালমানের কাপড় পরিধান কর। যাতে মানুষ তোমার স্বচ্ছলতার কথা জানতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে বিভিন্ন নেয়ামত দিয়েছেন তার পরিচয় লাভ করতে পারে।

• **আমর ইবনু শু'আইব হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত-**

তাঁর দাদা বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.»

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দার উপর দেখতে ভালবাসেন। অর্থাৎ যাকে যে রকম নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা আল্লাহ পছন্দ করেন।[৯১৭]

সুন্দর বেশ-ভূষা ধারণ করা বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার দেয়া নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। এটি অপচয়ও নয়, নয় মানুষের প্রতি অহংকার প্রদর্শন।

---

৯১৬. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৪০৬৩। সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং : ২০০৬। সুনান আন নাসাঈ, হাদিস নং : ৫২২৩। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৫৪৫৭।

৯১৭. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৮১৯।

• **আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত-**

নবী ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ-ও কি অহংকার?

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভ ভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।[৯১৮]

ভাল কাজের প্রশংসা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাল কাজের প্রশংসা করতেন। নেক কাজের জন্য অভিবাদন জানাতেন। উদ্দেশ্য হল তাদেরকে উৎসাহিত করা। যাতে তারা নেক আমল আরো বাড়িয়ে করেন।

• **আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এটাই উত্তম।

অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান দরজা হতে ডাকা হবে। যে সাদাকাহ দানকারী, তাকে সাদাকার দরজা হতে ডাকা হবে।

এরপর আবু বকর ﷺ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সব দরজা হতে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা হতে ডাকা হবে?

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।[৯১৯]

• **আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছে?

আবু বকর ﷺ বললেন, আমি।

---

৯১৮. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৯১।
৯১৯. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৮৯৭।

তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযার সাথে গেছে?
আবু বকর রাঃ বললেন, আমি।
তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে খাবার দিয়েছে?
আবু বকর রাঃ বললেন, আমি।
তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেছে?
আবু বকর রাঃ বললেন, আমি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব কাজের সমাবেশ ঘটে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[৯২০]

• আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, উসমান রাঃ এক হাজার দিনারসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন। তিনি তার জামার হাতার মধ্যে করে সেগুলো নিয়ে আসেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মুদ্রাগুলো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে ঢেলে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো তাঁর কোলে ওলট-পালট করতে লাগলেন। এবং বললেন, مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

আজকের পর হতে উসমান যে কার্যকলাপই করুক তা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তিনি কথাটি দু'বার বললেন।[৯২১]

• আহনাফ ইব্‌ন কায়স রাঃ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মদিনায় উপনীত হলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের হাওদা নামাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট এক আগন্তুকের আগমন হলো। সে বলল, লোকেরা মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, মসজিদের মধ্যস্থলে কয়েকজন লোকের চতুর্দিকে অন্যান্য লোক একত্রিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আলী, যুবায়ের, তালহা এবং সা'দ

---

৯২০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০২৮।
৯২১. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৭০১।

ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উসমান ﷺ আগমন করলেন। তাঁর পরনে ছিল হলুদ বর্ণের একখানা চাদর, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন : এখানে কি তালহা ﷺ আছেন? এখানে কি যুবায়ের ﷺ আছেন? এখানে কি সা'দ ﷺ আছেন?

সকলে বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আমি ঐ আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অমুক গোত্রের (উট বাঁধার) বা খেজুর শুকাবার স্থানটি যে খরিদ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন? এরপর আমি তা বিশ হাজার অথবা পঁচিশ হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে খরিদ করেছি। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে তাঁকে তার সংবাদ দিলে তিনি বললেন, তা আমাদের মসজিদে দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তোমারই থাকবে।

তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ স্বাক্ষী! হ্যাঁ।

তিনি (আবার) বললেন, যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রুমা' কূপটি খরিদ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন?

আমি তা এত এত বিনিময় দিয়ে খরিদ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আমি এত এত দিয়ে তা খরিদ করেছি। তিনি বললেন, তুমি তা মুসলমানদের পানি-পানের স্থান করে দাও, তার সওয়াব হবে তোমার।

তাঁরা বললেন : আল্লাহুম্মা (আল্লাহ সাক্ষী!) হ্যাঁ।

তিনি (আবার) বললেন, তোমাদের যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের চেহারার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ জায়শুল উসরাহ'কে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন? আমি তাদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি।

তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ।

তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি স্বাক্ষী থাক; হে আল্লাহ্! তুমি স্বাক্ষী থাক; হে আল্লাহ্! তুমি স্বাক্ষী থাক।[৯২২]

আল্লাহর সাথে ব্যবসায় অংশীদার বানানো

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ধনী ও স্বচ্ছল সাহাবিদেরকে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় অংশীদার করতেন। কারণ এ ব্যবসায় তো প্রকৃত লাভজনক ব্যবসা।

আল্লাহর সাথে ব্যবসা সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِه اِنَّه غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ.

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

তাফসিরকারক সা'দি رحمه الله বলেন, تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ -এর অর্থ হল, এ ব্যবসা অলাভজনক হবে না, ধ্বংস হবে না। বরং এ ব্যবসা হল শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। এ ব্যবসা হল উত্তম ব্যবসা। এ ব্যবসা সম্মানীত ব্যবসা। আর এ ব্যবসা হল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। তাঁর অফুরন্ত প্রতিদান প্রাপ্তি। তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে নাজাত লাভ করা।[৯২৩]

- **আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের একটি খেজুর গাছ রয়েছে, আর আমি আমার বাগানের দেয়াল তা দ্বারা ঠিক করে রাখি। আপনি তাকে

৯২২. সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং : ৩১৮২।
৯২৩. তাফসিরে সা'দি : ১/৬৮৯।

বলুন সে যেন আমকে তার খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়, যাতে আমি তা দ্বারা আমার দেয়ালটি ঠিক করতে পারি।

তখন নবীজি ﷺ তাকে বললেন, জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার খেজুর গাছটি তাকে দিয়ে দাও।

কিন্তু লোকটি দিতে অস্বীকার করল।

তখন আবুদ দাহদাহ رضي الله عنه তার কাছে এসে তাকে বললেন, আমার বাগানের বিনিময়ে তোমার খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রি কর। তখন সে তার কাছে বিক্রি করল।

আবুদ দাহদাহ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বাগানের বিনিময়ে তার খেজুর গাছটি কিনে নিয়েছি। এবার গাছটি ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিন। আমি সেটি আপনাকে দিয়ে দিলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَاحَ لأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ আবু দাহদাহ এর জন্য জান্নাতে কতগুলো ফলপূর্ণ খেজুরের ডাল রয়েছে!!

কথাটি নবীজি ﷺ কয়েকবার বললেন।

এরপর তিনি তার স্ত্রীর নিকট এসে বললেন, হে উম্মুদ দাহদাহ! বাগান থেকে বেরিয়ে যাও। আমি সেটি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি।

স্ত্রী তখন বললেন, আপনার বিক্রি লাভজনক হোক![৯২৪]

ব্যবসায়ীদের জন্য সুন্দর নাম বাছাই করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায়ী সাহাবিদের জন্য সুন্দর সুন্দর নাম চয়ন করতেন। তাদেরকে সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

- **কায়স ইব্ন আবু গারাযা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে লোকেরা আমাদেরকে السَّمَاسِرَةُ (দালাল) বলতো। একদিন আমরা বেচাকেনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের

---

৯২৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১২০৭৩।

নিকট এসে আগের নামের চাইতে উত্তম নামে আমাদেরকে ডেকে বললেন, হে ব্যবসায়ীর দল ! ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক সময় শপথ এবং মিথ্যা কথনও হয়ে যায় (যদিও তোমরা অন্তরের সাথে তা বলো না) । অতএব তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নেবে ।[৯২৫]

السَّمْسَار শব্দটি অনারবি । কারণ সে সময় তাদের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন তাদের অধিকাংশরাই ছিল অনারবি । তারা ওই সব অনারবি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে এ শব্দটি গ্রহণ করেছেন । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শব্দটি পরিবর্তন করে তাদেরকে تُجَّار ব্যবসায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন । এটি আরবিয় নাম ও শব্দ ।[৯২৬]

তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নেবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের অলক্ষ্যেই কিছু শপথ ও মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটে যায় । তাই নবীজি ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা কিছু সদকা করে নেন । কারণ, সদকা আল্লাহর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে । নেক আমল মন্দ আমলকে মিটিয়ে দেয় ।[৯২৭]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে বাজারে যেতেন । বাজার পরিদর্শন করতেন । তাদের কেনা-বেচা দেখতেন । তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন ।

- **রিফাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম । লোকেরা সকাল বেলা ক্রয়-বিক্রয় করছিল । তিনি তাদের ডেকে বলেন ঃ হে তাজের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়!

---

৯২৫. সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ৩৭৯৭ । সুনানে আত তিরমিযি, হাদিস নং : ১২০৮ । সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৩২৬ ।
৯২৬. মাআলিমুস সুনান-২/১৩১ ।
৯২৭. মিরকাতুল মাফাতিহ, শরহু মিশকাতুল মাসাবিহ : ৯/২৮১ ।

তারা চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচিয়ে তাকালে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপিষ্ঠ দুরাচাররূপে উঠানো হবে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে কাজ (ব্যবসা) করে ও সত্য কথা বলে তারা ব্যতীত।

إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ-এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি ধোকা, প্রতারণা জাতীয় কোন কবিরা কিংবা সগিরা গুনাহ লিপ্ত হয়নি। বরং ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে অটল থেকেছে।[৯২৮]

কাযি ﷺ বলেন, যেখানে ব্যবসায়ীদের সাধারণ অভ্যাস হল, কেনা-বেচায় প্রতারণা করা, সুযোগ পেলেই পণ্য সরবরাহে মিথ্যা শপথ করা, তাই নবীজি ﷺ তাদের ব্যাপারে পাপিষ্ঠ হওয়ার হুকুম আরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে যারা হারাম ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবে, নিজের কসম পূরণ করবে, কথায় সত্যবাদী হবে তাদেরকে পাপিষ্ঠের হুকুম থেকে আলাদা করেছেন।

ব্যবসায় ধোকা-প্রতারণা থেকে নিষেধ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে কেনাবেচায় সব ধরণের প্রতারণা ও ধোকার আশ্রয় নেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

- **আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত-**

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি স্তুপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেল। তিনি বললেন হে স্তুপের মালিক! এ কি ব্যাপার?

লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে।

তিনি বললেন,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

সেগুলো তুমি স্তুপের ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[৯২৯]

---

৯২৮. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৩৩৬।

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, **আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই** - এ কথার অর্থ হল, সে ওই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভূক্ত নয় যারা আমার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ইলম ও আমল অনুযায়ী আমল করে। আমার দেখানো উত্তম পথে পথ চলে।

সুফিয়ান বিন উইয়াইনা رحمه الله এ জাতীয় ব্যখ্যা করাকে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, বরং এ ক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকা। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাটি হৃদয়ে রেখাপাত করে এবং এর ধমক দিলে প্রথিত হয়।[৯৩০]

• আবু হুরায়রা رضي الله عنه নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-

তোমরা উটনি ও বকরীর দুধ (স্তনে) আটকিয়ে রেখো না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা পরিমাণ খেজুর দিবে।[৯৩১]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, ওলানে দুধ আটকিয়ে রাখা হারাম। চাই উটনির দুধ আটকিয়ে রাখুক কিংবা গরু, বকরি, ঘোড়া অথবা দাসীর দুধ আটকিয়ে রাখুক। কারণ এটি স্পষ্টই ধোকা। এ জাতীয় পশুর ক্রয়-বিক্রয়টি কার্যকর হবে যদিও কাজটি হারাম। ক্রেতার জন্য পশুটি রাখা বা ফিরিয়ে দেয়া উভয়টির অধিকার রয়েছে।

উত্তম কাজের প্রতিদান প্রদান

সাহাবিদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কোন উত্তম আচরণ করতো, নবীজি ﷺ তাকে তার বিনিময় প্রদান করতেন।

• আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় ঘর হতে বের হলেন, যে সময়ে তিনি সচরাচর বের হন না এবং এ সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেও আসতো না। (এ মুহূর্তে) আবু বকর رضي الله عنه এসে উপস্থিত হলেন।

---

৯২৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১০২।
৯৩০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১/১০৯।
৯৩১. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২১৪৮।

তিনি প্রশ্ন করলেন : হে আবু বকর! আপনি কি মনে করে এলেন?

তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দেখা করতে, তাঁর বরকতময় মুখমন্ডল দেখতে ও তাঁকে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছি।

ইতোমধ্যে ওমর رضي الله عنه-ও এসে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন : হে ওমর! আপনার এ সময় আসার কারণ কি?

তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! ক্ষুধার তাড়নায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিও এরূপ কিছু অনুভব করছি।

এই বলে তাঁরা আবুল হাইসাম ইবনু আত তাইহান আল-আনসারি رضي الله عنه-এর বাড়ীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আর তিনি ছিলেন প্রচুর খেজুর গাছ ও বকরির মালিক, কিন্তু তার কোন খাদেম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথী কোথায়?

তিনি বললেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন।

ইতোমধ্যে আবুল হাইসাম رضي الله عنه পানি ভর্তি মশক নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তারপর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে তাঁর বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি খেজুর গাছ হতে কয়েক গুচ্ছ খেজুর নামিয়ে এনে তাঁদের সামনে রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে নিয়ে আসলে না কেন?

তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমি ভাবলাম যে, আপনারা নিজেদের ইচ্ছামতো কাঁচা কিংবা পাকা খেজুর বেছে খাবেন (এজন্য দুরকম খেজুরই পেশ করলাম)।

তারপর তাঁরা খেজুর খেয়ে সেই পানি পান করলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কিয়ামত দিবসে এসব নিয়ামত প্রসঙ্গেও তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচা-পাকা খেজুর ও ঠান্ডা পানি (কতই না সুন্দর নিয়ামাত)।

এরপর আবুল হাইসাম رضي الله عنه তাঁদের জন্য খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন।

নবী ﷺ তাঁকে বলে দিলেন : কোন অবস্থাতেই দুধেল পশু যবেহ করবে না।

কাজেই তিনি নবীন একটি নর ছাগল যবেহ করলেন এবং রান্না করে তাঁদের জন্য নিয়ে এলেন। তাঁরা তা খেলেন।

তারপর নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন : তোমার কি কোন খাদেম আছে?

তিনি বললেন, না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন আমার নিকট বন্দি আসবে তুমি তখন এসো।

পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দুটি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম رضي الله عنه তাঁর নিকট এলে নবী ﷺ তাকে বললেন, এদের মধ্যে যেটা ভালো লাগে বেছে নাও।

তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ﷺ! আপনিই আমাকে একটি পছন্দ করে দিন।

তখন নবী ﷺ বললেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানাতদার হতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এটাই নাও। কেননা, আমি একে নামায আদায় করতে দেখেছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তার সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য।

আবুল হাইসাম رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশ প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে জানিয়ে দেন।

তার স্ত্রী বললেন, একে মুক্ত করা ব্যতীত আপনি নবী ﷺ-এর বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌছ্তে পারবেন না।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, সে এখন মুক্ত।

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তাআলা যত নবী ও খলিফা প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলকেই দুজন করে একান্ত পরামর্শক দিয়েছেন। একজন সাথী তো তাকে ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকে এবং অন্যায় কাজে প্রতিহত করে। আর অন্যজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক হতে হেফাযত করা হয়েছে তাকেই বাঁচানো হয়েছে।[৯৩২]

---

৯৩২. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৩৬৯।

বরকতের জন্য দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন কোন স্বচ্ছল ও ধনী সাহাবির জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। যেমন, আবদুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه-এর সম্পদে বরকতের জন্য দু'আ করেছেন।

• আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌নু আওফ رضي الله عنه-এর দেহে সুফ্‌রার (হলুদ রঙ) চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কী?

আবদুর রহমান رضي الله عنه বললেন, আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি।

নবী ﷺ বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ বিয়েতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর।[৯৩৩]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, যে স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য ওয়ালিমায় অন্তত একটি ছাগল হলেও জবাই করা, এর কম না করা।

কাযি ইয়ায رحمه الله এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালিমার জন্য নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই; বরং যে কোন খাবার দ্বারাই ওয়ালিমা সম্পন্ন হতে পারে। ইমাম মুসলিম رحمه الله এ হাদিস উল্লেখ করার পর সাফিয়্যাহ رضي الله عنها-এর ওয়ালিমার কথা আলোচনা করেন যে, সেটি গোশত ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল। পক্ষান্তরে যয়নাব رضي الله عنها-এর ওয়ালিমায় উল্লেখ রয়েছে–أَشْبَعْنَا خُبْزًا وَ لَحْمًا আমরা ভরপেট রুটি গোশত খেয়েছি। এর সবই বৈধ। এর মাধ্যমে ওয়ালিমা সম্পন্ন হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, স্বামীর অবস্থা অনুপাতে ওয়ালিমা আদায় করা।[৯৩৪]

---

৯৩৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫১৫৫।
৯৩৪. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৯/২১৭।

• উরওয়া আল বারেকি رضي الله عنه বর্ণনা করেন-

নবী ﷺ-এর সামনে একটি ছাগলের পাল উপস্থিত হল। তখন তিনি আমাকে একটি দিনার দিয়ে বললেন, ছাগল পালের কাছে যাও এবং আমার জন্য একটি ছাগল কিনে নিয়ে আস।

আমি ছাগল-পালের কাছে গেলাম এবং মালিকের সাথে মূল্য নিয়ে কথা বললাম। আমি তার থেকে এক দিনারের বিনিময়ে দু'টি ছাগল খরিদ করে সেগুলো নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হল, সে আমার কাছে ছাগল কিনতে চাইল। আমি তার কাছে একটি ছাগল এক দিনারে বিক্রি করে দিলাম। তারপর একটি দিনার ও একটি ছাগল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই নিন আপনার দিনার আর এই নিন আপনার ছাগল। এরপর আমি তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, اللهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِه

হে আল্লাহ! তার কেনা-বেচায় বরকত দান করুন।

এরপর আমি দেখেছি যে, আমি কূফার বাজারে যেতাম, এরপর বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পূর্বেই চল্লিশ হাজার দিরহাম লাভ হয়ে যেতো।[৯৩৫]

নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয়কারীর জন্য দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যারা ক্রয়-বিক্রয়ে বিনয় নম্রতার অবলম্বন করে তাদের জন্য দু'আ করেছেন।

• জাবির ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.

আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে বিনয় নম্র আচরণ করে। যখন সে ক্রয় করে। যখন সে বিক্রয় করে এবং যখন সে পাওনা আদায়ের তাগাদা করে।[৯৩৬]

---

৯৩৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৮৮৭৩। সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩৬৪২

শিক্ষা :

- এ হাদিসে লেন-দেনে নম্রতা অবলম্বনের, উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের এবং কঠোরতা বর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
- পাওনা আদায়ের তাগাদার ক্ষেত্রে কঠোরতা ও চাপ প্রয়োগ না করে সহজতার পথ অবলম্বন করা ও পাওনাদারকে মাফ করে দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহর ভালবাসার সুসংবাদ প্রদান

লেন-দেন, কেনা-বেচায় যারা নম্রতা অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার সুসংবাদ দিয়েছেন।

• আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ.

ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন।[৯৩৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এ সুসংবাদও দিয়েছেন যে, এ নম্রতা জান্নাতের প্রবেশের একটি উপায়।

• উসমান বিন আফ্ফান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি সহজতা প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৯৩৮]

দানকারীদের জন্য দু'আ

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে তাদের জন্য দু'আ করেছেন।

---

৯৩৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২০৭৬।
৯৩৭. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১৩১৯।
৯৩৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ২২০২।

• **আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু আবু আওফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী ﷺ-এর নিকট নিজেদের সদকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ্! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একদা আমার পিতা সদকা নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আবু আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।[৯৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দু'আটি ছিল মূলত আল কুরআনুল কারিমের এ আয়াতেরই বাস্তবায়ন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার -এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।[৯৪০]

এর মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারীর জন্য যাকাত গ্রহণকারীর দু'আ করা মুস্তাহাবের দলিল গ্রহণ করেছেন।[৯৪১]

অহংকারীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা

ধনী ও স্বচ্ছলদের মধ্যে যারা অহংকার ও বড়াই করে তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

• **আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সিজান (এক প্রকার মাছ) রং-এর জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ -এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহিকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে।

---

৯৩৯. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৯৭।
৯৪০. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৭/১৮৫।
৯৪১. ফাতহুল বারি-৩/৩৬২।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগের সাথে দাঁড়িয়ে তার জুব্বার হাতা ধরে টান দিলেন এবং বলেন, আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোশাক পরিহিত দেখছি না? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে পড়লেন।

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর নবী নূহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় নিষেধ করছি।

আর আমি তোমাদেরকে বারণ করছি শিরক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে।

আমি তোমাদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, সব আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা রয়েছে তা যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" তোলা হয়, তবে সেই তাওহিদের পাল্লাই ভারী হবে।

সাত আসমান ও সাত জমিন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, আর তার উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" রাখা হয়, তবে তা চুরমার করে দিবে।

আমি তোমাদেরকে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহি' বেশি বেশি পড়ার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর নামায এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে।[৯৪২]

• **কা'ব বিন সূর ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাঈদ বিন আইমান ﷺ বর্ণনা করেন-** একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের সামনে আলোচনা করছিলেন। ইত্যবসরে এক দরিদ্র ব্যক্তি মজলিশে প্রবেশ করে এক ধনী ব্যক্তির পাশে বসল। তখন ওই ধনী ব্যক্তি যেন তার কাপড় গুটিয়ে নিল।

এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি কি এমন আশংকা করছো যে, তোমার স্বচ্ছলতা তার মধ্যে চলে যাবে আর তার দরিদ্রতা তোমার মধ্যে চলে আসবে?

ধনী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন স্বচ্ছলতা নিকৃষ্ট?

নবীজি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তোমার স্বচ্ছলতা তোমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে আর তার দারিদ্র তাকে জান্নাতের দিকে আহবান করছে।

---

৯৪২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৭০৬১।

লোকটি বলল, তবে কোন বিষয় আমাকে তা থেকে মুক্তি দিবে?

নবীজি ﷺ বললেন, তাকে সান্তনা দাও।

লোকটি বলল, আমি অবশ্যই করব।

তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, এতে তো তার কোন লাভ হবে না।

নবীজি ﷺ বললেন, তবে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার ভাইয়ের জন্য দু'আ কর।[৯৪৩]

যাকাত অনাদায়কারীর প্রতি ক্রোধ

ধনী ও স্বচ্ছলদের মধ্যে যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের প্রতিও রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

• **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইব্‌নু জামিল, খালিদ ইব্‌নু ওয়ালিদ ও আব্বাস ইব্‌নু আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে।

নবী ﷺ বললেন, ইব্‌নু জামিলের যাকাত না দেয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর আব্বাস ইব্‌নু আব্দুল মুত্তালিব رضي الله عنه-এর যাকাত ও সমপরিমান মালের দায়িত্ব আমার উপর।

এরপর বললেন, হে ওমর! তুমি কি বুঝনা যে, চাচা পিতার মতই।[৯৪৪]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, **আব্বাস ইব্‌নু আব্দুল মুত্তালিব رضي الله عنه-এর যাকাত ও সমপরিমান মালের দায়িত্ব আমার উপর**-এর অর্থ হল, আমি তার দু'বছরের যাকাত আদায় করে দিয়েছি। আর যারা সময়ের পূর্বে যাকাত আদায় করাকে বৈধ মনে করেন না, তারা বলেন, এর অর্থ হল, আমি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিব।

---

৯৪৩. ইমাম আহমদ, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা-৩৮।

৯৪৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৬৮। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৯৮৩।

আবু উবায়দ প্রমুখ বলেন, এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস رضي الله عنه-এর যাকাত তার স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন।
তবে বিশুদ্ধ মত হল, এর অর্থ হল, আমি তা পূর্বে আদায় করে দিয়েছি। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে। নবীজি ﷺ বলেছেন, আমরা পূর্বেই তার দু'বছরের যাকাত আদায় করে দিয়েছি।[৯৪৫]

স্বচ্ছলতার ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচ্ছলতার ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

• **আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-**

নবী (ﷺ) বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাছি অলসতা, অতিশয় বার্ধক্য, গুনাহ্ আর ঋণ থেকে, আর কবরের ফিত্না এবং কবরের শাস্তি হতে। আর জাহান্নামের ফিত্না এবং এর শাস্তি থেকে, আর ধনশালী হবার পরীক্ষার খারাপ পরিণতি থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি মসিহ দাজ্জালের ফিত্না হতে। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ-এর দাগগুলো থেকে আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহে ময়লা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার

৯৪৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৭/৫৭।

ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।[৯৪৬]

ইমাম নববি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক স্বচ্ছলতা ও দারিদ্রের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ হল, স্বচ্ছলতা ও দরিদ্রতা এমন দু'টি অবস্থা যাতে ধৈর্যহীনতা, অসন্তুষ্টি এবং হারামে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ধনাঢ্যতার ক্ষেত্রে অহংকার ও কৃপণতার আশংকা রয়েছে। অনুরূপ অপচয়, অন্যায় ও বড়াইয়ে খরচ করার আশংকা রয়েছে।

অলসতা হল, কল্যাণকর কাজে অনুপ্রাণিত না হওয়া। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কল্যাণকর কাজে অংশ গ্রহণ না করা।

ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদয়ের দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন সম্পদের দরিদ্রতা থেকে নয়।

কাযি ইয়াজ বলেন, হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পদের দারিদ্র থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন। উদ্দেশ্য হল, সম্পদ না হওয়ার দরুন ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা এবং অস্বচ্ছলতার প্রতি মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশের সম্ভাবনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া, এটা মূলত দীনেরই একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ যখন ঋণগ্রস্থ হয়, তখন কথায় কথায় মিথ্যা বলে। ওয়াদা করে তার খেলাফ করে। কখনও ঋণগ্রহীতা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে; বরং ঋণদাতাকে দিব দিচ্ছি বলে আশায় আশায় রাখে। ঋণ মানুষের দিলকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনেক ঋণ পরিশোধের আগেই মৃত্যুর বিছানায় শায়িত হয়। ফলে ঋণের বোঝা নিয়েই কবরের বিছানায় শায়িত হয়।[৯৪৭]

প্রকৃত স্বচ্ছলতা আত্মার স্বচ্ছলতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সম্পদের স্বচ্ছলতা প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়; বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হল আত্মার ধনাঢ্যতা।

---

৯৪৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬৩৬৮
৯৪৭. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৭/২৮

• আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-

নবী ﷺ বলেছেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

ধনের আধিক্য হলে ধনী হয় না, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী।[৯৪৮]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, হাদিসের অর্থ হল, প্রশংসিত স্বচ্ছলতা হল আত্মার স্বচ্ছলতা ও পরিতৃপ্তি এবং নির্লোভিতা। পক্ষান্তরে সম্পদের আধিক্যের সাথে সাথে যদি আরো বৃদ্ধির লোভ থাকে তবে এটি স্বচ্ছলতা নয়। কারণ, যিনি আছে সম্পদ নিয়ে তুষ্ট নয় বরং তার অবস্থা হলো 'আরো চাই' 'আরো চাই', তিনি মূলত তার সম্পদ নিয়ে স্বচ্ছল নন।[৯৪৯]

ইবনু বাত্তাল ﷺ বলেন, হাদিসের মর্ম হল, সম্পদের আধিক্যের অর্থ স্বচ্ছলতা নয়। কারণ, বহু মানুষ এমন রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদের আধিক্য দিয়েছেন কিন্তু সে তা নিয়ে তুষ্ট নয়। বরং সে আরো কাড়ি কাড়ি সম্পদ জমা করার জন্য পেরেশান। উৎসের কোন বালাই নেই। কোথা থেকে সম্পদ আহরণ হল, এ নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। তার শুধু সম্পদ চাই, সম্পদ আর সম্পদই তার একান্ত কামনা। প্রকৃত অর্থেই এ ব্যক্তি দরিদ্র ও অস্বচ্ছল তার এই সীমাহীন অর্থলিপ্সার কারণে।

পক্ষান্তরে প্রকৃত স্বচ্ছলতা হল অন্তরের স্বচ্ছলতা। আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সে ওই সম্পদ নিয়ে তুষ্ট ও সন্তুষ্ট, নেই কোন অর্থলোলুপতা কিংবা আরো বৃদ্ধি করার সুতীব্র বাসনা, সে-ই প্রকৃত ধনী।

• আবু জর গিফারী ﷺ বর্ণনা করেন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু জর! তুমি কি মনে কর যে, সম্পদের আধিক্যই প্রকৃত ধনাঢ্যতা?

আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজি ﷺ বললেন, তুমি কি মনে কর, সম্পদ-স্বল্পতাই প্রকৃত দরিদ্রতা?

আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজি ﷺ বললেন, প্রকৃত স্বচ্ছলতা হল আত্মার স্বচ্ছলতা, আর প্রকৃত দরিদ্রতা হল আত্মার দরিদ্রতা।[৯৫০]

---

৯৪৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬৪৪৬। সহিহ মুসিলম, হাদিস নং : ১০৫১।
৯৪৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৭/১৪০।
৯৫০. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৬৮৫।

তাকওয়াই হোক স্বচ্ছলতার মোড়ক

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। বলেছেন, স্বচ্ছলতার সাথে তাকওয়া থাকা অপরিহার্য।

• আব্দুল্লাহ বিন খুবায়ব তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন-

তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর মাথায় পানির চিহ্নসহ উপস্থিত হলেন।

আমাদের কেউ তাকে বলল, আপনাকে আমরা আজ খুব প্রফুল্ল দেখছি।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ্।

অতঃপর মজলিসের লোকজন ধন-সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাকওয়ার অধিকারী (খোদাভীরু) লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর খোদাভীরু লোকদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।[৯৫১]

সুতরাং খোদাভীতি ছাড়া অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের হাতিয়ার। কারণ, যদি খোদাভীতি না থাকে তবে উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন কোন বাছবিচার করবে না, তেমনি খরচের বেলায়ও পাত্র-অপাত্রের হিসাব করবে না। যেখান থেকে পার কামাই কর, আর যেখানে খুশি খরচ কর। পক্ষান্তরে এ সম্পদ যদি তাকওয়াবানের হাতে আসে, তবে এর অনিষ্ট দূরীভূত হয়ে সেখানে ইষ্ট ও কল্যাণের সমাহার ঘটবে।

খোদাভীরু লোকদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম- কারণ শরীরের সুস্থতা তাকে ইবাদাত আদায়ে সহায়তা প্রদান করে। সুতরাং সুস্থতা হল এমন এক সম্পদ যা মানুষকে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে অসুস্থতা হল এমন অক্ষমতা যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুস্থজীবন স্বচ্ছলতাপূর্ণ অসুস্থ জীবনের চেয়ে উত্তম। অক্ষম ব্যক্তি মৃতের ন্যায়।

মনের প্রফুল্লতাও নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত- অর্থাৎ মনের এমন প্রফুল্লতা যা তাকে শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। ধৈর্য ধারণে অনুপ্রাণিত করে। ফলে স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয়টিই তার কাছে আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

৯৫১. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ২১৪১।

কবিতা :

هذَا المَالِ دُنْيَانَا تَسِيْرُ + تَدُوْرُ بِه، وتَفْتَتِحُ الأمُوْرُ.

এ সম্পদ দিয়েই আমাদের পৃথিবী চলে। এ সম্পদ দিয়েই সব বিষয়ের দুয়ার খুলে।

فَحَاوِلْ فِيْ مَنَاكِبِهَا اتِّجَارًا+ وَحَصِّلْهُ، فأنْتَ بِه جَدِيْرُ.

সুতরাং দুনিয়ার কাধে চড়েই ব্যবসার মাধ্যমে তা অর্জন কর। তুমি তা অর্জনের যোগ্য ব্যক্তি।

وَمَا صَلُحَ الغِنَى إلَّا بِالتَقْوى + وَلا مَحَقَ الْغنى إلَّا الْفُجُوْرُ.

তাকওয়া ছাড়া স্বচ্ছলতা উপকারে আসে না। পাপাচার ছাড়া ধনাঢ্যতা বিলুপ্ত হয় না।

وَيَعْرِفُ فَضْلَ أهْلِ الْفَضْلِ مِنْهُمْ + رَسُوْلُ اللهِ، فَهُوَ بِهِمْ بَصِيْرُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মানীত ব্যক্তিদের সম্মান বুঝতেন। তিনিই তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

يَزُوْرُهُمْ، وَيَأكُلُ مِنْ قِرَاهُمْ + وَيَرْعَاهُمْ، ومَرْضَاهُمْ يَزُوْرُ.

তাদেরকে দেখতে যেতেন। তাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করতেন। তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাদের অসুস্থদের শুশ্রুষা করতেন।

يُذَكِّرُهُمْ بِتَوْصِيَةٍ، وَبَذْلٍ + وَثُلُثُ الْمَالِ إنْ يَبْذُلْ كَثِيْرُ.

তাদেরকে উপদেশ দিতেন। খরচ করার কথা বলতেন। এক তৃতীয়াংশও যদি খরচ করে তবুও তা অনেক।

فإنْ تَبْذُلْ جَمِيْعَ الْمَالِ تَنْدَمْ + وَأنْتَ عَلَيْهِ مُنْكَسِرٌ حَسِيْرُ.

ভগ্ন হৃদয় ও বিষণ্ন মনে তুমি যদি সমুদয় সম্পদ দান করে দাও, তবে লজ্জিত হবে।

وَيَأْمُرُهُمْ إذَا أعْطَوْا بَنِيْهِمْ + بِمِيْزَانِ العَدَالَةِ لَا يَجُوْرُ.

তারা যখন সন্তানদেরকে দান করতো, তখন তাদেরকে ইনসাফ করার ও যুলুম না করার নির্দেশ দিতেন।

فَظُلْمُ الأَقْرَبِيْنَ أَمَرُّ طُعْمًا + وَظُلْمُ النَّاسِ مُمْقُوْتٌ مَرِيْرُ.

নিকটাত্মীয়দের প্রতি জুলুমের স্বাদ সবচেয়ে তিক্ত। অন্য মানুষের প্রতি জুলুম ঘৃণিত ও তিক্ত।

وَأَظْهِرْ نِعَمَ الرَّحْمٰنِ شُكْرًا + فَكَاتِمُهَا لِنِعْمَتِهِ كَفُوْرُ.

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রহমানের দানের প্রকাশ ঘটাও। তার নিয়ামত গোপন কারী কৃতঘ্ন।

وَتَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَرْبَحْ + مَعَ اللهِ التِّجَارَةُ لَا تَبُوْرُ.

আল্লাহর রাহে ব্যবসা কর, লাভবান হবে। আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কখনও লোকসান হয় না।

وَيَنْصَحُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نُصْحًا + إِذَا هُوَ فِيْ مُتَاجِرِهِمْ يَسِيْرُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নসিহত করতেন, যখন তিনি তাদের বাজারে গমন করতেন।

بِإِبْدَاءِ الْعُيُوْبِ بِغَيْرِ غَشٍّ + وفِيْهِ عَلَيْهِمْ اشْتَدَّ النَّكِيْرُ.

কোনরূপ প্রতারণা ছাড়াই যাতে তারা পণ্যের খোট বলে দেয়। এ বিষয়ে তিনি তাদের প্রতি জোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।

وَإِنْ يُوْصِلْ بِمَعْرُوْفٍ يُكَافِئ + كَذالِكَ يَفْعَلُ البَرُّ الشَّكُوْرُ.

কেউ যদি তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতো তবে তিনি তার প্রতিদান দিয়ে দিতেন। নেক ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ এমনই হয়ে থাকে।

وَلَيْسَتْ كَثْرَةُ الأَمْوَالِ تُغْنِيْ + وَلٰكِنْ فِيْ غِنَى النَّفْسِ السُّرُوْرُ.

সম্পদের আধিক্যের অর্থ স্বচ্ছলতা নয়, বরং আত্মার স্বচ্ছলতার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।

وَتَقْوَى اللهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا + تَقُوْدُهُمْ، وَدَرْبُهُمْ تُنِيْرُ.

আখেরাতের পাথেয় হিসেবে তাকওয়াই উত্তম। যা তাদেরকে পরিচালিত করে, তাদের পথকে আলোকিত করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ ذَوِي الْهَيْئَات

নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আচরণ ও শিষ্টাচারের উপমা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সাথেই প্রদর্শিত হয়েছে। মুসলিম, অমুসলিম শাসক ও শাসিত সকলের মাঝে তিনি ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম নিকট সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাদের সাথে আচার-আচরণে, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার অবস্থা অনুযায়ী মর্যাদা দিতেন। প্রত্যেকের অধিকার সমভাবে আদায় করতেন। সমাজের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গকে তার সামাজিক অবস্থান থেকে খাটো করতেন না। বরং সমাজে ও আপন কওমের মাঝে তাদের অবস্থানের মূল্যায়ন করতেন। সাহাবিদেরকেও তাদের সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিতেন।

ইমাম মুসলিম رحمه الله হাদিসের বর্ণনাকারীদের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, "সমাজের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদাকে খাটো করে দেখা হবে না। মর্যাদাহীন ও মূর্খদেরকে তাদের উপর সম্মান দেয়া হবে না। বরং প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়া হবে। প্রত্যেককে তার শান অনুযায়ী মর্যাদা দেয়া হবে। আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে।[৯৫২]

---

৯৫২. সহিহ মুসলিমের ভূমিকা : ১/২।

পদমর্যাদা অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পদমর্যাদা ও তাদের কওমের মাঝে তাদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় তাদেরকে মূল্যায়ন করতেন। আবু সুফিয়ান رضي الله عنه ছিলেন কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। কুরাইশের অন্যান্য নেতৃবর্গের ইন্তেকালের পর তিনি কুরাইশের নেতার স্থানে বরিত হলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি ছিলেন কুরাইশ বাহিনীর প্রধান। এরপর তিনি যখন ঈমান আনলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতহে মক্কার দিন তার এই নেতৃত্বের বিষয়টিকে সবিশেষ স্মরণ করলেন।

- **ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

মক্কা বিজয়ের দিন আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব رضي الله عنه আবু সুফিয়ান ইবনু হারবকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট আসলেন। মাররুয-যাহরান নামক জায়গাতে পৌঁছে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন।

আব্বাস رضي الله عنه তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান এমন ব্যক্তি, যে নেতৃত্বের গৌরব পছন্দ করে। যদি আপনি তাঁর জন্য কিছু করতেন! নবীজি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আজকে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে কেউ আশ্রয় নিলে সে নিরাপত্তা পাবে এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ থাকবে।[৯৫৩]

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বর্ণিত -**

..........এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন। তখন আনসারগণ তথায় উপনীত হয়ে সাফা পাহাড় ঘিরে ফেললো।
ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
কুরাইশদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আজ থেকে আর কোন কুরাইশের অস্তিত্ব থাকবে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। যে অস্ত্র ফেলে দিবে সেও নিরাপদ এবং যে স্বীয় গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপত্তা পাবে।[৯৫৪]

---

৯৫৩. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩০২১।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, এতে আবু সুফিয়ান رضي الله عنه-এর মনোরঞ্জন করা হয়েছে এবং তার মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে।[৯৫৫]

• আয়েয ইবনু আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

আবু সুফিয়ান رضي الله عنه একদল লোকের সঙ্গে সালমান ফারসি رضي الله عنه, সুহায়ব رضي الله عنه ও বিলাল رضي الله عنه-এর নিকট আসলেন।[৯৫৬] তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর তলোয়ারসমূহ আল্লাহর শত্রুদের ঘাড়ে ঠিকসময়ে তার লক্ষ্যস্থলে এসে পড়েনি।

আবু বকর رضي الله عنه তখন বললেন, তোমরা কি একজন বয়োবৃদ্ধ কুরাইশ নেতাকে এরূপ কথা বলছে?

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম নিকট এসে তাকেঁ ব্যাপারটি জানালেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, হে আবু বকর! তুমি মনে হয় তাদের অসন্তুষ্ট করেছো। তুমি যদি তাদের অসন্তুষ্ট করে থাক তবে তুমি তোমার প্রতিপালককেই অসন্তুষ্ট করলে।

তারপর আবু বকর رضي الله عنه তাঁদের নিকট এসে বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি, তাই না? তারা বললেন না, হে আমাদের ভাই! আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।[৯৫৭]

একজন কুরাইশ নেতার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর رضي الله عنه-কে নিষেধ করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার সাথী-সঙ্গীদেরকে রাগান্বিত করতে নিষেধ করেছেন।

খাযরাজ নেতা সা'দ বিন মুআজ رضي الله عنه যখন বনী কুরাইযার ফায়সালার জন্য দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সা'দ رضي الله عنه-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

---

৯৫৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৮০।
৯৫৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/১২৭।
৯৫৬. এ আগমনটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পর চুক্তি চলাকালীন সময়ে, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।
৯৫৭. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৫০৪।

• **আবু সা'ঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

বানু কুরাইযার অবরুদ্ধ লোকেরা সা'দ ইবনু মু'আয رضي الله عنه-এর নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ رضي الله عنه-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার উপর আরোহন করে আসলেন।

যখন তিনি মসজিদের কাছাকাছি আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের বললেন তোমরা তোমাদের নেতার অথবা বললেন, উত্তম ব্যক্তির দিকে উঠে যাও। তখন তারা তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানালো।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম পাশে এসে বসলেন।[৯৫৮]

ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, এতে সম্মানীত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয় বিধৃত হয়েছে।

এ দাঁড়ানো নিষেধ নয়। কারণ দাঁড়ানো তিন প্রকার।

১. **কাউকে সম্মান জানানোর জন্য উঠে যাওয়া :** যাকে সম্মান জানানো হয়েছে তিনি যদি প্রকৃত অর্থেই সম্মানের পাত্র হন তবে তাকে উঠে এভাবে সম্মান জানানো সুন্নাত। যেমন, কারো গৃহে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করলেন, দুনিয়ার অর্থ-কড়ি, কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে, অথবা জ্ঞান ও গরিমায় তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে উঠে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা সুন্নত। প্রমাণ হিসেবে আনসারদের প্রতি হযরত সা'দ رضي الله عنه-এর জন্য উঠে সম্মান প্রদর্শন বিষয়ক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম নির্দেশটি দেখা যেতে পারে। قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ তোমরা তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও। কারণ এটা সম্মানীত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। আর সম্মানীলোকের মান দেয়া ভদ্রতা ও শিষ্টাচার।

২. **কারো উপরে দাঁড়ানো :** এটি নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় তারা যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন।

---

৯৫৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩০৪৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৬৮

- **জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামায আদায় করলাম। তিনি বসে বসে নামায আদায় করছিলেন। আবু বকর ﵁ লোকদেরকে তার তাকবির জোরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে খেয়াল করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাদের ইশারা করলেন। সে জন্য আমরা বসে গেলাম। আমরা তাঁর সাথে বসে নামায আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন, তোমরা পারস্য ও রোমের (সাম্রাজ্যের) লোকদের মতোই করতে যাচ্ছিলে। তাদের বাদশাহ বসে থাকে আর তারা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা কখনো এমন করো না। সব সময় তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করবে। যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি বসে নামায আদায় করে তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।[৯৫৯]

৩. **কারো জন্য দাঁড়ানো :** কেউ আপনার গৃহে প্রবেশ করলেন, আর আপনি তার সম্মানে দাঁড়ালেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে না দাঁড়ানোই উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আদর্শ ছিল, তার সম্মানে সাহাবায়ে কেরামের দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে প্রবেশ করলে তারা তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ। মজলিশের শেষ মাথায় তিনি বসে পড়তেন।[৯৬০]

নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করতে আগ্রহী ছিলেন। সমাজের এ সকল নেতৃস্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা করতেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে সমাজের আরো অসংখ্য মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম হয়ে যাওয়ার আশায়। তাই দাওয়াতের খাতিরে তাদের বিশেষ মূল্যায়ন করতেন।

---

৯৫৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৮১৪।
৯৬০. লিকাউল বাবিল মাফতূহ, ইবনু উসাইমিন : ২৫/৫৯ [সংক্ষেপিত]

কুরাইশ নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরাকে ইসলামের দাওয়াত

কুরাইশ নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরার ইসলাম গ্রহণের আশায় তাকে বিশেষভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

এ ওলিদ বিন মুগিরাকে ইসলামের প্রতি আহবান করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম رضي الله عنه-এর প্রতি ভ্রুকুঞ্চন করেছিলেন। উম্মু মাকতুমের পরিবর্তে ওলিদের প্রতি মনোযোগী ছিলেন।

- **আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, "আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা" সূরাটি অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম رضي الله عنه প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দ্বীনের সঠিক পথ বলে দিন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে মুশরিকদের এক নেতৃস্থানীয় লোক হাযির ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এড়িয়ে চলেন এবং উক্ত নেতার প্রতি মনোযোগ দেন। ইবনু উম্মে মাকতুম رضي الله عنه বলেন, আপনি কি মনে করেন- আমি যা বলছি তা মন্দ?

তিনি বললেন, না। এ প্রসঙ্গে সূরাটি অবতীর্ণ হয়।[৯৬১]

ওমর رضي الله عنه-এর ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশা

মানুষের হেদায়াতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ তীব্র বাসনার পরিচয় আমরা নবীজির এ দু'আ থেকেও পেতে পারি। বিশেষভাবে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের কতটা প্রত্যাশী ছিলেন তা এই দু'আয় ফুটে উঠেছে।

- **ইবনু ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

"হে আল্লাহ! আবু জাহ্ল কিংবা ওমর ইবনুল খাত্তাব, এই দু'জনের মাঝে তোমার নিকট যে বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে তুমি ইসলামকে মজবুত কর ও মর্যাদা দান কর"।

---

৯৬১. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৩৩১।

ইবনু ওমর رضي الله عنه বলেন, ঐ দু'জনের মাঝে ওমর رضي الله عنه-ই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হিসেবে আবির্ভূত হন।[৯৬২]

• **আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দু'আ করলেন-

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً.

হে আল্লাহ বিশেষভাবে ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সুসংহত করুন।[৯৬৩]

উভয় হাদিসে কোন দ্বৈত্যতা নেই। আলাবনি رحمه الله বলেন, কোন বিরোধ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিকে উভয়ের যে কোন একজনের মাধ্যমে ইসলামকে সুসংহত করার দুআ করতেন। এরপর যখন আবু জাহেলের মধ্যে চরম পর্যায়ের বিরোধিতা ও শত্রুতা দেখতে পেলেন, তখন বিশেষভাবে ওমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তায়ালা ওমর رضي الله عنه -এর ব্যাপারে তাঁর দুআ কবুল করেছেন। ওমর رضي الله عنه-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন। যেমনটি ওমর رضي الله عنه-এর সিরাত আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও আবুদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাও দিয়েছেন। তিনি বলেন- مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ওমর رضي الله عنه যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহন করলেন ঐ দিন হতে আমরা সর্বদা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছি।[৯৬৪]

তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওয়াত

আবু তালিবের ইন্তেকালের পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম উপর কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি তায়েফ গমন করলেন।

---

৯৬২. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬৮১।

৯৬৩. সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৬৮৮২। ইমাম হাকেম (৪৪৮৫) সহিহ বলেছেন। ইমাম যাহাবি একমত পোষণ করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারিতে : ৭/৪৮ উল্লেখ করেছেন।

৯৬৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৮৬৩।



আশা করেছিলেন তায়েফবাসী তাঁকে আশ্রয় দিবে। কুরাইশদের নির্যাতন থেকে তাঁকে আগলে রাখবে। কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করবে। যাতে তিনি তাঁর রবের রেসালাত পৌঁছে দিতে পারেন।

এ আশায় তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের মাঝে এমন কাউকে খুঁজে পেলেন না, যে তাঁকে আশ্রয় দিবে। একটু নিরাপত্তা দিবে। বরং তারা তার প্রতি নির্মম নির্যাতন চালাল। এতদিন কুরাইশরা যে নির্যাতন করেনি তায়েফবাসী তাও করে দেখালো। নির্যাতনের ভয়াবহতায় তারা কুরাইশদেরকে ছাড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে দশদিন অবস্থান করলেন। এ দশদিনে তায়েফের এমন কোন নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল না যাদের সাথে নবীজি ﷺ কথা বলেন নি।[৯৬৫]

কারণ যদি সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সমাজের অন্যান্য মানুষও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে নিবে।

তুফাইল বিন আমর আদ দাওসিকে ইসলামের দাওয়াত

মুহাম্মদ বিন ইসহাক رحمه الله বর্ণনা করেন, তুফাইল বিন আমর আদ দাওসি رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় এলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। কুরাইশের কিছু লোক তার নিকট এগিয়ে এল। -তুফাইল বিন আমর দাওসি رضي الله عنه ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্বভাব কবি।

তারা বলল, হে তুফাইল! তুমি আমাদের দেশে এসেছো, এই যে আমাদের মাঝে একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, তার বিষয়টি আমাদের কাছে চরম অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত। তিনি আমাদের দলের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সব বিষয় লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন। তার কথাগুলো যাদুর মত কাজ করে। পিতা-পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিভেদ বাধিয়ে দিচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল তৈরী করে দিচ্ছে। আমরা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত। আমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা যেন তোমাদেরকে আক্রান্ত না করে। তাই তুমি ভুলেও তার সাথে কথা বলবে না। তার কথাও শুনবে না।

---

৯৬৫. যাদুল মাআদ : ৩/২৮।



তুফাইল ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে এ পরিমাণ বোঝালো যে, আমি সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলাম যে, আমি তাঁর কোন কথাই শুনবো না, তাঁর সাথে কথাটি পর্যন্ত বলবো না। তাই পরবর্তী দিন আমি যখন মসজিদে গমন করলাম কানের মধ্যে তুলা পুরে দিয়ে গমন করলাম। এ আশঙ্কায় যে, পাছে তার কোন কথা আমার কানে এসে পড়ে! অথচ আমি তার কোন কথাই শুনতে চাই না।

তিনি বলেন, আমি মসজিদে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। আমি তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। আর আমার আল্লাহও চাইলেন আমি যেন তার কথা শুনতে পাই।

আমি কিছু সুন্দর কথা শুনতে পেলাম। তখন মনে মনে বললাম, আমার মা সন্তান হারা হোক! আরে আমি তো একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান কবি। কোনটি মন্দ আর কোনটি সুন্দর তাতো আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। তবে এ লোকটির কথা শুনতে অসুবিধা কোথায়? আমি কেনই বা তাঁর কথা শুনছি না? তিনি যদি সত্য সুন্দর কথা বলেন, তবে গ্রহণ করে নিব। আর যদি এর ব্যতিক্রম কিছু হয়, তবে ছুড়ে ফেলে দিব।

আমি সেখানে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। আমি তাঁর পিছুপিছু তাঁর গৃহে উপস্থিত হলাম।

আমি বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আমাকে এটা এটা বলেছে। আল্লাহর শপথ! তারা গতরাতে আমাকে আপনার ব্যাপারে যে পরিমান ভয় দেখিয়েছে এতে আমি আমার কানে তুলা পর্যন্ত ঠেসে দিয়েছি। যাতে আপনার কোন কথা আমার কানে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন আমি যেন আপনার কথা শুনি। তাই আমি শুনলাম এবং সুন্দর কথাই শুনলাম। সুতরাং আপনি আপনার বিষয়টি আমার সামনে পেশ করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন। আল্লাহর কসম! আমি এমন সুন্দর কোন কথা জীবনে শুনিনি। এমন ইনসাফপূর্ণ কোন বিষয় কোনদিন আমার কর্ণগোচর হয়নি।

আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম। সত্যের সাক্ষ্য দিলাম। বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার কওমের একজন মান্যবর ব্যক্তি। আমি তাদের

কাছে ফিরে যাব। তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিব। আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এমন কোন আলামত দিয়ে দেন যা আমার জন্য লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করতে সহায়তা করবে।

তখন নবীজি ﷺ দুআ করলেন, اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيَةً

হে আল্লাহ! তার জন্য একটি নিদর্শন দিয়ে দিন।

আমি আমার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যখন পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলছিলাম আমার সম্প্রদায়ের পানি নিতে আসা লোকজন দেখতে পেল ঠিক তখন আমার দু'চোখের মাঝে বাতির মত একটি নূর প্রকাশ পেল। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ চেহারা ব্যতীত অন্য কোনস্থানে এটি সরিয়ে দিন। আমার আশঙ্কা হয়, তারা এটিকে তাদের ধর্মত্যাগের কারণে আমার চেহারার কোন ক্ষতচিহ্ন মনে না করে বসে!

তখন সেটি আমার চাবুকের মাথায় সরে গেল।

ফলে পানি নিতে আসা লোকেরা সেটি আমার চাবুকের মাথায় ফানুসের মত ঝুলন্ত দেখতে পেল। আমি তখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তাদের দিকে নেমে আসছিলাম। অবশেষে তাদের মাঝে প্রভাত করলাম।

আমি গৃহে পৌঁছার পর আমার পিতা আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি তাকে বললাম, বাবা! আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আমি এখন আপনার কেউ নই, আর আপনিও আমার কেউ নন।

তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! এমন বলছ কেন?

আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ ﷺ আনিত ইসলাম ধর্ম মেনে নিয়েছি।

তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র! তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

আমি তাকে বললাম, তবে যান, গোসল করে আসুন। পবিত্র কাপড় পরিধান করে তবে আসুন। তারপর আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব আমি যা শিখে এসেছি সেসব কিছু।

তিনি গেলেন। গোসল করলেন। পবিত্র কাপড় পরিধান করলেন। এরপর এলেন। আমি তার সামনে ইসলাম পেশ করলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

এরপর আমার স্ত্রী আমার নিকট এল। আমি তাকেও বললাম আমার থেকে দূরে অবস্থান কর। কারণ, আমি তোমার কেউ নই, আর তুমিও এখন আমার কেউ নও।

সে বলল, আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! কেন এমন বলছেন? আমি বললাম, ইসলাম আমার মাঝে তোমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর উত্তম ধর্মের অনুসরণ করেছি।

সে বলল, আপনার দীনই আমার দীন।

তখন আমি তাকে বললাম, তবে যাও, পবিত্র হয়ে এসো।

সে গোসল করল। তারপর আমার কাছে এল। আমি তার নিকট ইসলাম পেশ করলাম। সে ইসলাম কবুল করে নিল।

এরপর আমি দাওস কবিলাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালাম। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করল।

এরপর আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাওস গোত্রে ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করেছে। আপনি তাদের জন্য বদ দুআ করুন।

নবীজি ﷺ তখন এ দু'আ করলেন–

اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا.

হে আল্লাহ্! আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত করুন।

বললেন, তুমি তোমার কবিলার লোকদের কাছে ফিরে যাও, তাদেরকে দাওয়াত দাও। তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দাওস গোত্রের লোকদের মাঝে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধও হয়ে গেছে। এরপর আমি আমার কবিলার যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন খায়বারে অবস্থান করছিলেন। আমি দাওস গোত্রের সত্তর কি আশিটি পরিবার নিয়ে মদিনায় এসেছিলাম।

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খায়বারে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাদেরকে মুসলমানদের সাথে খায়বারের গণিমতে অংশিদার করলেন।

অবশেষে মক্কা বিজয়ের পর একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমর বিন হামামার মূর্তি জুলকাফাইনকে জালিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন।

এরপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

তুফাইল رضي الله عنه জুলকাফাইনের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন আর তাকে লক্ষ্য করে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন-

يَا ذَا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَ

مِيْلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَ

إِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِيْ فُؤَادِكَ.

হে জালকাফাইন, আমি তোমার পূজারী নই।
আমার ধর্ম তোমার ধর্ম থেকে প্রাচীন
আমি তোমার কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিলাম।

এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম তিরোধান পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করলেন।

রাজা-বাদশাহদেরকে ইসলামের দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীর রাজ-রাজাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের অনুগত অন্যান্য লোকরাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। বিষয়টি তাদের জন্য সহজ হবে। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের নিকট দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেছেন। এ সব পত্রে তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

ইবনু হিশাম رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের মধ্যে অনেককে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। তাদের সাথে রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে

পত্রও প্রেরণ করলেন। এ সব পত্রে তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন।

দাহইয়া বিন খালাফ কালবি ﵁-কে পাঠিয়েছেন রোম সম্রাটের নিকট।

আবদুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমি ﵁-কে পারস্য সম্রাটের নিকট।

আমর বিন উমাইয়্যা যামরি ﵁-কে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির নিকট।

হাতেব বিন আবি বালতা ﵁-কে ইস্কান্দারিয়্যাহর বাদশা মুকাওকাসের নিকট।[৯৬৬]

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ান ﵁-এর যে কথপোকথান হয়েছে- সেখানে রয়েছে, হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান ﵁-কে বললো,

তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দু'পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য হতে হবেন, এ কথা ভাবতে পারিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট সহ্য করে নিতাম। আর আমি যদি তাঁর নিকট থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধৌত করে দিতাম। অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সেই পত্রখানি আনার নির্দেশ দিলেন, যা তিনি দিহ্ইয়াতুল কালবি ﵁-কে দিয়ে বসরার শাসকের মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন। তাতে (লেখা) ছিল!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِيكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।

---

৯৬৬. আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৬০৭।

ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে।[৯৬৭]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণে খুশী প্রকাশ

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশী হতেন। তাদের ঈমান আনয়নে আনন্দিত হতেন।

- **ইবনু শিহাব যুহরি রহ. থেকে বর্ণিত-**

হারিস ইবনু হিশামের কন্যা উম্মে হাকিম ইকরিমা ইবনু আবু জাহলের স্ত্রী ছিল। উম্মে হাকিম মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। তার স্বামী ইকরিমা ইবনু আবু জাহল ইসলাম গ্রহণ না করে পলায়ন করে ইয়ামানের দিকে চলে যায়।

উম্মে হাকিম ইয়ামানে গিয়ে তার স্বামীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান।

ইকরিমা ইসলাম কবুল করেন এবং মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে আনন্দে এত দ্রুত উঠলেন যে, তাঁর পবিত্র দেহ তখন চাদরে আবৃত রইল না। অবশেষে ইকরিমার বায়আত গ্রহণ করলেন।[৯৬৮]

বাজি রহ. বলেন, **রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে আনন্দে এত দ্রুত উঠলেন যে, তাঁর পবিত্র দেহ তখন চাদরে আবৃত রইল না**। এটি মূলত মানুষের ইসলাম গ্রহণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম অত্যাধিক আগ্রহের কারণ। বিশেষ করে সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণে নবীজির আনন্দ বেড়ে যেতো। যেমন, ইকরিমা এর মত সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করল, নবীজি ﷺ আনন্দিত হলেন। যেহেতু ইকরিমা ছিল বনি মাখযুমের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।[৯৬৯]

---

৯৬৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৭।

৯৬৮. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং : ১১৫৬।

৯৬৯. আল মুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা : ৩/৩৪৬

আদি বিন হাতিম তাঈ'র ইসলাম গ্রহণ

আদি বিন হাতিম তাঈর ইসলাম গ্রহনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশী হয়েছিলেন। হাতিম তাঈর ইন্তেকালের পর এ আদি বিন হাতিম ছিলেন তার কওম তাঈ -এর সরদার।

- **আদি বিন হাতেম رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার সম্পর্কে শুনতে পেলেন, তখন তাঁর নিকট আরবের কোন মানুষ আমার চেয়ে ঘৃণিত ছিল না।

আর আমি ছিলাম একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারী। গনিমতের এক চতুর্থাংশ দিয়ে আমার জীবিকা চলত। আমি অন্তকরণে একটি ধর্মের ওপর ছিলাম। আমার সম্পদ্রায়ের লোকজন আমার প্রতি যে মান্যতা ও সম্মান প্রদর্শন করতো তাতে আমি ছিলাম তাদের বাদশাহর ন্যায়।

আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে শুনতে পেলাম তখন আমি তাঁকে অপছন্দ করলাম। আমার একজন আরবিয় গোলাম ছিল। সে আমার উট চরাত। আমি তাকে বললাম, আমার জন্য কয়েকটি মোটাতাজা দ্রুতগামী উট প্রস্তুত কর। সেগুলোকে আমার কাছাকাছি রাখ। তুমি যখন এ এলাকায় মুহাম্মদ ﷺ-এর সৈন্য বাহিনীর আগমনের খবর পাবে আমাকে জানাবে।

সে তাই করল। যেমনটি আমি তাকে বলেছি।

একদিন প্রভাতে সে এসে আমাকে বলল, হে আদি! মুহাম্মদের অশ্ববাহিনী যদি তোমার উপর আক্রমন করে তবে তুমি যা করবে, তা এখনই কর। আমি কিছু ঝাণ্ডা দেখতে পেয়েছি। সেগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার পর লোকেরা আমাকে বলেছে, সেগুলো নাকি মুহাম্মদের সৈন্য বাহিনীর ঝাণ্ডা। আমি তখন তাকে বললাম, আমার উটগুলো নিয়ে এসো। সে নিয়ে এল। আমি আমার পরিবার ও সন্তানকে নিয়ে সেগুলোর উপর চেপে বসলাম। এরপর বললাম, আমি শামে আমার ধর্মের ভাইদের সাথে মিলিত হব। হাতেম তাঈর এক মেয়েকে সেখানে রেখে গেলাম। আমি শামে পৌঁছে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করলাম।

আমার চলে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম একটি অর্শ্বদল সেখানে আক্রমন চালালো। অন্যান্যদের সাথে হতেম তাঈর কন্যাকেও তারা বন্দী করল এবং তাঈ গোত্রের বন্দীদের সাথে তাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে পেশ করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে আমার শামে পলায়নের সংবাদ পৌঁছে গেল। হাতেম তাঈ'র কন্যাকে মসজিদের দরজার পাশে একটি তাবুতে রাখা হল। সাধারণত বন্দীদেরকে এখানে রাখা হত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে তাবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে হাতেম তাঈ'র কন্যা তাঁর কাছে গেল। সে ছিল খুবই বাকচতুর নারী। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আগে পিতাকে হারিয়েছি। এখন অভিভাবক হারিয়েছি। আমি একজন বৃদ্ধা নারী। আমার কোন সেবিকাও নেই। আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহও আপনার প্রতি দয়া করবেন।

নবীজি ﷺ বললেন, কে তোমার অভিভাবক?

তিনি বললেন, আদি বিন হাতেম।

নবীজি ﷺ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে যে পলায়ন করেছে সেই?

তিনি বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ওইভাবে রেখে চলে গেলেন। পরদিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে আমি তাকে আগের কথাগুলো বললাম, তিনিও একইরূপ উত্তর দিলেন।

এরপর দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আমি তাঁর থেকে আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তখন তাঁর পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমাকে ইশারায় বলল, দাঁড়াও, তাঁর সাথে কথা বল।

আমি তাঁর দিকে উঠে এলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পিতাকে হারিয়েছি। আজ আমার অভিভাবকও আমার কাছে নেই। আমার প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইতিমধ্যে তা করেছি। বের হতে তাড়াহুড়ো করো না। তোমার সম্প্রদায়ের এমন কোন ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর, যার উপর আস্থা রাখা যায়, যে তোমাকে তোমার দেশ শামে পৌঁছে দিবে। এরপর আমাকে জানাও।

আমি তখন ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম যিনি আমাকে নবীজির সাথে কথা বলার জন্য ইশারা দিয়েছিলেন। জানতে পারলাম, তিনি ছিলেন আলী বিন আবি তালিব رضي الله عنه।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কুযাআহ গোত্রের একদল লোক সেখানে এল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তাঁকে বললাম,

হে আল্লাহর রাসূল! আমার কওমের একটি দল এখানে এসেছে। তাদের মাঝে আমি নিরাপদ, তারা আমাকে পৌঁছে দিবে।

তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু পোশাক দিলেন এবং একটি বাহন দিলেন ও রাহ খরচও দিলেন।

আমি তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে শামে এসে উপনীত হলাম।

আদি رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তখন আমার পরিবারের মাঝে বসা ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সওয়ারীতে আরোহী এক নারী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, হাতেমের মেয়েই হবে! দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক হয়েছে। সে হাতেমের কন্যাই।

আমার সামনে দাঁড়িয়েই সে বলতে শুরু করল, ডাকাত, জালিম, নিজের পরিবার ও সন্তান নিয়ে পালিয়েছিস, আর আপন পিতার উত্তরাধিকারী কন্যাকে রেখে গেছিস।

আমি বললাম, বোন! এভাবে বলো না। আল্লাহর কসম! তোমার কাছে পেশ করার মত কোন ওজর আমার নেই। তুমি যা যা বলছ, এর সবই আমি করেছি।

এরপর সে বাহন থেকে নেমে এলো এবং আমার কাছেই অবস্থান করতে লাগল। আমি তাকে বললাম, সে ছিল খুবই দৃঢ়চেতা নারী, এ লোকটির বিষয়ে তোমার কী মত?

সে বলল, আমার মত হল, যত দ্রুত সম্ভব তাঁর সাথে দেখা কর। তিনি যদি সত্যিকারের নবী হন, তবে যারা আগে আগে তাঁর অনুসরণ করবে, তাদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তিনি যদি কোন রাজা হন, তবে তুমি তার থেকে নিরাপত্তা সনদ নিতে পার। আর নিরাপত্তা সনদ থাকাকালে তুমি অপমানিত হবে না, কারণ তোমার অবস্থা তো এই......।[৯৭০]

আমি বললাম, কথাটি সঠিক। এটি ভেবে দেখার মত রায়।

আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। আমি সালাম দিয়ে প্রবেশ করলাম। তখন লোকেরা বলে উঠল, এই যে আদি বিন হাতেম এসে গেছে!

---

৯৭০. কথাটি তিনি এভাবে এজন্য বলেছেন, যাতে ভাইয়ের মনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে যাওয়ার আগ্রহ তৈরী হয়। কারণ ইতিমধ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

আমি কোনরূপ নিরাপত্তা ও সনদ ছাড়াই এসেছি।

আমি যখন তার কাছে নীত হলাম তিনি আমার হাত ধরলেন। বহু পূর্বে তিনি একবার বলেছিলেন, **আমি আশা করছি তার হাত আমার হাতের মধ্যে থাকবে।**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিয়ে তাঁর গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন।

আল্লাহর শপথ! তিনি যখন আমাকে নিয়ে তার গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন তখন দুর্বল বৃদ্ধা রমণি তাকে দাঁড় করালো এবং তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তার কথা শুনলেন।

আমি তখন মনে মনে বললাম, ইনি বাদশাহ নন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করলেন। গৃহে প্রবেশ করে খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি একটি বালিশ নিলেন এবং আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এর উপর বসো!

আমি বললাম, বরং আপনি এর উপর বসুন!

নবীজি ﷺ বললেন, বরং তুমিই বসো!

আমি তাতে বসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে বসলেন।

আমি তখন মনে মনে বললাম এটা কোন রাজা-বাদশার আচরণ নয়!

তিনি আমাকে বললেন, হে আদি বিন হাতেম! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে।

আমি বললাম, আমি তো একটি দীনের ওপর রয়েছি।

তিনি বললেন, আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার চেয়ে ভালো জানি।

আমি বললাম, আমার ধর্ম সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন!?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এরপর বললেন, হে আদি বিন হাতেম! তমি রাকূসি[৯৭১] ছিলে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার কওমের লোকদের গনিমতের এক চতুর্থাংশের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

---

৯৭১. খ্রীষ্টানদের একটি দল।

তিনি বললেন, তোমার ধর্মে কিন্তু সেটা তোমার জন্য বৈধ নয়।

আমি বললাম, সত্যই, আল্লাহর কসম! একদম সঠিক। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি প্রেরিত রাসূল। আমার ধর্মের যে বিষয় আমি জানি না, সেটি তিনি জানেন।

আদি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল এবং তার কাছে দারিদ্রের অভিযোগ করল। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে রাস্তায় ডাকাতের কবলে পড়ার কথা বলল।

এরপর বললেন, সম্ভবত হে আদি! তুমি এদের যে দারিদ্র ও রিক্ততা দেখতে পাচ্ছ তোমাকে হয়ত এ দীনে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিবে। তবে জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ! অচিরেই তাদের মাঝে সম্পদের এমন প্রাচুর্য হবে যে তা গ্রহণ করার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ তুমি তাদের অনেক শত্রু দেখতে পাচ্ছ, তাদের নিজেদের সংখ্যা কম দেখতে পাচ্ছ, এ বিষয়টি হয়তো তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিতে পারে। তবে শোন! আল্লাহর শপথ করে বলছি! অচিরেই তুমি শুনতে পাবে, যে একজন নারী কাদেসিয়্যা থেকে তার উটনীতে চড়ে এ গৃহ পর্যন্ত সফর করবে, সে কাউকে ভয় পাবে না।

আমি তখন মনে মনে বললাম, তাঈ গোত্রের সন্ত্রাসীরা কোথায়, যারা দেশের পর দেশ উত্তপ্ত করে রাখতো।

তিনি বললেন, তুমি বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাজা ও বাদশাহ দেখতে পেয়েছ, এটিও তোমাকে হয়তো এ ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে। তবে আল্লাহর শপথ! অচিরেই তুমি শুনতে পাবে যে, বাবেলের শ্বেত প্রাসাদগুলো এ লোকগুলোর হাতেই বিজিত হয়েছে।

আদি رضي الله عنه বলেন, আমি তখন ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি দেখতে পেলাম তাঁর চেহারা খুশীতে ভরে উঠল। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমি দেখতে পেলাম তার চেহারা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।[৯৭২]

---

৯৭২. আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৫৮০। ইবনু কাছির رحمه الله বলেন ইবনু ইসহাক এভাবেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। তবে বিভিন্ন সূত্রে আরো যে সব বর্ণনা রয়েছে তাতে বর্ণনাটি শক্তিশালী হয়ে যায়।
ইমাম তাবরানি রহ. কৃত মু'জামুল আওসাত : ৬/৩৫৯ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এর কিছু অংশ রয়েছে মুসনাদে আহমদ-(১৯৪০০)-এ। হাইছামি রহ. মাযমাউয

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সংবর্ধনা প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাদের মূল্যায়ন করতেন। তাদের প্রতি গুরুত্ব ও সংবর্ধনা প্রদান করতেন।

- **মিসওয়ার ইবনু মাখরামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তার পিতা মাখরামা (একদা) তাকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমার কাছে খবর এসেছে যে, নবী ﷺ -এর নিকট কিছু কাবা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করেছেন। চলো, আমরা তাঁর কাছে যাই।

আমরা গেলাম এবং নবী ﷺ -কে তাঁর হুজরায় পেলাম।

আমাকে (আমার পিতা) বললেন, বৎস! নবী ﷺ -কে আমার কাছে ডাক।

আমার নিকট কাজটি অতি কঠিন বলে মনে হল। আমি বললাম : আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডাকবো?

তিনি বললেন, বৎস, তিনি তো কঠোর স্বভাবের লোক নন।

যা হোক, আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগান মিহি রেশমী কাপড়ের কাবা ছিল।

তিনি বললেন, হে মাখরামা! এটা আমি তোমার জন্যে সংরক্ষণ করেছিলাম। এরপর তিনি ওটা তাকে দিয়ে দিলেন।[৯৭৩]

তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগান মিহি রেশমী কাপড়ের কাবা ছিল। এ থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমের কাপড় পরিধান করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী رحمه الله বলেন, হতে পারে এটি রেশম পরিধান নিষেধ সংক্রান্ত বিধানের পূর্বের ঘটনা। অথবা হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যাতে মাখরামা رضي الله عنه দেখতে পান। পরিধানের উদ্দেশ্যে ছিল না।

যাওয়ায়েদ : ৬/৩০৬-এ বলেন, এর রাবিগণ সিকাহ। কেবল আবদুল্লাহ বিন হুবাইশ ব্যতীত। তবে তিনি সিকাহ। আহমদ শাকের এটিকে সহিহ বলেছেন। সুহাইলি رحمه الله বলেন, আদি বিন হাতেম رضي الله عنه-এর ইসলাম গ্রহণের হাদিসটি সহিহ। তবে বিস্ময়কর। আর রাওযুল উনুফ ৭/৪৭৭।

৯৭৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৮৬২।

আমার মতে এ থেকে নবীজি ﷺ সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এটি প্রমাণিত হয় না। বরং হাতে মেলে রাখাই যথেষ্ট। সুতরাং 'তার গায়ে' কথাটির উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকতার মাধ্যমে আংশিক উদ্দেশ্য'। হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে-

«فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ، وهُوَ يُرِيْه مَحَاسِنَه»

তিনি বের হলেন, তখন তার সাথে একটি কাবা ছিল তিনি সেটির সৌন্দর্য প্রদর্শন করছিলেন।[৯৭৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম মাখরামাকে এ কথা বলা যে, এটি তোমার জন্য সংরক্ষণ করেছিলাম' এটি ছিল তার মনোরঞ্জনের জন্য।[৯৭৫]

ইবনু বাত্তাল رحمه الله বলেন, মুদারাত মুমিনদের স্বভাব। মুদারাত হল মানুষের জন্য নিজের বাহু বিছিয়ে দেয়া। কোমল ও নম্র ভাষায় কথা বলা। কথায় রূঢ়তা ও কর্কশতা বর্জন করা। এটি ভালবাসা ও হৃদ্যতার অন্যতম কারণ।[৯৭৬]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম বিনয় ও কোমলতার বিবরণ রয়েছে।[৯৭৭]

নেতৃস্থানীয় লোকদের বক্তব্য শ্রবণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের বক্তব্য শ্রবণ করতেন। তাদের বক্তব্যের সময় চুপ থাকতেন এবং মনযোগের সাথে শ্রবণ করতেন।

- **মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাজি رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

উতবাহ বিন রাবিআহ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের সরদার। একদিন সে কুরাইশদের আড্ডায় বসা ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকি মসজিদে বসা। উতবাহ বলল, হে কুরাইশ বন্ধুরা! আমি কি মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখবো? তাকে কিছু প্রস্তাব দিব? হয়ত এ সকল প্রস্তাবের কোনটি হয়ত তিনি গ্রহণ করে নিতে পারেন। আমরা তাকে তার চাহিদা পুরণ করে দিব। আর তিনি আমাদের নিন্দা করা ছেড়ে দিবেন।

---

৯৭৪. ফাতহুল বারি : ১০/২৭০।
৯৭৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম-৭/১৪৮।
৯৭৬. শরহু সহিহিল বুখারী লি-ইবনি বাত্তাল-৯/৩০৫।
৯৭৭. ফাতহুল বারি-১০/৩১৫।

ঘটনাটি ছিল হামযা ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের পর তারা যখন দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম অনুসারী দিনে দিনে বেড়েই চলছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই, হে আবুল ওয়ালিদ, অবশ্যই যাও, তার সাথে কথা বল।

উতবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে গেল এবং তাঁর পাশে বসল।

বলল, হে ভাতিজা! তুমি আমাদেরই বংশের সন্তান, তুমি তো জান বংশের লোকদের মাঝে তোমার কী সম্মান রয়েছে? বংশগত দিক থেকে তোমার কী মর্যাদা রয়েছে? তুমি তো তোমার বংশের লোকদের সামনে এমন এক বিরাট বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছো, যার ফলে তাদের একতা নষ্ট করছো, তাদের স্বপ্নকে নির্বুদ্ধিতা আখ্যায়িত করছো, তাদের দেব-দেবি ও তাদের ধর্মকে দোষারোপ করছো, তাদের যে সকল পিতৃপুরুষ অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে কাফের বলছো?

আমার কথা শোন, আমি তোমাকে কিছু প্রস্তাব দিচ্ছি। সেগুলো ভেবে দেখ। আশা করছি এ প্রস্তাবের সবগুলো না হলেও কিছু তুমি মেনে নিবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! বল কী বলতে চাও। আমি শুনব।

সে বলল, হে ভাতিজা! তোমার এ সব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ জমা করা হয়, তবে আমরা তোমার জন্য আমাদের সম্পদ থেকে এ পরিমান সম্পদ জমা করব যে, তুমি হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী।

যদি তা দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হয় নেতৃত্ব অর্জন করা, তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিব এবং তোমার হুকুম ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করবো না।

তা তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় রাজত্ব অর্জন করা, তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশা বানিয়ে নিব।

এসব কর্মকাণ্ড তুমি যদি তোমার কাছে গোপনে আগমনকারীর কারণে করে থাকো যাকে তুমি দেখতে পাও কিন্তু তার থেকে নিজেকে বাঁচাতো পারছ না, তবে আমরা তোমার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব, তোমার চিকিৎসার জন্য যত খরচ করতে হয়, তাও আমরা করবো, তবুও আমরা তোমাকে সুস্থ করে তুলব। অনেক সময় অনুগত বক্তি অনুসরণীয় ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে যা থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন।

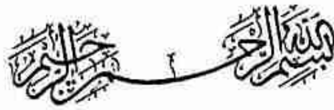
অবশেষে উতবা যখন তার বক্তব্য সমাপ্ত করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা মনযোগসহ শ্রবণ করার পর বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! তোমার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তোমার বক্তব্য শেষ হয়ে থাকলে এবার আমার কথা শোন।

সে বলল, হ্যাঁ আমি শুনবো।

তখন নবীজি ﷺ সূরা ফুসসিলাত তেলাওয়াত শুরু করলেন-



حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُه قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ، بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ، وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَ فِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ، وَّ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ، فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ، قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ.

(১) হা-মিম। (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদের কে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তেলাওয়াত করে শোনাতে থাকলেন।

উতবা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে শুরু করল, তখন নিশ্চুপ হয়ে হাত দুটি পিছনের দিকে দিয়ে সেগুলোর উপর ভর দিয়ে বসে শুনতে থাকল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন।

উতবা তার সাথীদের কাছে ফিরে গেল। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গিয়েছিল সে চেহারা নিয়ে কিন্তু ফিরছে না।

উতবা যখন তাদের কাছে গিয়ে বসল, তখন তারা জিজ্ঞেস করল, হে আবুল ওয়ালিদ কী খবর?

সে বলল, আমি এমন কিছু কথা শুনেছি, আল্লাহর শপথ! ইতঃপূর্বে এমন কথা কখনও শুনিনি। আল্লাহর কসম! এ কথাগুলো কোন কবিতা নয়। নয় কোন যাদুমন্ত্র। নয় গনকদের কোন কথা। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমার কথা শোন! সেগুলো আমার উপর ছেড়ে দাও। এ লোকটি যা করছে তাকে তা করতে দাও। তার পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! তাঁর যে কথাগুলো আমি শুনেছি, অচিরেই তার বিরাট কোন সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। আরবরা যদি তাকে শেষ করে দেয়, তবে অন্যদের মাধ্যমে তোমাদের কাজ সমাধান হল। আর যদি তিনি আরবের উপর বিজয় লাভ করেন, তবে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব। তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান। তোমরা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল হবে।

তারা বলল, হে আবুল ওয়ালিদ! সে তোমাকে তার কথার যাদুতে মোহগ্রস্থ করেছে।

সে বলল, তাঁর ব্যাপারে এটা আমার মত। তবে তোমাদের যা মন চায় তোমরা করতে পার।[৯৭৮]

• আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মসজিদ (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল।

---

৯৭৮. বায়হাকি, দালাইলুন নবুওয়াহ-২/২০৪।

অতঃপর সাহাবিদের লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কোন ব্যক্তি? আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন।

আমরা বললাম, এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি।

অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র!

নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি।

লোকটি বললো, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।'

তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর।

সে বলল, আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?'

তিনি বললেন, আল্লাহ স্বাক্ষী, হ্যাঁ।

সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন?

তিনি বললেন, আল্লাহ স্বাক্ষী, হ্যাঁ।

সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন?'

তিনি বললেন, আল্লাহ স্বাক্ষী, হ্যাঁ।'

সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সাদাকাহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে?

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ স্বাক্ষী, হ্যাঁ।

অতঃপর লোকটি বলল, আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরিয়ত) এনেছেন তার ওপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্‌নু সালাবা, বনি সাআদ ইব্‌নু বক্‌র গোত্রের একজন।'[৯৭৯]

---

৯৭৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৩।

নেতৃস্থানীয় লোকদের অপরাধ মার্জনা করা

সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের থেকে যে সব ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হত রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মার্জনা করে দিতেন। বরং সাহাবিদেরকে তাদের ভুল মার্জনা করে দেয়ারও নির্দেশ দিতেন।

মুসলিম নেতৃস্থানীয় লোকদের থেকে যে সব স্খলন প্রকাশিত হত, তা মাফ করে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। কারণ কথায় আছে,

لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ ، وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفوَةٌ ، ولِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٌ

প্রতিটি অশ্বই হোঁচট খায়। প্রতিটি আলেমইর পদস্খলন আছে। প্রতিটি বীরই আঘাত প্রাপ্ত হয়।

কবি বলেন-

وَمَنْ ذَا الَّذِيْ تَرْضَى سَجَايَاهُ كُلَّهَا + كَفَى الْمَرْءَ نَبْلاً أن تَعُدَّ مَعَايَبُه.

এমন কে আছে যার প্রতিটি আচরণই তোমার পছন্দ হবে?

মানুষের অপমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে তার দোষ-ত্রুটি গণনা করা হল।

সুতরাং নেতৃস্থানীয় লোকদের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া নববি আদর্শ।

- **আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ.

তোমরা উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকদের পদস্খলন (ছোটখাট ত্রুটি) এড়িয়ে যাও, হদের অপরাধ ব্যতীত।[৯৮০]

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, এটা স্পষ্ট যে, তারা নেতৃত্ব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় মানুষের মাঝে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর সমজাতীয় লোকদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় তাকে ভূষিত করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যার দোষ-ত্রুটি গোপন রয়েছে, পক্ষান্তরে তিনি উত্তম আচার আচরণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাকে যদি তার ঘোড়া পিঠ থেকে ফেলে দেয়, কিংবা শয়তান তাকে কোন ভুল পথে চালায়, তবে আমাদের উচিত

৯৮০. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৪৩৭৫।

নয়, সাথে সাথে তা প্রকাশ করে দেয়া, তার শাস্তি তলব করা। বরং তার এ জাতীয় ছোটখাটো পদস্খলন ক্ষমার্হ। যতক্ষনা পদস্খলনটি হদের পর্যায়ে উপনীত হয়। কারণ যে অপরাধের সাজা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা যেমন সম্ভ্রান্ত লোকের উপর প্রযোজ্য তেমনি তা নিম্ন স্তরের লোকের ওপরও প্রযোজ্য।[৯৮১]

হাদিসের মর্ম হল নেতৃস্থানীয় ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ থেকে যদি এমন কোন পদস্খলন হয়ে যায়, যা সাধারণত তার অভ্যাস নয়, তবে তার এই পদস্খলন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমার্হ যতক্ষণ সেটি শরিয়তের হদের পর্যায়ে না যায় এবং কাযির আদালতে বিচার হিসেবে উত্থাপিত না হয়। পক্ষান্তরে যদি কাযির আদালতে বিচার হিসেবে উত্থাপিত হয়, কিংবা শরীয়তের হদের পর্যায়ে চলে যায়, তবে অবশ্যই এর বিচার কার্যকর করা হবে।[৯৮২]

- **আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত-**

সা'দ ইবনু উবাদা আনসারি ﵁ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে লোকটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী যে তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে পায়? সে কি তাকে হত্যা করে ফেলবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না।

সা'দ ﵁ বললেন, নিশ্চয় (সে তাকে হত্যা করবে), সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা শোন; তোমাদের নেতা (সা'দ) কী বলেছেন।[৯৮৩]

- **আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদা ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে ধরবো না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারবে না।

---

৯৮১. বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ৩/৬৬১।
৯৮২. সৌদি স্থায়ী কমিটির ফতোয়া : ২২/৫৬।
৯৮৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪৯৮।

তিনি (সা'দ) বললেন, এমনটি কিছুতেই হতে পারে না, সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমি তার (চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করার) আগেই কাল বিলম্ব না করে তার প্রতি তলোয়ার হানবো।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা শোন, তোমাদের নেতা কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক মর্যাদাবান।[৯৮৪]

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম পক্ষ থেকে সা'দ ؓ-এর প্রতি ওজর প্রকশিত হয়েছে। আর সা'দ ؓ যা বলেছেন তা মূলত তার আত্মমর্যাদার কারণে।[৯৮৫]

মাওয়ারদি প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বলেন, সা'দ ؓ-এর সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমি তার আগেই কাল বিলম্ব না করে তার প্রতি তলোয়ার হানব- এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কথাকে রদ করার জন্য কিংবা তাঁর হুকুমের খেলাফ করার জন্য বলেন নি। বরং তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর পাশে কোন পরপুরুষকে দেখতে পায়, তখন তার যে অবস্থা হবে, তার ক্রোধ যে পরিমান প্রকাশ পাবে সে সম্পর্কে খবর দেয়া। কোন পুরুষই ওই অবস্থায় চুপ থাকবে না; বরং সাথে সাথে তরবারি ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে সে পাপের পরওয়া করবে না।[৯৮৬]

- **আবু দারদা ؓ থেকে বর্ণিত-**

একদা আবু বকর ও ওমর ؓ-এর মাঝে কিছুটা কথা কাটাকাটি হল। এতে আবু বকর ওমর ؓ কে রাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ওমর ؓ রাগান্বিত অবস্থায় সেখান থেকে চলে গেলেন। আবু বকর ؓ ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তার পিছু নিলেন কিন্তু ওমর ؓ ক্ষমা করলেন না। বরং তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তখন আবু বকর ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম দরবারে উপস্থিত হলেন।

---

৯৮৪. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৩৬৫৫।

৯৮৫. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/২১৬৩।

৯৮৬. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১০/১৩১।

তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর رضي الله عنه পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দু' হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল।

নবী ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এই মাত্র কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।

তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং ওমর ইব্‌নু খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি।

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।[৯৮৭]

নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। সাহাবায়ে কেরামকেও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন।

- **জাবের বিন আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ বাজালি رضي الله عنه দেখতে ছিলেন তার কওমের সরদার- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সাথে সাক্ষাত করতে এলেন, তখন তাঁর সামনে তাঁর সাহাবিগণও ছিলেন। লোকেরা তাদের নিজ নিজ স্থানে বসে থাকলো, কেউ তাকে মজলিশে জায়গা করে দিল না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাদরটি তার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, এর উপর বসো।

জারির তখন চাদরটিকে নিজের গলায়, মুখে লাগালেন ও চুমু খেলেন এবং চোখে লাগালেন। বললেন, আল্লাহ্‌ আপনাকে সম্মানীত করুন যেভাবে আপনি আমার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। এরপর চাদরটি নবীজির পিঠের উপর রেখে দিলেন।

---

৯৮৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৬৬১।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন- তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে যদি কোন সম্প্রদায়ের সম্মানীত ব্যক্তি আগমন করে, তবে সে যেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।[৯৮৮]

• আবদুল্লাহ ইবনু ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.»

তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তোমরা তাকে যথাযথ সম্মান করো।[৯৮৯]

নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের এ সকল নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। এমনকি তারা যদি বন্দি হয়েও আসতো, তবুও তাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের আশায় ও তাদের সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার তাগাদায় তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতেন।

• আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, নবী ﷺ একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা বনু হানিফার এক লোককে ধরে আনলেন। কিন্তু তারা জানতেন যে লোকটি কে? অবশেষে তারা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে নিয়ে গেলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা কাকে ধরে এনেছো? এ হল বনু হানিফার ছুমামাহ ইবনু উসাল! তাকে সুন্দরভাবে বেধে রেখো।

তখন তারা তাকে মসজিদে নববির একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পরিবারের কাছে ফিরে এসে বললেন, তোমাদের কাছে যে খাবার আছে তা জমা করে তা তার কাছে পাঠিয়ে দাও। সাথে সাথে তাঁর উটনী দোহন করে সকাল সন্ধ্যা সে উটনীর দুধ তার জন্য পরিবেশনেরও নির্দেশ দিলেন।

---

৯৮৮. মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস নং : ৭৭৯১।
৯৮৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৭১২।

ছুমামাহর আপ্যায়নে কোনরূপ ত্রুটি রাখলেন না।

তখন নবী ﷺ তার কাছে গিয়ে বললেন, ওহে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি তাকে আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি অর্থ সম্পদ পেতে চান তাহলে যতটা ইচ্ছা দাবী করুন।

নবী ﷺ তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল।

নবী ﷺ আবার তাকে বললেন, ওহে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে বলেছিলাম।

তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামাহ! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?

সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি।

নবী ﷺ বললেন, তোমরা ছুমামাহর বন্ধন ছেড়ে দাও।

এবার ছুমামাহ মসজিদে নববির নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে গোসল করল। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।

(তিনি বললেন) হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্‌র কসম! ইতঃপূর্বে আমার কাছে যমিনের ওপর আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সব চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত অন্য কোন দ্বীন ছিল না। এখন আপনার দীনই আমার কাছে সব দ্বীনের চেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে অধিক খারাপ শহর আর কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সব শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি 'ওমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি হুকুম করেন?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং 'ওমরাহ আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

এরপর তিনি যখন মক্কায় আসলেন তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, বেদ্বীন হয়ে গেছ?

তিনি উত্তর প্রদান করলেন না, বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহ্‌র কসম! নবী ﷺ-এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।[৯৯০]

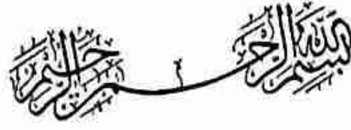
হাদিসের শিক্ষা :

- ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।
- কারো প্রতি অনুগ্রহ তার হৃদয়ের ক্ষোভ দূরে করে দেয় এবং অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে।
- কাফের অবস্থায় যদি কোন ভাল কাজ করার সংকল্প করে, তবে ইসলাম গ্রহনের পর তার জন্য ওই ভাল কাজটি সম্পাদন করার বৈধতা রয়েছে।
- বন্দিদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, তাদের প্রতি কোমল আচরণ করা। যদি এতে ইসলামের কোন কল্যাণ নিহিত থাকে। বিশেষ করে যার ইসলাম গ্রহণের কারণে আরো অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করবে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা।

ছুমামাহ বিন উসাল যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন সে ভালভাবেই ইসলাম গ্রহণ করল। তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের অনেক উপকার সাধন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম ওফাতের পর ইয়ামামাবাসী যখন মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সাথে ইরতিদাদের ফেতনায় জড়িয়ে পড়ল তখন তিনি ইসলামের পক্ষে যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। তিনি ইয়ামামাবাসীকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দিলেন,

৯৯০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৩৭২। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৬৩। এছাড়াও ইবনে হিশামকৃত আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/৬৩৮ থেকেও কিছু কথা যোগ করা হয়েছে।

হে বনু হানিফা! তোমাদের বিবেক গেলো কোথায়! এ বলে তিনি সূরা গাফিরের নিম্নের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন-



حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْم - غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَاب.

হা-মিম। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা।

হে বেঙের বাচ্চা বেঙ! তুই যেভাবে বেঁচে থাকিস, আমরাও কি সেভাবে বাঁচব নাকি? তোর অর্ধেক থাকে পানিতে আর অর্ধেক থাকে ডাঙ্গায়। না তুই পানি নোংরা করতে পারিস, না পানি আটকিয়ে রাখতে পারিস....। অর্ধ পৃথিবী আমাদের অধিকারে রয়েছে। আর অর্ধেক রয়েছে কুরাইশের অধিকারে। তবে কুরাইশ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। এভাবে কথা বলে তিনি মুসায়লায়মাকে ভর্ৎসনা করছিলেন।

তার এই ভাষণের পর তিন হাজার লোক তার অধীনে চলে আসে এবং মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়। এতে মুসলায়মার শক্তি খর্ব হয়।[৯৯১]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান

সমাজের এ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সাথে সাক্ষাত করতে চাইতো তবে তাদেরকে বাধা দিতেন না। বরং তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন।

- **জারির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে তাঁর নিকট প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন।[৯৯২]

৯৯১. আর রওজুল উনুফ : ৪/৪১৮।

আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার বক্ষে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

হে আল্লাহ্! আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করুন।[৯৯৩]

হাদিসের শিক্ষা :

- কোন সম্প্রদায়ের সম্মানীত ব্যক্তির অন্যদের উপর একটি মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে। যেহেতু জারির তার সম্প্রদায়ের সরদার ছিলেন।
- মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা। সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসি দেয়া নববি আদর্শের অন্যতম। এটি অহংকারকে দূর করে এবং ভালবাসা আনয়ন করে।
- এ হাদিসে অশ্বারোহনের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। অশ্বারোহনের বিষয়টিকে সুসংহত করা হয়েছে। বিশেষ করে ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের উচিত অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।
- আলেম ও ইমামের জন্য কাউকে সম্বোধনের সময় তার গায়ে হাত রাখা কিংবা শরীরের কোন অংশে চাপড় দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। এটি বিনয়ের অন্তর্ভূক্ত। এতে মানুষের মন আকর্ষিত হয়।
- এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম দু'আর বরকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি আর কোনদিন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েননি।[৯৯৪]

নেতৃস্থানীয় লোকদের ভালো গুণের প্রশংসা

সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কোন ভালো গুণ দেখতে পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করতেন।

---

৯৯২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩০৩৫।
৯৯৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩০৩৬।
৯৯৪. শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারী : ৫/১৯৪।

• জারির ﷺ বলেন-

মদিনার কাছাকাছি আসার পর আমি আমার উটনীটি বসালাম। আমার সিন্দুকটি খুললাম এবং আমার দামী পোশাকটি পরিধান করলাম। এরপর নবীজির মজলিশে প্রবেশ করলাম।

দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছেন। তখন লোকেরা আমাকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল।

আমি তখন আমার সাথীকে বললাম, হে আবদুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমার কথা আলোচনা করেছেন?

সে বলল, হ্যাঁ, একটু আগেই তোমার কথা প্রশংসার সাথে আলোচনা করেছেন।

নবীজি ﷺ বললেন, এ দরজা দিয়ে কিংবা এ গলি পথে তোমাদের মাঝে ইয়ামানের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তবে তার চেহারায় ফেরেশতার ছাপ রয়েছে।[৯৯৫]

জারির বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তার জন্য আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম।[৯৯৬]

• ইবনু ইসহাক ﷺ বর্ণনা করেন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম মাঝে তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করল। তাদের মধ্যে যায়দুল খাইলও ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের সরদার। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম নিকট উপস্থিত হল, নবীজি ﷺ তাদের সাথে কথা বললেন। তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তারা ইসলাম কবুল করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, আরবের কোন লোকের ব্যাপারে যখন আমার কাছে কোন প্রশংসা করা হয়েছে এরপর যদি ওই ব্যক্তিটি আমার কাছে

---

৯৯৫. অর্থাৎ সৌন্দর্যের চিহ্ন রয়েছে। যেহেতু তারা ফেরেশতাদেরকে সৌন্দর্য দ্বারা প্রকাশ করত। আর জারির ছিলেন মান্যবর সরদার। লাবণ্যময়, দীর্ঘদেহী, সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তি। উমদাতুল কারী : ২/১৮৬।

৯৯৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৮৬৯৮।

এসেছে তবে দেখেছি, তার ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে সে তার তুলনায় অনেক নীচে। তবে যায়দুল খাইল তার ভিন্ন। তার মধ্যে যে সব গুণের সমাহার ঘটেছিল তার সবটুকু আমার কাছে পৌঁছে নি।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম যায়দুল খাইল -এর পরিবর্তে যায়দুল খাইর রাখলেন। তার জন্য একটি অঞ্চল ও তার সাথে কিছু জমিন নির্ধারণ করলেন এবং তাকে সেগুলো লিখে দিলেন।

তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছ থেকে নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ফিরে চলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যায়েদ মদিনার জ্বর থেকে নিরাপদ থাকবে না।

অবশেষে সে যখন নজদের ফারদা জলাশয়ের কাছে উপনীত হল, সেখানে সে জরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। সে যখন বুঝতে পারল যে, সে আর বাঁচবে না, তখন সে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করল-

أَمُرْتَحِلٌ قَوْمِيْ المَشَارِقَ غدْوَةً * وَأُتْرَكُ فِيْ بَيْتٍ بَفَرْدة منْجد

أَلا رَبَّ يَوْمٍ لَوْ مَرِضْتُ لَعَادَنِيْ * عَوائِدُ مَنْ لَمْ يبْرَ مِنْهُنَّ يَجْهدِ

আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি প্রভাতে মাশরিকের দিয়ে রওয়ানা করবে আর আমি নজদের ফারদায় একটি গৃহে পড়ে থাকবো?

হে দিবসের রব! আমি যদি অসুস্থ হতাম তবে বহু সেবিকা আমার সেবা করত যাদের মধ্যে কাউকে পরিশ্রান্ত হতে দেখতেন না।[৯৯৭]

• ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের দলপিত আশাজ্জ (ক্ষত বিশিষ্ট দলপতিকে) কে তাদের নেতা ও রঈস ছিলেন- বললেন, তোমার দু'টো বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।[৯৯৮]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, এখানে الحِلْمُ বা ধৈর্য বলতে বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য। আর الأَنَاةُ সহিষ্ণুতা বলতে স্থিরতা ও তাড়াহুড়ো না করা উদ্দেশ্য।

৯৯৭. তারিখে তাবারি : ২/৩৯৯।
৯৯৮. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭।

তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই কথাটি বলার কারণ হল, সাধারণত কোন প্রতিনিধি দল মদিনায় এলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। কিন্তু আশাজ্জ মদিনায় পৌঁছে কোনরূপ তাড়াহুড়ো করলেন না। বরং নিজেদের বাহনের কাছে অবস্থান করলেন, সেগুলোকে একত্রিত করলেন, উটনীগুলোকে বাঁধলেন। এরপর সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করলেন। তারপর নবীজি ﷺ-এর উত্তম সাথে সাক্ষাত করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং নিজের পাশে বসালেন এবং তাকে সম্বোধন করে ওই কথাটি বললেন–

إِنَّ فِيْكَ خَصلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ورَسُوْلُه : الحِلْمُ والأَنَاةُ.[৭৭৭]

নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও সামাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তায়েফবাসী যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম আহবানে সাড়া দিল না, তাকে সত্যায়ন করলোনা, কোনরূপ সহায়তাও তাঁর প্রতি দেখালোনা, তখন তিনি সেখান থেকে হেরায় ফিরে এলেন।

এরপর আখনাস বিন শুরাইকের কাছে লোক পাঠালেন যাতে সে তাঁকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সে এ বলে ফিরিয়ে দিল যে, আমি একজন হালিফ'। আর হালিফ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল বিন আমরের নিকট লোক পাঠালেন। তখন সে এ বলে নবীজির আশ্রয় প্রার্থনাকে রদ করে দিল যে, বনি আমের বনি কা'বের বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেয় না।

তারপর তিনি মুতঈম বিন আদির নিকট আশ্রয় চেয়ে লোক পাঠালেন। সে আশ্রয় দিতে সম্মত হল।

---

৯৯৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম-১/১৮৯।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে গেলেন এবং ওই রাত তার কাছে কাটালেন। প্রভাতে সেও তার ছয় ছেলে অথবা সাত ছেলে উম্মুক্ত তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি তাওয়াফ করুন।

আর তারা মাতাফের মধ্যে তাদের তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘিরে থাকল।

তখন আবু সুফিয়ান মুতঈম বিন আদির দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল? তুমি কি তাকে আশ্রয় দিয়েছ নাকি তার আনুগত্য করছ?
মুতঈম বিন আদি বললেন না, বরং আশ্রয় দিয়েছি।
আবু সুফিয়ান বললেন, তবে তোমার আশ্রয়কে নষ্ট করা হবে না।

তারপর তার সাথে বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফ শেষ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গৃহে চলে যাওয়ার পর তারাও নিজ গৃহাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। আর আবু সুফিয়ানও তার আড্ডায় যোগ দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, এর কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম হিজরতের অল্প কিছুদিন পরই মুতঈম বিন আদি ইন্তেকাল করলেন। তখন হাস্‌সান বিন ছাবেত رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তার শানে শোকগাঁথা রচনা করব।
মুতঈম বিন আদির শোকে রচিত হাস্‌সান বিন সাবেত رضي الله عنه-এর শোকগাঁথা

فلو كان مجدٌ يُخلد اليومَ واحداً + من الناس أبقى مجده اليوم مُطعِما
أجرتَ رسول الله منهم فأصبحوا + عبادك ما لبيَّ ملبٍّ وأحْرَما
فلو سُئِلَتْ عنه معدٌّ بأسرها + وقحطانُ أو باقي بقيّة جُرْهُما
لقالوا هو المُوْفِي بخُفرة جاره + وذِمَّته يوماً إذا ما تذمَّما
فما تطلُع الشمس المنيرة فوقَهم + على مِثْله منهم أعزَّ وأكرما

মর্যাদা যদি আজ কাউকে অমরত্ব দান করত, তবে মুতঈমের মর্যাদা আজ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখতো।

তুমি আল্লাহর রাসূলকে তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছ, ফলে তারা তোমার দাসে পরিণত হয়েছে। কোন সাড়াদানকারী সাড়া দেয়নি। আর তিনি ইহরাম বাধলেন।

তার সম্পর্কে যদি পুরো মাআদ ও কাহতানকে অথবা জুরহুমের বংশধরদের জিজ্ঞেস করা হয়,

তবে তারা অবশ্যই বলবে, সে তার আশ্রয়প্রার্থীর পুরাপুরি আশ্রয় দিয়েছে। এমন একদিন সে তার জিম্মাদারী আদায় করেছে যেদিন সকলে তার নিন্দা করেছে।

প্রদীপ্ত সূর্যটা তাদের উপর উদিত হয় না, বরং তাদের মধ্যে সম্মানীত ও মর্যাদাপূর্ণ ওই ব্যক্তির উপরই উদিত হয়।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধ-বন্দিদের সম্পর্কে বলেছিলেন-

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

যদি মুতয়িম ইবনু আদি رضي الله عنه জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্যে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।[১০০০]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন খাবার আয়োজনে দাওয়াত করত। নবীজি ﷺ তাদের দাওয়াত কবুল করতেন।

- **আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

একদা নবী ﷺ সা'দ ইবনু উবাদা رضي الله عنه বাড়িতে গেলেন। সা'দ رضي الله عنه রুটি ও যাইতূন তৈল আনলেন। তা খাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

তোমাদের নিকট রোযাদারগণ ইফতার করুক, সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্য খেতে থাকুক এবং ফেরেশতাগণ তোমার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকুক।[১০০১]

১০০০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১৩৯।

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ-এটি মূলত কল্যাণ ও বরকতের দু'আ। কারণ রোজাদারদের কর্মকাণ্ড তাদের স্বচ্ছলতা ও কল্যাণের আধিক্যের প্রমাণ বহন করে। কারণ, যে নিজের জন্য খরচ করতে অপরাগ, সে তো অন্যের জন্য আরো বেশী অপরাগ হবে এটাই স্বাভাবিক।

وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ-এখানে আবরার দ্বারা উদ্দেশ্য হল রোযাদার ও ইফতারকারী। এ বাক্যের উপকারীতা আগের বাক্যের চেয়ে ব্যাপক।

وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ-অর্থাৎ ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুক।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, এ বাক্যটিকে দু'আর বাক্য হিসেবে ধরে নিয়ে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোন রোযাদার যদি অন্য কারো কাছে ইফতার করে, তবে ইফতারান্তে এ দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব।[১০০২]

নেতৃস্থানীয় লোকদের মেহমান হওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের গৃহে যেতেন, তাদের আপ্যায়ন কবুল করতেন, তাদের কাছে খাবার খেতেন।

- **কাইস ইবনু সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে আসলেন।

তিনি বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ।

সা'দ رضي الله عنه আস্তে সালামের উত্তর দিলেন। [এত আস্তে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনতে পেলেন না]

কাইস رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না?

তিনি বললেন, থামো, তাকে বেশী বেশী আমাদেরকে সালাম দিতে দাও।

১০০১. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৮৫৪।

১০০২. ফয়যুল কাদির : ২/৫৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

সা'দ رضي الله عنه এবারও আস্তে সালামের জবাব দিলেন।

পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

অতঃপর তিনি ফিরে যেতে থাকলেন। সা'দ رضي الله عنه তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার সালাম শুনতে পেয়েছি এবং চুপে চুপে সালামের জবাব পেয়েছিলাম, যাতে আপনি বেশী বেশী সালাম দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে ফিরে আসলেন এবং সা'দ رضي الله عنه-কে তাঁর গোসলের জন্য পানি এনে দিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তিনি গোসল করলেন। এরপর তাঁকে জাফরান দ্বারা রঞ্জিত একটি চাদর দিলেন। তিনি তা পরিধান করলেন।

অতঃপর দু'হাত তুলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ.

হে আল্লাহ! তুমি সা'দ ইবনু উবাদার পরিবার-পরিজনের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে খাবার দেয়া হলো। তিনি ﷺ যখন রওয়ানা করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন সা'দ رضي الله عنه পিঠে মখমলের চাদর বা গদি বিছানো একটি সুসজ্জিত গাধা এনে তার নিকটবর্তী করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আরোহন করলেন।

সা'দ رضي الله عنه বললেন, হে কাইস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাও।

কাইস رضي الله عنه বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আরোহন করো।

কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন, আরোহন করো নতুবা ফিরে যাও।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ফিরে এলাম।[১০০৩]

১০০৩. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৫১৮৫। মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ১৫০৫০।

নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে হাসি মজাক করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের এ সকল নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কখনও কখনও হাসি মজাকও করেছেন।

• উসাইদ ইবনু হুযাইর ؓ থেকে বর্ণিত-

উসাইদ বিন হুযাইর ؓ ছিলেন সমাজের একজন বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আকাবার শপথের বারজন নকিবের অন্যতম।

তিনি লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এবং মাঝে মধ্যে রসিকতা করে লোকদের হাসাচ্ছিলেন। তখন নবী ﷺ একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন।

উসাইদ ؓ বললেন, আপনি আমাকে এর বদলা নিতে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার থেকে বদলা নাও।

উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা আছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না।

নবী ﷺ তাঁর গায়ের জামা খুললেন। তখন উসাইদ ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর এক পাশে চুমু দিতে লাগলেন, আর বললেন, আমার এটাই ইচ্ছা ছিল হে আল্লাহর রাসূল।[১০০৪]

নেতৃস্থানীয় লোকদের অসুস্থতায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ

সমাজের এ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কেউ অসুস্থ হলে তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। বারবার দেখতে যেতেন।

• আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে [আওস গোত্রে সরদার] সা'দ ؓ-এর হাতের শিরা জখম হয়েছিল। কুরাইশের হাব্বান ইবনুল আরাকাহ নামে এক বক্তি তাকে আঘাত করেছিল।

নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে নিকট হতে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।[১০০৫]

১০০৪. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৫২২৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। তার চিকিৎসার দিকটিও খেয়ালা রাখতেন।

• **জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মুআয رضي الله عنه আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এতে তার বাহুর মাঝখানের রগ কেটে যায়। তার ক্ষতস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগুনের সেঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। তারপর তার হাত ফুলে যায়। আগুনের সেঁক দেওয়া বন্ধ করলে আবার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আবার তিনি তার ক্ষতস্থানে আগুনের সেঁক দেন। তার হাত পুনরায় ফুলে উঠে। তিনি (সা'দ) নিজের এ অবস্থা দেখে বলেন, হে আল্লাহ! আমার জীবনকে কেড়ে নিও না। বনূ কুরাইযার চরম পরিণতি দেখে আমার চোখ না জুড়ানো পর্যন্ত। তার জখম হাতে সাথে সাথে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর একটি ফোঁটা রক্ত বের হয়নি। সা'দ ইবনু মুআয رضي الله عنه-কে তারা (বনূ কুরাইযা) সালিশ মানতে রাজি হয়।

তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তার (সা'দের) নিকট লোক পাঠালেন (সমাধানের জন্য)।

তিনি সমাধান দিলেন যে, বনু কুরাইযা গোত্রের পুরুষদেরকে মেরে ফেলা হবে এবং মহিলাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। মুসলমানগণ তাদের দ্বারা বিভিন্ন রকম কাজ আদায় করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের ব্যাপারে তোমার মত সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার মতের অনুরূপ হয়েছে। তারা (পুরুষগণ) সংখ্যায় ছিল চার শত। লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলা সমাপ্ত করলে, তার ক্ষতস্থান হতে আবার রক্ত পড়া আরম্ভ হল এবং তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।[১০০৬]

খাযরাজ নেতা সা'দ বিন উবাদা رضي الله عنه-এর সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করেছেন।

• **আবদুল্লাহ ইবনু ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আনসারদের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করল। অতঃপর

১০০৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৬৩।
১০০৬. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ১৫৮২।

সে ফিরে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসারদের ভাই! আমার ভাই সাদ ইবনু উবাদা কেমন আছে?

সে বলল, ভাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে কে তাঁকে দেখতে যাবে? এই বলে তিনি উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠে রওয়ানা হলাম। আমাদের সংখ্যা দশের অধিক ছিল। আমাদের পায়ে জুতা-মোজাও ছিল না। গায়ে জামাও ছিল না। মাথায় টুপিও ছিল না। আমরা পায়ে হেঁটে কঙ্করময় পথ অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে পৌছলাম।

তার পাশে উপস্থিত লোকেরা সরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথী সাহাবিগণ সাদের কাছে গেলেন।[১০০৭]

জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মৃত্যু হয়েছে!

তাঁরা বললেন, না। হে আল্লাহর রাসূল!

তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ-এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে লাগলে।

তখন তিনি ইরশাদ করলেন, শুনে রাখ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক-ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে (এ বলে) জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা এর কারণেই তিনি রহম করে থাকেন।[১০০৮]

হাদিসের শিক্ষা :

- অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব।
- উত্তম ব্যক্তি অনুত্তম ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।
- কাযি, ইমাম ও আলেমের উচিত তাদের অনুসারীদের দেখতে যাওয়া।
- আলেমের জন্য উচিত সাথী-সঙ্গীসহ রোগী দেখতে যাওয়া।

১০০৭. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২০২৩।
১০০৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৩০৪।

- এ হাদিস থেকে সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়া বিমুখ জীবনের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, দুনিয়ার স্বল্পতায় তুষ্টি, অতিরিক্ত জিনিস থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা, উত্তম পোশাকের প্রতি অনাগ্রহ ইত্যকার বিভিন্ন বিষয় এ হাদিসে ফুটে উঠেছে।
- খালি পায়ে হাটা বৈধ।

নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে পরামর্শ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করেছেন, তাদের পরামর্শ গ্রহণও করেছেন। বদর যুদ্ধের সময় আনসার গোত্রপতিদের নিকট পরামর্শ চেয়েছেন।

• আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যখন আবু সুফিয়ানের (মদিনায়) অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি সাহাবিদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন। আবু বকর رضي الله عنه এ ব্যাপারে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁর কথার উত্তর দিলেন না।

এরপর ওমর رضي الله عنه কথা বললেন। তিনি তার কথারও কোন উত্তর দিলেন না।

পরিশেষে সা'দ ইবনু উবাদা رضي الله عنه দণ্ডায়মান হলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জবাব আশা করেন? সে আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, সওয়ারি হাঁকিয়ে বারকুল গামাদ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তবে নিশ্চয়ই আমরা তাই করবো।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে আহ্বান করলেন। তখন সকলেই রওয়ানা হলেন এবং বদর নামক স্থানে উপনীত হলেন।[১০০৯]

সা'দ رضي الله عنه-এর কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশী হলেন এবং তাঁর মধ্যে উদ্যমতা কাজ করল।

১০০৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৭৯।

উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত আনসারদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের থেকে এ মর্মে বাইয়াত নিয়েছিলেন যে, তারা তাঁকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের থেকে কোনরূপ বাইয়াত গ্রহণ করেন নি। এরপর যখন আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বাধা দেয়ার বিষয়টি সামনে আসল, তখন নবীজি ﷺ দেখতে চাইলেন তারা তাঁর সাথে এ বিষয়ে একমত আছে কিনা? তাই তাদেরকে বারবার জিজ্ঞেস করলেন, তখন আনসারগণ তাঁর সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর প্রশ্নের চমৎকার উত্তর প্রদান করলেন।

এ হাদিস থেকে সাথী-সঙ্গী, অভিজ্ঞ ও আহলে রায়দের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

সা'দ বিন মুআজ ও সা'দ বিন উবাদা رضي الله عنهما-এর পরামর্শ গ্রহণ

খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ বিন মুআজ ও সা'দ বিন উবাদা رضي الله عنهما-এর নিকট লোক পাঠালেন। উয়াইনাহ বিন হিসনকে মদিনার খেজুর দিবেন কিনা এ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। ঘটনা হলো, খন্দকের যুদ্ধটি ছিল সম্মিলিত কুফরি শক্তির একটি জোটবদ্ধ আক্রমন। এতে কুরাইশরা দশ হাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটালো। উয়াইনা বিন হিসন নেতৃত্ব দিয়েছিল গাতফান ও তাদের মিত্র গোত্রগুলির। অপর দিকে হুয়াই বিন আখতাব বনু কুরাইযার এলাকায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। এ দিকে বনু কুরাইজা যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তাদের শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে না, কিন্তু তারা চুক্তিভঙ্গ করল। তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে পৌঁছে গেল। এতে মুসলমানদের সামনে সঙ্কট বিরাট আকার ধারণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পদক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাতফানের দুই নেতা উয়াইনা বিন হিসন ও হারিস বিন আউফের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, তারা যদি পিছু হটে যায়, তবে মদিনার উৎপন্ন খেজুরের এক তৃতীয়াংশ

তাদেরকে প্রদান করা হবে এবং এ শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হল। তারা এই শর্তে সন্ধিতে রাজি হল। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ বিন মুআজ ও সাদ বিন উবাদা ﵄-এর কাছে পরামর্শ চাইলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল আনসারদের পরিবর্তে কেবল সা'দ বিন মুআজ ও সাদ বিন উবাদা ﵄-এর কাছে পরামর্শ চাওয়ার রহস্য হল, তারা দু'জন ছিলেন আনসারদের দুটি শাখার নেতা। সা'দ বিন মুআজ ﵁ ছিলেন আওসের সরদার। আর সা'দ বিন উবাদা ﵁ ছিলেন খাযরাজের সরদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে ওই বিষয়ে পরামর্শ করলেন।

আলামা ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ দীর্ঘতর হতে চলল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গাতফানের দুই নেতা, উয়াইনা বিন হিসন ও হারেছ বিন আউফের সাথে এ শর্তে সন্ধি করতে চাইলেন যে, তারা যদি পিছু হটে যায় তবে তাদেরকে মদিনার উৎপন্ন খেজুরের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে, এ শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করতে চাইলেন। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথা চালাচালি হতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই সা'দের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তারা উভয়ে জানালেন যে, এটি যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তবে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি মদিনাবাসীর দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়, তবে তার প্রয়োজন নেই।

তারা বললেন, আমরা ও তারা উভয়ে ছিলাম শিরক ও মূর্তি পুজায় লিপ্ত। তারা চায় না মদিনার কোন খেজুর তারা আপ্যায়ন ও ক্রয় করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভোগ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা যখন আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন, তাঁর দিশা দিলেন, আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে মর্যাদাবান করলেন, তবে কেন আমরা তাদেরকে আমাদের সম্পদ প্রদান করব? আল্লাহর শপথ! তরবারির আঘাত ছাড়া তারা আমাদের কাছে আর কিছুই পাবে না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পরামর্শকে যথার্থ বলে মেনে নিলেন। বললেন, আসলে বিষয়টি আমি তোমাদের কথা চিন্তা করেই করতে চেয়েছিলাম। কারণ যখন দেখলাম পুরো আরব একই তুণীর থেকে তোমাদের দিকে তাদের তীরগুলো নিক্ষেপ করছে।[১০১০]

১০১০. যাদুল মাআদ : ৩/২৪০। আস সিরাতুন নববিয়্যাহ : ২/২২৩।

ওমর ফারুক رضي الله عنه-এর পরামর্শ গ্রহণ

অনুরূপভাবে ওমর ফারুক رضي الله عنه ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

- **আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

ওমর ইবনু খাত্তাব رضي الله عنه সিরিয়ার দিকে রওয়ানা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও তাঁর সঙ্গীগণ সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানালেন যে, সিরিয়া এলাকায় প্লেগের বিস্তার ঘটেছে।

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন, তখন ওমর رضي الله عنه বললেন, আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আন। তখন তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন।

ওমর رضي الله عنه তাঁদের সিরিয়ায় প্লেগের বিস্তার ঘটার কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল।

কেউ বললেন, আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন; কাজেই তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা আমরা পছন্দ করি না।

আবার কেউ কেউ বললেন, বাকী লোক আপনার সঙ্গে রয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণও আপনার সাথে রয়েছেন। কাজেই আমরা সঠিক মনে করি না যে, আপনি তাদের এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দিবেন।

ওমর رضي الله عنه বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও।

এরপর তিনি বললেন, আমার নিকট আনসারদের ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই মতপার্থক্য করলেন। ওমর رضي الله عنه বললেন, তোমরা উঠে যাও।

এরপর আমাকে বললেন, এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশি আছেন, যাঁরা মক্কা জয়ের বছর হিজরত করেছিলেন, তাদের ডেকে আন।

আমি তাদের ডেকে আনলাম, তখন তারা পরস্পরে মতভেদ করলেন না। তাঁরা বললেন, আপনার লোকজনকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁদের প্লেগের মধ্যে ঠেলে না দেয়াই আমরা ভাল মনে করি।

তখন ওমর رضي الله عنه লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহন করব (ফিরার জন্য)। অতএব তোমরাও সকালে সওয়ারীর পিঠে আরোহন করবে।

আবু উবাইদা ﷺ বললেন, আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির থেকে পালানোর জন্য ফিরে যাচ্ছেন?

ওমর ﷺ বললেন, হে আবু উবাইদা! যদি তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কথাটি বলত!

হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর, এক তাকদির থেকে আল্লাহর আরেকটি তাকদিরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলত, তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে যাও যেখানে আছে দু'টি মাঠ। তন্মধ্যে একটি হল সবুজ শ্যামল, আর অন্যটি হল শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহর তাকদির অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহর তাকদির অনুযায়ীই চরিয়েছ।

বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনু আওফ ﷺ আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) বিস্তারের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ওমর ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।[১০১১]

হাদিসের শিক্ষা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম সুন্নাহ হতে সংক্রামক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায় হল : রোগের প্রাদুর্ভাব জনিত অঞ্চলে অবস্থান করলে সেখান থেকে বের না হওয়া কিংবা বাইরে অবস্থান করলে সেখানে প্রবেশ না করা।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি (Quarantine) সঙ্গরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা একটি আধুনিক পদ্ধতি যা ইসলামই সর্ব প্রথম আবিস্কার করে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাদের গবেষণায় প্রমাণ করেছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি একটি নির্ধারিত পরিমণ্ডলে আটকে রাখা হয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে

১০১১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৭২৯। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২২১৯।



দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। আর এটি রোগের পাদুর্ভাবজনিত অঞ্চল থেকে বের না হওয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে।

রোগাক্রান্ত অঞ্চল থেকে বের না হওয়া (Quarantine) চিকিৎসা হিসেবে গণ্য। ইসলাম-ই যা সর্ব প্রথম যা হাজার বছর পূর্বে শুরু করে। যেমনিভাবে পাদুর্ভাবিত অঞ্চলে প্রবেশ না করা প্রিভেন্টিভ (প্রতিরোধমূলক) চিকিৎসা হিসেবে গণ্য। যার পুরো কৃতিত্ব একমাত্র ইসলামেরই।[১০১২]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ভালো কাজের মুল্যায়ন

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি কোন কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করতো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সে কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতেন। তাদের সে কাজের যথাযথ প্রতিদান দিতেন।

• **জুবাইর বিন মুতঈম رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধ-বন্দিদের সম্পর্কে বলেছিলেন-

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ.

যদি মুতয়িম ইব্‌নু আদি رضي الله عنه জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্যে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।[১০১৩]

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম প্রতি তার উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ থেকে ফেরার পর এ মুতঈম বিন আদির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে সফওয়ান বিন উমাইয়্যারও প্রতিদান দিয়েছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিলেন। যেহেতু তিনি তার থেকে একটি বর্ম ধার নিয়েছিলেন।

১০১২. ড. আলী বিন জাবের ওয়াদি ছাবিতী, ইসলামে প্রতিরক্ষামূলক চিকিৎসা : একটি আধুনিক সমিক্ষা, মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়্যাহ : ৭১/৩৭১-৩৭২।

১০১৩. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১৩৯।

• সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা ﷺ থেকে বর্ণিত-

হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ তার লৌহবর্মসমূহ ধার হিসেবে গ্রহণ করলেন।

সাফওয়ান বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি জোরপূর্বক নিলেন?

তিনি বললেন, না, বরং ধার হিসেবে, এর কোন ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

এর কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমি লৌহবর্মের তুলনায় ইসলামের প্রতি বেশী আগ্রহী।[১০১৪]

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার কৃতকর্মের বিনিময় দিয়েছিলেন।

• ইবনু শিহাব ﷺ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। এরপর তাঁর সাথে যে সকল মুসলিম ছিলেন তাদের নিয়ে তিনি বের হন। আর তাঁরা সবাই হুনায়নে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীন এবং মুসলিমদের সাহায্য করেন।

সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়াকে একশ' উট দান করেন। এরপর একশ' উট, পুনরায় আরও একশ উট প্রদান করেন।

ইবনু শিহাব ﷺ বলেন, সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব ﷺ আমাকে বলেছেন যে, সাফ্ওয়ান ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দান করলেন এবং এ পরিমাণ আমাকে দান করলেন যে, তিনি আমার কাছে সবচেয়ে নিম্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে অবিরাম দান করতে থাকলেন এমনকি আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দের লোক হয়ে গেলেন।[১০১৫]

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলেরও প্রতিদান দিয়েছিলেন।

• জাবির ইব্নু আবদুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্নু উবাই (মুনাফিক সর্দারকে) কবর দেয়ার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার (কবরের) নিকট আসলেন এবং তিনি তাঁকে বের

১০১৪. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৫৬২।
১০১৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৩১৩।



করার নির্দেশ দিলে তাকে (কবর হতে) বের করা হল। তখন তিনি তাকে তাঁর (নিজের) দু' হাঁটুর উপর রাখলেন, নিজের (মুখের) লালা (তাঁর উপর ফুঁকে) দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ সমধিক অবগত। সে রাসূলের প্রিয় চাচা আব্বাস رضي الله عنه-কে একটি জামা দিয়েছিল।

আর সুফিয়ান বলেন, আবু হারুন বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পরিধানে তখন দুটি জামা ছিল। আবদুল্লাহ্ (ইব্নু উবাই)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ্) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার (পবিত্র) দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা জামাটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন।

সুফিয়ান বলেন, তারা মনে করেন যে, নবী ﷺ তাঁর জামা আবদুল্লাহ্ (ইব্নু উবাই)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃত (ইহসানের) বিনিময় স্বরূপ।[১০১৬]

অন্যায় প্রতিরোধে নেতৃস্থানীয় লোকদের সাহায্য গ্রহন

সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতৃস্থানীয় লোকদের সহায়তা গ্রহন করেছিলেন।

- **জারির ইব্নু আবদুল্লাহ বাজালী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটি ধ্বংস করে আমাকে সান্ত্বনা দিবে না?' এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা বলা হতো।

অতঃপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ' লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই দক্ষ ঘোড় সওয়ার ছিলেন। আমি নবী ﷺ-কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না।

তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দুআ করে বললেন, হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।'

অবশেষে জারির رضي الله عنه তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর নবী ﷺ-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত পাঠালেন।

১০১৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৩৫০।

জারির ﷺ-এর দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কালো উটের মত করে ছেড়েছি।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করলেন।[১০১৭]

জারির বিন আবদুল্লাহ ﷺ কে এ কাজের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত করার রহস্য হল এ মন্দিরটি তার সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবস্থিত। আর তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।[১০১৮]

অনুরূপভাবে মুগিরাহ বিন শু'বাহ ও আবু সুফিয়ান ﷺ-কে একটি মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ মূর্তিটি ছিল তায়েফে। এটিকে কাপড় পরিধান করানো হতো। বাইতুল্লাহর জন্য যেমন হাদি প্রেরণ করা হতো তেমনি এ মূর্তিটির উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন উপঢৌকন প্রেরণ করা হতো।[১০১৯]

নেতৃস্থানীয় লোকদের চিত্তাকর্ষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করতেন। অন্যদের তুলনায় তাদের দান-অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। অন্যদের তুলনায় তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম কাছে প্রচুর পরিমান গনিমতের মাল এলো, তখন রাসূলুল্লাহ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে তাদের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্তে দান করলেন। বিশেষ করে কুরাইশের যারা ইসলামে নব দীক্ষিত হয়েছেন তাদেরকে প্রচুর পরিমান দান করলেন।

• রাফে' ইবনু খাদিজ ﷺ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফ্ইয়ান ইবনু হারব, সফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়্যা, উয়াইনা ইবনু হিসন ও আক্বরা' ইবনু হাবিসকে একশ'টি করে উট দিলেন

১০১৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩০২০। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৪৭৬।
১০১৮. ফাতহুল বারি : ৮/৭২।
১০১৯. যাদুল মাআদ : ৩/৫২৩।

এবং আব্বাস ইবনু মিরদাসকে এদের চেয়ে কিছু কম দিলেন। তখন মিরদাস এ কবিতা পাঠ করলেন,

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ + دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسٌ + يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا + وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ

আপনি কি আমার ও আমার উবায়দ' নামক ঘোড়াটির অংশ উয়াইনা ও আকরা'-কে প্রদত্ত অংশের মাঝামাঝি নির্ধারণ করেছেন?

বস্তুতঃ উয়াইনা এবং আকরা' উভয়ই সমাজ ও সমাবেশে মিরদাসের চেয়ে।

অধিক অগ্রসর হতে বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না।

আর প্রতিযোগিতায় আমি তাদের দু'জনের তুলনায় পিছিয়ে নেই।

আজ যে অনগ্রসর ও হীন বলে গণ্য হবে সে আর উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উটের সংখ্যাও একশ' পূর্ণ করে দিলেন।[১০২০]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে আচরণ করতেন। তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জাতীয় আচরণ তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতো। ফলে তাদের অনেকে যেমন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তেমনি অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছেন।

- **আবু সা'ঈদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

আলী رضي الله عنه নবী ﷺ-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যাক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ১. আকরা ইবনু হান্‌যালি, যিনি মাজাশেয়ি গোত্রের ছিলেন। ২. উআইনা ইবনু বদর ফাযারি। ৩. যায়দ ত্বায়ি, যিনি বনি নাবহান গোত্রের ছিলেন। ৪. আলকামা ইবনু উলাসা আমেরি, যিনি বনি

১০২০. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৫৭।

কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না।

নবী ﷺ বললেন, আমি তো তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এমন করেছি।

তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটারাগত, গন্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন।

তখন তিনি বললেন,

مَنْ يُطِعِ اللَّه إِذَا عَصَيْتُ، أَيَأْمَنُنِي اللَّه عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي.

আমিই যদি নাফরমানি করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না।

তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। [আবু সা'ঈদ رضي الله عنه বলেন] আমি তাকে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ رضي الله عنه বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন।

অতঃপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী ﷺ বললেন,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا، قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।[১০২১]

১০২১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৩৪৪।

• **আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

যখন আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দান করার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের হতে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।

আনাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট তাদের কথা পৌঁছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাঁদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যতীত আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, আমার নিকট তোমাদের ব্যাপারে যে কথা পৌঁছেছে তা কি?

তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞ লোকেরা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে প্রবীণরা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণ বলেছে : আল্লাহ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরাইশদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারি হতে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরির যুগ মাত্র শেষ হয়েছে। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা দুনিয়াবী সম্পদ নিয়ে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহ্র কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চেয়ে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এতেই সন্তুষ্ট।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদের খুব প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাউযে কাওসারে মিলিত হবে।

[সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, তারা বলেছিলেন, আমরা ধৈর্য ধারণ করব] আনাস ﷺ বলেন, কিন্তু আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।[১০২২]

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে আমরা বেশ কিছু বিষয় জানতে পারি। যথা-

- ইমাম বা খলিফার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ খরচ করার অনুমতি রয়েছে । এতে তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে যে কোন পরিমান দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে প্রচুর পরিমানও দেয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এ সম্পদকে মুসলিম জনকল্যাণে ব্যয় করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করলেন ধনীদেরকেও তা থেকে দিতে পারেন। এ অধিকার তার রয়েছে।
- ইসলামের উপর অবিচল রাখার জন্য নব মুসলিমদের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্তে তাদেরকে দান করা।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম অতুলনীয় বিনয় এখানে সুস্পষ্ট।
- প্রয়োজনের সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা। যুক্তির মাধ্যমে তাকে কুপোকাত করে দেয়া।
- আনসারদের উত্তম শিষ্টাচার এতে প্রতিফলিত হয়েছে। লজ্জাশীলতায় তাদের উচ্চ অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। তাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তা তাদের তরুণদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের বয়োজ্যাষ্ঠ ও প্রবীণদের থেকে প্রকাশ পায় নি।
- এতে আনসারদের মর্যাদা বিধৃত হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম যবানে তাদের প্রশংসা উচ্চারিত হয়েছে।
- ছোটরা কোন বিষয়ে ভুল করলে বড়রা তা শুধরিয়ে দিবে। তাদের সামনে ভুলটিকে স্পষ্টরূপে ধরিয়ে দিবে। যাতে তারা সঠিকটি গ্রহণ করতে পারে।
- ভর্ৎসনা করা। ভৎসনাকারীর প্রতি কোমল আচরণ করা, ভর্ৎসনাকারীর ভৎসনার বিপরীতে যুক্তি তুলে ধরে তাকে ভর্ৎসনা

১০২২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩১৪৭।

- করা। ওজর পেশ করা এবং দোষ স্বীকার করে নেয়া।
- আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের খুব প্রাধান্য দেখতে পাবে- এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম নবুওয়াতের একটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তিনি যেমনটি বলেছেন, ঠিক তেমনই সংঘটিত হয়েছে।
- কেউ যদি তার দুনিয়ার প্রাপ্য দাবী করে তবে এ বিষয়ে তাকে কোনরূপ দোষারোপ করা হবে না।
- বিশেষ কিংবা ব্যাপক কোন ঘটনা সংঘটিত হলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করার বৈধতাও এখান থেকে বোঝা যায়।
- ভাষণে বিশেষ কাউকে সম্বোধন করার বৈধতাও বোঝা যায়।
- যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সম্পদ হারিয়েছে তাকে আখেরাতে এর বিনিময় লাভের কথা বলে সান্তনা প্রদান করা।
- হিদায়াতের তলব, পরস্পর সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের তামান্না ও স্বচ্ছলতার প্রতি উৎসাহ ব্যক্ত হয়েছে।
- দুনিয়ার বিষয়াদির উপর আখেরাতের বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেয়া। যা কিছু খোয়া গেছে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা। যাতে তা তার জন্য আখেরাতের সঞ্চয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, আখেরাতই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি কঠোরতা আরোপ

একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করছেন। অপরদিকে তাদের অহিতকর কোন বিষয় যদি তাঁর সামনে স্পষ্ট হতো তবে তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতেন।

• আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন একদা রাসূল ﷺ কা'বার নিকট দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের মজলিশে উপবিষ্ট ছিল।

তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললোঃ [আবু জাহল] তোমরা কি এই রিয়াকারকে লক্ষ্য করছ না? তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ্ করার স্থান পর্যন্ত যেতে পার? সেখান হতে গোবর, রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করবে। যখন তিনি সিজদায় যাবেন, তখন এগুলো তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিবে।

এ কাজের জন্য তাদের চরম দুর্ভাগা ব্যক্তি (উকবাহ ইব্‌নু আবু মু'ইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল।

আর আমি দেখছিলাম। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। আমার যদি কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকতো, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম উপর থেকে তা সরিয়ে দিতাম।[১০২৩]

নবী ﷺ সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা পরস্পর হাসাহাসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটোপুটি করতে লাগলো।

এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি ফাতেমা رضي الله عنها-এঁর নিকট গেলেন। তখন তিনি ছিলেন ছোট বালিকা। তিনি দৌড়ে চলে এলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদায় স্থির ছিলেন। অবশেষে ফাতেমা رضي الله عنها সেগুলো তাঁর উপর হতে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে তিরস্কার করতে লাগলেন।

যখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ নামায শেষ করলেন তখন তিনি বললেন,

اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ.

"হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" "হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" "হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।"

অতঃপর তিনি নাম নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমর ইব্‌নু হিশাম, উত'বাহ ইব্‌নু রাবি'আহ, শায়বা ইব্‌নু রাবি'আ, ওয়ালিদ ইব্‌নু উত'বা, উমাইয়্যা ইব্‌নু খালাফ, উকবা ইব্‌নু আবু মু'আইত এবং ওমরাহ ইব্‌নু ওয়ালিদকে ধ্বংস কর।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এদের সকলকেই বদরের দিন লাশ হয়ে পরে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে বদর কূপে নিক্ষেপ করা হয়। উমাইয়াহ ছাড়া। কেননা, সে ছিল

১০২৩. এ কথাটি তিনি এজন্য বলেছেন, কারণ সে সময় মক্কায় তার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন হুজাইল গোত্রের। আর এ গোত্রটি ছিল হালিফ গোত্র। আর তার হালিফগোত্রগুলো তখন কাফের ছিল। ফাতহুল বারি : ৬/৪১৫

মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার পূর্বেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলতেন, এই কুয়াবাসিদের উপর চিরস্থায়ী অভিসম্পাত।[১০২৪]

ফায়দা :

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারা কষ্ট দিল তাদের প্রতি তাঁর সহনশীলতার একটি দৃষ্টান্ত আমরা এ হাদিসে দেখতে পাই। তায়ালিসির বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, আমি কোনদিন তাঁকে কারো জন্য বদ-দুআ করতে দেখিনি, কেবল সেদিন ব্যতীত।
- ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন তাদের জন্য বদ-দুআ করেছিলেন, যেহেতু তারা আল্লাহর ইবাদত অবস্থায় তাঁর সাথে এ জঘন্য আচরণটি করেছিল।
- ফাতেমা رضي الله عنها-এর আত্মিক শক্তির একটি পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, যা শৈশব থেকেই তার মাঝে বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তার কওমের মাঝে তার একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল, তাই তিনি তাদেরকে কুরাইশ নেতা হওয়া সত্ত্বেও স্বজোরে ভর্ৎসনা করেছিলেন কিন্তু তারা 'রা' টি পর্যন্ত করতে পারে নি।
- জালেমের উপর বদ-দুআ করা জায়েয।
- কোন অপরাধে সহযোগীতা করা কিংবা সমর্থন দেয়ার চেয়ে সে কাজটিতে সরাসরি অংশ গ্রহণ গুরুতর অপরাধ। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে উকবাকে 'চরম দুর্ভাগা' বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও কুফরি ও নবীজিকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে আবু জাহেল তার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যটা এখানে এ ঘটনা কেন্দ্রিক। যদিও তারা সকলে মিলে এ হীন কাজটি সম্পাদন করেছিল কিন্তু উকবা ছিল এর বাস্তবায়নকারী। ফলে সে হল তাদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা। এ কারণে অন্যরা রণাঙ্গনে নিহত হলেও সে রণাঙ্গনে নিহত হয়নি। বরং সে ধুকে ধুকে নিহত হয়েছে।[১০২৫]

১০২৪. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৪০। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৭৯৪।
১০২৫. ফাতহুল বারি : ১/৩৫২।

ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের ইসলামে প্রবেশের আশা করতেন। তাই কারো জন্য অতিদ্রুত বদ-দুআ করতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কারো ইসলাম গ্রহণের আশা অবশিষ্ট থাকতো তিনি তার জন্য বদ-দুআ করতেন না। বরং যার মধ্যে ইসলাম গ্রহনের আশা দেখতে পেতেন, তার জন্য দু'আ করতেন। পক্ষান্তরে যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যেতেন এবং তার অনিষ্টের আশংকা করতেন, ইসলামের বিরুদ্ধে তার কর্মতৎপরতার শংকা হতো, তার জন্য বদ-দুআ করতেন। যেমনটি তাদের জন্য ইউসুফ আ. এর সময়ের মত দুর্ভিক্ষে নিপতিত হওয়ার বদ দুআ করেছেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের জন্য বদ দুআ করেছেন। যেহেতু তাদের শত্রুতা ও নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে তাঁর বদ-দুআ গৃহীত হল, ফলে তারা বদর যুদ্ধে নিহত হল। যেমনিভাবে এমন অনেক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যাদের জন্য নবীজি ﷺ দুআ করেছেন।[১০২৬]

নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি কঠোর বাক্যারোপ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি কখনও কখনও কঠিন বাক্যও ব্যবহার করতেন।

- **ওরওয়া রা. বর্ণনা করেন-**

আমি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.-কে বললাম, কুরাইশ সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করতো তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সবচেয়ে বেশী কোন বিষয়ে কষ্ট দিতে তুমি দেখেছো?

একদিন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হিজরে অবস্থান করছিল, আমিও তাদের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তম প্রসঙ্গে আলোচনা উঠালো।

তারা বললো, এ লোকটির বিষয়ে আমরা যে পরিমাণ ধৈর্য ধরেছি এরূপ ধৈর্য কখনও ধারণ করিনি। এ লোকটি আমাদের স্বপ্নকে নির্বুদ্ধিতা বলে

১০২৬. শরহু ইবনু বাত্তাল আলা সহিহিল বুখারী-৯/১৪৯।



আখ্যায়িত করেছে। আমাদের পিতৃপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছে। আমাদের ধর্মের দোষ চর্চা করেছে। আমাদের একতা বিনষ্ট করেছে। আমাদের দেব-দেবিদের গালমন্দ করেছে। আমরা তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিরাট বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করেছি।

এভাবেই তারা তাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন এবং হাজরে আসওয়াদ ইসতিলাম করলেন এবং তাদেরকে অতিক্রম করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন।

যখনই তিনি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখনই তারা তাকে বাক্যবানে আঘাত করতো।

আমি তাঁর চেহারায় তাদের এ জাতীয় কথার প্রভাব লক্ষ্য করলাম। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখনও ঠিক আগের মত তাকে বাক্যবানে আঘাত করলো। আমি তাঁর চেহারায় এর প্রভাব দেখতে পেলাম। তিনি এগিয়ে গেলেন।

তৃতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা আবারো তাকে বাক্যবানে আঘাত করলো, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? শুনে রেখো যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের জন্য জবাই নিয়ে এসেছি।

তাঁর এ কথাটি সকলকে প্রভাবিত করল। তাদের মধ্যে সকলের অবস্থা এমন হল যেন তার মাথায় পাখি পতিত হয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ব্যক্তিটিও তাঁকে তখন সুন্দর কথা বলে বিদায় দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে বলল, হে আবুল কাসিম! তুমি নিরাপদে চলে যাও। আল্লাহর কসম! তুমি তো অজ্ঞ নও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন।

পরদিন তারা সকলে আবার হিজরে মিলিত হলো। আমিও তা[illegible] সাথে ছিলাম। তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা তাকে কী বলেছিলে আর সে তোমাদেরকে কী বলেছিল? অবশেষে সে যখন এমন সব কথা বলতে শুরু করল, অমনি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিলে।

তারা যখন তাদের এ আলোচনায় লিপ্ত ঠিক তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তারা সকলে একযোগে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে বলতে শুরু করল, তুমিই কি এ কথা বলে থাকো? যেহেতু তাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে তাদের দেব-দেবি ও ধর্মের দোষারোপ সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছেছিল।

তখন নবীজি ﷺ তাদেরকে বললেন, হ্যাঁ, আমিই বলে থাকি।

আমি দেখলাম তাদের একজন তাঁর চাদর ধরে টান দিল। তখন আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه তাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করছো যিনি বলেন যে, আমার রব আল্লাহ! এরপর তারা চলে গেলো।
এটিই ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে কঠিন আচরণ যা আমি দেখেছি।[১০২৭]

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে কোমলতার উপদেশ
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের যাদের মধ্যে রূঢ়তা ও কাঠিন্য দেখতে পেতেন, তাদেরকে কোমলতা ও নম্রতা গ্রহণের উপদেশ দিতেন।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা হাসান ইবনু আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আক্‌রা' ইবনু হাবিস তামিযি رضي الله عنه উপবিষ্ট ছিলেন। আক্‌রা' ইবনু হাবিস رضي الله عنه বললেন, আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না[১০২৮]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এ দয়া পাবার হকদার। সকলের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।[১০২৯]

১০২৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৬৯৯৬।
১০২৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৯৯৭।
১০২৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/৭৭।

কবিতা :

مناَزِلُ النَّاسِ فِيْ الدُّنيَا مُنَوَّعَةٌ + مَا بَيْنَ مُرْتَفِعٍ فِيْهَا مُسْتَفِلِ

وَهُمْ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوْا خَدَمٌ + رَغْمَ التَنَوُّعِ فِيْ الأَشْغَالِ والعَمَلِ

فَلْنَنْزِلِ النَّاسَ فِيْ الدُّنْيَا مَنَازِلَهُمْ + وَلِيَحْتَرِمْ بَعْضُنَا بَعْضًا بِلا جدَلِ

رَاعى النَّبِيُّ ذَوِيْ الْهَيْئَاتِ، إنَّ لَهُمْ + مَكَانَةً لَمْ تَزَلْ فِي الأَعْصَارِ الأَوَّلِ

فَحِيْنَ يَرْعَاهُمْ يَرْعى قَبَائِلَهُمْ + فإنَّهُمْ تَبَعٌ للْقَائِد البَطَلِ

يَدْعُوْ الكَبِيْرَ، فإن يَسْلَمْ كَبِيْرُهُمْ + تَلفِ الصِّغَارَ سَرِيْعًا تَابِعِيْ الرَّجُلِ

وَلَيْسَ يَيْأَسُ مِنْ إسلامِهِمْ أَبَدًا + فَدَعْوَةُ اللهِ لَا تَخْلُوْا مِنَ الأَمَلِ

দুনিয়াতে মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন প্রকার। কেউ উঁচু কেউ বা নীচু। পেশায় ও কর্মে ভিন্ন হলেও তারা একে অপরের সেবক। যদি তারা অনুভব করতে নাও পারে।

সুতরাং মানুষকে দুনিয়াতে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী মর্যাদা দিব। একজন অপরজনকে কোনরূপ বিতণ্ডা ছাড়াই সম্মান করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতৃস্থানীয় লোকদের মুল্যায়ন করেছেন। পূর্ববর্তী যুগ থেকেই সমাজে তাদের একটি সম্মানজনক আসন রয়েছে।

যখন তাদের মূল্যায়ন করা হয়, তখন পুরো গোত্রেরই মূল্যায়ন করা হয়, কারণ গোত্রের সকলই তো তাদের বীর নেতার অনুসারী।

বড়কে ইসলামের প্রতি আহবান করতেন। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার অনুসারীরা দ্রুতই ইসলাম গ্রহণ করে নিবে।

তাদের ইসলাম গ্রহণ থেকে কখনও নিরাশ হতেন না। আল্লাহর কাছে দু'আ কখনও বিফলে যায় না ।

حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوْا أَبْدى بِهِمْ فَرَحًا + وَبَشَّرَ الْقَوْمَ مَثْلَ الصَّيِّبِ الْهَطِلِ

تَجَاوَزَ اللهُ، فَلْيَسْتَأْنَفُوْا عَمَلاً + وَلِيَحْسِنُوْا فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ مِنَ الْعَمَلِ

وَ إِنْ يَكُنْ مِنْ ذَوِيْ الْهَيْئَاتِ مِنْ زَلَلٍ + يَعْفُوْا وَيَصْفَحُ عَمَّا كَانَ مِنْ زَلَلِ

إذَا أَتَاهُ ذَوُو الهَيْئَاتِ هَشَّ لَهُمْ + وَأَنْزَلَ الْقَوْمَ مِنْهُ أَكْرَمَ النُّزُلِ

وَزَارَهُمْ مِثْلَ مَا زَارُوْه يَسْعَدُهُمْ + وَقَدْ تَنَاوَلَ مَعَهُمْ أَيْسَرَ الأَكْلِ

يُشَاوِرُ الْقَوْمَ معنِيًّا بِحِكْمَتِهِمْ + أَخْذًا بِهَا، لَيْسَ للتَّمْوِيْه والجَدَلِ

يَزِيْدُ أَعْطِيَّاتٍ، كَيْ يُؤَلِّفُهُمْ + فَيُثْبِتَ القَلْبُ فِيْ الإسلامِ كَالجَبَلِ

তারা যখন ইসলাম গ্রহন করতেন, তাদের প্রতি খুশী প্রকাশ করতেন। সকলকে প্রবল বর্ষণের ন্যায় সুসংবাদ প্রদান করতেন।

আল্লাহ ক্ষমার। তারা যেন নতুন করে কাজ শুরু করে এবং যে আমল করবে তা যেন সুন্দরভাবে আদায় করে।

নেতৃস্থানীয় লোকদের যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতো তা ক্ষমা করে দিতেন।

তাঁর কাছে যদি নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি আগমন করতো, তিনি তাকে স্বহাস্য অভ্যর্থনা জানাতেন। তাদের জন্য উত্তম আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন।

তারা যেমন তাঁকে দেখতে আসতো, তেমনিও তিনি তাদেরকে দেখতে যেতেন। তাদেরকে সুখী করতেন। কখনও কখনও তাদের থেকে হালকা খাবার গ্রহণ করতেন।

লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাদের প্রজ্ঞাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের প্রজ্ঞা থেকে সাহায্য নিতেন। ছলনা কিংবা বিতণ্ডা করার জন্য নয়।

তাদেরকে প্রচুর দান করতেন। যাতে তাদের চিত্ত আকর্ষিত হয়। ইসলামের উপর তাদের হৃদয় পাহাড়ের ন্যায় অবিচল হয়।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النابِغِيْنَ

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভার অধিকারী।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন কবিতা শাস্ত্রে বিরল প্রতিভার অধিকারী। যেমন হাসসান বিন ছাবেত رضي الله عنه।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه মত ফিকহ্ শাস্ত্রে বিরল প্রতিভার অধিকারী।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন আলী বিন আবি তালিব ও মুআজ বিন জাবাল رضي الله عنه মত আইন ও কাযা শাস্ত্রে বিরল প্রতিভার অধিকারী।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন, যায়েদ বিন ছাবেত رضي الله عنه মত শিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে বিরল প্রতিভার অধিকারী।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন, আবু হুরায়রা رضي الله عنه মত স্মৃতি শক্তিতে বিরল প্রতিভার অধিকারী।

তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন, খালেদ বিন ওয়ালিদ رضي الله عنه মত সমর কুশলতায় বিরল প্রতিভার অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের মাঝে সুপ্ত এ সব প্রতিভাবানদের মূল্যায়ন করতেন। তাঁর সাহাবিদের মাঝে লুকিয়ে থাকা এ সব অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেন।

তাদের সাথে তাদের প্রতিভা ও সক্ষমতার উপযুক্ত আচরণ করতেন।

প্রত্যেক প্রতিভাবান ব্যক্তিকে তার প্রতিভার বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। যে যে বিষয়ে পারদর্শি, তাকে সে বিষয়ে কাজে নিয়োগ করতেন।

হাসসান ইবনে সাবেত ﷺ-কে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার জন্য দায়িত্বারোপ।

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরায়শদের বিপক্ষে তোমরা বিদ্রূপ কবিতা তৈরি কর। কারণ, তা তাদের বিপক্ষে তীর ছোড়ার চেয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী।

তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-এর নিকট জনৈক লোককে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, ওদের বিপক্ষে বিদ্রুপ করে কবিতা তৈরি কর। অতঃপর তিনি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করলেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না।

তখন তিনি কাব ইবনু মালিককে ডেকে পাঠালেন।

তারপর তিনি হাস্সান ইবনু ছাবিতের নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। সে যখন তার নিকট গেল তখন হাস্সান ﷺ বললেন, তোমাদের জন্য সঠিক সময় হয়েছে যে, তোমরা সে সিংহকে ডেকে পাঠিয়েছ, যে তার লেজ দিয়ে আঘাত করে দেয়।

তারপর তিনি তার জিহ্বা বের করে নাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি আমার জিহ্বার মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিব, যেমনভাবে হিংস্র বাঘ তার থাবা দিয়ে চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হাসসান! তুমি তাড়াতাড়ি করো না। কারণ আবু বকর ﷺ কুরায়শদের বংশ তালিকা সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। কেননা, তাদের সাথে আমারও আত্মীয়তার বন্ধন বিদ্যমান। অতএব তিনি এসে আমার বংশ তোমাকে আলাদা করে বলে দিবেন।

তারপর হাস্সান বিন সাবেত ﷺ তাঁর [আবু বকর ﷺ] নিকট গেলেন এবং (বংশ তালিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে) ফিরে এলেন। সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আমি আপনাকে তাদের মাঝখান হতে এমন সুকৌশলে বের করে আনব, যেমনভাবে আটার খামির থেকে সূক্ষ্ম চুল বের করা হয়।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাস্সান-এর ব্যাপারে বলতে শুনেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ হতে কাফেরদের দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রূহুল কুদুস' অর্থাৎ- জিবরিল عليه السلام সারাক্ষণ তোমাকে সহযোগিতা করতে থাকবেন।

আর তিনি [আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হাস্সান তাদের (কাফিরদের বিরুদ্ধে) ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিলেন এবং কাফিরদের মান-সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন।

• **হাস্সান ইবনে সাবেত رضي الله عنه বললেন-**

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللّٰهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ.

তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুর্নাম করছ, আর আমি তাঁর পক্ষ হতে জবাব দিচ্ছি। এর পুরস্কার প্রতিদান আল্লাহর কাছে।

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا * رَسُولَ اللّٰهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ.

তুমি দুর্নাম করছ এমন মুহাম্মাদের। যিনি নেক লোক, সর্বশ্রেষ্ঠ পরেহযগার। তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। যাঁর চরিত্র মাধুর্য অনুপম।

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ.

আমার পিতা-মাতা আমার সম্মান-মর্যাদা
মুহাম্মাদের সম্মানের খাতিরে উৎসর্গিত।

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ.

আমি শপথ করে বলছি, কাদ্দা নামক পাহাড়ের দু'প্রান্তে (মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর) বিজয় ধূলি উড়বে

يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ * عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ.

তা তোমরা দেখতে পাবে, কিংবা আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আনসারগণ পর্বত শৃঙ্গ থেকে কাঁধে ধারণ করবেন বর্শা এবং তাঁরা থাকবেন তৃষ্ণা-কাতর প্রাণীর মতো ওঁৎ পেতে
অর্থাৎ- আনসারগণ শত্রু মুকাবিলায় সতত প্রস্তুত থাকেন।

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ * تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ.

আমাদের অশ্বারোহীরা এত দ্রুতবেগে চলে যেন মুষলধারে বারি বর্ষিত হচ্ছে। আর নারীরা তা হতে মুক্ত হওয়ার জন্যে পর্দা করে তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে নিচ্ছে।

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ.

তোমরা যদি আমাদের (ইসলামের) বিমুখ হও, তাহলেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়বে আর অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়ে যাবে।

وَإِلاَّ فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللّٰهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

কিংবা তোমরা অপেক্ষায় থাকো ঐ সময়ের,
যেদিন মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের মুকাবিলা হবে,
আর সেদিন আল্লাহ যাকে চান বিজয় মালা পরাবেন।

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا * يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর তিনি সবসময় লোকদের সত্যের দিকে ডাকেন, যাঁর মধ্যে নেই কোন কপটতা, অস্পষ্টতা।

وَقَالَ اللّٰهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا * هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ.

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, আমি এমন মুজাহিদদের মদদ করি, যারা আনসার এবং যাদের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে শত্রু মুকাবিলা করা।

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ * سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ.

প্রত্যহ আমরা শত্রু মুকাবিলায় থাকি সতত প্রস্তুত।
কক্ষনো বা গাল-মন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা নিন্দাবাদ দ্বারা।

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللّٰهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ.

তোমাদের মাঝে এমন কারো দুঃসাহস আছে যে, আল্লাহর রাসূলের বিদ্রূপ করে, অথচ মাখলুকাত ব্যতীতও এক মহান সত্তা রয়েছেন, যিনি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সহায়ক।

وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا * وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ.

জিবরিল ﷺ আমাদের জন্য আল্লাহর তরফ হতে নির্বাচিত সম্মানিত বাণীবাহক (দূত) এবং তিনি রূহুল কুদুস (পূতঃ-পবিত্র আত্মা) যাঁর সাদৃশ্য ফেরেশ্তাকূলে দ্বিতীয় কেউ নেই।[১০৩০]

- **বারা' ইবনে আযেব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, নবী ﷺ হাস্সান رضي الله عنه-কে বলেছেন,

اهْجُهُمْ - أَوْ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ.

তুমি তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার জবাব দাও। তোমার সঙ্গে জিব্‌রাঈল (ﷺ) আছেন।[১০৩১]

- **সা'ঈদ ইব্‌নু মুসাইয়িব رحمه الله থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, একদা ওমর رضي الله عنه মসজিদে নববিতে আগমন করেন, তখন হাস্সান ইব্‌নু সাবিত رضي الله عنه কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম।

অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আঃ)] দ্বারা সাহায্য করুন। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।[১০৩২]

শিক্ষা :

এ হাদিস থেকে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা বৈধতা বোঝা যায় যদি সে কবিতা বৈধ হয়। পক্ষান্তরে ওই কবিতা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় ও ইসলামের পক্ষে এবং কাফেরদের কুৎসা রটনায়, তাদের বিরূদ্ধে লড়াইয়ে

১০৩০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৬২৮৯।
১০৩১. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩২১৩।
১০৩২. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩২১২।

উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিংবা তাদেরকে তুচ্ছ করার জন্য হয় তবে তা আবৃত্তি করা মুস্তাহাব। হাস্‌সান ﵁-এর কবিতা এ পর্যায়েরই ছিল।

এ হাদিস থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অনুরূপ কবিতা আবৃত্তি করবে, তার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।

• **আনাস ইবনে মালেক ﵁ থেকে বর্ণিত–**

নবী ﷺ ওমরাতুল কাযায় মক্কায় প্রবেশ করেন, আর তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁ এই কবিতা পাঠ করতে করতে তাঁর সামনে হাঁটছিলেন:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ + الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ.

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ + وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ.

অর্থ : হে কাফির সম্প্রদায়! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। (তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে) আজ আমরা তোমাদেরকে আঘাত করবো তাঁর (অথবা কুরআনের) অবতরণ সূত্রে। এমন আঘাত, যা মাথা স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন তাঁকে ওমর ﵁ বললেন: হে ইবন রাওয়াহা! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে মহা মহিয়ান আল্লাহর হারামে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো?

নবী ﷺ বললেন : তাকে করতে দাও। তার

(এই কবিতা) কাফিরদের অন্তরে তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত ক্রিয়া বিস্তারকারী।[১০৩৩]

যায়েদ বিন ছাবেত ﵁-কে ইয়াহুদিদের ভাষা শিক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ

যায়িদ ইবনু সাবিত ﵁ থেকে বর্ণিত–

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় এলেন, তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি আমাকে দেখে খুশী হলেন। লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বালক বনু নাজ্জারের। সে আপনার কাছে যে কুরআন

১০৩৩. সুনানে আন-নাসায়ি, হাদিস নং : ২৮৭৩। সুনান আত তিরমিযি, হাদিস নং : ২৮৪৭।



অবতীর্ণ হয়, তার দশটিরও বেশী সূরা মুখস্থ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে পড়তে বললেন, আমি তাঁকে সূরা 'কাফ' তেলাওয়াত করে শোনালাম। এতে নবীজি ﷺ খুব আনন্দিত হলেন।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়াহুদিদের কিতাবি ভাষা (হিব্রু) অধ্যয়নের জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পত্রাদির ব্যাপারে ইয়াহুদিদের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারপর মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই আমি সুরিয়ানি ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম, এ ভাষা শিক্ষার পর থেকে তিনি ইয়াহুদিদের নিকট কোন কিছু লিখতে চাইলে আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা তাঁর নিকট কোন চিঠি পাঠালে, আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম।[১০৩৪]

এত দ্রুত হিব্রু ভাষা শিক্ষা করে নেয়া তার অভাবনীয় ধীশক্তি ও প্রখর মেধার পরিচায়ক। বিশেষ করে বালক বয়সে এত দ্রুত অপর একটি ভাষা শিক্ষা করা সত্যিই বিস্ময়কর।

এ কারণে ইমাম যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'তার পিতা হিজরতের পূর্বে বুআছের যুদ্ধের দিন ইন্তেকাল করেন, ফলে তিনি ইয়াতিম অবস্থায় লালিত পালিত হন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবীদের অন্যতম।[১০৩৫]

ইবনু কাছির রহ. বলেন, যায়েদ বিন ছাবেত রা. ছিলেন প্রচণ্ড ধী শক্তির অধিকারী, মাত্র পনের দিনে তিনি ইয়াহুদিদের ভাষা ও হস্তাক্ষর শিক্ষা করেন। মাত্র আঠারো দিনে কিসরার দূতের নিকট ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিভিন্ন খাদেমের নিকট হাবশি ভাষা, রোমান ভাষা, কিবতি ভাষা শিক্ষা করেন।[১০৩৬]

কাতেবে ওহি হিসেবে নিযুক্ত করা

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'কাতেবে ওহি' -এর অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

- **বারা ইবনু আযিব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–**

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১০৩৪. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৭১৫। সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৬৪৫।
১০৩৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৪২৭।
১০৩৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৩৩।

আয়াতটি অবতীর্ণ হলে নবী (ﷺ) বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় (রাবি বলেন- অথবা তিনি বলছেন, কাঁধের হাড় এবং দোয়াত) নিয়ে আসে।

এরপর তিনি বললেন, লিখ। .... لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ

এ সময় অন্ধ সাহাবি আম্‌র ইব্‌নু উম্মে মাকতূম رضي الله عنه নবী (ﷺ)- এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কী নির্দেশ? এ কথার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে অবতীর্ণ হল ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

সমান নয় সেসব মু'মিন যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং ঐসব মু'মিন যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করে।[১০৩৭]

এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه যখন কুরআনুল কারিম সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন, তখন এই যায়েদ বিন ছাবেতকেও সেই 'কুরআন সঙ্কলন' কমিটির সদস্য করে নেন।[১০৩৮]

• **যায়েদ ইবনু সাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

যিনি ওহি লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবু বকর رضي الله عنه (তার খিলাফাতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে ইয়ামামার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে ওমর رضي الله عنه বসা ছিলেন। তিনি [আবু বকর رضي الله عنه আমাকে] বললেন, ওমর رضي الله عنه আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফেযগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান কি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ চলে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবু বকর رضي الله عنه বলেন, আমি ওমর رضي الله عنه-কে বললাম, আমি এ কাজ কীভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করে যাননি।

কিন্তু ওমর رضي الله عنه বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা কল্যাণকর।

১০৩৭. সূরা আন-নিসা : ৯৫।
১০৩৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৪৯৯০।

ওমর ﵁ তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ কাজ করার জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমিও ওমর ﵁-এর মতোই মতামত পেশ করলাম।

যায়েদ ইবনু সাবিত ﵁ বলেন, ওমর ﵁ সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বকর ﵁ আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা রাখি না। কেননা, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ওহি লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর।

আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পর্বত স্থানান্তর করার আদেশ দিতেন তাও আমার কাছে এমন ভারী মনে হত না।

আমি বললাম, যে কাজটি নবী ﷺ করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কীভাবে করবেন?

তখন আবু বকর ﵁ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটাই কল্যাণকর। এরপর আমিও আমার কথার উপর বারবার জোর দিতে লাগলাম। শেষে আল্লাহ যেটা বুঝার জন্য আবু বকর ও ওমর ﵄-এর অন্তর উন্মুক্ত দিয়েছিলেন, আমার অন্তরকেও তা বুঝার জন্য উন্মুক্ত দিলেন। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডাল ও বাকল এবং মানুষের স্মৃতি থেকে তা সংগ্রহ করলাম।[১০৩৯]

শিক্ষা :

আলী বিন আবি তালিব ﵁ বলেন, কুরআন সঙ্কলনে সবচেয়ে বেশী অবদান আবু বকর ﵁-এর। আবু বকরের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি সর্ব প্রথম কুরআনুল কারিমকে দু'টি মলাটের মাঝে সঙ্কলন করেছেন।[১০৪০]

এ থেকে আবু বকর ﵁-এর প্রতি আলী ﵁-এর ভালবাসা ও সম্মানের পরিচয় পাওয়া যায়। আবু বকর ﵁-এর প্রতি আলী ﵁-এর কী পরিমান

১০৩৯. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৪৬৭৯।

১০৪০. আবু বকর বিন আবি দাউদ, আল মাসাহিফ : ১/৪৯। ইবনু হাজার ﵀ ফাতহুল বারিতে (৯/১২) এটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ থেকে আবু বকর ﷺ খেলাফতের প্রতি তার যে স্বীকৃতি ছিল সেটিও স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। যা থেকে রাফেযি মিথ্যাবাদীদের দাবীর অসত্যতাও প্রতিয়মান হয়।

মুআজ বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামানবাসীর কাযির দায়িত্ব অর্পণ করা

হালাল ও হারামের ব্যাপারে মুআজ বিন জাবালের অসামান্য পারদর্শিতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানবাসীর কাযি বা বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

- **আস্ওয়াদ ইব্নু ইয়াযিদ ﷺ থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, মু'আয ইব্নু জাবাল ﷺ আমাদের নিকট শিক্ষক অথবা আমির হিসেবে ইয়ামানে আসলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে এক কন্যা ও এক বোন রেখে মারা গেছে। তিনি কন্যাটিকে অর্ধেক ও বোনটিকে অর্ধেক দিলেন।[১০৪১]

- **মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ কতিপয় সঙ্গীর সূত্র থেকে বর্ণিত–**

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেন, তোমার নিকট যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক।

নবী ﷺ বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্র কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও?

মু'আয ﷺ বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাত অনুযায়ী।

নবী ﷺ বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাত এবং আল্লাহ্র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও?

মু'আয বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং অলসতা করবো না। তখন নবী ﷺ মু'আযের বুকে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিনিধিকে আল্লাহ্র রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন।[১০৪২]

১০৪১. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬৭৩৪।

১০৪২. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৫৯২। সুনান আত তিরিমিজি, হাদিস নং : ১৩২৭।

মুসআব বিন উমাইর (রা.)-কে মদিনায় প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসআব বিন উমাইর (রা.)-কে মদিনাবাসীর শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনিই ছিলেন মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম দূত। মদিনার মুসলিমদেরকে ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। তাদেরকে কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত শিক্ষা দিতেন। লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসিত সিরাতে মুসতাকিমের পথে আহবান করতেন। তাই তাকে 'কারি' বলা হতো।[১০৪৩]

এখান থেকেই বলা হয় যে, মদিনা তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং বিজীত হয়েছে কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে।

- **বারা' ইব্‌নু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, সর্বাগ্রে আমাদের মধ্যে মদিনায় আসলেন মুস'আব ইব্‌নু উমায়ের এবং ইব্‌নু উম্মে মাকতুম। তারা লোকদেরকে কুরআন পড়াতেন।[১০৪৪]

প্রতিভাবান ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের মধ্যে প্রতিভাবান ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। যেমন, হিজরতের রাতে আলী (রা.)-কে তার বিছানায় শায়িত হওয়ার জন্য দায়িত্ব দিলেন।

কুরাইশরা যখন দারুন নদওয়ায় একত্রিত হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করার ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তখন আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে তাঁর নবীকে সব জানিয়ে দিলেন।

তখন তিনি আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন সে রাতে তাঁর বিছানায় শায়িত থাকেন। অথচ শত্রুরা তাঁর গৃহকে ঘিরে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পেয়ে আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অথচ তিনি জানেন যে, অবস্থা কতটা ভয়াবহ! শত্রুরা যখন আক্রমন করবে, তখন এটা যাচাই

১০৪৩. ইবনু হিশাম, আস্ সিরাতুন নববিয়্যাহ : ১/৪৩৪।
১০৪৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩৯২৫।

করে দেখবে না যে, বিছানায় কে শায়িত। এমনও হতে পারে যে, শত্রুরা তাকেই আল্লাহর রাসূল মনে করে তার উপর তরবারি চালিয়ে দিবে।[১০৪৫]

এমন একটি কঠিন পরিস্থিতি কেবল বীর ও সাহসী ব্যক্তির পক্ষেই সামলে নেয়া সম্ভব। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি বিপদ সংকুল কাজের জন্য আলী ؓ-কে বাছাই করলেন। এমন একটি কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য তাকে জেনে শুনেই, তার যোগ্যতা ও পারদর্শিতার উপর আস্থাশীল হয়েই তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

অনুরূপভাবে খায়বারের যুদ্ধে আলী ؓ-কে ঝাণ্ডা বহনের জন্য নির্বাচন করেছেন।

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ؓ-কে খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফের বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন।

- **ইব্‌রাহিম তাইমি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন–**

আমরা হুযাইফা ؓ-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল। হে আবু আবদুল্লাহ! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছো? তার সংশ্রব পেয়েছো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন লোকটি বলল, হায়, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেতাম, তবে তাঁর সাথে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং তাতে কোনরূপ পিছপা হতাম না।

হুযাইফা ؓ বললেন, হয়তো তুমি তা করতে, কিন্তু আমি তো খন্দকের যুদ্ধের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, "ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শত্রুর খবর এনে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে (মর্যাদার আসনে) রাখবেন?" আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

১০৪৫. ইবনু হিশাম, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ-১/৪৮২।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার নফল নামায আদায় করে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে তিনি আবার বললেন, "ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামাতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?"

এবারও আমরা চুপ রইলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা করলেন, "ওহে! এমন কেউ আছে কি যে আমাকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গে রাখবেন?"

এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। একদিকে প্রচণ্ড ভয়, অপর দিকে তীব্র শীত এর উপর আবার অসহনীয় ক্ষুধার জ্বালা।

এবার তিনি বললেন, হে হুযাইফা ওঠো এবং তুমি শত্রুদের খবরাদি আমাকে এনে দাও।

রাসূল ﷺ যখন এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই উঠা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

এবার তিনি বললেন, শত্রুদের মধ্যে ঢুকে যাও। তারা কী করছে, তা জানার চেষ্টা কর, আমাদের কাছে আসা পর্যন্ত কোন কিছু করবে না।

তারপর আমি যখন তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলেছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকটে পৌঁছে গেলাম।

আমি শত্রুদের মধে ঢুকে গেলাম। এদিকে বাতাস ও আল্লাহর সৈনিকগণ যা করার করা শুরু করে দিয়েছে। ফলে না তারা উনূনে হাঁড়ি চড়াতে পারছে, না আগুন জ্বালাতে সক্ষম হচ্ছে। কোন কিছুই ঠিক থাকছে না।

তখন আবু সুফিয়ান বলে উঠল! হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা প্রত্যেকে তার সাথীকে দেখে রাখ।

হুজাইফা رضي الله عنه বলেন, আমি তখনই আমার পাশের এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

সে বলল, আমি অমুকের পুত্র অমুক।

এরপর আবু সুফিয়ান সকলকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর শপথ! হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা এখন অবস্থান করার মত স্থানে নেই। আমাদের বাহনগুলো

ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু কুরাইযা আমাদের সাথে গাদ্দারি করেছে। তাদের কাছ থেকে অপ্রীতিকর খবর আসছে। এ প্রচণ্ড বাতাসে আমাদের যে অবস্থা হয়েছে, তা তোমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহর কসম! এতে না আমরা উনুনে হাঁড়ি চড়াতে পারছি, না আগুন জ্বালাতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের কোন তাবুই ঠিক থাকছে না। সুতরাং সকলে প্রস্থান কর। আমিও ফিরে চলছি।

এরপর আবু সুফিয়ান তার উটের দিকে এগিয়ে গেল। উটটি বাধা ছিল। এ অবস্থায় সে উটের উপর চেপে বসল এবং প্রহার করল। উটটি তিনবার লাফিয়ে উঠল। সে দাড়িয়েই তার বাধন খুলল।

আমি তখন একটি তীর তুলে ধনুকে সংযোজন করলাম এবং তা নিক্ষেপ করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে দিয়েছেন, "তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলো না।" আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করতো।

অগত্যা আমি ফিরে আসলাম এবং ফিরে আসার সময়ও উষ্ণতার মধ্য দিয়ে অতিক্রমের মতো উষ্ণতা অনুভব করলাম।

তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন প্রতিপক্ষের খবর তাঁকে প্রদান করলাম। আমার দায়িত্ব পালন করে অবসর হতেই আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অতিরিক্ত একটি কম্বল দিয়ে আমাকে আবৃত করে দিলেন, যা তিনি সাধারণত সালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় বিভোর রইলাম।

যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন, "হে গভীর নিদ্রামগ্ন! এখন উঠে পড়ো।"[১০৪৬]

আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলেছি- অর্থাৎ, সকলে যে তীব্র শীত অনুভব করছিল, তিনি তা অনুভব করেন নি। যে প্রচণ্ড বাতাস সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিল সে বাতাসের কোন তীব্রতাও তিনি অনুভব করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহবানে সাড়া দেয়া, তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কাজে আত্মনিয়োগ করার বরকতে, সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ

১০৪৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৫৩২। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২২৮২৩। উভয় হাদিসের সমন্বয়ে ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে।

ﷺ-এর দু'আর বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে তীব্র শীত ও প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া থেকে মুক্তি দান করেছেন।

এ উষ্ণতায় তিনি কাজ সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত অনুভব করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে কাজের বিবরণ পেশ করার পর অন্যান্য লোকদের ন্যায় শীতের সেই তীব্রতা তিনি পুনরায় অনুভব করতে শুরু করলেন। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনন্য মুজিযার অন্তর্ভূক্ত।[১০৪৭]

এমন একটি বিপদসংকুল ও কঠিন কাজের জন্য, তাও আবার কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করা ছিল তার যোগ্যতা ও পারদর্শিতার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ আস্থা ও অবগতির কারণেই।

হুজাইফা رضي الله عنه-এর মাঝে সমাহার ঘটেছিল নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন আত্মোৎসর্গকারী একজন বোদ্ধার গুণাবলী। তীব্র আঁধারকে উপেক্ষা করে শত্রু বাহিনীর মাঝে ঢুকে গেলেন। প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে এমন এক আত্মনিবেদিত দুঃসাহী যোদ্ধার মত ঢুকে পড়লেন যার চতুর্দিক থেকে কেবল বিপদের হাতছানি। অথচ তিনি বেপরোয়া, উদ্বেগহীন। পাহাড়সম দৃঢ়তা ও মনোবলের অধিকারী। সুদৃঢ় ঈমান ও গভীর প্রজ্ঞার ধারক। যার হৃদয় স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। আত্মমর্যাদায় বলীয়ান। বিপদ যখন ঘনিভূত হয়ে আসে, তখন তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞচিত পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যান।[১০৪৮]

সাহাবাদের মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মর্যাদা বর্ণনা করা

সাহাবিদের মধ্যে যারা বিশেষ প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

• **আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে নিবে?

১০৪৭. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/১৪৬

১০৪৮. মুহাম্মদ সাদেক আরজূন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-৪/১৯৭

তখন তাঁদের উপস্থিত প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল আমি নিব, আমি নিব।

তিনি বললেন, আর এ তরবারির উপযুক্ত হক কে আদায় করতে পারবে?

এ কথা শুনেই লোকেরা থমকে গেল।

কিন্তু সিমাক ইবনু খারাশাহ্ আবু দুজানাহ্ ﷺ বললেন, আমিই তার হক আদায় করতে পারব।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তা নিয়েই মুশরিকদের মাথার খুলি টুকরো টুকরো করলেন।[১০৪৯]

সাহাবায়ে কিরামের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের মধ্যে যে সব বিশেষ গুণাবলী দেখতে পেয়েছেন সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

- **আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

আমার উম্মাতের মাঝে আবু বকর আমার উম্মাতের প্রতি সবচাইতে বেশী দয়ালু।

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রয়োগে ওমর তাদের মাঝে সবচাইতে বেশী কঠোর।

তাদের মাঝে 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান সবচাইতে বেশী লাজুক।

তাদের মাঝে হালাল ও হারাম প্রসঙ্গে মু'আয ইবনু জাবাল সবচাইতে বেশী ওয়াকিফহাল।

তাদের মাঝে ফারায়িয (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান) সম্বন্ধে যাইদ ইবনু সাবিত সবচাইতে বেশী অভিজ্ঞ।

তাদের মধ্যে অধিক উত্তমরূপে কুরআন পাঠকারী উবাই ইবনু কা'ব।

আর প্রত্যেক উম্মাতের একজন সবচাইতে বেশী বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মাতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত লোক আবু 'উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ।[১০৫০]

১০৪৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৪৭০।

১০৫০. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৭৯১। ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ১৫৫।



সালামা ইবনুল আকওয়া ﵁-এর প্রশংসা।

ইয়াস ইবনু সালামা ﵁ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুদাইবিয়ায় পৌঁছলাম। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। তদুপরি সেখানে ছিল পঞ্চাশটি বকরি, যাদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কূয়ার কিনারায় বসলেন এবং দু'আ করলেন অথবা তাতে থুতু দিলেন। রাবী বলেন, আর অমনি পানি উথলে উঠলো। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পানি পান করালাম।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বায়'আতের জন্য বৃক্ষমূলে ডাকলেন।

তারপর লোকদের মধ্যে আমি সর্বাগ্রে বায়'আত হলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকেরাও বায়'আত হলো।

তিনি যখন বাই'আত গ্রহণ করতে করতে লোকজনের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে সালামা! তুমি বাই'আত হও।

তখন আমি বললাম, আমি তো, লোকদের মধ্যে প্রথমেই বাই'আত হয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন, আবারও হও না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে ঢাল দিয়ে বাই'আত করতে করতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন এবং বললেন, তুমি কি আমার কাছে বাই'আত হবে না, হে সালামা!

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দু দু'বার) আপনার কাছে বাই'আত হয়েছি।

তিনি বললেন, আবারও হও না।

তখন আমি তৃতীয় বার বাই'আত গ্রহণ করলাম।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তোমার সে বড় ঢালটি বা ছোট ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম?

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচা আমের আমার সাথে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় দেখা করেছিলেন। তখন আমি তাঁকে তা দিয়ে দিয়েছি।

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন, তুমি দেখছি পূর্ববর্তীযুগের সে সকল লোকের মত, যে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট বেশি প্রিয় হবে।"

এরপরে মুশরিকরা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠালো। আমাদের একপক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়পক্ষ পরস্পরে সন্ধিবদ্ধ হলাম।

সালামা ﵁ বলেন, আমি তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তার ঘোড়াকে পানি পান করাতাম এবং তার পিঠ মালিশ করতাম এবং তাঁর অন্যান্য খেদমতও করতাম। আমি তাঁর ওখানে খাওয়া-দাওয়া করতাম। নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের রাহে মুহাজির হয়েছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হলাম এবং আমাদের একপক্ষ অপরপক্ষের সাথে মিলেমিশে থাকতে লাগলাম। আমি একটি গাছ তলায় গিয়ে তার নীচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তার গোড়ায় একটু শুয়ে পড়ি। এমন সময় মাক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগলো এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে আর একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্রাদি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো।

এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চীৎকার করে বললো, হে মুহাজিরগণ! ইবনু যুনায়মকে কতল কর।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ঐ চারজনের উপর ধাবিত হলাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলো হস্তগত করলাম এবং তা আঁটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম।

এরপর আমি বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মাদ ﷺ -কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোলো, তবে তার সে অঙ্গে আঘাত করব যেখানে তার চোখ দু'টো রয়েছে।

তারপর তাদেরকে আমি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম।

তিনি বলেন, এমন সময় আমার চাচা আমের, আবালাত গোত্রের একজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসেছে। তাকে মিকরিয বলা হতো। সে ছিল বর্ম সজ্জিত একটি ঘোড়ায় আসিন। আর তার সাথে সত্তর জন মুশরিক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে আক্রমণ ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং দ্বিতীয়বার তারাই অপরাধী প্রতিপন্ন হয়"।

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

وَ هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا.

সে পবিত্র সত্তা যিনি তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে মক্কা প্রান্তরে তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর বিরত রেখেছেন"[১০৫১]

তারপর মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মানযিলে আমরা অবতরণ করলাম যেখানে আমাদের ও লেহিয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের পক্ষ থেকে পাহারা দেয়ার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহন করবে।

সালামা বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ঐ পাহাড়ে আরোহন করেছিলাম। তারপর আমরা মদিনায় এলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোলাম রাবাহ্কে দিয়ে তাঁর উটসমূহ পাঠালেন। আর আমিও তালহার ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাথে সাথে উটগুলো হাঁকিয়ে চারণ ভূমির দিকে নিয়ে গেলাম। যখন আমাদের ভোর হলো আবদুর রহমান ফাজারি চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং পশুপালের রাখালকে হত্যা করলো।

[১০৫১]. সূরা আন্ নূর ২৪ : ৪৮।

আমি তখন রাবাহ্‌কে বললাম, হে রাবাহ্! লও এ ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহকে পৌঁছে দিও আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা তাঁর উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে।

তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার চিৎকার দিলাম, ইয়া সাবাহা! তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম ও তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি মুখে এ চরণ উচ্চারণ করছিলাম,

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ * وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ.

আমি আকওয়া'র পুত্র, আজ সেদিন, আজকে মায়ের দুধ (কতখানি খেয়েছো তা) স্মরণের দিন।

তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তার উপর এ রকমভাবে তীর নিক্ষেপ করেছি যে, তীরের অগ্রভাগ তার কাঁধ ছেদ করে বেরিয়েছে। তিনি বলেন, আমি বলতে লাগলাম,

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ * وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ.

এ আঘাত নাও, আমি আকওয়া'র পুত্র, আজ দুধপান স্মরণের দিন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোন ঘোড় সওয়ার আমার দিকে ফিরত তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোড়ায় বসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম। আর তাকে যখম করে ফেলতাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসে এবং তারা সে সংকীর্ণ পথে ঢোকে আমি তখন পাহাড়ের উপর উঠে সেখান থেকে অবিরাম তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলাম।

তিনি বলেন, এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম যে পর্যন্ত না আল্লাহর সৃষ্ট উটগুলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওয়ারী হিসেবে ছিল তা আমার পেছনে রেখে না যাই। তারা এগুলো আমার আওতায় ফেলে চলে গেল।

তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশী চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে গেল।

তারা যেসব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তার প্রত্যেকটিকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ তা দেখে চিনতে পারেন।

অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। এমন সময় বাদর ফাজারির অমুক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হলো। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসলো।

আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম।

তখন সে ফাজারি বললো, ঐ যে লোকটিকে দেখছি সে কে?

তারা বলল, লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছি। আল্লাহর কসম! রাতের আঁধার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটি আমাদের পিছন থেকে সরছে না, সে আমাদের প্রতি অবিরত তীর নিক্ষেপ করছে, এমনকি আমাদের যথাসর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে।

তখন সে বলল, তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তার উপর চড়াও হও। তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মত নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছলো, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন?

তারা বলল, না।

তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি সালামা ইবনুল আকওয়া'। কসম সে পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন! আমি তোমাদের যাকেই পাই তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে ধরতে পারবে না।

তখন তাদের একজন বলল, আমিও তাই মনে করি।

তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সে স্থানেই বসে রইলাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহীদের গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে দেখলাম। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আখরাম আসাদি। তাঁর পিছনে আবু কাতাদা আনসারি। তাঁর পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দি।

তিনি বলেন, আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। তিনি বলেন, তখন লুটেরা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।

আমি বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে।

আখরাম বললেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে কর তবে আমার এবং শাহাদাতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করো না।

সালামা বলেন, তখন আমি তার পথ ছেড়ে দিলাম। তিনি তখন আবদুর রহমানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন। আর আবদুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসলো।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোড়সাওয়ার আবু কাতাদা ؓ এসে পৌঁছলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন।

সে পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে মর্যাদা মন্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আর পিছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোন সাহাবিকেই দেখতে পেলাম না, এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধূলিও আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। এভাবে চলতে চলতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরিপথে উপনীত হল যেখানে যু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করলো।

তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেলো। এক জায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলাম।

তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগলো আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। আমি তাদের যে কোন একজনের নিকটবর্তী হতাম তার কাঁধের অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করে বলতাম,

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ * وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ.

আমি আকওয়া'র পুত্র, আজ দুধ স্মরণের দিন।

সে তখন বলল, তার মা তার জন্য কাঁদুক-তুমি কি সে আকওয়া যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তোমার জানের দুশমন, আমি সেই তোমার ভোর বেলার আকওয়া।

অতঃপর তারা দু'টি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল।

তখন আমি ঐ দু'টোকে হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এলাম।

সেখানে একটি দুধ ভর্তি "সাতিহা' (চামড়ার পাত্র) এবং একটি পানি ভর্তি সাতিহা নিয়ে এসে আমের আমার সাথে মিলিত হলেন। আমি তখন অযু করলাম এবং (দুধ) পান করলাম।

তারপর এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, যখন তিনি ঐ পানির কাছে ছিলেন যা থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করেছেন।

তখন বেলাল ঐ লোকদের কাছ থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট জবাই করে তার কলিজা এবং কুঁজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ভুনা করছিলেন।

তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের লোকদের থেকে একশ' জনকে বাছাই করে নিয়ে সে দুশমনের পিছু ধাওয়া করি যাতে তাদের সকলকে এমনিভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাবার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, চুলোর আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি তা করতে পারবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, হে ইবনুল আকওয়া, তুমি তা পেয়ে গেছো। এবার ক্ষমা করে দাও। এতক্ষণে তো তারা গাত্‌ফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করছে।

তিনি বলেন, এমন সময় গাত্‌ফান গোত্রের একটি লোক এল। সে বলল, অমুক তাদের জন্য একটি উট জবাই করেছে। তারা যখন তাঁর চামড়া খসাচ্ছিল তখন তাঁরা ধুলো রাশি উড়তে দেখতে পায়। তখন তারা বলে উঠলো ওরা (আকওয়া' ও তাঁর বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। তখন তারা পালিয়ে যায়।

এরপর আমাদের ভোর হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের আজকে সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবু কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা।

তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসেবে গনিমতের দু' অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দু' অংশ দিলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মদিনায় ফিরে আসার কালে আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উট্‌নী আয্‌বার পিছনে বসিয়ে নিলেন।

তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আনসারের এমন এক ব্যক্তি-যাকে পদব্রজে চলার ব্যাপারে কেউ পরাজিত করতে পারতো না-বলতে লাগলো-কেউ কি আছে যে, মদিনায় সর্বাগ্রে পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে?

এ কথাটি সে বারবার বলছিল।

তিনি বলেন, যখন আমি তার এ (চ্যালেঞ্জমূলক) কথাটি শুনলাম তখন বললাম, তুমি কি কোন সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জান না বা কোন ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না?

সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো নয়।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান, আপনি আমায় অনুমতি দিন যেন আমি ওই ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করি।

তখন তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে।

তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ওহে! আমি তোমার দিকে আসছি।

তারপর আমি লাফ দিয়ে নিচে দৌড়ালাম। তারপর এক বা দু' টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রইলাম তখন পর্যন্ত আমার দম বন্ধ রেখে তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম।

আরও দু' এক টিলা পর্যন্ত ধীরগতিতে চলার পর সজোরে দৌড় দিয়ে তার নিকট পৌঁছে গেলাম। এবং তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি মেরে বললাম, ওহে! আল্লাহর কসম! তুমি হেরে গেছ।

তখন সে বলল, আমিও তাই মনে করছি।

অতএব আমি তার পূর্বেই মদিনায় পৌঁছে গেলাম।

আল্লাহর কসম! এরপর আমরা তিনরাতের অধিক মদিনায় থাকতে পারিনি। এমনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা খায়বারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, তখন আমার চাচা আমের رضي الله عنه উৎসাহমূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন :

تَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا.

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا + فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا.

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا.

আল্লাহর কসম! আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে আমরা হেদায়াত পেতাম না।

সাদাকাও দিতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না।

আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনো বেপরওয়া হতে পারি না,

তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই

এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন, আমি আমের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন।"

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দু'আ করতেন সে শহিদ হতো।

তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه স্বীয় উটের উপর আসীন অবস্থায় চিৎকার করে বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! আমেরকে দিয়ে আমাদের আরো উপকৃত করলেন না কেন?

তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা খায়বারে উপস্থিত হলাম, তখন খায়বার অধিপতি মারহাব তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এলো এবং বলল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ • شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, পূর্ণ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীরপুরুষ

যখন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘনীভূত হয় তখন সে তরবারিসমূহ চমকাতে থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার চাচা আমের ﷺ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বললেন–

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ • شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

খায়বার জানে যে, আমি আমের অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ।

এক বীর বাহাদুর ভয়হীন ব্যক্তি।

তারপর তাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো। আমের ﷺ নীচে থেকে যখন তাকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের উপরই পতিত হলো, আর তাতে তাঁর পায়ের গোছার সংযোগ শিরা কেটে গিয়ে শহিদ হলেন।

সালামা ﷺ বলেন, তখন আমি বের হলাম। নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবিকে বলাবলি করতে শুনলাম যে, আমেরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে।

তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমেরের আমলগুলো বরবাদ হয়ে গেল?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এ-কথা)-কে বলেছে?

আমি বললাম, আপনারই কয়েকজন সাহাবি।

তিনি বললেন, যারা এরূপ বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে এবং তার প্রতিদান সে দু'বার পাবে। তিনি তার দুটি আঙ্গুল একত্র করলেন- নিশ্চয় সে দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ, তার মত এতগুণের অধিকারী আরবে খুবই বিরল।

তারপর তিনি আমাকে আলী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে (আজ) পতাকা সমর্পণ করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন।

তারপর আমি আলী رضي الله عنه-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। আর তখন তাঁর চোখ ব্যাথাগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে থুথু দিলেন। আর (তাতেই) তিনি সুস্থ হলেন। তখন তিনি তাঁর হাতে পতাকা দিলেন।

এবারো মারহাব বেরিয়ে এলো এবং কবিতা আওড়াতে লাগল-

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ • شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ.

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ.

খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি।

তখন আলী رضي الله عنه বললেন-

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ • كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা হায়দার নামে ডাকে,

যার দর্শণ বন্য সিংহের মত ভীতিপ্রদ, আমি দুশমনের প্রতিদান দেই বিরাট পরিমাণের পাত্র দিয়ে অর্থাৎ- তাদের নির্দ্বিধায় হত্যা করি।

এরপর তিনি মারহাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরই হাতে (খায়বার) বিজয় হলো।[১০৫২]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারটি মুজিযা প্রকাশিত হয়েছে।

১. হুদায়বিয়ার পানি বৃদ্ধি পাওয়া।
২. আলী رضي الله عنه-এর চোখ ভালো হয়ে যাওয়া।
৩. আলী رضي الله عنه-এর হাতে খায়বার বিজয় হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা।
৪. শত্রুদল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ দেয়া যে, তারা গাতফান গোত্রে আপ্যায়িত হয়েছে। বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।[১০৫৩]

১০৫২. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৮০৭।

সাহাবায়ে কেরামের দুর্লভ উদ্ভাবনের স্বীকৃতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের দুর্লভ উদ্ভাবনের স্বীকৃতি দিতেন।

- **হানাশ ইবনুল মু'তামির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-**

আলী رضي الله عنه তখন ইয়ামানে ছিলেন। সিংহ শিকারের জন্য একটি গর্ত খনন করা হল। সে গর্তে একটি সিংহ পতিত হল। তারা যখন উঁকি দিয়ে সিংহ দেখছিল, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে গেল এবং অন্যজনকে ধরল। সে ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধরল, সে ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে, সে ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এভাবে চারজন গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সিংহ চারজনকেই আহত করল।

তখন এক ব্যক্তি একটি বুদ্ধি বের করল এবং সিংহটি হত্যা করল। ওই চারজন ব্যক্তি সিংহের ওই আক্রমনে নিহত হল।

রাবি বলেন, তখন লোকেরা এ বিষয়ে মতদ্বৈততায় লিপ্ত হল এমনকি তারা অস্ত্র ধারণ করল।

তখন আলী رضي الله عنه সেখানে আগমন করলেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি বিষয়টি নিয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করতে চাও। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এখনও জীবিত রয়েছেন? আমি তোমাদের মাঝে একটি ফায়সালা করে দিতে চাই, তোমরা যদি রাজি থাক তবে এটিই হবে চূড়ান্ত রায়। আর যদি রাজি না থাক, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাওয়া পর্যন্ত একে অপরকে বিরত রাখবে।

তিনিই তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন। এরপরও যে সীমা লংঘন করবে, তার কোন অধিকার নেই। যে গোত্র গর্ত খনন করেছে, তাদের থেকে তোমরা এভাবে দিয়ত সংগ্রহ কর। পুরো দিয়াত, অর্ধ দিয়ত, এক তৃতীয়াংশ দিয়ত, এক চতুর্থাংশ দিয়ত। এরপর তিনি প্রথম ব্যক্তির জন্য এক চতুর্থাংশ দিয়ত, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়ত, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য অর্ধ দিয়ত, এবং চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পুরো দিয়তের ফায়সালা দিলেন।

১০৫৩. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/১৮৬।

বর্ণনাকারী বলেন, তার এ ফায়সালা কেউ মেনে নিল আর কেউ মেনে নিল না। ফলে বিষয়টি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল, তখন তিনি মাকামে ইবরাহিমের নিকট ছিলেন। তারা তাকে পুরো ঘটনা শোনালেন।

তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিব। এ বলে তিনি গুটিয়ে বসলেন।

তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ বললেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন। এ বলে তাঁকে তার ফায়সালাটি শোনালেন। তখন নবীজি ﷺ-এর ফায়সালাটিকে বলবৎ রাখলেন।[১০৫৪]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ফায়সালার রহস্য হল, এ চারজনের হত্যাটি মূলত ভুল বশত হত্যা। উপস্থিত জনতার ধাক্কায় তারা গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে উপস্থিত সকলের উপরই তাদের হত্যার দিয়ত ওয়াজিব।

এ চারজনের প্রথমজন সরাসরি ধাক্কার মাধ্যমে নিহত। আর ওই ব্যক্তি পরবর্তী তিনজনকে টেনে ধরার মাধ্যমে হত্যাকারী। সে নিহত হওয়ার মাধ্যমে পুরো দিয়তের হকদার। অপরদিকে তিনজনকে হত্যা করার কারণে তার উপর তিন চতুর্থাংশ দিয়ত ওয়াজিব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে এক তৃতীয়াংশ দিয়ত। অপরদিকে পরবর্তী দুইজনের হত্যায় তার অংশ থাকার কারণে তার উপর দুই তৃতীয়াংশ দিয়ত ওয়াজিব।

তৃতীয় ব্যক্তি পাবে অর্ধেক দিয়ত। পক্ষান্তরে পরবর্তী ব্যক্তির হত্যায় তার অংশ গ্রহণের কারণে তার উপর অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব। কারণ, সে কেবল একজনকে নিজের দিকে টেনে নেয়ার মাধ্যমে হত্যা করেছে।

চতুর্থ ব্যক্তি পুরো দিয়ত পাবে। কারণ সে কাউকে হত্যা করে নি।

ইবনুল আরাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটি একটি বিস্ময়কর ও চমৎকার উদ্ভাবন।[১০৫৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিতেন। যেহেতু তার মধ্যে এমন সবগুণের সামাহার দেখেছিলেন যা তার প্রতিভা ও ধী-শক্তির পরিচায়ক।

১০৫৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৫৭৪।
১০৫৫. আহকামুল কুরআন-৪/৪৪।

• আব্দুলাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্, তাকে হিকমত শিক্ষা দিন।[১০৫৬]

• আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত–

একবার নবী ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য অযুর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন।[১০৫৭]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাইমুনা ﷺ-এর গৃহে ছিলেন। আমি রাতের বেলা তার জন্য অযুর পানি রাখলাম। তখন মাইমুনা ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবদুল্লাহ বিন আব্বাস আপনার জন্য এ পানি রেখেছে।

তখন নবীজি ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করুন। তাকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।[১০৫৮]

ইমাম নববি ﷺ বলেন এ হাদিসে ফিকহের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভাল আচরণ করে তার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।

এ হাদিস থেকে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, তার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ কবুল হয়েছে। যার ফলে ফিকহে তিনি একটি অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।[১০৫৯]

ইবনুল মুনির বলেন, ইবনু আব্বাস ﷺ-এর জন্য ফিকহের দুআ করা এ দিক থেকে তার জন্য প্রযোজ্য, যেহেতু তিনি তিনিটি বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্ধে ছিলেন- তিনি চিন্তা করছিলেন, পানি কি শৌচাগারে নিয়ে যাবেন?

১০৫৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩৭৫৬।
১০৫৭. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৩। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ২৪৭৭।
১০৫৮. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ৩০২৪।
১০৫৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৬/৩৭।

নাকি এমন কোন নিকটবর্তী স্থানে রাখবেন যাতে বের হয়ে দেখতে পান? নাকি কোন কিছুই করবেন না?

এরপর তিনি দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করলেন। যা ছিল অবস্থার চাহিদার অনুকূল। কারণ, প্রথমটি লজ্জার কারণ ঘটাতে পারে। তৃতীয়টি পানির অনুসন্ধানে কষ্টে নিপতিত করার কারণ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি সহজ ও উপযুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সুতরাং অবস্থার দাবী হল, তার জন্য দীনের প্রাজ্ঞতার দু'আ করা। যাতে তার এ বুদ্ধিমত্তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। হয়েছেও তাই।[১০৬০]

ফলে ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হয়ে উঠলেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুফাসসির। অথচ বয়সে তিনি ছিলেন সকলের ছোট। কারণ, তিনি হিজরতের মাত্র তিন বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সোহবত গ্রহণ করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, অপরদিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মাইমুনা رضي الله عنها-এর সাথেও তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর কেনই বা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির হবেন না? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুআ করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র তের বছর।

আব্দুলাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলতেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হলেন কুরআন কারিমের উত্তম ভাষ্যকার।

আব্দুলাহ ইবনু ওমর رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞাত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাহনে নিজের পিছনে আরোহন করাতেন

- **আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি-

---

১০৬০. ফাতহুল বারি : ১/২৩২।

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[১০৬১]

জেনে রেখো, তুমি যে বিষয় অপছন্দ কর, সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে প্রভুত কল্যাণ রয়েছে, তবে ধৈর্যের সাথে নুসরত রয়েছে। বিপদের সাথেই তার আশুমুক্তি রয়েছে। কাঠিন্যের সাথেই সহজতা রয়েছে।[১০৬২]

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه-এর মাঝে এ প্রতিভা পরিপূর্ণরূপেই বিকশিত হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন ওমর رضي الله عنه তার এ প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাই তাকে নিজের কাছে ডাকতেন, তাকে সঙ্গ দিতেন ।

• ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, ওমর رضي الله عنه তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবাদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সঙ্গে মজলিসে শামিল করেন। তার মতো সন্তান তো আমাদেরও আছে।

১০৬১. জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং : ২৫১৬।
১০৬২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৮০০।



তখন ওমর رضي الله عنه বললেন, ইবনু আববাস رضي الله عنه ঐ সকল মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন।

ইবনু আববাস বলেন, একদিন তিনি (ওমর) তাদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহবান করলেন এবং তাঁদের সঙ্গে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবনু আববাস) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইলম দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন।

ওমর রা. বললেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُاللهِ وَالْفَتْحِ، وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا.

এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের কী বক্তব্য?

তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তারা বললেন, এখানে মাদায়েন ও তার রাজ প্রাসাদ জয়ের কথা বলা হয়েছে।

আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই।

আবার কেউ কেউ কোন কথাই বলেননি।

এ সময় ওমর رضي الله عنه আমাকে বললেন, ওহে ইবনু আববাস! তুমি কি এ রকমই মনে কর?

আমি বললাম, জ্বী, না।

তিনি বললেন, তা হলে তুমি কী বলতে চাও?

আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। اذا جاء نصرالله والفتح

যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে। অর্থাৎ মক্কা বিজয়। সেটাই হবে আপনার ওফাতের নিদর্শন।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّه كَانَ تَوابا.

সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী।

এ কথা শুনে ওমর ﵁ বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা বুঝেছ আমি তা ব্যতীত আর অন্য কিছুই বুঝিনি।[১০৬৩]

এতে ইবনু আব্বাস ﵄-এর ফযিলত প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরআন কারিমের তাফসির শিক্ষা দেয়া ও দীনের ফিকহ তথা প্রাজ্ঞতার জন্য যে দুআ করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[১০৬৪]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, ইলমের ক্ষেত্রে, দীনের প্রাজ্ঞতার ক্ষেত্রে, সঠিক বুঝ ও বোধের ক্ষেত্রে ইবনু আব্বাস ﵄-এর অবস্থান সকলের নিকট সুবিদিত। তার গবেষণার আধিক্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থার অধিক সংরক্ষণ যা তিনি ব্যতীত অন্যরা সংরক্ষণ করেন নি, এছাড়াও বড় বড় সাহাবি থেকে সে সব বিষয় শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে তিনি নিজের যে অবস্থান তৈরী করেছেন তা সকলেরই জানা ছিল।

প্রতিদিনই তার ইলমের মজলিস হতো। কোনদিন কেবল ফিকহের আলোচনা করতেন। কোনদিন কেবল তাফসিরের আলোচনা করতেন। কোনদিন কেবল যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা করতেন। কোনদিন কেবল কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন। কোনদিন কেবল আইয়্যামুল আরব নিয়ে কথা বলতেন।[১০৬৫]

ইয়াকুব সহিহ সনদে, যেমনটি হাফেজ ইবনু হাজার আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস ﵄ সূরা নূর তেলাওয়াত করে তার তাফসির শুরু করলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, এ জনগোষ্ঠী যদি তা শুনতো তবে তারা সকলে ঈমান আনয়ন করতো।[১০৬৬]

মুখস্থ শক্তিতে তিনি ছিলেন, এক বিস্ময়, আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শন। ইবনু আবি রাবিয়াহ তার কবিতাটি আবৃত্তি করল, যাতে প্রায় আশিটি পংক্তি ছিল। একবার শুনেই তিনি তা মুখস্থ করে নিলেন। সে কবিতার প্রথম পংক্তিটি হল–

أَمِنْ آلِ نِعمٍ أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِر + غداة غدٍ، أم رائحٌ فمهجرُ

فتبلغَ عذراً والمقالةُ تعذرُ + لحاجة نَفْسٍ لم تَقُلْ في جَوَابِها.[1067]

১০৬৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৪২৯৪।
১০৬৪. ফাতহুল বারি : ৮/৭৩৬।
১০৬৫. আল্লামা যিরিকলি, আল আ'লাম : ৪/৯৫।
১০৬৬. ফাতহুল বারি : ৭/১০০।
১০৬৭. আল্লামা যিরিকলি, আল আ'লাম : ৪/৯৫।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী

যে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মূল্যায়ন করতেন, তাদের মধ্যে ইবনু মাসউদ رضي الله عنه ছিলেন অন্যতম।

ইমাম যাহাবি رحمه الله বলেন, তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আলেম সাহাবিদের অন্তর্ভূক্ত।[১০৬৮]

তাকে মেধাবী আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হতো।[১০৬৯]

- **শাকিক ইব্ন সালামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত**

তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'উদ رضي الله عنه আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! সত্তরেরও কিছু অধিক সূরা আমি রাসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহ্র কসম! নবী (ﷺ)-এর সাহাবিরা জানেন, আমি তাঁদের চেয়ে আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম নই।

শাকিক (রহঃ) বলেন, সাহাবিগণ তাঁর কথা শুনে কী বলেন তা শোনার জন্য আমি মজলিসে বসে থাকলাম, কিন্তু আমি কাউকে অন্যরকম কথা বলে আপত্তি করতে শুনিনি।[১০৭০]

- **আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত**

তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শোনাব? অথচ আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে?

তিনি বললেন, অন্যের মুখ থেকে শুনতে আমি পছন্দ করি।

এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা নিসা' পাঠ করলাম, যখন আমি

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا.

পর্যন্ত পাঠ করলাম, তিনি বললেন, থাম, থাম, তখন তাঁর দু'চোখ হতে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছিল।[১০৭১]

১০৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা-১/৪৬১।
১০৬৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা-১/৪৬২।
১০৭০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫০০০।

• **মাসরূক ﷺ থেকে বর্ণিত–**

নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাসউদ রা. সর্বপ্রথম তিনি এ নামটি বললেন, মুআয ইব্‌নু জাবাল ও উবাই ইব্‌নু কাব ﷺ এবং সালিম আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম।[১০৭২]

অর্থাৎ, ওই চারজন থেকে তোমরা কুরআন শিক্ষা কর। তাদের দু'জন হলেন মুহাজির, যাদের কথা প্রথমে বলেছেন। আর দু'জন হলেন আনসার। সালেম হলেন ইবনু মা'কাল। যিনি আবু হুজাফা ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম।

উলামায়ে কিরাম বলেন, তারা কুরআন কারিমের শব্দকে সবচেয়ে বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারতেন। প্রতিটি শব্দকে যথাযথ আদায় করতে পারতেন। যদিও অন্যরা তাদের চেয়ে কুরআনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞান রাখতেন।

অথবা, এ চারজন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত শিখার জন্য বিশেষভাবে সময় ফারেগ করে নিয়েছিলেন। আর অন্যরা একে অপর থেকে শিখে নিতেন।

অথবা তাদের কথা এ জন্য বলেছেন, এ চারজন মানুষকে কুরআন শেখানোর জন্য নিজেদের সময়কে ফারেগ করে নিয়েছিলেন।

অথবা, এ চারজনের কথা এ জন্য বিশেষভাবে বলেছেন, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ চারজনের বিশেষ অগ্রগামীতা অর্জন হবে। এ চারজন অন্যদের তুলনায় কুরআন শিক্ষা দানের জন্য বেশী সময় প্রদান করবেন। তাই যেন তাদের থেকে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করে।[১০৭৩]

• **আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত–**

আবু বাক্‌র ও ওমর ﷺ তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনু উম্মে আবদ-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।[১০৭৪]

১০৭১. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫০৫০। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৮০০।
১০৭২. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩৮০৬।
১০৭৩. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৬/১৮।
১০৭৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৩৮

আবু হুরায়রা : স্মৃতিশক্তির এক বিস্ময়

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভার কারনে যাদেরকে মূল্যায়ন করতেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু হুরায়রা رضي الله عنه । যার স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর ।

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, তোমরা বলে থাক, আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে আবু হুরায়রা رضي الله عنه বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করে থাকে এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কী হলো যে, তারা তো আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করে না?

আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত আর আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর দরবারে পড়ে থাকতাম । তাঁরা যখন অনুপস্থিত থাকত তখন আমি উপস্থিত থাকতাম । তাঁরা যা ভুলে যেত আমি তা মুখস্থ করতাম । আর আমার আনসার ভাইয়েরা নিজেদের ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন । আমি ছিলাম সুফ্‌ফার মিসকিনদের একজন মিসকিন । তাঁরা যা ভুলে যেতো, আমি তা মুখস্থ রাখতাম ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর এক বর্ণনায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা স্মরণ রাখতে পারবে ।

[আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন] আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম । ফলে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সে কথার কিছুই ভুলে যাইনি ।[১০৭৫]

ইমাম যাহাবি رحمه الله বলেন, আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনন্য মুজিযার অন্তর্ভূক্ত ।[১০৭৬]

১০৭৫ . সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২০৪৭ ।
১০৭৬ . সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/২৯৪ ।

আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট হতে অনেক হাদিস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।

তিনি বললেন, তোমার চাদর মেলে ধর।

আমি তা মেলে ধরলাম।

তিনি দু'হাত খাবল করে তাতে কিছু ঢেলে দেয়ার মত করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগাও।

আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। অতঃপর আমি আর কিছুই ভুলে যাইনি।[১০৭৭]

ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আজলা ভরে কী দিয়েছেন, হাদিসে তার উল্লেখ নেই। এ থেকে বোঝা যায়, এটা যেন কেবল একটি ইশারা ছিল।[১০৭৮]

ইবনু হাজার ﷺ বলেন, এ দু'টি হাদিসে আবু হুরায়রা ﷺ-এর ফযিলত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের সুস্পষ্ট মুজিযা প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, ভুলে যাওয়া মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আবু হুরায়ারা ﷺ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ভুলে যেতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর বরকতে তিনি আর ভুলতেন না।[১০৭৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আগ্রহের কারণে তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য উৎসাহ যোগাতেন।

- **আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত-**

তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে?

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আবু হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি

১০৭৭. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১১৯।
১০৭৮. ফাতহুল বারি : ১/২১৫।
১০৭৯. ফাতহুল বারি : ১/২১৫।

হাদিসের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যাক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) বলবে।[১০৮০]

উবাই ইবনু কা'ব : কুরআনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভার কারনে যাদেরকে মূল্যায়ন করতেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه। আল্লাহর রাসূল ﷺ যে চারজন থেকে আল কুরআনের তেলাওয়াত শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের অন্যতম। ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, আলী رضي الله عنه হলেন আমাদের মধ্যে বিচার বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ। আর উবাই ইবনু কা'ব হলেন বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ।[১০৮১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যদি তিনি কেরাতে ভুল করেন অথবা কোন অংশ পড়তে ভুলে যান তবে যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন।

- **আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা নামায আদায় করলেন। নামাযে কেরাত তেলাওয়াতকালে কিছু অংশ ছুটে গেল। নামায শেষ করে তিনি উবাই رضي الله عنه -কে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছো?

তিনি বললেন, জ্বি।

তখন তিনি বললেন, তবে কেন তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে না?[১০৮২]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম যদি কেরাতে কোন আয়াত ভুলে যায়, তবে মুকতাদি তা স্মরণ করিয়ে দিবে। জাহরি কেরাতের সময় ওই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে স্মরণ করাবে। আয়াত ব্যতীত যদি অন্যকোন রোকন ভুলে যায়, তবে পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলার মাধ্যমে, আর নারীরা হাতের পিঠে আঙ্গুল দ্বারা আওয়াজ করার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিবে।[১০৮৩]

১০৮০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৯৯।
১০৮১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২০৫৮১।
১০৮২. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৯০৭। সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ২২৪২।
১০৮৩. নাইলুল আওতার-২/৩৮০।

তারাবির নামাযের ইমাম নিযুক্ত হওয়া

এ কারণে ওমর ﵁ তাকে তারাবির নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছেন।

• **আবদুর রাহমান ইবনু আবদ আল-কারি ﵀ থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সাথে মসজিদে নববিতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকি সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে।

ওমর ﵁ বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন কারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।

এরপর তিনি উবাই ইব্‌নু কাব ﵁-এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর [ওমর ﵁] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল।

ওমর ﵁ বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।[১০৮৪]

বি. দ্র. অনেকে ওমর ﵁-এর এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিদআতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। বিদআতে হাসানাহ ও বিদআতে সাইয়েআহ। প্রকৃত কথা হল ওমর ﵁-এর কথায় যে বিদআতের উল্লেখ রয়েছে সেটি পরিভাষাগত বিদআত নয়, নয় দীনের মধ্যে কোন নতুন সংযোজন; বরং সেটি ছিল আভিধানিক অর্থে বিদআত। কারণ, দীনের মধ্যে সব বিদআতই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِيْ النَّارِ

প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১০৮৫]

১০৮৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২০১০।

১০৮৫. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৮৬৭। সুনান আন নাসাঈ, হাদিস নং : ১৪৫৭৮

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ : সমরাঙ্গনের কুশলী বীর

রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ رضي الله عنه-কে তার সমর কুশলতার কারণে মূল্যায়ন করতেন।

ইমাম যাহাবি رحمه الله বলেন, আল্লাহর তরবারি, ইসলামের অশ্বারোহী, রণাঙ্গনের শের। সরদার ও অগ্রপথিক, মহান নেতা, মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালক.।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'সাইফুল্লাহ' খেতাবে ভূষিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি, যাকে আল্লাহ মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন।[১০৮৬]

মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছেন। আল্লাহর রাহে বহু তিরস্কার শুনেছেন। রিদ্দার যুদ্ধে ও মুসাইলামার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইরাকে অভিযানে অংশ নিয়েছেন। শামের লড়াইয়েও অংশ নিয়েছেন। তার শরীরের এক বিঘত জায়গাও আঘাত থেকে মুক্ত ছিল না।

তার জীবনী খুবই জমকালো। সিদ্দিক رضي الله عنه তাকে সকল সৈন্যবাহিনীর আমিরদের আমির নিযুক্ত করেছেন। তিনি দামেস্ক অবরোধ করেন। অবশেষে তার হাতে ও আবু উবায়দাহ رضي الله عنه-এর হাতে দামেস্ক জয় হয়।

ষাট বছরের এক বর্ণিল জীবন যাপন করেন। বহু বীরশার্দূলকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। অবশেষে নিজে বিছানায় শায়িত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। ভীরু ও কাপুরুষদের চক্ষু শীতল না হোক। ২১ হিজরিতে হিমসে মৃত্যু বরণ করেন।

- **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহী আবু কতাদাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'জাইশুল ওমরা'-কে অভিযানে পাঠালেন। বললেন, যায়েদ বিন হারেছা হল তোমাদের আমির। যায়েদ যদি শাহাদাত বরণ করে তবে জা'ফর হবে তোমাদের আমির। জাফরও যদি শাহাদাত বরণ করে, তবে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা আনসারি হবে তোমাদের আমির।

জাফর رضي الله عنه দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, যায়েদকে আমার উপর আমির নিযুক্ত করবেন তা আমি আশা করিনি।

১০৮৬. ইবনুল আসাকির : ১৬/২৪১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বেরিয়ে পড়। তোমার জানা নেই কিসে তোমার কল্যাণ নিহিত।

মুজাহিদ বাহিনী বেরিয়ে পড়ল। এরপর আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ চাইলেন সময় অতিবাহিত হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে আরোহন করলেন এবং নামাযের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কল্যাণ অবধারিত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের এ বাহিনীর সংবাদ বলে দিবো না? তারা এগিয়ে গিয়েছে। অবশেষে তারা শত্রুর মুখোমুখী হয়েছে। এবং যায়েদ ইবনে হারেসা শহিদ হয়েছে। তোমরা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো।

তখন তারা সকলে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন।

এরপর বললেন, জা'ফর বিন আবি তালিব ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছে। শত্রুর উপর চরম আঘাত হেনেছে। অবশেষে সেও শহিদ হয়েছে। আমি তার শাহাদাতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। তোমরা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো।

এরপর আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছে এবং তার পদদ্বয়কে দৃঢ় করেছে। অবশেষে সেও শহিদ হয়েছে। তোমরা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো।

এরপর খালেদ বিন ওয়ালিদ ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছে। তিনি এ যুদ্ধের আমিরদের মধ্যে ছিলেন না। তবে নিজেকে আমির বানিয়ে নিয়েছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আঙ্গুলদ্বয় উপরে ওঠালেন, বললেন, হে আল্লাহ! সে আপনার তরবারিসমূহের একটি তরবারি। তাকে সাহায্য করুন অথবা তার মাধ্যমে বিজয় দান করুন।

সেদিন থেকে খালিদ رضي الله عنه 'সাইফুল্লাহ' নামে অভিষিক্ত হলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বেরিয়ে পড়, তোমাদের ভাইদেরকে সহায়তা কর, তোমাদের কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে।

তখন লোকেরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। কেউ পায়ে হেঁটে কেউ বাহনে চড়ে।[১০৮৭]

১০৮৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২২০৪৫।

মুআজ বিন আমর ইবনুল জুমুহ ও মুআজ বিন আফরা :
রণাঙ্গনের অকুতোভয় সাহসী সৈনিক

- **আবদুর রহমান ইব্‌নু আউফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে আছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের চেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি।

তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহ্‌লকে চিনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা, তাতে তোমার দরকার কী?

সে বলল, আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ কে গালাগালি করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষন না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়।

আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম।

দ্বিতীয়জনও আমাকে খোঁচা দিয়ে ঐ রকমই বলল।

তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।

তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে জানালো।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?

তারা উভয়ে দাবী করল, আমি তাকে হত্যা করেছি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারি তোমরা মুছে ফেলনি তো?

তারা উভয়ে বলল, না।

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের উভয়ের তরবারি দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইব্‌নু আম্‌র ইব্‌নু জুমুহের জন্য।

তারা দু'জন হলো, মুআওয়াজ ইব্‌নু আফরা ও মুআয ইব্‌নু আম্‌র ইব্‌নুল জুমুহ ।[১০৮৮]

ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেন, তারা উভয়ে তাকে আক্রমন করার ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছে। তবে মুআজ বিন আমর ইবনুল জুমূহ্ তাকে প্রথমে আঘাত করেছে। যার কারণে তিনি 'সালব' এর অধিকারী হয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য বলেছিলেন 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো'। যেহেতু তারা উভয়ে আবু জাহেলকে হত্যা করার ক্ষেত্রে অংশীদার ছিল। তবে শরিয়তের পরিভাষায় যে হত্যার সাথে 'সালব' এর সম্পর্ক বিদ্যমান সেটি মূলত প্রথম আঘাত কিংবা ভিকটিমকে সরাসরি আঘাত করা। তার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া। আর এটি মুআজ বিন আমর ইবনুল জুমূহ থেকে সংঘটিত হয়েছে। এ কারণে তার জন্য 'সালব' এর ফায়সালা দিয়েছেন।

'সালব' হল নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারি এ জন্য দেখেছিলেন যে তাতে রক্ত কী পরিমাণ লেগেছে তা জানার জন্য এবং কার তরবারি নিহত ব্যক্তির শরীরের কত গভীরে প্রবেশ করেছে তার পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য। যার তরবারি শরীরের সবচেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছে তার জন্য 'সালব' এর ফায়সালা দিতে পারেন।

এ কারণে প্রথমে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছো? কারণ, যদি তারা তরবারি মুছে ফেলতেন তবে এতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতো না।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ইবনু মাসউদ رضي الله عنه আবু জাহেলের উপর চেপে বসেছিলেন এবং তার মাথা আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ বিষয়ে তার ঘটনাটি প্রসিদ্ধ।

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, হতে পারে তারা তিনজনই আবু জাহেলকে হত্যা করার ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন। তবে আঘাতটি ছিল মুআজ বিন আমর ইবনুল জুমুহের পক্ষ থেকে। এরপর ইবনু মাসউদ رضي الله عنه সেখানে এলেন, তখনও তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ছিল। তিনি তার গর্দান বিচ্ছিন্ন দিলেন।

১০৮৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩১৪১।

শিক্ষা :

কাউকে তুচ্ছ মনে না করা। অনেক সময় বালকের থেকেও এমন অনেক বড় কাজ হয় যা বালক থেকে সম্পাদন হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। যেমনটি উল্লিখিত ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি।[১০৮৯]

কবিতা :

الْعَقْلُ فَاعْلَمْ زِيْنَةُ الفِتْيَانِ + والفَهْمُ للْعُقَلاءِ كَالتِّيْجَانِ.

জেনে রেখো বুদ্ধি হল যুবকের সৌন্দর্য। আর বোধশক্তি হল বুদ্ধিমানের মুকুট।

كَمْ مِنْ صَغِيْرٍ ذِيْ مَوَاهِبَ جَمَّةٍ + فَتَفُوْحُ مِنْه كَأَجْمَلِ الرَّيْحَانِ.

অনেক ছোট্ট বালক রয়েছে যার মাঝে রয়েছে অগণিত প্রতিভা। তার থেকে এ প্রতিভার বিকাশ ঘটা সুন্দরতম ফুলের পরিস্ফুটনের ন্যায়।

يَحْتَاجُ مُكْتِشِفًا، وَمُهْتَمًّا بِه + كَيْلا يَضِيْع بالعالِمِ النِّسْيَانِ.

এমন এক ব্যক্তির তার প্রয়োজন যে তাকে বিকশিত করবে, তার প্রতিভাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে। যাতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়।

إنَّ النَّبِيَّ لَهُ مَزِيْدُ عِنَايَةٍ + بالنَّابِغِيْنَ، وَأَبْرَزِ الصِّبْيَانِ.

প্রতিভাবান ব্যক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত বালকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

لَمَّا رَأَى عَقْلا، وَحُسْنَ تَصَرُّفٍ + مَا كَانَ ذَا لَيَمُرَّ دُوْنَ بَيَانِ.

যখন তিনি তাদের মাঝে বুদ্ধির দীপ্তি ও উত্তম কর্মসম্পাদন দেখতে পেলেন, যা পথ নির্দেশ ব্যতীত চলার ছিল না।

فَبِه أَشَادَ مُشَجِّعًا، وُمُؤَيِّدًا + لِيُقَابِلَ الإحْسَانَ بِالإحْسَانِ.

এর মাধ্যমে তিনি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনুপ্রাণিত করেছেন ইহসানের পরিবর্তে ইহসান করার জন্য।

১০৮৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/৬৩।

كَمْ ذَا يَخُصُّهُمْ بِعِلْمٍ زَائِدٍ + وَدُعَائِهِ بِالفَهْمِ فِيْ الْقُرْآنِ.

এমন অনেক ছিলেন যাদেরকে অতিরিক্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বিশেষায়িত করেছেন। কাউকে কুরআনের বিশেষ জ্ঞান দানের দু'আর মাধ্যমে।

بَلْ كَانَ يَرْدِفُهُمْ بِكُلِّ تَوَاضُعٍ + فَلْيَنْعَمُوْا مِنْهُ بِقُرْبِ مَكَانِ.

বরং পূর্ণ বিনয়ের সাথে তাদেরকে নিজ বাহনে চড়াতেন। তারা যেন তার নৈকট্যকে নেয়ামত মনে করে।

وَمُنَشِّطٌ أَذْهَانَهُمْ بِسُؤَالِهِمْ + إِنَّ السُّؤَالَ مُنَشِّطُ الأَذْهَانِ.

তাদের মস্তিস্ককে প্রশ্নের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতেন। নিশ্চয় প্রশ্ন মস্তিস্ককে তেজোদীপ্ত করে।

وَمُشَجِّعٌ لَهُمْ بِحُسْنِ ثَنَائِهِ + إِنَّ الثَّنَاءَ يَلَذُّ فِيْ الآذَانِ.

উত্তম প্রশংসার মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। নিশ্চয় প্রশংসা কানে মধু বর্ষণ করে।

هذي مَهَارَاتُ الصِّغَارِ تَنوَّعَتْ + كَتَنَوُّعِ الثَّمَرَاتِ فِيْ الْبُسْتَان.

বাগানে যেমন বিভিন্ন ধরণের ফলফলাদি থাকে, তেমনি বালকদের প্রতিভা বিভিন্ন ধরণের।

رَاعى تَنَوُّعَها النَّبِيُّ مُوظِّفًا + فِيْمَا يُفِيْدُ مَهَارَةَ الْفِتْيَان.

নবী ﷺ তাদের প্রতিভার বৈচিত্রকে মূল্যায়ন করেছেন, যুবকদের প্রতিভা যেখানে কাজে আসে সেখানে ব্যবহার করেছেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

تَعَامُلُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ
كَيْفَ كَانَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ

বাদী-বিবাদির সাথে
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সমাজের লোকজন যতই ভদ্র হোক না কেন, যতই কল্যাণকামী হোক না কেন, তাদের মাঝে পার্থিব সম্পদ নিয়ে, নিজেদের সামাজিক মান মর্যাদা নিয়ে কোন না কোন বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকে। এ বিবাদ-বিসম্বাদ কখনও শয়তানের ধোকায়ও হয়ে থাকে যা তাকে বিতণ্ডা ও বিচার পর্যন্ত যেতে বাধ্য করে। সামাজিক এ জাতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ-যা থেকে কোন মানব সমাজই মুক্ত নয়-মুসলিম সমাজেও বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাদি-বিবাদির মাঝে ফায়সালা করে দিতেন। যার মাধ্যমে হকদারের হক যথাযথ পাত্রে পৌঁছে দিতেন। কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা করে দিতেন। তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ

করিয়ে দিতেন। অপর ভাইয়ের অধিকার হরণ করা থেকে সতর্ক করতেন। অথবা অন্যায় কাজে লেগে থাকতে নিষেধ করতেন। তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যাতে তারা পরস্পরের সম্মান ও মর্যাদা যেন ভুলে না যান। জাহেলিয়্যাতের নোংরা অভ্যাস ও বংশ কৌলিন্যের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করতেন। ফলে পুরো মুসলিম সমাজ কল্যাণের উপর প্রতিপালিত হয়েছে।

বাদী-বিবাদির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ছিল হিকমতপূর্ণ। এমন ইনসাফপূর্ণ যা সব বিরোধকে মিটিয়ে দিতো, সমঝোতার পরিবেশ তৈরী করতো। বক্ষমাণ পরিচ্ছেদে আমরা নববি সে আদর্শের কিছু চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস চালবো। আল্লাহ সহায়।

বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার চেষ্টা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্ব প্রথম বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করতেন। এতে যদি কারো অধিকার হ্রাস করার প্রয়োজনও হতো তবুও তাই করতেন।

- **কা'ব ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি মসজিদের ভিতরে ইব্নু আবু হাদরাহ (র)-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর ঘর হতেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন।

আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব!

কা'ব رضي الله عنه উত্তর দিলেন, লাব্বায়েক রাসূলাল্লাহ্!

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমার পাওনা ঋণ হতে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ।

তখন কা'ব رضي الله عنه বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল!

তখন তিনি ইব্নু আবু হাদরাদকে বললেন, উঠ আর বাকীটা দিয়ে দাও।[১০৯০]

ইবনুল জাওযি رحمه الله বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মূলত পরামর্শমূলক দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে বিচারকের জন্য এ

১০৯০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৪৫৭।

অধিকার রয়েছে, তিনি যদি সমঝোতাকে কল্যাণকর মনে করেন তবে বাদী-বিবাদিকে সমঝোতার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। যেরূপ উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে দেয়ার অধিকার রয়েছে।[১০৯১]

শিক্ষা : এ হাদিস থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি, তা হল-

- যদি ইশারা বোঝে তবে ইশারার উপর ভরসা করা যেতে পারে।
- অধিকারী ব্যক্তির কাছে সুপারিশ করা।
- বিচারকের জন্য বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার জন্য ইশারা করা। উভয়ের মধ্যে উত্তমরূপে সমঝোতা করে দেয়া।
- আল্লাহ্র নাফরমানী নেই এমন বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা।
- দরজার উপর পর্দা ঝোলানো বৈধ।
- মসজিদেও ঋণের জন্য তাগাদা দেয়া যেতে পারে।[১০৯২]

বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা একটি উত্তম কাজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচারকদেরকে বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা করে দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। এ স্পষ্ট বলেছেন যে, এই সমঝোতা একটি উত্তম কাজ।

• আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ একবার দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন; দুজন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। তাদের একজন আরেকজনের নিকট ঋণের কিছু মাফ করে দেয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর অনুরোধ করেছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তা করব না।'

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাদের দু'জনের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহ্র নামে কসম করেছে, সে ব্যক্তিটি কোথায়?

সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি। সে যা পছন্দ করবে তার জন্য তা-ই হবে।[১০৯৩]

১০৯১. কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহিহাইন-১/৩৮৭।
১০৯২. ফাতহুল বারি : ১/৫৫২। শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১০/২২০।

হাদিসের শিক্ষা :

এ হাদিসে ঋণগ্রস্তের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তার ঋণ মওকুফ করে দেয়ার মাধ্যমে তার প্রতি সহানুভুতি দেখানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ভালো কাজ করবে না বলে যারা কসম খায়, তাদের প্রতি এখানে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন শপথ করে তার জন্য মুস্তাহাব হলো ওই শপথ ভঙ্গ করা এবং তার কাফ্ফারা আদায় করা।

এতে প্রকৃত অধিকারীর নিকট সুপারিশ করার বিষয় বিধৃত হয়েছে।

কল্যাণকর কাজে এ জাতীয় সুপারিশ গ্রহণ করে নেয়ার বিষয়টিও হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়।

- **সাহ্ল ইব্নু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত–**

কোবার অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে খবর দেয়া হলো।

তিনি বললেন, চলো যাই তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।[১০৯৪]

শরিয়তের বিধানের আলোকে ফায়সালা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার কোন উপায় না দেখতেন তবে তাদের মাঝে শরিয়তের বিধানের আলোকে ফায়সালা করতেন।

- **আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ﵁ থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, জনৈক আনসারি নবী ﷺ-এর সামনে যুবায়ের ﵁-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করল যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারি বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবায়ের ﵁ তা দিতে অস্বীকার করেন।[১০৯৫] তারা দু'জনে নবী ﷺ-এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেন।

১০৯৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৭০৫।

১০৯৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৬৯৩

১০৯৫. পানি যুবায়ের ﵁-এর যমিনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো। তখন যুবায়ের ﵁ তার যমিন পূর্ণরূপে সিক্ত হওয়া পর্যন্ত পানি আটকে রাখতেন। এরপর

আল্লাহর রাসূল ﷺ যুবায়ের رضي الله عنه-কে বলেন, হে যুবায়ের! তোমার যমিনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই।

এতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল।

এরপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে।

যুবায়ের رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

"তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর প্রত্যার্পণ না করে।[১০৯৬]

ইবনু আবদিল বার رحمه الله বলেন, হাদিসের অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে যুবায়ের رضي الله عنه-কে ওই পরামর্শ দিলেন যাতে আনসারির প্রতি বদান্যতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আনসারি যখন কঠোরতা ও রূঢ়তা প্রদর্শন করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট হুকুম শুনিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যুবায়ের رضي الله عنه পুরো অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন।[১০৯৭]

ইমাম নববি رحمه الله বলেন, যুবায়ের رضي الله عنه ছিলেন প্রথম যমির মালিক। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার যমিনে কিছুটা সিঞ্চিত করার পর তোমার প্রতিবেশীর যমিনের জন্য ছেড়ে দিও।[১০৯৮] কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, যুবায়ের رضي الله عنه তা মেনে নিবেন এবং প্রতিবেশীর প্রতি

প্রতিবেশীর যমিনের জন্য ছেড়ে দিতেন। আনসারি তার কাছে সেটি আটকে না রেখে ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানালেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হলেন না। ফাতহুল বারি : ৫/৩৬।

১০৯৬. আন-নিসা : ৬৫।

১০৯৭. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৩৫৯।

১০৯৮. আত তামহিদ : ১৭/৪০৯।

সহানুভুতি দেখাবেন। কিন্তু তার প্রতিবেশী যখন ওই কথাগুলো বললো, তখন নবীজি ﷺ তাকে তার পুরো হক বুঝে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১০৯৯]

হাদিসের শিক্ষা :

সমঝোতার জন্য পরামর্শ দেয়া। উপযুক্ত বিবেচনা করলে তার নির্দেশ দেয়া।

সমঝোতা যদি মেনে না নেয় তবে বিচারকের জন্য বাদী-বিবাদির যে কারো পূর্ণ অধিকার বুঝে নেয়ার ফায়সালা দেয়ার অধিকার রয়েছে।

বিচারকের পরামর্শ মেনে না নেওয়ার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা, প্রয়োজনে তাকে শাস্তিও দেয়া যেতে পারে।[১১০০]

আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথের জন্য ভীতি প্রদর্শন

যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। সতর্ক করেছেন।

ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দু'ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করে। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহেলী যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জোর করে দখল করেছে। (বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরুল কায়স ইবনু আবেস আল কিনদি আর তার বিবাদি ছিল রাবি'আহ ইবনু আবদান।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর।

লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে।

লোকটি বলল, তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এছাড়া তার কাছ থেকে তোমার নেয়ার আর কোন পথ নেই।

১০৯৯. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১৫/১০৮।

১১০০. শরহু সহিহিল বুখারী লি-ইবনি বাত্তাল : ৬/৫০১-৫০২।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বিবাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে সে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি রেগে থাকবেন।[১১০১]

রাজা বিন হাইওয়াহ ও আরস বিন্ উমাইরা তার পিতা আদি থেকে বর্ণনা করেন-

কিনদাহ গোত্রের ইমরুল কায়েস বিন আবেস নামে এক ব্যক্তি হাযারা মাউতের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি ভূমির বিষয়ে বিচার দায়ের করলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হাযরামি ব্যক্তিকে সাক্ষী পেশ করার জন্য বললেন, কিন্তু তার কাছে কোন সাক্ষী ছিল না। তখন রাসূলুলুল্লাহ ﷺ ইমরুল কায়েসকে শপথ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

হাযরামি ব্যক্তিটি তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি তাকে কসম করার সুযোগ দেন তবে সে মিথ্যা কসম করে আমার জমিটি নিয়ে যাবে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيْهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অর্থ সম্পদ (যা তার জিম্মায় আছে) আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।

রাজা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً.

"যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে -এর শেষ পর্যন্ত"

তখন ইমরুল কায়েস বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে তা ছেড়ে দিবে তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জান্নাত।

১১০১. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৩৯।

তখন ইমরুল কায়েস বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তা পুরাপুরি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।[১১০২]

হাদিসের শিক্ষা :

- এ হাদিসে যারা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে তাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। মিথ্যা শপথের ভয়াবহ পরিণাম বিধৃত হয়েছে।
- বিচারক যদি মিথ্যা শপথের আশংকা করেন তবে তার জন্য উপযুক্ত উপদেশ ও নসিহত করার অধিকার রয়েছে। যাতে উপদেশের মাধ্যমে সত্যের দিকে ফিরে আসে।[১১০৩]

বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার সম্পাদন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচারের ফায়সালার সময় বলে দিতেন যে, তিনি তাদের মাঝে বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার করছেন। আভ্যন্তরীন বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত।

নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-

একদিন তিনি তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। [তার ﷺ নিকট বিচার চাওয়া হল] তিনি ﷺ বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহন করুক বা ত্যাগ করুক।[১১০৪]

ইমাম নববি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য **আমি তো একজন মানুষ** এর মর্ম হল, মানব স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ মানুষ অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়। ঘটনার ভেতরে কী লুকিয়ে আছে, কোনটা সত্য কোনটা

১১০২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৭২৬৩।
১১০৩. ফাতহুল বারি : ১১/৫৬৩।
১১০৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৪৫৮।

মিথ্যা তা বলতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়ে দেন। বিধানগত দিক থেকে সাধারণ মানুষের উপর যে হুকুম বর্তায় তা তার ওপরও প্রজোয্য। তিনি মানুষের মাঝে বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। আর আভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ ও কসম ইত্যাদি বাহ্যিক বিধানের মাধ্যমে তিনি বিচার করেন। হতে পারে বাস্তবতা তার বিপরীত যা সাক্ষ্য প্রমাণে সাব্যস্ত হয়নি। অথচ সেটিই ঘটনার মূল বাস্তবতা। কিন্তু তিনি কেবল বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার করতে আদিষ্ট।[১১০৫]

বাহ্যিকতার ভিত্তিতে তার ফায়সালা অপরাধীর জন্য অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার বৈধতা প্রদান করে না।

বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কোন বিচারিক কার্য সম্পন্ন করা হলেও মূল অপরাধির জন্য অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

উম্মু সালামা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দু'জন লোক তাদের মীরাস সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট এলো। মৌখিক দাবি ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। নবী ﷺ তাদেরকে বলেন,

আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট তোমাদের আপত্তিগুলো পেশ করে থাকো। হয়তো তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাকো। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক হতে কিছু অংশ তাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেই তবে সে যেন তা কখনো গ্রহন না করে। কারণ আমি তাকে এভাবে আগুনের একটি টুকরাই দিলাম। একথা শুনে তারা দু'জনে কাঁদতে লাগলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, আমার প্রাপ্য তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম। নবী ﷺ উভয়কে বললেন, তোমরা যেহেতু এরূপ করছো তখন একটা কাজ করো। বিতর্কিত জিনিসটি উভয়ে ভাগ করে নাও, যা নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করো। অতঃপর বিবেচনা করে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দাও।[১১০৬]

১১০৫. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/৫।

১১০৬. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৫৮৩, ৩৫৮৪। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২৬৭৬০।

ইমাম খাত্তাবি ﷺ বলেন, এতে ফিকহি বিধান বিধৃত হয়েছে, তা হলো- বাহ্যিকতার ভিত্তিতে বিচার করা ওয়াজিব।

বিচারকের রায় কোন হারামকে হালাল করে দেয় না। অনুরূপ কোন হালালকে হারাম করে দেয় না।

বিচার যদি ভুল হয়, তবে এ ভুল কেবল বাহ্যিকতার উপর প্রজোয্য হবে। পক্ষান্তরে অন্তর্নিহিত বিষয়ে ও আখেরাতের বিষয়ে এ বিচার কার্যকর হবে না।[১১০৭]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, এ হাদিসে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ ﷺ এর মাযহাব ও জমহুর উলামায়ে ইসলাম এবং সাহাবি তাবেয়িদের মধ্যে যারা বিভিন্ন অঞ্চলে ফকিহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন সকলের মাজহাবের একটি প্রমাণ বিধৃত হয়েছে। বিচারকের রায় কোন আভ্যন্তরীণ বিষয়কে কিংবা কোন হারামকে হালাল করে দেয় না। কোন বিচারিক কার্যে যদি উভয় সাক্ষী কারো সম্পদের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর বিচারক সে সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে রায় দেন, তবে যার পক্ষে রায় দিয়েছেন তার জন্য ওই সম্পদ ভোগ করা হালাল হবে না।

অনুরূপ কোন বিচারিক কার্যে যদি উভয় সাক্ষী কারো বিরুদ্ধে হত্যার সাক্ষী দেয়, আর বিচারক ওই সাক্ষ্যকে ভিত্তি করে রায় দেন তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য তাকে হত্যা করা, কিংবা তার থেকে রক্তপণ আদায় করা বৈধ হবে না। যদি সে তাদের মিথ্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

অনুরূপ, কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে মর্মে যদি উভয় সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আর বিচারক তার ভিত্তিতে তালাক পতিত হয়েছে বলে রায় দেন, তবুও ওই মহিলাকে বিবাহ করা ওই সকল লোকদের জন্য বৈধ নয় যারা সাক্ষীদ্বয়ের মিথ্যার ব্যাপারে অবগত।[১১০৮]

প্রমাণ ও দোষীর স্বীকারোক্তি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে রায় না দেয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত রায় দিতেন যতক্ষণ যথাযথ সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত না হতো, কিংবা দোষী নিজে দোষ স্বীকার করে না নিতো।

১১০৭. আওনুল মা'বুদ-৯/৩৬২

১১০৮. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১২/৬।

ওয়ায়েল বিন হুজর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় একটি লোক অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করেছ?

তখন সে বলল, যদি সে তা স্বীকার না করতো, তবে আমি তার উপর সাক্ষী দাঁড় করাতাম।

সে তখন বলল, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করেছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তাকে কিভাবে হত্যা করেছ?

সে বলল, আমি এবং সে গাছের পাতা সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দিল। এতে আমর রাগ চড়ে গেল। তখন আমি কুঠার দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে হত্যা করেছি।

তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার কি এমন কোন সম্পদ আছে যাদ্বারা দিয়্যাত (রক্তপণ) পরিশোধ করবে?

তখন সে বলল, আমার কাছে একটি কম্বল ও কুঠার ব্যতীত আর কিছুই নেই।

তখন তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি তোমার নিকট থেকে এগুলো কিনে নিয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়ে নেবে?

সে বলল, আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার এতখানি মর্যাদা নেই।

অতএব তিনি তার বন্ধনের দড়ি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি তোমার সাথীকে আটকে রাখ।

সে তখন তাকে নিয়ে চলে গেল। যখন সে পিছনের দিকে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে তাকে হত্যা করে-তবে সেও তার সমকক্ষ হয়ে গেল।

এ কথা শুনে সে ফিরে এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুনলাম, আপনি বলছেন : যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সে তার সমান হয়ে যাবে।' আমি তো তাকে আপনার নির্দেশেই ধরে এনেছিলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি কামনা কর না যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের পাপের বোঝা গ্রহণ করুক?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন সে বলল, যদি তাই হয় (তবে ভাল)।

এ বলে সে তার বন্ধনের দড়ি নিক্ষেপ করল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।[১১০৯]

শরীয়ত বিরোধী রায় পরিত্যাজ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শরীয়ত বিরোধী সব রায়কে বাতিল করে দিতেন। যে বিচারে শরিয়তের বিধান রক্ষিত হয়নি এমন সব রায় বাতিল করে দিতেন।

• **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা–**

একবার দু' লোক ঝগড়া করতে করতে নবী ﷺ-এর কাছে এলো।

তাদের একজন বলল, আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন।

দু'জনের মধ্যে (বেশি) বুদ্ধিমান অন্য লোকটি বলল, হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফয়সালা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন।

তিনি বললেন, বল।

লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির কাছে চাকর হিসাবে ছিল। আমার পুত্র এর স্ত্রীর সঙ্গে যেনা করেছে। লোকেরা বলেছে যে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। তাই আমি একশ' বকরি ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া দিয়েছি।

এরপর আমি আলেমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন হবে। আর রজম হবে এর স্ত্রীর।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফয়সালা করে দেব। তোমার বকরি ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তোমার পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে।

আর উনায়ক আসলামিকে আদেশ দিলেন, তুমি তার স্ত্রীর কাছে যাও, সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম কর।

১১০৯. সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ৪২৭৯।

সে তার কাছে গেল এবং স্ত্রী লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করল। তখন নবীজি ﷺ তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তার নির্দেশ পালিত হল।[১১১০]

ফায়দা : যে সমঝোতা, সন্ধি শরীয়তের বিধানের বিপরীতে সম্পাদিত হবে তা প্রত্যাখ্যাত। এতে যে সম্পদের লেনদেন হবে তা প্রত্যাবর্তীত হবে।

ইবনু দাকিকুল ঈদ رحمه الله বলেন, কিছু ফাসিদ চুক্তি সম্পর্কে কতেক ফকিহ যে ওজর পেশ করেছেন, এ বর্ণনা দ্বারা তাদের সে যুক্তি দুর্বল প্রমাণিত হয়, যদি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় ব্যক্তি পরস্পর সম্মত হয় এবং একে অন্যকে চুক্তিকৃত সম্পদ খরচ করার অনুমতি প্রদান করে, তবে তারা খরচ করতে পারবে মর্মে তারা যে মত ব্যক্ত করেছেন তা যথাযথ নয়।

বরং বাস্তব কথা হল, খরচ করার অনুমতিটি চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্তের উপর নির্ভরশীল। চুক্তি যদি সহিহ না হয় তাহলে এ ধরনের অনুমতি কার্যকর হবে না।[১১১১]

বাদী-বিবাদিকে অন্যায়ে লিপ্ত না হওয়ার উপদেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাদী-বিবাদিকে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করতেন।

- **আবদুল্লাহ ইবনু ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন হদ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যা মামলা দেয়, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে শীঘ্রই তার কথা হতে তাওবা এবং ত্যাগ করা উচিত।[১১১২]

বিবাদী যদি বাদীর তুলনায় শক্তিশালী হয়, চাই বিচারটি পার্থিব কোন বিষয়ে কিংবা আখেরাতের কোন বিষয়ে। তার প্রভাব এতটাই বেশী হয় যে, সে

১১১০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৩১৫।
১১১১. ফাতহুল বারি : ১২/১৪২।
১১১২. সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং : ৩৫৯৭।

অন্যায় ভাবে মামলায় জিতে যেতে পারে, শ্রোতার সামনে নিজেকে সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে, অবৈধভাবে নিজেকে মামলা থেকে খালাস নিয়ে নিতে পারে। তবে এটি সর্বনিকৃষ্ট হারাম। মুনাফিকির চরম নোংরা আচরণ।[১১১৩]

বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাধে দায়িত্ব তুলে নিতেন। কখনও নিজের পক্ষ থেকে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতেন, বাদী-বিবাদির মাঝে সমঝোতার লক্ষ্যে। উভয়ের ঝগড়া মিটিয়ে দেয়ার আশায়।

- **সাহল বিন আবি হাছমা رضي الله عنه বর্ণনা করেন-**

একদা মুহাইয়িসাহ্ ইবনু মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনু সাহল رضي الله عنه উভয়েই খাদ্যের তালাশে খায়বারের দিকে গমন করলেন। তারা সেখানে এক খেজুর বাগানের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনু সাহল رضي الله عنه তথায় নিহত হলেন। খুনি তার গলা কেটে দিয়েছে। এরপর তাকে একটি গর্তে ফেলে চলে গেছে। তার সাথীরা তাকে অনুসন্ধান করতে শুরু করল। অবশেষে তারা তাকে খুঁজে পেল এবং গর্ত থেকে বের করে তাকে কবরস্থ করল।

এরপর তার ভাই আবদুর রহমান ও তার দুই চাচাতো ভাই হুওয়াইয়িসাহ ও মুহায়্যিসাহ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তখন আবদুর রহমান তার ভাইয়ের ব্যপারে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেল। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের এবং তিনিই হলেন রক্তপণের অধিকারী।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দাও। অথবা বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই কথা আরম্ভ করা উচিত।

তখন আবদুর রহমান পিছিয়ে গেলেন। প্রথমে হুওয়াইয়িসাহ তারপরে মুহায়্যিসাহ কথা বললেন, এরপর আবদুর রহমান তাদের সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন।

তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আবদুল্লাহ বিন সাহলকে খায়বারের একটি গর্তে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। আর খায়বারে ইহুদিরা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই।

১১১৩. জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম : ২/৪৮৬।

তখন নবীজি ﷺ বললেন তোমরা কাকে দোষী মনে করছো?

তারা বললেন, আমরা ইহুদিদেরকে দোষী মনে করছি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের কাছে এ বিষয়ে ফরমান পাঠালেন। তারা জবাব দিল আমরা তাকে হত্যা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা পঞ্চাশবার হলফ করে বলতে হবে যে, ইহুদিরা তাকে হত্যা করেছে।

সহিহ্ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাদের কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে পঞ্চাশবার হলফ করে বলতে হবে, তাহলে তার দিয়্যাত প্রদান করা হবে।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় রয়েছে,[১১১৪] তোমরা তোমাদের হত্যাকারীর নাম বলবে, এরপর পঞ্চাশবার হলফ করবে, তারপর আমরা তাকে তোমাদের কাছে সমর্পণ করবো।

সুনান আল বায়হাকির বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা কি পঞ্চাশবার হলফ করবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর রক্তপণের অধিকারী হবে?

তখন তারা বলল, ব্যাপারটি এমন যে আমরা তথায় তখন উপস্থিত ছিলাম না। যে বিষয় আমরা নিশ্চিত করে জানি না সে বিষয়ে আমরা কিভাবে হলফ করে বলবো? আমরা জানিনা কে তাকে হত্যা করেছে। তবে ইহুদিরাই আমাদের একমাত্র শত্রু। আর তাদের সামনেই সে নিহত হয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে ইয়াহুদিদের মধ্য থেকে কেউ পঞ্চাশবার হলফ করে তোমাদের খুনের দাবী নাকচ করে দেবে।

তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাদের হলফ গ্রহণ করতে রাযি নই। যেহেতু তারা তো কাফের সম্প্রদায়। তারা যে কুফরিতে রয়েছে তা মিথ্যা শপথ করার চেয়ে মারাত্মক।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রক্তপণকে বাতিল করে দিতে চাইলেন না। তাই নিজের পক্ষ হতে একশ' উট তার দিয়াত আদায় করে দিলেন।

১১১৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৫৬৬৪।

সাহল ﷺ বলেন, এরপর একদা আমি তাদের উট রাখার স্থানে প্রবেশ করলাম। তখন ঐ উটের মধ্য হতে একটি উটনি আমাকে তার পা দ্বারা লাথি মারল।[১১১৫]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করার উদ্দেশ্য হল বিবাদমান ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া। উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা করে দেয়া। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য রক্তপণ পাওয়ার জন্য হয়তো নিজেরা হলফ করবে, অথবা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তারা হলফ করবে। এ দুটি উপায় ছাড়া রক্তপণ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তারা উভয়টিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। অপর দিকে তারা ছিল তাদের সাথীকে হারিয়ে ভগ্নহৃদয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন যেন তাদের বেদনা কিছুটা লাঘব হয় এবং ঝগড়া মিটে যায়। নিজের পক্ষ থেকে রক্তপণ দিয়ে তিনি পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে চাইলেন। বিচারক ও সমাজপতিদের জন্য উচিত সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করা। সমাজের লোকদের মাঝে সমঝোতাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করা।[১১১৬]

হক বিচার অন্যদের তুষ্টির পথে অন্তরায় নয়

বাদী-বিবাদির মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন্যায় বিচার অন্যদের মনতুষ্টির পথে অন্তরায় ছিল না।

হুদায়বিয়ার ঘটনায় উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীর সাথে এ মর্মে সন্ধি করলেন যে, আগামী বছর কেবল তিন দিনের জন্য তারা মক্কায় অবস্থান করবেন। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার ইহরাম বেধে প্রবেশ করলেন।

বারা ﷺ থেকে বর্ণিত– তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলী ﷺ-কে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। নবী ﷺ রওয়ানা হলেন। তখন হামযা (রা) কন্যা হে চাচা, হে চাচা বলে তাদের পেছনে পেছনে চলল।

১১১৫. সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৭০২। সহিহ মুসলিম : হাদিস নং : ১৬৬৯। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১৬০৯৬।

১১১৬. শরহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ১১/১৪৭।

আলী رضي الله عنه তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতেমাকে বললেন, এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।'

আলী رضي الله عنه বলেন, আমরা মদিনায় পৌঁছার পর, আমি, যায়েদ ও জাফর তাকে নেয়ার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলাম।

জাফর رضي الله عنه বললেন, আমি তার অধিক হক্দার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। অর্থাৎ আসমা বিনতে উমাইস।

যায়েদ رضي الله عنه বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।

আমি বললাম, তাকে আমি নিয়ে এসেছি এবং সে আমার চাচার মেয়ে, এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী, সে তার অধিক হকদার।

অতঃপর নবী ﷺ খালার পক্ষে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের স্থান অধিকারিণী। আর আলীকে বললেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফরকে বললেন, তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সাদৃশ। আর যায়েদকে বললেন, তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।[১১১৭]

ফায়দা :

আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। বিশেষ করে যদি বড়দের মধ্যে কারো দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে বিবাদ হয়। প্রত্যেকেই যদি তার দায়িত্ব নিতে চায়।

বিচারকের জন্য বাদী-বিবাদিকে তার রায়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরবেন। বাদী-বিবাদী তার যুক্তি ও দলিল মেনে নিবেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله বলেন, পালিত কন্যা যদি যিনি পালন করেছেন তার কোন নিকটাত্মীয়কে বিবাহ করে, এ বিবাহ করার মাধ্যমে তার পালনের অধিকার রহিত হয় না।

এতে কল্যাণকার কাজে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিযোগীতার বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই চেয়েছেন যাতে এ কল্যাণকর কাজে অন্যের তুলনায় অগ্রগামী থাকতে পারেন। ইয়াতিমের লালন-পালনে যে প্রতিদান রয়েছে তার অধিকারী হতে পারেন।[১১১৮]

১১১৭. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৬৯৯।

১১১৮. ফাতহুল বারি : ৭/৫০৭। শরহু উমদাতিল আহকাম : ৮/৬৫।

এ ঘটনায় যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ জাফরের পক্ষে রায় দিয়েছে, তবে অন্যদেরকে কথার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করেছেন।

ইবনু হাজার রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের মনতুষ্টি করেছেন যদিও জাফরের পক্ষে রায় দিয়েছে। এবং তিনি এর কারণও বলে দিয়েছেন।[১১১৯]

ইবনু দাকিকুল ঈদ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সান্তনামূলক ও তাদের মনরোঞ্জনমূলক যে কথা বলেছেন তা তাঁর উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক।

আপনি চাইলে বলতে পারেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ও যায়েদ রা.-কে যা বলেছেন, তা স্থান উপযুক্ত হয়েছে। যেহেতু তারা যা চেয়েছেন তা থেকে তারা বঞ্চিত হওয়ার দরূন তাদের মনে যে আঘাত লেগেছে তাঁর কথা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

পক্ষান্তরে জাফর রা. যা চেয়েছেন শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়া, তাতো তিনি পেয়েছেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যা বলেছেন তা কিভাবে তার জন্য প্রযোজ্য হয়?

এর উত্তর হল, মূলত শিশুটিকে তার খালা পেয়েছে। জাফরের জন্য যে রায় দিয়েছেন তা মূলত শিশুটির খালার কারণে। জাফরের নিজের কারণে নয়। সুতরাং বোঝা গেল শিশুটিকে মূলত জাফর পান নি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওই কথাটি তারও মনতুষ্টির কারণ হিসেবে প্রযোজ্য হয়েছে।[১১২০]

বাদী-বিবাদির কথা শুনে মুচকি হাসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বাদী-বিবাদির কথা শুনে মুচকি হাসতেন। তাদের যে কথা তাঁর কাছে পছন্দ হতো তা শুনে খুশী প্রকাশ করতেন।

- **ইকরিমা রা. থেকে বর্ণিত–**

রিফা'আ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরে আবদুর রহমান কুরাযি তাকে বিবাহ করে।

১১১৯. ফাতহুল বারি : ৭/৫০৭।
১১২০. ইহকামুল আহকাম : ১/২১৬।

আয়েশা ؓ বলেন, তার গায়ে একটি সবুজ রঙের উড়না ছিল। সে আয়েশা ؓ-এর নিকট অভিযোগ করল এবং (স্বামীর প্রহার জনিত) স্বীয় গাত্রের চামড়ার সবুজ বর্ণ দেখালো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এলেন, আর স্ত্রীগণ একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে, তখন আয়েশা ؓ বললেন, কোন মু'মিন মহিলাকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি কখনও দেখিনি। মহিলাটির চামড়া তার কাপড়ের চেয়ে বেশি সবুজ হয়ে গেছে।

আয়েশা ؓ বলেন, রিফাআহ কুরাযির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল, সে সময় আমি তাঁর কাছে বসা ছিলাম। আর আবু বকর ؓ তাঁর কাছে ছিলেন।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রিফাআহর স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের তালাক (তিনি তালাক) দিয়েছেন। এরপর আমি আবদুর রহমান বিন যুবায়ের কুরাযিকে বিয়ে করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! তার কাছে এ কাপড়ের পুটলির মত একটি জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই।

এ বলে তিনি তার আস্তিনের ভিতর থেকে একটি কাপড়ের পুটলি বের করে দেখালেন। খালেদ বিন সায়িদ ইবনুল আস দরজায় ভেতরে ঢোকার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি এ মহিলার কথা শুনছেন না? সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কী বলছে?!

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসির বেশী আর হাসেন নি।[১১২১]

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও। না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার কাছে যেতে পার না, যতক্ষণ না সে তোমার পানীয় পান করবে, আর তুমি তার সুধা পান করবে (অর্থাৎ, সঙ্গম করা)। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুর রহমান শুনতে পেল যে, তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসেছে। সুতরাং সেও তার অন্য স্ত্রীর দু'টি ছেলে সাথে করে এলো।

১১২১. ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই মহিলার এমন বিষয় স্পষ্টভাবে বলা দেখে মুচকি হাসছিলেন। সাধারণত যে বিষয়গুলো নারীরা তাদের লজ্জার কারণে বলে না, সেই বিষয়গুলোই তিনি সাবলীলভাবে নবীজির সামনে স্পষ্ট বর্ণনা করছেন এবং প্রথম স্বামীর কাছে তার যাওয়ার আগ্রহ দেখে নবীজি ﷺ মুচকি হেসেছেন।

আবদুর রহমান বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! সে মিথ্যা বলছে, আমি তাকে ধোলাই করি চামড়া ধোলাই করার ন্যায় (দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গম করি)। কিন্তু সে অবাধ্য স্ত্রী, রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চায়।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমানের সাথে তার পুত্রদ্বয়কে দেখে বললেন, এরা কি তোমার পুত্র?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, এই আসল ঘটনা, যে জন্য তুমি এমন করেছো। আল্লাহ্র কসম! কাকের সাথে কাকের যেমন মিল থাকে, তার চেয়েও বেশি মিল আছে ওদের সাথে এর (অর্থাৎ আবদুর রহমানের সাথে তাঁর পুত্রদের)।[১১২২]

বাদী-বিবাদি উভয়ের কথা শোনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাদী-বিবাদি উভয়ের কথা শুনতেন। তাদের কেউ অমুসলিম হলেও শুনতেন।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদি তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বলল, না! সেই সত্তার কসম, যে মূসা عليه السلام-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন।

এ কথাটি একজন আনসারি শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নবী ﷺ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন।

তখন সে ইয়াহূদি লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট গেলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকার রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মি। অমুক ব্যক্তি কী কারণে আমার মুখে চড় মারলো?

তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে?

আনসারী লোকটি ঘটনা বর্ণনা করলো।

১১২২. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৫৮২৫।

তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান ও যমিনের বাকী সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা ﷺ আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তূর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমার আগেই তাঁকে বেহুশি থেকে উঠানো হয়েছে?[১১২৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় বিচার

বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক বিচার রয়েছে। তাঁর অনেক ফায়সালা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হল-

গুপ্তধনের ব্যাপারে ফায়সালা

- **আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত–**

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেছেন, চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।[১১২৪]

পরাগায়িত খেজুর গাছের ফলের ফায়সালা

- **আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত–**

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কেউ তাবির করার পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে।[১১২৫]

১১২৩. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৩৪১৪।
১১২৪. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ১৪৯৯।

দাসের সম্পদের ব্যাপারে ফায়সালা

• আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ﵁ থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তা'বির করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই। আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে এবং তার সম্পদ থাকে তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার।[১১২৬]

সন্তানের ব্যাপারে ফায়সালা

• আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত–

তিনি বলেন, উতবা ইবনু আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ﵁ কে অসিয়ত করে যান যে, যামআর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্র আমার ঔরসজাত; তুমি তাকে (ভাতিজা রূপে) তোমার অধীনে নিয়ে আসবে। আয়েশা ﵂ বলেন, মক্কা বিজয়ের কালে ঐ ছেলেটিকে সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ﵁ নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ আমার ভাইয়ের পুত্র। তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসিয়ত করে গেছেন। এদিকে যামআর পুত্র আরবি দাবী করে যে, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদির পুত্র। তার শয্যা সঙ্গিনীর গর্ভে জন্মগ্রহন করেছে। তারপর উভয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। সাদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার ভাইয়ের পুত্র, সে এর ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করে গেছে এবং আব্‌দ ইবনু যামআ বললেন, আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর পুত্র, তাঁর সঙ্গে শায়িনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ বললেন, হে আব্‌দ ইবনু যামআ! এ ছেলেটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নবী ﷺ বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারী যে, বঞ্চিত সে। এরপর তিনি নবী সহধর্মিনী সাওদা বিনতে যামআ ﵂-কে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটি হতে পর্দা করবে। কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পান। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ছেলেটি আর সাওদাহ ﵂-কে দেখেনি।[১১২৭]

১১২৫. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২২০৪।
১১২৬. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৩৭৯।
১১২৭. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২০৫৩।

অবণ্টিত সম্পদ শরিকদারদের মধ্যে শুফআর ফায়সালা

- **জাবির ইব্‌নু আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, নবী ﷺ যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নি, তার মধ্যে শুফ'আ লাভের ফায়সালা প্রদান করেছেন। তারপর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র করা হয় তখন আর শু'ফআর অধিকার থাকবে না।[১১২৮]

গর্ভপাত ও গর্ভস্থ সন্তান হত্যার ঘটনায় ফায়সালা :

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, বনি লেহ্ইয়ান গোত্রের এক মহিলার গর্ভটি পতিত হয়েছিল মৃত অবস্থায়। নবী ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার পুত্রগন ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত পাবে তার নিকটতম আত্মীয়গণ।[১১২৯]

রাস্তার ব্যাপারে ফায়সালা

- **আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত–**

তিনি বলেন, যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী ﷺ রাস্তার জন্যে সাত হাত জমি ছেড়ে দেয়ার ফয়সালা দেন।[১১৩০]

স্বামীর গৃহ থেকে স্ত্রীর দান করা :

আবু উমামাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো স্ত্রী তার ঘরের

১১২৮. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২২১৪।
১১২৯. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ৬৭৪০।
১১৩০. সহিহ বুখারী : হাদিস নং : ২৪৭৩।

কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্য দ্রব্যও নয়? তিনি বললেন : এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। অতঃপর তিনি বললেন : ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে; দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে; ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।[১১৩১]

অন্যায়ভাবে দখলকারীর পারিশ্রমিকের ফায়সালা :

সাঈদ ইবনু যায়িদ থেকে বর্ণিত– নবী ﷺ বলেন : কেউ কোনো পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই। অন্যায়ভাবে দখলকারীর পরিশ্রমের কোনো মূল্য নেই।

দাদী-নানীর মিরাসের ফায়সালা :

উবাদাহ বিন সামেত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালার মধ্যে একটি ফায়সালা হল, তিনি দাদী-নানীর জন্য মিরাসে এক ষষ্ঠমাংশ দেয়ার ফায়সালা দিয়েছেন।[১১৩২]

কবিতা

لِفِعْلِ الخَيْرِ آثَارٌ تَدُوْمُ + ولكِنَّ التَّنَازُعَ لَا يَدُوْمُ.

কল্যাণকর কাজের এমন প্রভাব রয়েছে যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।
তবে বিবাদ কিন্তু স্থায়ী হয় না।

وَعِنْدَ قُضَاتِنَا فَصْلٌ بِعَدْلٍ + فَمِيْزَانُ الْعَدَالَةِ مُسْتَقِيْمٌ.

আমাদের বিচারকদের কাছে রয়েছে ন্যায়পূর্ণ বিচার। ইনসাফের
পাল্লা বরাবর থাকে।

فَإِنْ جَارَ الخُصُوْمُ بِلا تَقَاضٍ + فَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الخُصُوْمُ.

বিবাদি যদি বিচার ছাড়াই যুলুম করে যায়, তবে আল্লাহর কাছে
উভয়ে উত্থিত হবে।

১১৩১. সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং : ৩৫৬৫।
১১৩২. আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি : ৬/২৩৫। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ২২২৭২।

رَسُوْلُ اللهِ يَدْعُوْهُمْ لَصُلْحٍ + وَكَمْ يَسْعى إلى الصُّلْحِ الحَكِيْمُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সমঝোতার আহবান করতেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি সমঝোতার জন্য বহু চেষ্টা করেন।

يَحُثُّ عَلى التَّسَامُحِ و التَّغَاضِيْ + وَقَدْ يَعْفُوْ عَنِ الحَقِّ الكَرِيْمُ.

ক্ষমা করে দেয়ার জন্য, এড়িয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানুভ ব্যক্তি তার অধিকার ছেড়ে দেয়।

فإنْ رَفَضُوْا التَّصَالُحَ والتَّغَاضِيْ + فَحكْمُ الْعَدْلِ بَيْنَهُم يُقِيْمُ.

যদি সে সমঝোতা ও ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের মাঝে ইনসাফের বিধান কায়েম হবে।

يُحَذِّرُ حَالِفًا مِنْ قَوْلِ زُوْرٍ + فَإنَّ الإثْمَ فِيْ هَذَا عَظِيْمُ.

যারা মিথ্যা শপথ করে তাদেরকে সতর্ক করতেন, কারণ এর পাপ খুবই জঘন্য।

وَيَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ، والخَفَايَا + يُحَاسِبُهُمْ بِهَا اللهُ الْعَلِيْمُ.

বাহ্যিকতার ভিত্তিতে তিনি বিচার করতেন, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাদের থেকে হিসাব নিবেন।

وَحَذَّرَ مِنْ تَمَادِيْ الخَصْمِ ظُلْمًا + بِبَاطِلِه، وَظُلْمُ النَّاسِ شَوْمُ.

অন্যায়ভাবে বাদী-বিবাদিকে ঘুরানো থেকে নিষেধ করেছেন। মানুষের প্রতি জুলম করা অন্যায়।

وَقَدْ يَتَحَمَّلُ الأَمْوَالَ عَنْهُمْ + لأَجْلِ الصُّلْحِ، فَهُوَ بِهَا زَعِيْمُ.

অনেক সময় তাদের পক্ষ থেকে সম্পদের দায়িত্ব নিতেন।
তাদের মাঝে সমঝোতা করে দেয়ার জন্য। আর তিনি নিজে সে সম্পদের দায়িত্ব নিতেন।

وَطَيَّبَ خَاطِرَ الخَصْمَيْنِ لَمَّا + قَضَى بِالعَدْلِ، وَانْقَطَعَ الخَصِيْمُ.

বাদী-বিবাদির আত্মতুষ্টি করতেন, যখন তিনি ইনসাফের সাথে ফায়সালা করতেন এবং যে বিষয়টি নিয়ে বিবাদ হয়েছে তা হাতছাড়া হতো।

وَيَصْغَى لِلْخُصُوْمِ، وَلَوْ يُهُوْدًا + فَإِنَّ الْعَدْلَ بَيْنَهُمْ الْعُمُوْمُ.

অভিযোগকারীর বক্তব্য শুনতেন, যদিও সে ইহুদি হতো। কারণ ইনসাফ সকলেরই প্রাপ্য।

وَشَرْعُ اللهِ فَصلٌ فِيْ القَضَايَا + هُوَ الإِنْصَافُ والْعَدْلُ الْقَدِيْمُ.

বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানই হল চূড়ান্ত। এটিই ইনসাফ।

فَكُلُّ مُخَالِفٍ لِلشَّرْعِ رَدٌّ + هُوَ الطَّاغُوْتُ وَالظُّلْمُ الغَشُوْمُ.

শরীয়ত বিরোধী প্রতিটি বক্তব্যই পরিত্যাজ্য। সেগুলো তাগুত ও জুলুম।



ওয়া লিল্লাহিল হামদ

আবু সাঈদ মুহাম্মদ নু'মান
অনুবাদ সমাপ্ত
রাত ১২ : ৩০
রবিবার, ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ ইসায়ি
২৭ সফর, ১৪৪১ হিজরি
ফায়দাবাদ, উত্তরা, ঢাকা



মহান আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝে সব উত্তম চরিত্র ও উত্তম স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যা তাঁকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। তিনি ছিলেন কল্যাণের আঁধার। কল্যাণময় সব কাজে তিনিই উত্তম আদর্শ।

মুমিন-কাফের, ছোট-বড় ও সম্মানিত-হীন থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের সাথে কোমল আচরণের উজ্জ্বল আদর্শ তিনি। নির্যাতিতকে সাহায্য করা, ভালো দ্বারা মন্দ কাজের মোকাবিলা করা, হাসিমাখা চেহারায় মানুষের সাথে মিলিত হওয়া ছিলো তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন কার্যসম্পাদনে সর্বোত্তম নীতি অবলম্বনকারী।

মহানবি ﷺ-এর শত্রুরাও তাঁর উত্তম চরিত্রে বিমোহিত হয়ে ঈমান আনতো। ইসলামের শ্বাশত বিধানকে আলিঙ্গন করতো। রাসূল ﷺ-এর কোমলতা ও আদর্শ দেখে তারা বলতো–

'হে মুহাম্মদ! আমার নিকট আপনার চেহারা সবচেয়ে ঘৃণিত ছিলো, আজ আপনার চেহারা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আপনার ধর্ম আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো, আজ আপনার ধর্ম আমার সবচেয়ে প্রিয়। আপনার শহরের চেয়ে অপ্রিয় কোনো শহর আমার নিকট ছিলো না, আজ আপনার শহর আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর'

প্রিয় পাঠক! এ গ্রন্থ পাঠে জানতে পারবেন মুহাম্মদে আরাবি ﷺ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় কেমন উত্তম আচরণ করতেন। আমরা তাঁকে স্বামী, পিতা, প্রতিবেশী, বন্ধু, ক্রেতা, বিক্রেতা, বিচারক, মুফতি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেখতে পাবো। আল্লাহ তাঁকে নবি-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে উত্তম চরিত্র ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত করেছেন।

আমরা এমন মহান নবির উত্তম চরিত্রের/আচরণের অনুসন্ধান করেছি, যাঁর চরিত্রই আল-কুরআন। মহান আল্লাহ উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি শত্রু-মিত্র, বন্ধু-শত্রু চিহ্নিত করতে পারেন।

এ উম্মি নবির আচরণ কেমন ছিলো যখন তিনি মানুষের সাথে ঘরে, বাজারে ও বাসস্থানে মিলিত হতেন? তাদের মধ্যে পরিচিত-অপরিচিত, পূণ্যবান-পাপাচারী, মহৎ ও দুষ্ট লোক ছিলো? তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করতেন?

প্রিয় পাঠক! খুলুকুন আজিম (কেমন ছিলেন নবীজি ﷺ) নামক এ গ্রন্থ পাঠে আপনার নিকট উন্মোচিত হবে মহানবি ﷺ এর উত্তম আচরণের নানা দিক। আসুন, গ্রন্থটি মসজিদে মসজিদে এবং ঘরে ঘরে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে ধারাবাহিক দরস/পাঠ শুরু করি।



দারুত তাযকিয়া
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
Facebook/Tajkia.com